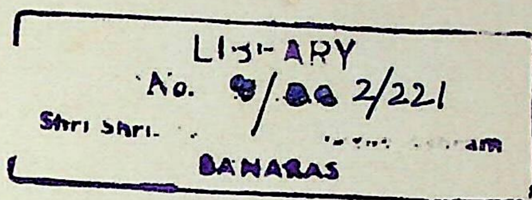
যাত্রাগান
রামায়ণ

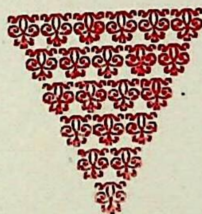
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর




LIBRARY
No. 8/88 2/221
Shri Shri
BANARAS



যাত্রাগানে রামায়ণ



যাত্রাগানে রামায়ণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬

—ন টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায়. কর্তৃক প্রকাশিত ও তাপসী প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	...	...	১
বাল্যকাণ্ড	...	...	৬১
অযোধ্যাকাণ্ড	...	...	৯২
অরণ্যকাণ্ড	...	...	১১৪
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	...	...	১৪০
সুন্দরকাণ্ড	...	...	১৭৬
লঙ্কাকাণ্ড	...	...	২২৯
উত্তরাকাণ্ড	...	...	৩১৮

চিত্রসূচী

লঙ্কার ত্রিবর্ণ চিত্র	...	মুখপত্র
পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্র	...	ঐ পরপৃষ্ঠা
রামের হরধনু ভঙ্গ	...	৮০
রাবণের সীতাহরণ	...	১২৮
অশোকবনে বন্দিনী সীতা	...	১৩৮
বালি সুগ্রীবের যুদ্ধ	...	১৬০
রাক্ষসদের হাতে বন্দী বীর হনুমান	...	২০০

যাত্রাগানে রামায়ণ

॥ প্রধান পুরুষ চরিত্র ॥

বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গুহক, ভৃগু, শতানন্দ

দশরথ, জনক, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, লব-কুশ, জটায়ু, বিদূষক, সুমন্ত্র

ইন্দ্র, যম, চন্দ্র, কুবের, বিরিঞ্চি, ব্রহ্মা, শিব, নন্দী-ভৃঙ্গী, অগ্নি, সূর্য, বিশ্বকর্মা, নারদ, ঐরাবত, গরুড়, মাতলি, সুভদ্র, যমদণ্ড, কালদণ্ড ও অন্যান্য দেবতাগণ

রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মেঘনাদ, মহীরাবণ, অহীরাবণ, গবাক্ষ, শার্দুল, বিদ্যুৎজিহ্বা, নারদ, প্রহস্ত, মহোদর, মাল্যবান, ভস্মাক্ষ, ধূম্রাক্ষ, কালনেমি, দুর্মুখ ও রাক্ষসগণ

বালি, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ, সুষেণ, জাম্বুবান, বিনত, দধি, মৈন্দ ও বানরগণ।

॥ প্রধান নারী চরিত্র ॥

কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, মন্থরা, সরযু, অযোধ্যা, তারা

গঙ্গা, যমুনা, তমসা, শচী, সরস্বতী, কণ্ঠসরস্বতী,

তাড়কা, চামুণ্ডা, নিকষা, সরমা, মন্দোদরী, শূর্পণখা, খোক্কশী মালাবতী, কুম্ভোদরী, লম্বোদরী, রাশিবুড়ী ও রাক্ষসীগণ।

॥ অন্যান্য চরিত্র ॥

হাঁচি টিকটিকি, বদ্যিনাথের ষাঁড়, তালচড়াই, কাকভূশুণ্ডী, ঢেঁকিবাহন, শুকসারণ, রাজহংস, 'মরাল,' ইন্দুর, মকর, ঢেঁকি, নেউল, অগ্নিকুক্কুটি, প্রজাপতি ভোম্বল, বুড়ন, রামশরণ, সুত ও মাধব, চোপদার, ভাট, দ্বারপাল, বৈতালিক, শ্রীপদ, ভীল্লক, আতাই, পক্ষী, বনচরগণ, প্রজাগণ, রজকগণ, দোহার জুড়ি, বনমানুষ, প্রমাথি, বিনোদ, কর্কট-মর্কট, গন্ধর্ব, যক্ষগণ

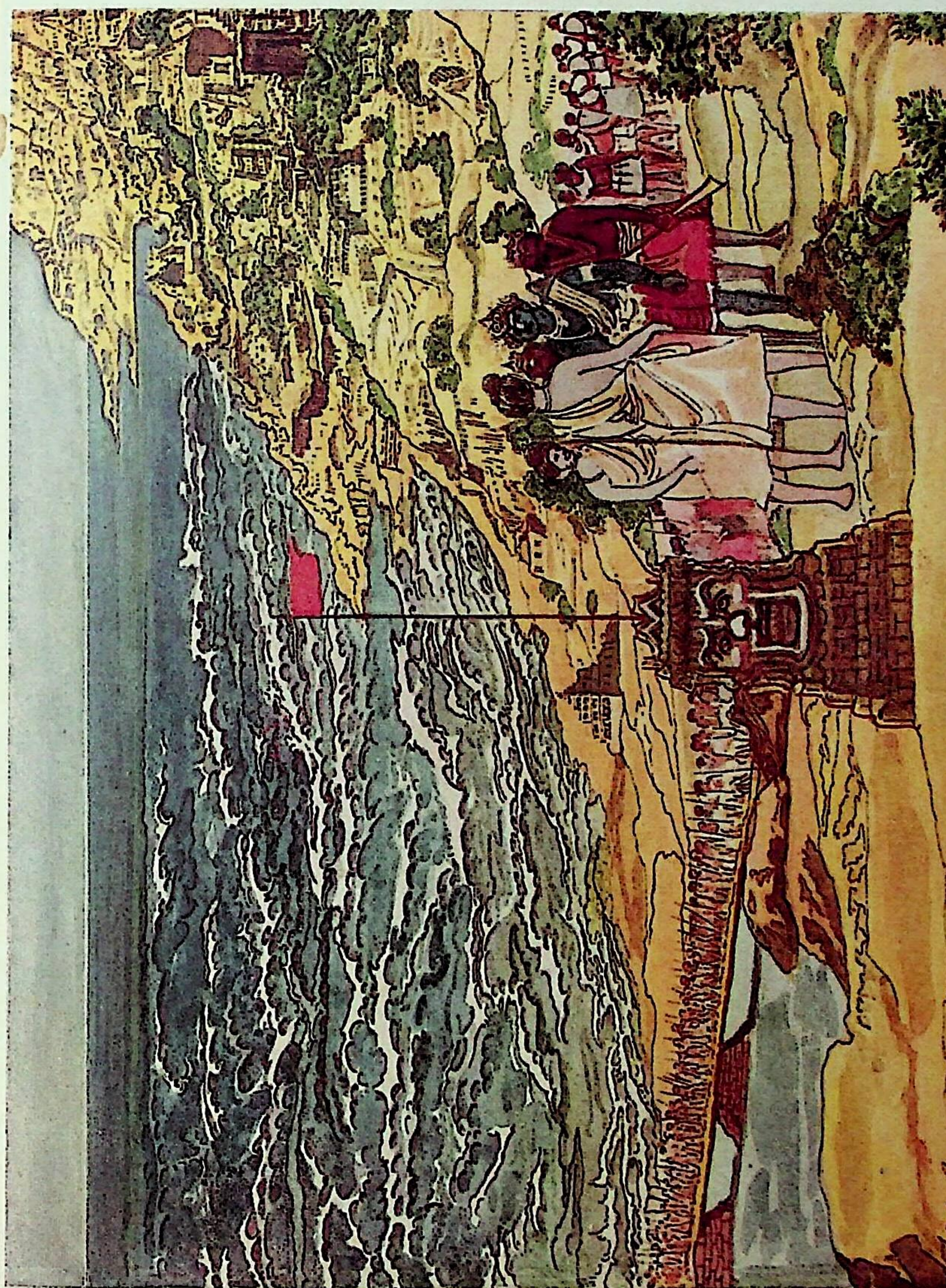
তেজীভূত, মেটেভূত, জলসাভূত, মহামারি, মার, যক্ষ্মা, জরা, প্রেতগণ, পাপীগণ, যমদূতগণ

রামদাসী, কিন্নর-কিন্নরী, রুমা, ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী, দিশা, চেড়ী, পুরবাসিনী, আন্থি, মধ্যি, অন্তি, নিদ্রাউলী, লক্ষ্মী ত্রিজটা, ত্রিজটী, লঙ্কিনী, অপ্সরাগণ, যোগিনীগণ, সখীগণ, সাগরবালাগণ

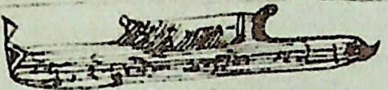
প্রকাশকের নিবেদন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাত্রাগানে রামায়ণ বইখানি এতাবৎকাল লোকচক্ষুর অগোচরে পাণ্ডুলিপির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁহার সুযোগ্য দৌহিত্র সদ্য পরলোকগত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উদ্যোগী না হইলে হয়তো সেই ভাবেই থাকিয়া যাইত। এই গ্রন্থ প্রকাশনের কাজে ৺মোহনলালের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সবিশেষ যত্ন ছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বইখানির প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থটির মুদ্রণ চলাকালেই তিনি অকস্মাৎ চিরবিদায় লইলেন। গ্রন্থের মুদ্রণে ও অঙ্গসজ্জায় আমরা তাঁহার যে মূল্যবান উপদেশ পাইতেছিলাম, তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। এই গ্রন্থটি বাংলা পাঠক সমাজে যোগ্য সমাদর পাইলে, অবনীন্দ্রনাথের অনুরাগী বিশেষত কিশোর পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। এই গ্রন্থের ত্রিবর্ণ চিত্রটি শিল্পাচার্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত। ভিতরের ছবিগুলি রাজা রবিবর্মার ও উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ছাপা ছবি হইতে সংগৃহীত। স্বর্গত মোহনলাল এই গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে অঙ্কিত অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবির কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর ফলে সেগুলি পাওয়া সম্ভব হইল না। এই গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকা তথা সমগ্রভাবে শিল্পরসিক সমাজ কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হইতে বঞ্চিত হইলেন সন্দেহ নাই।





অবনীন্দ্রনাথের
রচনার
পাণ্ডুলিপি



যাত্রাগানে রামায়ণ

বা

রামচন্দ্রি গীতাভিনয়

॥ ভূমিকা ॥

আগে নাম গান কুরু পরে যাত্রা কুরু
যাত্রাং কুরু নাম গান কুরু
কুরু যাত্রাং কুরু নাম গান।
আগে রাম চাকি খান
পরে রাম নাম গান।
যুগ যুগাদ্যা আদ্যাবুড়ি যুগ মধ্যা মধ্যা বুড়ি
যুগ যুগান্তা অন্তা বুড়ি
দাও পায়ে সুড়সুড়ি খুটে বেঁধে নাও মুড়ি।

(হনুমান ও কুশীলবের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

গীত নং ১— চড়ুইটিরে মরুইটিরে আসরে বসো সে
রামচন্দ্রের গান গাইবো
রাম চাকি খেয়ে গান গেও বসে।
বড় বড় রাম চাকি ছোট ছোট আম
খেয়ে ছোট বড় পাখি গেও রাম নাম
এস এস পালে পালে নাচন ধর সে।
আয়রে পাখি আয় জটাই
তোরে হেরে আঁখি জুড়াই
আয়রে তাল চড়াই তান ধর 'সে।

(তাল চড়ায়ের প্রবেশ ও নৃত্য)

গীত নং ২— আরে তাল গাছেতে হুম্বুর মুম্বুর
বাঁশতলাতে কে ?
কুশি কাশের আড়ে আসর বিছিয়েছে।
হা রে তাল চটার পালা নাড়ে
সাঁঝের বাতাস বাতাস করে
কালো জামা পাখি একটা
সোনার ঘুঙুর পরে নাচে ঘুর ঘুর ঘুর,
বলে গীত গাও সে।

(কাকভূষুণ্ডির প্রবেশ ও গীত)

গীত নং ৩— কাকস্য চঞ্চৌ যদি স্বর্ণ যুক্তৌ
মাণিক্য যুক্তৌ চরণৌচ তস্য
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা
তথাপি কাকো নচ রাজহংস।

গীত নং ৪— কাকভূষুণ্ডি নামটি আমার
তিনকাল গিয়ে এখনো দেখছি পরিষ্কার।
জ্বলছে না চন্দ্রটা সূর্যটা যাত্রার আসরটা
অন্ধকার এস্‌পার ওস্‌পার
কোথা রামচন্দ্র কোথা অযোধ্যা সরযূর পার
সোলা জলে ভেসে যায়
বানরে সঙ্গীত গায়
কোলা ব্যাঙ মাদল বাজায় চমৎকার।
পূবেতে উঠিল ঝড়, ডাঙা ডোবা একাকার
চাঁদের সভার মধ্যে বর্ষে পানি মুষলধার
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা

বনে মাদল আসে বাদল
থামে মাদল বনে বাদল
রাম চাকি খা রাম চাকি খা
হাঁচি প'ল টিকটিকি প'ল
আরে যাঃ মাটি যাত্রা।

(হাঁচি টিকটিকির প্রবেশ)

হাঁচি টিকটিকি ॥ হাঁচি টিকৃটিকি নাচি ধিকিধিকি
কদাপি না বাছি কোন বার কি তিথি।
বৃদ্ধ শিশু কফের হাঁচি আর
জন্মবার জানিয়াছি সার
যাত্রা করতে আসিয়াছি খনার জিহ্বা করে কর্ত্তন।
বরাহ নিভৃতে করেন রক্ষণ
টিকৃটিকি তাহা করেছি ভক্ষণ।
ঠিক ঠিক ঠেকা দিয়ে যাই
নাচি আর হাঁচি ভয় নাই
যাত্রা করো ভাবতেছ কি?

(নারদ ও কুশীলবের গীত)

এল যাত্রার দিন সবধারে টিকৃটিকি পড়ে
হাঁচি পড়ে পশ্চিমে দক্ষিণে উচো উত্তরে কাত
ছাওয়া হল হোগলা পাতে চালাঘর
যুগ যুগান্তর পরে বাজলো নারদ মুনির বীণ।
নারদ ॥ আগু অন্ত মধ্যে চ থাকেন আগ্নিবুড়ি মধ্যিবুড়ি অন্তিবুড়ি
আগুলি রাম চাকির ঝুড়ি এসো গো তিনকেলে বাহন।

(তিন বুড়ির প্রবেশ)

যুগ যুগাগু আগ্নি বুড়ি যুগমধ্যা মধ্যি বুড়ি
যুগ যুগান্তা অন্তি বুড়ি লেগেছে বুড়ো আঙ্গুলে স্থড়স্থড়ি
নাচতে এলেম তাই দিয়ে তাই তাই তাই রাম নাম গাই।

ত্রেতা যুগ আসে সত্যযুগ যায়
আদ্যি কালের বদ্যিনাথ কোথায়
বাদ্যি নইলে যাত্রা জমা দায়।

বদ্যিনাথের ষাঁড় ॥ থেকে বলদ না বয় হাল
তার দুঃখ চিরকাল।
ত্রেতা যুগে পুণ্য তিন পদ পাপ এক মাত্রা
শুভক্ষণ দেখে ধর রামচাকি যাত্রা।
কর ভাই আগে দিশা নিরূপণ
পূর্ব্ব হতে কও উত্তর রামায়ণ।

দিশা ॥ (কুশীলবের গীত ও
গঙ্গা যমুনা তমসার নৃত্য)

আহা! জাহ্নবী যমুনার মাঝে
তমসা নদীর চরটি আছে
সেইখানে এক ফলসা গাছে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চি ডাকতে আছে
ও সে গঙ্গা যমুনার প্রাণপাখি যেন
মিলতে চাইছে কাছে কাছে
মাঝে দুজনার মুরা বালি আর
ধূ ধূ বালুচর আকাশ-পারে টানা আছে।

(তিন বুড়ির দোহারকি)

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর
তার মধ্যে উইয়ের ঢিবি
বাল্মীক মুনির ঘর
সেই চরে একঘর নিষাদ
বলে আটাকাটি ধর—বনে আখেটি আছে।

(বন্দিনাথের বাদ্য)

গীত— অতি তুঙ্গ ঘোর ঘোনম্
কলিকাল বন্ধুবর্গমিবৈকত্র সঙ্গতম্
অঞ্জুশিলা স্তম্ভ সম্ভারমিব
অন্ধকাসুরমিব অন্ধকারিত অশেষ কাননম্
অন্তক পরিবারমিব অশুভ কর্মসমূহামিবৈকত্র সমাগতম্।

নিষাদগণের গীত—
১। আরে দিশা ধর রে নিষাদ
আগাশের পাখির দিশা ধর ॥ ধুয়া ॥
২। অধীর পাখি ডেকে চলে বাতাসে ঢেউ তোলে
জল-পারে জোড়া পাখি ওড়া দিল
নিশানা ধর রে নিষাদ নদীচরের দিশা ধর।
দিশা ১। হা রে ক্রৌঞ্চ পাখি অরুণ আঁখি
ডেকে বলে রাত আসে দিন চলে
নামে ছায়া বনতলে জল-পারে চল পাখি।
ঘোর বনে জোড়া পাখি চেনো আঁখি দেয় সাড়া
অকুল পারে সন্ধ্যাতারা বকুল তলে বেভুল পাখি।
২। হায় রে ক্রৌঞ্চ পাখির পাইচি যে সাড়া
বিজনে ফুকরে নিচে না উপরে
জোবনে না মৌবনে
কোন বনে পাইনা দিশা নিশানা করি
কোন কোণে শরবনে না তপোবনে
হারে গীদ্ গাওয়া পাখা এই বনে না ঐ বনে
বাসা নিছে তারা
হারে মারা মারা মারা ॥

(নিষাদের নৃত্য)

গীত— হা রে রাজার ছেলে সিংগী মারে ব্যাধের ছেলে পংখি
আরে বীরের ছেলে তীর মারে শির মারে জঙ্গী

আখেটি মারি পাখিটা আসটা
হাতে আটা কাটি কঞ্চি।
একখান কঞ্চি দুইখান কঞ্চি
বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়
কঞ্চির পরে কঞ্চি ধর সরু কর আগা
পাখ্ ধরতে পাকা বড় কঞ্চি ! [প্রস্থান

(গঙ্গা যমুনা তমসার নৃত্য)

গীত— জল-পারে তমসার ছায়া পড়ে ঘোর নিশার
আঁধার-পারে চাঁদের কণা কতক কানা কতক ধরা
উত্তরে উপ দক্ষিণে কাত নৌকা চেয়ে এসে যায় রাত
বাতাস সহসা নিঃশ্বাস ছাড়ে বন-পারে উঠে হাহাকার
বারবার বলে ক্রৌঞ্চি—কোথা ক্রৌঞ্চ কোথা ক্রৌঞ্চ
ক্রৌঞ্চ হে দেখা কেন নাই আর।

কুশীলব ॥ হায় নিদয় নিষাদ বেদনা না জানে
অকারণে হানে বিষের বাণে
বিষাদ আনে বন ভবনে।
ও সে হানে মরণ করে হনন
নিকরুণ প্রাণে
দয়া না জানে মায়া না জানে ॥

(দোহারি বুড়ির গীত)

কি করিলি ওরে নিষাদ নিরপরাধির প্রাণ বধিলি
সুখী প্রাণে দুঃখ দিলি সুখের বাসা ভেঙ্গে দিলি
জীবন আশা নাশ করিলি।

(ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চির প্রবেশ)

কি করিলি, কি করিলি, ধিক্ রে তোরে, কি করিলি
একই বাণে দুইটি প্রাণে কেন বিঁধিলি কেন বিঁধিলি

ভাঙলি সুখের বাসা নাশিলি আশা
হতাশার হতাশে প্রাণে মারিলি।
তমসার তীরে বিপুল এ বন মনের ভুলে ছিলাম দুজন
তুই নিষাদ ঘটালি বিষাদ সকল সাধে বাজ পাড়িলি
আলো লুটায় বনতলে বিরহিণী কেঁদে বলে
রে নিষাদ কি করিলি।

(রক্ত কিন্নর ও শ্বেত কিন্নরীর নৃত্যগীত)

বুকের রক্তে রাঙা রাগ রক্ত আঁখি
রক্ত পাখা ক্রৌঞ্চ পাখি
রক্ত ছন্দা শীত সন্ধ্যার মেঘপুঞ্জ
নিল তারে ঢাকি
লুটায় বৃন্ত ভাঙা শ্বেত শতদল
জল-পারে ক্রৌঞ্চি পাখি।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি ॥ মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতীসমা
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধি কাম মোহিতম্।

কুশীলব ॥ নমো পুণ্যশ্লোক বাল্মীকি তপোধন
শোক হৈতে যার শ্লোক হৈল উদ্ভাবন।
সতের চিত্তের ন্যায় স্বচ্ছন্দ নিরমল
পুণ্যস্রোতা নদীর প্রায় বহে চলে কল কল।
তপোবনের শান্ত বায়ু আসে যেন অচঞ্চল
বনচ্ছায়ার মায়া ঘেরা নবছন্দ মনোরম।

বাল্মীকি ॥ অকর্দ্দমমিদং তীর্থ তমসাস্থ নিশাময়
রমণীয় প্রসন্নাম্বু সমনুষ্য মনো যথা।

কুশীলব ॥ কর্দ্দমহীন নির্মল নীর নির্জ্জন তমসার তীর
নির্মেঘ নীলাকাশে বয় বাতাস হেমন্তে শিশির

ঝির ঝির ঝির ঝির
পাখি হিমানীর পরশ হনা মেলায় ডানা
আলো ছায়াটানা দেখা দেয় তমস্বিনীর উভয় তীর।

বাল্মীকি ॥ নস্যতাং কলসন্তত দীয়তা বল্কলং মম
ইহাবগাহয়্যে তমসা তীর্থমুত্তমম্।
তামস হরনা তমসা নিষ্কলুষা পাপনাশা।
সাধুর চিত্তের ন্যায় তমসার জল
উত্তম এই তীর্থস্নানে হইব নির্ম্মল
কলস নাও বৎসগণ পরিধান বল্কল
পুণ্যস্রোতা নদী বয় মৃদুছন্দে কল কল
সন্ধ্যার বাতাস বয় ছায়া বনে সুশীতল
তমসার তীরে তীরে ঋষিদের তপোবন
আনন্দে বিচরে সেথা শান্ত চিত্ত মৃগপক্ষিগণ
কুশীলব গীত কর রাম নাম শুনাও বৎসগণ।

(লবকুশের রাম-নাম কীর্ত্তন)

রামং রঘুবরং সীতাপতি সুন্দরং কাকুৎস্থং করুণাময়ং
গুণনিধিং ধার্মিকম্
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।

(বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, রাবণ ও নিকষার প্রবেশ)

রাবণ আমার নাম, বিভীষণ আমার নাম
কুম্ভকর্ণ আমার নাম
হতে চাই অসীম শক্তিমান
নয়তো কাজ কি রেখে তুচ্ছ এ প্রাণ।

নিকষা ॥ অমন কথা বলে না বাবা, যাও কর তপস্যার বিধান
ব্রহ্মার নাও বর দান
কুবেরের ছোট তিন ভাই ব্রাহ্মণ সন্তান।

(নিকষার গীত)

বিধাতার বরে কুবের ভাণ্ডারী হল যক্ষের ধনের অধিকারী
নিল তোর মাতামহের নির্ম্মিত সেই লঙ্কা
পেয়ে রাক্ষসের রাজ্য নাহি করে শঙ্কা
কুবেরে জিনিয়া যাতে লঙ্কা নিতে পার
সেই যুক্তি মনে রাখি তপস্যাতে বাড় ।

(তিন রাক্ষসের গীত)

ভাইরে তপস্যাই করা চাই চল যাই বাইরে
চল শ্মশানে মশানে বসি আসনে যে পারি যেখানে
ধ্যান ধরি মারি অরি যে প্রকারে পারি ভাই
এই বর চাই রে ।
তপস্যাতে চলি মাতা না ভাব বিষাদে
কাড়ি লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে
কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি
কুবেরের কাছে তবে আর হারি
লঙ্কাপুরি নিব কাড়ি কোনো শঙ্কা নাই রে । [প্রস্থান

(নিকষার খেদ)

ও আমার তিনটা বাছা বেত্তো করতে যায়
সেখানে নাকি তেক্তো খায়
বেহ্ম লোকে কয় যে লোকে
বছর গেলে এক ঢোকে একটি দিন যায়
আহা বাছারা আমার ভাত কোথা পায়
মাছ কোথা পায়
তেল নুন কোথা পায়
পান খেতে চুন কোথা পায় ।

আস্থি ॥ ওগো নদীর বালি ঝুরঝুরানি নুন বলে খায়
নিকষা ॥ তারা চুন কোথা পায় তারা তেল কোথা পায়
মধ্যি ॥ সেওড়া গাছের চুন, কুসুম গাছের তেল
অস্থি ॥ বেল গাছের কৎ তেঁতুল দিয়ে খায়
নায় ধোয় খায় দায় ঘুম যায় ।

(নিকষার খেদ-গীত)

পান খাই সুপারি নাই দোক্তা খাই তলব নাই
চুন খাই খয়ের নাই হায় আমার তিন ছেলে কোলে নাই।

শূর্পণখা ॥ ও রাবণের মা বিভীষণের মা
ও কুম্ভকরণের মা এখন কেঁদো না
অধিক কাঁদলে চক্ষু যাবে
সুখের স্বক্ষু দেখতে পাবে না
ও দশাননের মা
এখন কাঁদে না কাঁদবার ঢের সময় পাবে
যখন খাবে লঙ্কার ধূমা
তোমার ছোট মেয়েটি ঘরে আছে
সোনার নথ গড়াও গা
মুক্তার নোলক পরাও গা, ও শূর্পণখার মা।

নিকষা ॥ চড়ুইটিরে মরুইটিরে নাড়ু পাকাও সে
শূর্পণখার কান ফোঁড়াবো নাক ফোঁড়াবো
সোনামুগ ভাঙো সে।
বড় বড় গজমোতি ছোট খাটো নথ
রথ চক্কার বৎ
গোলগাল নোলক বুটকি তালফল বৎ
পরাবো মুখটি মেজে ঘসে।

তালচড়ুই ॥ নিকষা তোর কয় মাসা সোনা—
তিন মাসা মরা সোনা এক মাসা চিনে সোনা।
বুড়ি তোর কয়টি ছানা—চারটি ছানা
তিনটি গেছে বিম্মিশাকের বনে
কোলে আছে মেয়েটি চাঁদের কোনা।

(তালচড়ুই-এর গীত)

আহা মেয়েতো ভেঁয়ে কাঁকালখানি সরু
কাঁটাল-বিচি চক্ষু মেয়ের চটাল চটাল নাক
শূর্পণখা নামটিও ভালো কুলো পেটানো যাক।

শূর্পণখা ॥ বসে কুলা পেটাবো না ঘর নিকাবো
পরবো পাটের শাড়ি খড়খড়েতে চড়ে যাবো
আক্কশ রাজার বাড়ি।

গীত— আহা দাঁত নয়তো দশন—
মুলা ক্ষেতে বসলো জসন।
নাক নয়তো নাসা—
চিবুক নয়তো শামুক
মুখ নয়তো হুতুম প্যেঁচার বাসা।

সকলে ॥ তোর সঙ্গে আড়ি
আড়ি আড়ি আড়ি আড়ি তো আড়ি
কাল যাবো বাড়ি
পরশু যাবো ঘর
কি করবি কর।

[প্রস্থান

ছি ছি মিছা কর খিচি মিচি দিশা ধর রে বাদ্যকর
দেখ গোকর্ণ নামেতে স্থান বদরীনাথ পাহাড়ের পর
সেখানে তপিস্তেয় বসে তিন তিনটে নিশাচর
বদ্যিনাথের বাদ্যকর সাধ্য মত দিশা ধর
কেটে যায় পাঁচ হাজার বৎসর
হারে গোকর্ণ নামেতে স্থান হিমাদ্রি শিখর।

(রাজহংস ও প্রজাপতির প্রবেশ)

তৎপর রাজহংস কহত খবর—

গীত— শুন প্রজাপতি তিন নিশাচর
জপ তপ করে বৎসরের পর বৎসর।
পাঁচ পাঁচ হাজার বৎসর
ঘোরতর অতি ভয়ঙ্কর
ব্রহ্ম রাক্ষস মানস করেছে পেতে ব্রহ্ম বর।

গীত— মানস সরোবর শুকায়ে উঠেছে মৃণাল সৈতে
হতো বা তারা ব্রাহ্মণ হৈতে চায় পৈতে

কাঁপছেন ধরাধর দেবতাগণ সৈতে
ঠকাঠক শব্দ পাই ঐ যে ?

(ঢেঁকিবাহনের নৃত্য ও কুশীলবের গীত)

দেখ বাম হস্তে বাম চক্ষু করি আবরণ
আস্তে আস্তে ঢেঁকিবাহন করে আগমন।
দোকাটি বাজায়ে আসে বলে লাগ লাগ
ঢেঁকি বলে এঁকি বেঁকি ঢাক পিটাও রে ঢাক।
দক্ষ-শাপে তুই দণ্ড স্থির থাকতে নারে
ত্বরা দিতে ঢেঁকির পিঠে কিল-চাপড় মারে
বলে বাঢ় বাঢ়রে বাহন তপ করে দশানন।
দোহারি ॥ আরে কর্কট মাটির ছরকট ফোঁটটা
পরনে পাথর পুরাতন
কুন্দনের ধুকড়িখানি ঢেঁকির পিঠে জিন
কশনী কুশের দড়ি লাগাম বিহীন
রেকাব বাবুই বাসা ছুটো তুই পাশে
ক্রোড়টেক কুন্দন যার কুটায় নিবাসে।
জুড়ি ॥ হা রে শুকনো শনের স্থঁটি ঘাঘরের ঘটা
মাথায় গজকা চূড়া মুণ্ডে মূড়ো ঝাঁটা
ছোট বড় থুপ থুপনি ঝিঙার জালি
চক্ষু জোড়া মেঠো ঘোড়ার চুন আর কালি
পুরাতন কুলার তুলায় তুই কান
হরষিত ঢেঁকি চড়ে ঋষি আসি যান।

(নারদের নৃত্যগীত)

ঝটাপট ঝগড়ার বহিয়া চলে ঝড়
চলে যেতে চৌদিগেতে উড়ে চালের খড়।
বেনা গাছে ঝুঁটি বেধে বাধাই কুন্দল
নখে নখে বাদ্য করি হাসি খলখল।
নমো প্রজাপতয়ে হয়েছে গড়বড়

প্রজাপতি ॥ তৎপর কি খবর নারদ মুনিবর ?

ঢেঁকি ॥ চতুর্ম্মুখে মুস্থলি-মুখ করে গড়
রাক্ষস কটারে দিও না বর
যত পারো দাও দেবকন্যা
সাতে অপ্সরী কিন্নরী
উজাড় করে গন্ধর্ব্ব নগর।

(দেবতাগণের প্রবেশ)

নারদ ॥ রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবনে ডর
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তর।

(দেবতাগণের গীত)

হে চতুর্ম্মুখ চতুর্দ্দিকে দেখি অসুখ
শুয়ে বসে খেয়ে দেয়ে নাই সুখ
প্রজাপতির সৃষ্টিতে বাধালে অনাসৃষ্টি
সংসারে লাগালে অগ্নিশিখা দশমুখ।

(নারদের গীত)

নারদ ॥ ইন্দ্র ভাবেন তাঁর ইন্দ্রত্ব গেছে নয়,
চন্দ্র ভাবেন তাঁর সুধাভাণ্ডের কিবা হয়।
যম ভাবেন বুঝি গেল মম অধিকার
পাতালে বাসুকী ভাবে কি হবে আমার
কুবের ভাবে সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচরে
সূর্য্য ভাবেন এক চাকার রথ বুঝি হরে।
কি হবে বীণাটি যদি কাড়ে সে আমার ?

ব্রহ্মা ॥ আরে ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে টানাটানি
বীণা তো কোন ছার !

ইন্দ্র ॥ কে জানে কাহার কি লইবে কাড়িয়া
নিশাচরে সান্ত্বনা কর কিছু দিয়া।

(বন্দিনাথের গীতবাদ্য)

ঐ আসছে রাবণ সাতে বিভীষণ
পাছে ছোট ভাই কুম্ভকরণ,
কঠোর তপস্যা করে তিনজন
বৃক্ষের গলিত পত্র করে ভক্ষণ
বিকট উৎকট তপা কাঁপায়ে ত্রিভুবন
বড় মেজো ছোট ব্রহ্ম রাক্ষস তিনজন।

(রাবণের প্রবেশ)

দেবদুন্দুভি ॥ অযুত বৎসর তপ করিল রাবণ
কি শীত কি গ্রীষ্ম বর্ষা না মানি বারণ।
মাথায় পিঙ্গল জটা বল্কল পরিধান
আচরিল তপস্যার যেমন বিধান।
লোভ মোহ কাম আদি ছাড়ি ছয় রিপু
অস্থি চর্ম্ম সার মাত্র জীর্ণ শীর্ণ বপু।
এক মাথা কাটে এক হাজার বৎসরে
ব্রহ্মার আহুতি দেয় অগ্নির উপরে।
নয় হাজার বৎসরে কাটে মস্তক নবম
দশ মুণ্ডের অন্ত আছে মুণ্ডটি দশম।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।

(ব্রহ্মার গীত)

স্রষ্টা হলেম তপে তুষ্ট আইস সত্বর
বর মাগ বর মাগ শুন নিশাচর।

রাবণ ॥ তুষ্ট হয়ে বর যদি দিবে মহাশয়
আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয়।

ব্রহ্মা ॥ ব্রহ্মার বচন ধর চাহ অন্য বর
আমি না পারিব তোরে করিতে অমর।
দুষ্ট নিশাচর জাতি নহতো ধর্ম্মিষ্ট
তোমরা অমর হৈলে মজে ব্রহ্মার সৃষ্টি।

রাবণ ॥ বরদাতা বিধাতা যদি না কর অমর
তোমার স্থানে নাহি চাহি অন্য বর।

খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিব ছেদন
ব্রহ্মায় বলি নরবলি করি নিবেদন।
যথা ইচ্ছা ব্রহ্মা তথা করহ গমন।

(দেবগণের গীত)

নিশাচর অমর হওয়া বড়ই দুষ্কর
ছাড়িয়া অমর বর চাহ অন্য বর।
যত চাহ তত দিব ধন অধিকার
ব্রহ্মার সামনে ব্রহ্মহত্যা করিও না আর।
কি ভয়ঙ্কর বিয়াপার কি ভয়ঙ্কর!

রাবণ॥ দেখিছ খড়্গ খরতর যদি না কর অমর
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর।

গীত— যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কি অপ্সর কিন্নর
ভূচর খেচর পিশাচ বিষধর
দেব কি দেবী সচরাচর
কার হস্তে না মরিব এই দেহ বর।
সকলে জিনিব আমি না পারিবে কেহ
যমেরও হস্তে হাতকড়ি দেব এই বর দেহ।

(ব্রহ্মার গীত)

তুষ্ট হয়ে বর দিলাম যাহ মন সুখে
ব্যর্থ না হয় ব্রহ্মা যাহা বলেন মুখে।
যত বীর জাতি আছয়ে সংসারে
নিজ বাহু বলে তুমি জিনিবে সবারে।
বাকি থাকলো দুই জাতি নর ও বানর
হে ব্রহ্মণ তাহাদের নাহি বাসি ডর।

রাবণ॥ বাকি যে বানর নর গণি ভক্ষ্য মধ্যে
নর আর বানর কি জিনিবে যুদ্ধে।
পুন নিবেদন করি শুন জুড়ি কর
কাটামুণ্ড জোড়া যাক এই দেহ বর।

ব্রহ্মা ॥ ব্রহ্মার বচন স্থির শুনহ রাবণ
মুণ্ড কাটা গেলে তোর না হবে মরণ
কাটা মুণ্ড জোড়া যাবে লাগিবেক স্কন্ধে
রাজা হও লঙ্কায় গিয়ে মনের আনন্দে।

(দেবগণের গীত)

হে চতুর্ম্মুখ দশ মুখে হলে বরদাতা
বেদ পাঠই সার নাই হে তোমার বরদানে চতুরতা।
সৃষ্টিতে বাধালে অনাসৃষ্টি
করে তুমি কৃপা দৃষ্টি
করলে সৃষ্টি মহারিষ্টি
বিশ হাত দশ মুখ কুড়ি চোখের দৃষ্টি
বুদ্ধিবৃত্তি সবগুলো গেলে হে বিধাতা।

ব্রহ্মা ॥ নাহে নর বানরের হাতে রইল দশাননের দশম দশাটা
ভেঙো না এখন সবার কাছে গোপন কথাটা।
আসে দেখ মধ্যম রাক্ষসটা।

(দুন্দুভি বাদ্য)

হে চতুর্ম্মুখ বরদাতা বিভীষণ রাবণের মধ্যম ভ্রাতা
অযুত বর্ষ তপের উৎকর্ষ করেছেন ভীষণ
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে হয় পুষ্প বরিষণ।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ চরণাশ্রয় দিন ব্রহ্মণ আশীষ মাগি বিভীষণ
ব্রহ্মা ॥ বর মাগ বিভীষণ যাহা লয় মন।

(বিভীষণের গীত)

নিবেদন করি ব্রহ্মণ জুড়ি দুই কর
ধর্ম্মেতে হউক মতি এই দেহ বর
রাক্ষস জনম বিধি ঘুচাও সত্বর।



কুম্ভকর্ণ

(ব্রহ্মার গীত)

মিষ্ট বাক্যে বিভীষণ তুষ্ট হলাম মনে
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে
বিনাশ্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে নিপুণ
ত্রিভুবনে সকলে ঘুষিবে তব গুণ।

[বিভীষণের প্রস্থান

দেবগণ ॥ মিষ্ট পেয়ে তুষ্ট মুক্ত হস্ত প্রজাপতি
অমর বর দিলেন বিভীষণে শিষ্ট ভেবে অতি
হা কৃষ্ণ হল অনিষ্ট কি জানি কি ঘটে
পরে কি জানি ধরে ভাব মূর্দ্ধণ্য বর্ত্ততে।
বিভীষণে আছে মূর্দ্ধন্য ণ
দেবগণের করতে পারে দর্পচূর্ণ।
কুম্ভকরণের বেলা সাবধান
হে মা কণ্ঠ সরস্বতী
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের নিকটে
আর ভুল যেন না করেন প্রজাপতি।

কণ্ঠ সরস্বতী ॥ বিভীষণ নয়কো ভীষণ ও তার মুখটা বিকট মনটা নরম
তুষ্ট নন শিষ্ট সৎ মনেতে নাই খল কপট, ধৌত পট একদম
শরীর যন্ত্রটা রাক্ষুসে কাঠাম, অন্তরটা অতি অভিরাম
চীনে বাদাম যেন বাইরে শক্ত ভিতরে অন্য রকম।
রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হতে ভিন্ন রকম।

(দেবদুন্দুভির বাদ্য গীত)

দুন্দুভি পড়ে কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভ
কুম্ভক করে কুম্ভকরণ
দুষ্কর কুম্ভকর্ণের তপশ্চরণ।
ঊর্দ্ধপদে হেঁট মাথে রহে নিরন্তর
প্রখর তপা কুম্ভকরণ।
এই রূপে তপ করে অযুত বৎসর
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে হয় পুষ্প বরিষণ।

(সরস্বতী ও কুম্ভকরণের প্রবেশ)

কুম্ভকরণ ॥ ঊর্দ্ধ পদ অধঃ শির
সরস্বতী ॥ বর চাও বিরিঞ্চির
কুম্ভকরণ ॥ হাই উঠছে ঘুমে দেখছি নাই
ঘুমপাড়ানি মাসি ছড়া বলো আমি বর চাই।

(ছড়া গীত)

কুম্ভকরণ ঘুম না যায় মিটিমিটি চক্ষু চায়
ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি ঘুম দিতে ভালবাসি
ঘুম যে ছুটে গেছে বিরিঞ্চির তাড়ায়।
বিরিঞ্চি ॥ আরে চেয়ে ফেল না বর
যাহা প্রাণে চায়।
কুম্ভকরণ ॥ ঘুম চায় ঘুম চায় কুম্ভকরণ ঘুম চায়
হাটে ঘুম বাটে ঘুম ঘুম গড়াগড়ি দিতে চায়
ঘুম পাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে চার কড়ায় ঘুম
পাড়ার যত ছেলের ঘুম আমার চোখে আয়;
বিরিঞ্চি ॥ নিদ পাড় নিদ পাড় দিবানিশি নিদ পাড়
কুম্ভকরণ ॥ নিদ্রা যাই হয়ে অচেতন।
সরস্বতী ॥ নিদ পাড় শীঘ্র গতি চলিলেন সরস্বতী।
বিরিঞ্চি ॥ দিলাম বর চাহিলে যেমন, নিদ্রা যাহ অনুক্ষণ।
বাহ বাহ কহ দেবগণ কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হন।

(দেবগণের গীত)

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
বাতাস লাগলো হাড়ে
শিয়েল কটা ডেকে থামলে
বেগুন ক্ষেতের পারে।

(নিকষার প্রবেশ)

নিকষা ॥ এখন উপায় কি বলেন বিরিঞ্চি
আমি কুম্ভকর্ণের মা তাও জান না কি?

কুম্ভকর্ণ তোমার সম্বন্ধে হয় নাতি
তাই তো হয়েছে ওটা মূর্খ যেন হাতি।
এমন দারুণ বর দিলে কি কারণ
নিদ্রা যাবে চিরকাল নাহি জাগরণ।

ব্রহ্মা ॥ নিদ্রা যাবে মম বাক্যের না হবে খণ্ডন।

নিকষা ॥ দশাননের মা ধরচি ব্রহ্মা চরণ তোমার
জাগবার উপায় কর ছেলেটির আমার।
নয়তো ওরে কোলে করে ঘরে নেওয়া ভার।
দশানন রাগলে পরে কি জানি কি করে সবার।

নারদ ॥ বুঝচো না রাবণের মা চিরকাল জেগে কেউ বাঁচবে না
ঘুমাতেই হবে শেষকালে, এতো হলো ভাল রাবণের মা।
আর জাগবে না বেঁচে রইবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
কুম্ভকর্ণ আর মরছে না, নড়চে চড়ছে,
ক্ষুধা ধরচে বলে বায়না আর করচে না।
বুঝেচো রাবণের মা ছেলেও রইলো
খাইখরচও কমলো উল্টে সেই অমর হলো
ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভাবনা-চিন্তার হাতও এড়ালো।

(গন্ধর্ব্বের গীত)

শুন কুম্ভকর্ণের মা নিদ্রার কতগুণ তাকি জান না ?
নিদ্রা একটা প্রধান ভোগ, নিদ্রা নইলে জন্মে রোগ,
নিদ্রিতের নাই পুত্রশোক, মরণ পর্যন্ত বিস্মরণ—
অনায়াসে কাল কেটে যায় আয়েসে ছড়িয়ে হাত-পা।
আহার অন্ন হয় না পাক ঘোর বিপাক নিদ্রা বিনা।

(নিকষার গীত)

নিদ্রার মুখে আগুন জাগরণের গুণ
শুনরে শুন লম্বকর্ণ—
জাগা ঘরে যায় না চুরি ; বসায় না চোরে গলায় ছুরি,
সিঁদ খুড়ি করে না চুরি—
কানবালা কি হাতের চুড়ি ঘটি-বাটি পিতল-কাঁসা স্বর্ণ,

যেখানে অন্ধকার ঘুরঘুট্টি সেখানে চোরের মায়ের ভিরকুট্টি
নিদ্রার ঘোরে দেখায় দুঃস্বপ্ন
কহ কর্ণ-কুহরে জাগো রে কুম্ভকর্ণ।

কুম্ভকর্ণ ॥ মাগো মা বধির করলে কর্ণ।

(উভয়ের গীত)

গা তোল রে গা তোল
ঘুমের ঘোরে সকল গাটা এলিয়ে এলো
মুই যে তোমার মা ভুললে সে কথা,
তুই যে আমার ছা, মুই যে তোমার মা,
ক'না কথা মাটিতে পড়ে লাগছে না ব্যথা,
কোলে তুলে দে না মাথা
কথা ক' উঠে বোস অমন করে কেন রোস।
গা হল ভারি গা হল ভারি
নিদ এল যে ভারি তাড়াতাড়ি
চোখের পাতা পড়লো ঢুলে
ঘুম ধরলো দিন-দুপুরে।
ওগো মউনি শাকের শিকড় কেটে
কে খাওয়ালো শিলে বেঁটে—
ঘুমপাড়ানি ঘুমচি পাতা কে খাওয়ালো,
ছেলে যে আমার ঘুমে এলালো
শুধু পেটে।

ব্রহ্মা ॥ করো না দুঃখ দিলাম বর,
না মর, না অমর বোঝে না সূক্ষ্ম একদম।

নিকষা ॥ জাগে না আমার ছোট ছানা
চায় না ক্ষীর সর ছানা—এই দুঃখ পাচ্ছে মন।

বিভীষণ ॥ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্ তোমারি ইচ্ছা হে ব্রহ্মণ।

দশানন ॥ কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন
কথাটা হল কেমন—
গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা যেমন।

বিরিঞ্চ ॥ যাক্ শোনো দশানন ব্রহ্মার বচন
ছয় মাস নিদ্রা একদিন জাগরণ
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ
একেশ্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন।
যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকর্ণ বীরে
মরণ কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে
পাঁজা কোলা করে লয়ে যাও ধীরে।

(সকলের গীত)

আয়রে আয় ছেলের পাল সুখপাল লয়ে যাই—
গুনতে দেবো ছ'পোন কড়ি—কুম্ভকর্ণে বহে যাই।
এপারে কুম্ভকর্ণ ঘুমে পড়লো ঘুরে—
ওপারে স্বর্ণলঙ্কা রং ঝিলমিল করে।
দোলে দোলে দোলে কুম্ভকর্ণ দোলে
তিন্তিড়ি গাছে আঁকড়ি মাকড়ি ঝোলে বাদুড় ঝোলে
দামামা বাজে গুড় গুড় গুড় চাঁটি পড়ে ঢোলে।

[প্রস্থান

কুশীলব ॥ রাক্ষসে বর দিয়া ব্রহ্মা গেলেন নিজস্থানে
কুম্ভকর্ণ কন্ধে চড়ি গেল লঙ্কার পানে।
ত্রিংশত যোজন ঘর বাঁন্ধিল রাবণ
করিল আড়ে পরিসর দ্বাদশ যোজন
তাতে রইল কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
ত্রিশ কোটি রাক্ষসে নিদ্রাগার রাখে
নাক ডাকায় কুম্ভকর্ণ তায় সুনিদ্রাতে।
চারি চারি ক্রোশ জুড়ে ঘরের দুয়ার
রতন পালঙ্কে শুয়ে বীর অবতার।
শূন্য হৈতে দৃষ্টি হয় অর্দ্ধ কলেবর
কুম্ভকর্ণে দেখি কম্পে যতেক অমর।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভেঙে উঠিবে যে দিনে
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সকলি নিবে জিনে।

সেদিন আসে কবে সবাই ভেবে মরে
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় স্বর্ণ খট্টার 'পরে।
যম নাহি নিদ্রা যায় দশাননের ডরে।
রাবণ শাসনে কম্পিত দেবগণ
কুবের জিনিতে চলিল দশানন।
লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ
কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন।

(বদ্যিনাথের বাদ্য)

ত্রিভুবন জিনিতে রাবণ রাজা সাজে
ঢাক ঢোল আদি কত নানা বাদ্য বাজে।

(দশাননের প্রবেশ, নৃত্য ও গীত)

খাণ্ডা খরশান টাঙি অতি ভয়ঙ্কর
বিংশ হস্তে বিংশ অস্ত্র সাজে রক্ষেশ্বর।
স্বর্গে কাঁপে বজ্রধর নরকে কাঁপে দণ্ডধর
ভূতলে কাঁপে ভূধর জলে কাঁপে সন্দর
যক্ষ পুরে ধনেশ্বর
এক চক্ষু পিঙ্গল।
চলেছে হাতি চলেছে ঘোড়া
সোনার সাজ মানিকে মোড়া
রাহুত মাহুত মহাপাপ মহোদর
তিন কোটি জাঠি তিন কোটি ধনুকধর।
চলে বজ্রদণ্ড বিদ্যুৎজিহ্বা বীর
হাঁকে ডাকে পর্বত চৌচির।
চলে প্রকম্পন চলে অকম্পন
ভূকম্পনে দোলে চরাচর।
ধুমধামে চলে ধূম্রাক্ষ মকরাক্ষ শোণিতাক্ষ
বাঁকা মুখ ওষ্ঠ বক্র শার্দূল নিশাচর
শুক সারণ দুই সহোদর রাবণের চর। [প্রস্থান

(কুবের ও নেউলের প্রবেশ)

নেউল ॥ কুপিল রাবণ রাজা শুন ধনেশ্বর
রাবণের বৈমাত্র সহোদর
তুমি যে তার জ্যেষ্ঠ সে কথা মানে না কনিষ্ঠ
যেতেছে রাক্ষস রাজা ব্রহ্মার পেয়ে বর।
ধনাগার বন্ধ কর কুবের-গড় বন্ধ কর।

কুবের ॥ রে নেউল ঠেকা সর্প দশমুণ্ডে বিংশ ফণা ধর
চেপে ধর দিয়া লম্ফ মেরে ঝম্প
হৃদ্‌কম্প লাগছে পেয়েছে ব্রহ্মার বর—
কোথা গেলে সূর্য্য বাজাও না তূর্য।
দ্বারপাল খিড়কি দ্বার খুলে রাখ
সদর দ্বার বন্ধ কর।
ঐ বুঝি কপাট ভাঙলে মড় মড়—
মেরে জাঠা জাঠি গেল শূল মুদ্‌গর।

(যক্ষদের পলায়ন-গীত)

পলা রে পলা রে সকল যক্ষ এল রাক্ষস লক্ষ লক্ষ
পাষাণে ভাঙিল বক্ষ ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ,
ওরে যক্ষ রাজার যায় বুঝি মান
আরে যক্ষের ধন আগ্‌লাগে আগে যাকগে মান।
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ
বিশ হাতে বিশ বিশ লক্ষ সর্প হয় আগোয়ান
যোগবৃন্দ সেনাপতি যোগ বিয়োগ ভুলে যান
দপ্তর ফেলে কোষাগারে সানে হেলে মূর্চ্ছা যান
মণিভদ্র মণি মুক্তার হার বাঁচাতে হয়ে জব্দ
বিশ হাতের হদ্দ মার খান।

[নেপথ্যে বজ্রধ্বনি

নেউল ॥ মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে

কুবের ॥ চল রে কৈলাসে নেউল চল উর্দ্ধশ্বাসে।

নেউল ॥ দ্বার যে খোলে না দ্বারপাল কোথা গেলি
কুবের ॥ সুড়ঙ্গ পথেতে চল কি কাজ ঠেলাঠেলি।
দশানন ॥ শুন রে নেউল শুন ধনের অধিকারী
দুরন্ত রাক্ষস আমি কিনা করতে পারি।
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মান বাপ ভাই
থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্বে কাজ নাই।
কৈলাসপর্ব্বতে তুমি থাক ধনপতি
লঙ্কায় আজ হতে হবে আমার বসতি।
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ স্থানান্তরে
কিন্তু নাই অংশ অংশী ধনের উপরে।
কুবের ॥ রাবণ গৌরব রাখ শুন যক্ষগণ
ছাড়িয়া এ স্থান চলি কৈলাস ভবন।
নেউল ॥ ত্রিশকোটি যক্ষ বহ কুবেরের ধন
এক কপর্দ্দক নাহি লয় অন্যজন।

[প্রস্থান

(কুশীলবের গীত)

ভুবন জিনিয়া ভ্রমে নাহি অবসাদ
কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে রাবণ ছাড়ে সিংহনাদ।

(বানরগণের সঙ্গে রাবণের প্রবেশ)

রাবণ ॥ গড়ের দুয়ারে দেখি অনেক বানর
এই হবে বালীর কিষ্কিন্ধ্যা নগর।
বানর ॥ আপনক্কু পরিচয় কহেন্ত সত্বর—
রাবণ ॥ লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি
বাঞ্ছা করি বালীর সহিত যুদ্ধ করি।

(বানরের গীত)

আরে রিরি রিরি অরে দুরাচার
ইমন বচন মুখে না আনিবা আর।

হইলে বালীর সনে তোর দরশন
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন।
যে সব করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি
হের দেখন্ত সবাকার হাড় রাশি রাশি।
সন্ধ্যা করছেন্ত বালী দক্ষিণ সাগরে
কিছুকাল থাড় যদি যাবা যমঘরে।
মহাপরাক্রমী বালী খ্যাত ত্রিভুবন
তৃণজ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণ।
বালীর বিক্রম কথা শুন নিশাচর—
দুর্জ্জয় শরীর বালী বলের সাগর।
প্রভাতে উঠিয়া বালী অরুণ উদয়
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়
আগাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বতশিখর
পুনঃ হস্ত প্রসারিয়া লোফে সে সত্বর।
সপ্তদ্বীপ ভ্রমে বালী এক নিমেষেতে
কি কব অন্যের কথা বায়ু নারে ছুইতে
অমর নহ যে হেন কর অহঙ্কার
পড়িলে বালীর হস্তে যাবে যমদ্বার।

রাবণ ॥ ঐটে দক্ষিণ সাগর নয়?

বানর ॥ বালী বৈসে দক্ষিণ মুখে দেখ মহাশয়।

(বানরদের গীত)

জল হড় মুড় ঢল গুড় গুড় হুড়া সাগড়
উত্তর মুখে বালী কপিশ্বড়
সুমেড়ু পড়বত যেন মহা তেজস্কড়।
সত্তার যোজন দেহ উভেতে দীঘড়
উভলেজ পরশ করে গগন মস্তড়।
দুরে থাকি ড়াবণ নেহাল ভূজা বালী
শজারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী।

নিঃশব্দে বালীর কাছে যাহ রে রাবণ
সিংহের নিকটে যাহ শৃগাল যেমন।

রাবণ ॥ দেখিবা আমি বা কেমন বালী বা কেমন।

বানর ॥ বুঝিবা কার কত বল।

[রাবণের প্রস্থান

(কুশীলবের গীত)

কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবন
বালী মরে কি আজ মরে দশানন।

(বানরের গীত)

দেখা যাবে দেখা যাক কি হয় কি হয়
জয় কিম্বা পরাজয়।
বালীর যেমন নামডাক রাবণেরও তেমনি জাঁক
দুজনেই রণে দুর্জ্জয়।
এ বলে আমারে দেখ ও বলে আমারে দেখ
বোঝা ভার কে কার বহর লয়।

(রাবণ ও বালীর প্রবেশ)

বালী ॥ ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার
আজিরে রাবণ তোরে করিব সংহার।

রাবণ ॥ কেমনে ফিরিয়া যাবি ঘরে আপনার
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাই আর।

বালী ॥ নির্জ্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বর
ল্যজে বান্ধি ডুবাইব সাগরে সন্ধ্যার পর।

[নেপথ্যে গমন

(বানরগণের গীত)

আরে লেজ্যে বান্ধা দশানন না নাড়ে কাঁকালী
দশমুণ্ড কুড়ি হাত লড়বড়ায় খালি।

অতি শীঘ্র ধায় বালী পবনের বেগে
রাক্ষস না পায় অবসর চায় যাতে ভেগে।
লেজেতে বন্ধন হেতু রাবণ মূর্চ্ছিত
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিছে শোণিত।
আরে পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারিশত
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালী শাস্ত্রমত।
সেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে
লেজেতে রাবণ লড়ে দেখি সূর্য্য হাসে।
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতালি
উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালী।
তথায় সন্ধ্যা করিয়া উঠিল গগন
লেজে বান্ধা রাবণেরে দেখে দেবগণ।
রাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্য করে
পশ্চিম সাগরে বালী গেলা তার পরে।
ডুবায় বান্ধিয়া ল্যেজে বালী লঙ্কেশ্বরে
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে
আকট বিকট করে পড়িয়া তরাসে
রাবণ জলের মধ্যে বালী তো আকাশে।
দক্ষিণ সাগরে বালী সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে
রাবণে লইয়া বেঁধে কিষ্কিন্ধ্যায় নড়ে।

(বালী ও রাবণের প্রবেশ)

বালী ॥ যে জন শরণ চাহে তারে না সংহারি
মারিতে আইসে যেবা তারে আমি মারি।
আমারে জিনিতে আইলে মরিবার আশে
হেন সাধ কর ফিরে পুনঃ যাবে দেশে ?

রাবণ ॥ ঘাট মানিতেছি আমি বীরকে পরখি
তোমা হেন বীর আমি কোথাও না দেখি
বরুণ পবন অগ্নি বালী কপিবর—
চারিজনে দেখিলাম একই সোসর।

দেখাইলে সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর অন্ত
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত।
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুলে
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা জপিলে আঙ্গুলে।
বলে টুটা পাই যদি আছাড়িয়া মারি
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি।
আজি হৈতে তুমি মম ভাই সহোদর
মোর লঙ্কা তোমার সে ভাগের ভিতর।

(গীত)

বালী ॥ চল উভয়ে মিতালী করি অগ্নি সাক্ষী করি
চাহ তো তোমা বিহা করাবো সুন্দরী বান্দরী।
রাবণ ॥ বেঁচে থাক আমার একাই একশো মন্দোদরী,
তুমি রহ কিষ্কিন্ধ্যায়, আমি স্বর্ণলঙ্কায় প্রস্থান করি।
বানর ধরতে হয়েছিনু হত্যে নোনাজল খেয়ে
দাদা পেট ফেঁটে মরি আত্মীয়তা আজ এখন সারি।
কুশীলব ॥ ছলে বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ
নারদের সনে হৈল পথে দরশন।
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন,
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন তপোধন।
রাবণ। উল্টে নমস্কার ঢেঁকি বাহনায়
নারদ ॥ পাল্টে আশীর্ব্বাদ গাধি বাহনায়।
রাবণ ॥ ধনুকে বাণে রাবণ করে রণ
বচন না ছাড়ে তোমার মতন।
নারদ ॥ চোট না চোট না রাবণ শুন দিয়া মন।

(গীত)

নারদ আমি বিরোধ বাধাই
আমারে নিরোধ কর হেন সাধ নাই।

তুমি বরপুত্র আমি ব্রহ্মার মানসপুত্র
তুমি খোঁজ বিরোধ আমিও তাই
বিরোধিনী স্মরি নখে নখ বাজাই।
তোমার আমার অবিরোধ সম্বন্ধ
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
এসো পিঠাপিঠি—মিলে যাই।

নারদ ॥ রাবণ ব্রহ্মার বর পাইলা বহুতপে
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে।
লোকে বলে ভারি রাজা লঙ্কার রাবণ
প্রজার ঘরে ঠেকাতে নারে যমের তাড়ন।
বন্ধুবান্ধবের শোকে সর্ব্বলোক দুখী
অবশ্য মরণ জেনে কেহ নন সুখী।
যমের মুখেতে পড়িয়াছে এ সংসার
যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার।

রাবণ ॥ অগ্রে মর্ত্ত্য জিনিব তৎপর পাতাল
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্টলোকপাল।
ছোট জিনে বড় জিনি বলে পরিপাটী
বড় জিনে ছোট জিনে গৌরবেতে ঘাটি।

নারদ ॥ তার আগে যম কেশে করিলে গ্রহণ
এই চক্ষে ভাই তোরে না হেরিব দশানন।

(গীত)

আহা কুড়ি পাটি দশনেতে দশমুখ হাসে
চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।
সে হাসি দেখিয়া নাচি মনে উল্লাসে
দেখিতে না পাবো তাহা গেলে যমের বাসে।
তুমি রবে লঙ্কাপুরে, আমি যমপুরে
এই কথা স্মরি মোর দু'নয়ন ঝুরে
ঘুম নাহি আসে।

রাবণ ॥ যম জিনিব আমি কহিনু তোমায়—
চলি যম জিনিবারে তোমার আজ্ঞায়।

নারদ ॥ বিষ্ণু দৈত্য মারি লোকে করিলেন সুখী
লোকের হিতার্থে সর্প খায় গরুড়পাখি।
যম হেতু লোক মধ্যে হয়তো বিনাশ
যমেরে মারি নাশ লোকের তরাস।

(নারদের নৃত্য গীত)

যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার
তোমার রণে কে রয় স্থির তুমি মহামার
শমন দমন খ্যাতি রাখ আপনার।
হে বীর লোক কর সুস্থির
আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে
শমন করে সমন জারি
কর তার নিস্তার।
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়
লোক হবে নির্ভয়
ঘুমাবে খুলি দক্ষিণ দ্বার।

রাবণ ॥ তোমার বচনে চলি যমের ভবনে—

নারদ ॥ ঘরে আমি যাই ফিরে আনন্দিত মনে।

[রাবণের নৃত্য ও প্রস্থান

(কুশীলবের গীত)

হারে যম জিনিতে চায় দশানন যম জিনিতে যায়
॥ ধুয়া ॥
চৌরাশী নরক কুণ্ড দেখি চলে যায়
দক্ষিণ দ্বারে যায় রে রাবণ দক্ষিণ দ্বারে যায়
যম ভবনে যায় রে রাবণ যম জিনিতে যায়
দুয়ারেতে পঞ্চভূত কিমাকার কিম্ভূত
অন্ধকারে ঝিলিক দিয়ে চোখ মটকায় দাঁত মটকায়।

(দেবদুন্দুভি ও পঞ্চভূতের প্রবেশ)

ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎ ব্যোম চৌদ্দভুবন ভূত পঞ্চজন
অদ্ভুত কিম্ভূত কিম্ভাকার কিম্ভূত ন ভূত ন ভবিষ্য ভূত
মাটি জল তেজ আকাশ পবন শত পঞ্চ ভূতগণ
কে করে আগমন কে করে আগমন।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ ॥ রাবণ করে আগমন
যম জিনিবারে মন
দাও রণ দাও রণ
স্থাবর জঙ্গম।

(তেজীভূতের প্রবেশ)

তেজীভূত ॥ তেজীয়ান তাজা ভূত তেজপাত ভাজায় মজবুত
লঙ্কার ঝাল প্যাঁজ মিশাল
সর্ষে রসুনে ধরাই গাঁজা বড়ই অদ্ভুত
টেনে খাও রাজা পাবে মজা
হারিয়ে যাবে শুধু বুধ।
অঙ্গার ঢালা বিছানার পরে আরাম কর পড়ে
লঙ্কার ভূপাল।
দেখ ব্রহ্মরন্ধ্রে তাওয়া চড়াই গুণ করি লাল।

সকলে ॥ তাওয়া তাওয়া তাওয়া বাহোয়া বাহোয়া
হোয়া হোয়া খাসা হোয়া তোফা হোওয়া
উড়াও ধোয়া উড়াও ধোয়া।

অগ্নি-কুক্কুটী ॥ আগুন ঝটি অগ্নি-কুক্কুটী ধরাই হগ্নি কাঠের হুঁকা কল্কিটি
দেশলাই খুঁটি চুলা জ্বালাই বিড়ি খাই নিমিষে ছুটি
খাই মেড়া পোড়া কয়লা খুঁটি।

তেজীভূত ॥ আমরা রাজগীর তেজে এত সুখ করি
পশ্চিম দ্বারে যাও রাজা পৃষ্ঠদ্বার এড়ি।

বহুতপপুণ্য করেছে যে জন
তাহার সম্পদ দেখি লওগা রাবণ।

(মেটে ভূতের গীত)

মাটি মাটি কালো কেঁচো মাটি
কুকড়ি সুকড়ি আঁকড়ি জুকড়ি পাগড়ী বাঁধা ঙ
বসে আছি কভু না মাড়াই মাটি
চাটি বেলে মাটি কেলে মাটি
রাঙা মাটি গঙ্গা মাটি তিলক মাটি
রাঁধি সাজি মাটি খড়ি মাটি ইঁদুর মাটি সিঁদুর মাটি
গোবর মাটি কবর মাটি
মাটির জালা গড়াই মাটির পর
উই মাটি ঠাসা খাসা বাসা ঘর।

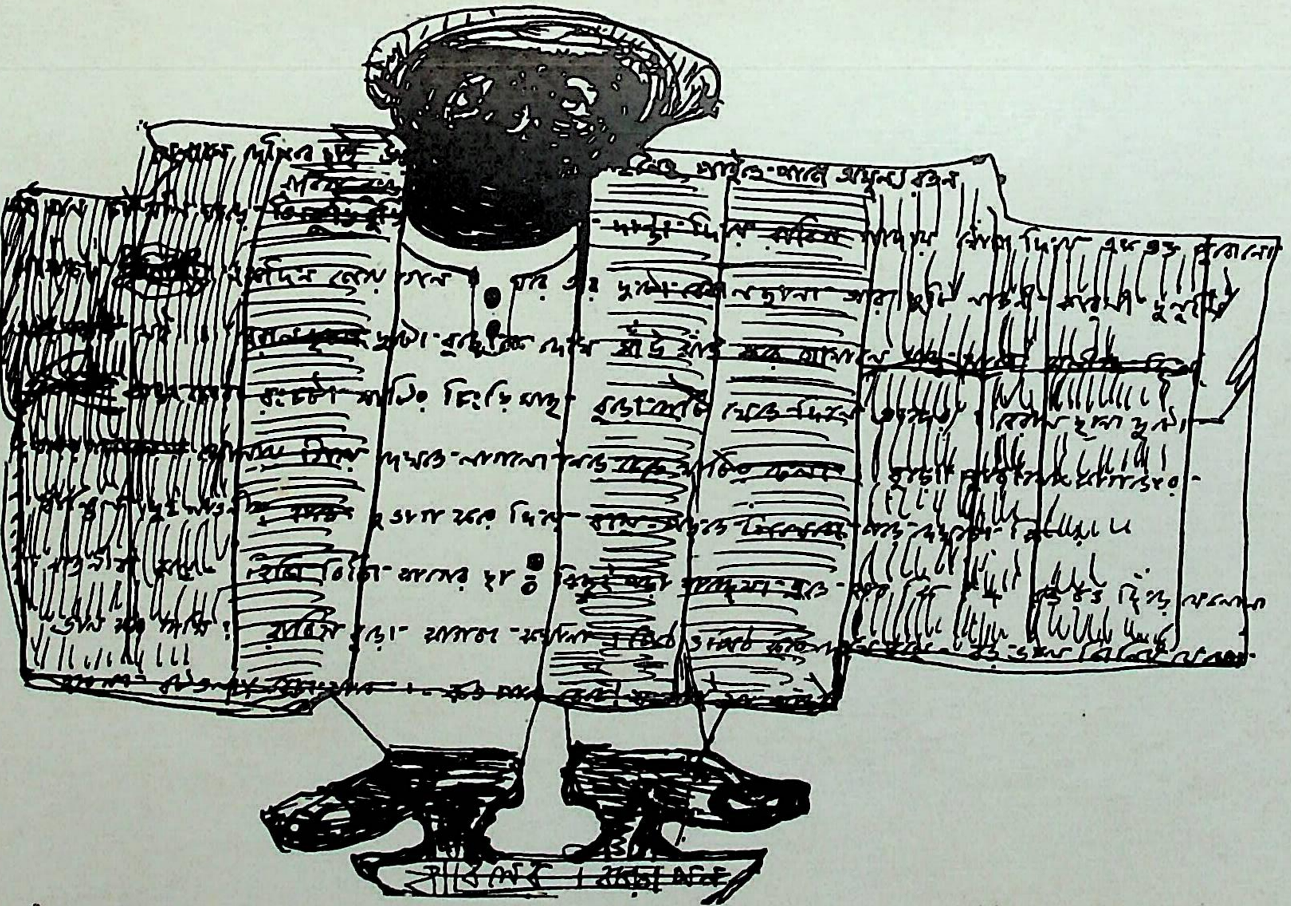
মেটে ভূত ॥ উত্তর দুয়ারে রাজা করহ গমন
ভুবনে ধন্য অন্য সবায় করগা দর্শন।

(জলসা-ভূতের গীত)

জল সপ্ সপ্ জলসা ভূত লঙ্কার রসে মারি চুমুক
ভেরেণ্ডার জল চিরেন্তার জল
নাকের জলে চোখের জলে ভাসাই বুক
চুক্ চুক্ চুক্ খাই ঢুক ঢুক।

জলসা-ভূত ॥ প্রবেশ দক্ষিণ দ্বারে গিয়া দশানন
যমের মার তথা গিয়া দেখিবা রাবণ।

রাবণ ॥ যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার
রাত্রি দিন নাই সেথা সব অন্ধকার
কলরব ওঠে মার মার মার মার
মড়াম্মড় ভাঙে ঘাড় চড়াচ্চড় ফাটে হাড়
লৌহ কাটা ডাঙ্গশ পড়ে আর
চর্ম্ম ফাটে মাংস পচে দুর্গন্ধে টেঁকা ভার।
পরিত্রাহি পরিত্রাহি ওঠে চিৎকার।



মহীরাবণ

জলসা-ভূত ॥ যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর
কলরব ধরি পথ চেনো লঙ্কেশ্বর।

(মহামারি ও মারের প্রবেশ)

মার ॥ দে মার দে মার সাঁড়াশী দিয়ে জিভ ফাড়
মাথা মুড়িয়ে ডাঙ্গশ মার, মার মুগুর, কর চুরমার হাড়।
পাপী ॥ আরে ছাড় ছাড় আমি বিন্দাবনের কুঞ্জ সর্দ্দার
বিন্দাবন পরিক্রমণ করেচি চুরাশী বার।
মার ॥ লোকনিন্দায় জেতের ঘোঁটে পঁচাশী বছর গেছে তোমার
চুরাশী কুণ্ডে চুবায়ে তবে ছাড়।
পাপী ॥ আরে রি রি দোলগোবিন্দি ছাড়পত্র আছে আমার—
মার ॥ ঠেলে ফেল ধরে ঘাড় কর পগার পার।
পাপী ॥ ইকি ইকি দেখছো না সনাতনী টিকি
টিকে করেছি নারদ সংহিতার।
মার ॥ মিথ্যে সাক্ষীতে গারদ দিয়েছো কয়বার
পারদ-হ্রদে বন্ধ করে আধ মাড়া করে ছাড়।
পাপী ॥ ধর্ম্মাধিকারের ওকালতনামা আছে আমার—
মার ॥ ন্যায্য উত্তরাধিকারীরে ঠকায়েছো বার বার
উত্তর শিয়রে ফেলে ওর গর্দ্দান মার।

(দলে দলে পাপীগণের প্রবেশ)

পাপী ॥ শতমারী ভবেৎ বৈদ্য সহস্রমারী চিকিৎসক
ধন্বন্তরির আছে ছাড় মেটেরিয়া মেডিকার।
মার হাতুড়ি মার গোবর কুণ্ডে গোবদ্যিরে
চোবা একবার গোহত্যা না হয় খবরদার
কুম্ভিপাকে পুটপাস করে ছাড়।
মার ॥ নম্বর কাটবে আর নোটবই চালাবে আর
কেষ্টর জীবের ঘাড়ে চাপাবে টেক্‌ষ্টবোয়ের ভার।

ইঁচড়ে পাকা জগাখিচুড়ি মলাটে মুড়ি
বেচে বেড়াবে আর—মরা হাতীরে দেখে নাক তুলবে
আর কন্যাকর্ত্তার ঘাড় ভাঙবে আর চাঁদার খাতা বার করবে,
গেরামে গেরামে গেরাম ভাটি সাধবে আর
পিকিটিং করবে আর চাটিম কলা বেচবে আর
রামায়ণ ছাপাবে তিনটাকার আর্ট বেচে মার্ট
গরম করবে, আর ভয় দেখাবে জাত মারার।
দহম্মার দম্মার জুতা মার গুঁতো মার
যবতক্ কাঠামোখানা না হয় চুরমার।

পাপীগণ ॥ রক্ষ রক্ষ খেয়েছি অভক্ষ—

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ ॥ নরক ভোগ করাও না আর, আমি এসেছি
রাজা দশানন, পাপীগণ ভয় নাই আর—
লোপ করিব যমের অধিকার
বন্দীগণে মুক্ত কর
নচেৎ নাই নিস্তার।
রাবণ এলেম জিনিব যম
কিনিব নাম পাপীতাপীরে করি উদ্ধার।

(ভূতে রাক্ষসে যমদূতে বন্দীতে গীত)

লাগে টানাটানি ভূতে রাক্ষসে যমদূতে মানুষে
ভূতে ভবিষ্যতে বর্ত্তমানে লাগে ধুন্ধুমার।
প্রেত লোকে প্রেতগণে দশাননে
লাগে হানা-হানি,
প্রেত পুরুষে
রাক্ষসে খোক্ষসে
জানাজানি।

প্রেতিনীগণ হাসে ভুতিনীগণ নাচে
অস্থি পঞ্জর জর্জ্জর ঝর্ঝর কঙ্কাল খর্পর
সমরে আসে রুষে
ঝরর ঝরর কালাজ্বর পালাজ্বর।
জরজারি হাড় মড়মড়ি
একজ্বরি বাতজ্বরি
কম্পজ্বরি বিষমজ্বরি
থরথরি শীতজ্বরি
নূতন জ্বরি পুরাতন জ্বরি
চড়ি রাজ যক্ষ্মা আসে।

(যক্ষ্মার প্রবেশ ও গীত)

রাজযক্ষ্মা মোর নাম
ঘামেতে ঘামাচ্চি নাড়ি দমাচ্চি
হাড় মাস পোড়াচ্ছি কালঘাম ছোটাচ্ছি
ছাড়ছি নীল হরিতাল বাণ।

[রাবণের মূর্চ্ছা

(প্রেতগণের গীত)

হাঃ হা হুহু বাজুক বাজনা আগুন জলুক ধুধু
মূর্চ্ছে প'ল রাবণ যুদ্ধ আর না
নাচুক নাচুক ভূত প্রেত দানা।
গেছে গেছে একেবারে গোল্লায় গেছে
ঘন ঘন শ্বাস টানতেছে।
সান নাই আর বিশ হাত দশমুণ্ড হিম পানা
ছিঁড়ে ফেল ছালখানা
ভেঙে ফেল খাঁচাখানা
প্রাণপাখিটা বার কর আগায়ে যা না
ওরে বাপ কুড়ি চক্ষু চায় যে ঘোর রাঙা।

(সকলের গীত)

ও যে কুড়ি চক্ষু চায় ধনুক জুড়ি
পাশুপত বাণ অগ্নি ভুড়ভুড়ি
ওরে সামাল সামাল ভূতের দল টাল সামাল
ওরে কালের কাল জ্বেলেছে মশাল
ভূতকাল ভূতের প্রেতের ভূতভবিষ্যৎ গেল পুড়ি।
ভস্ম হয়ে উড়ি নস্য হয়ে উড়ি
ধূমা হয়ে ঘুরি
খালি করলে রে যমপুরী।

কুশীলব ॥ অস্ত্র তেজে পুড়ে মরে যমদূতগণ
ডঙ্কা পড়ে ধর্ম্মরাজের রণে সাজে রবি নন্দন।
যে মূর্ত্তিতে যমরাজ পৃথিবী সংহারে
সে মূর্ত্তিতে যুদ্ধস্থলে আসিছে সত্বরে।
কালদণ্ড যমদণ্ড অস্ত্রের প্রধান
দক্ষিণে বামেতে আসি হইল অধিষ্ঠান।

(যম কালদণ্ড ও যমদণ্ডের প্রবেশ)

অস্ত্র ১ ॥ যমদণ্ডে এই দণ্ডে কর আজ্ঞাদান
পরশিয়া রাবণেরে করি খান্ খান।

অস্ত্র ২ ॥ পরশনে কিবা কার্য্য, দরশনে মরে
আজ্ঞা কর কালদণ্ড মারি লঙ্কেশ্বরে।

(যমের অস্ত্র-নৃত্য)

যম ॥ কালদণ্ড মুখে জ্বলে অগ্নি খরশান
পরশনে যার লোকে হারায় পরাণ।
কালদণ্ড অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার
চারি ভিতে অস্ত্র যায় সর্পের আকার
দরশনে পরশনে মৃত্যু দুজনার।
অজগর কালসর্প শঙ্খিণী চন্দ্রিণী
মুখে দিব্য অগ্নি জিহ্বা শিরে জ্বলে মণি।

সর্পের বিকট দন্ত স্পর্শ মাত্রে মরি
অস্ত্র দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরথরি।
দিক্‌শূলে অগ্নি জ্বলে দেখিতে তরাস
দেবগণ দেখিতে আসেন রাবণ-বিনাশ।

দেবগণ ॥ যমরাজ সমরে আজ হও সাবধান
রাবণ মারিয়া তুমি দেবগণে ত্রাণ,
ধর্ম্মরাজ এই কর্ম্মে রাখ তোমার বাখান।
রবির নন্দন মার নিকষা-নন্দনে,
তোমার প্রসাদে নির্ভয় হোক অমরগণে।

দশানন ॥ যমেরে জিনিব আমি বলিলাম দশমুখে
যমদণ্ড করিব পণ্ড আইনু সম্মুখে।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা ॥ শুন শুন চতুর্ম্মুখের বচন
ক্ষান্ত হও দুইজনে না করিহ রণ
দণ্ড ধর বাক্য ধর বন্ধ কর যুদ্ধকরণ।
রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে
রাবণে হঠাৎকার মারিবে কেমনে ?
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন
যাহার দর্শনে মরে স্পর্শে কিবা কথা
হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বৃথা।
দণ্ড ব্যর্থ না যাবে না মরিবে রাবণ
আমার বচন শুন না করিহ রণ।
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ ওহে দণ্ডধর
রাবণের জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর।

যম ॥ কি বলিব তব বরে সবার ঠাকুরাল
লঙ্ঘিলে তোমার বাক্য যাবে পরকাল।
যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিনজন
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।

দণ্ড মাত্র তিষ্ঠে না কেহ এ তিনের গন্ধে
পলায় ত্রিলোকের লোক চুল নাহি বান্ধে।
নিবেদন করি প্রভু কর অবধান
তোমার সৃষ্টির মধ্যে এ তিন প্রধান।
পাইল তোমার বর রাবণ দুর্জ্জয়
এর সনে যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয়।
তোমার বচন প্রভু করিলাম দঢ়
রণ ছাড়ি তব বাক্যে গেলাম সত্বর।

(পাপীতাপীর নৃত্য ও দশাননের গীত)

ধর ধর ধর দণ্ডধর ছুটে পালালো
রণে পিঠ দেখালো
যম জিনিল রাবণ রাজা—যম তাড়ালো।
শমন দমন রাবণ রাজা—যম বিজয়ী নামের ধ্বজা
জগতে উড়ালো।
যমজয়ী যমজয়ী বিষাণ বাজে নিশান ওড়ে
দশাননের দশমাথালো বিকট কালো
তারা করে ঝিকি ঝিকি চাঁদ করে আলো।

[প্রস্থান

(নারদের প্রবেশ)

নারদ ॥ যমরাজা জিনিয়া কোথা গেল দশানন
কহ শুনি কহ শুনি অপূর্ব্ব কথন।

কুশীলব ॥ শুন মুনি যমে জিনি ঘটিল এমন
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন।
সপ্ত স্বর্গ ভ্রমিয়া যাইছে রাবণ রথ
চন্দ্রালোকে আলোকিত দ্বিলক্ষ যোজন পথ।
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন।

উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গ যাইতে যাইতে
দ্বিসহস্র যোজন উঠে চোখ ফিরাইতে।
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী।
রাজহংস আদি পক্ষী গঙ্গা নীরে চরে
রথ রেখে রাবণ গঙ্গাস্নান করে।
আছেন শঙ্কর গৌরী তাহার উপর
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেলা লঙ্কেশ্বর।
তদুপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ
পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
ব্রহ্মলোক গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান
আড়ে দীর্ঘে তার দশ সহস্র প্রমাণ।
সে স্থানে সপ্তম স্বর্গ দেখিল নির্ম্মাণ
বিশ্বকর্ম্মা কৃত অতি অদ্ভুত বিধান
সপ্ত স্বর্গে পূর্ণচন্দ্রে দেখিল রাবণ।

(তারাগণের নৃত্য-গীত ঃ চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র ॥ একচন্দ্র তমোহন্তি শত তারাগণৈরতি শোভানি
শশাঙ্ক জগৎ শিশিরীকৃতম্
তুষার সংঘাত নিপাত নিহারিতম্
স্থপান্তর চারুছত্রমণ্ডিতম্
চিত্তং রময়ন্তি চিত্তং রময়ন্তি পূর্ণচন্দ্র প্রভবান।

[প্রস্থান

(প্রহস্ত ও রাবণের প্রবেশ)

রাবণ ॥ আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান
আমার উপরে চন্দ্র করিবে প্রয়াণ
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পি যার ডরে
লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্য নাহি করে।
দেখিব কেমন চন্দ্র কত ধরে বল
তাহারে জিনিয়া সুধা হরিব সকল।

প্রহস্ত ॥ চন্দ্রদেব দেখ দেব উপর হৈতে রোষে
সহস্র সহস্র গুণ তুষার বরিষে।

(গীত)

হিম বরিষণে করে রাত ঝিন ঝিন
এল উৎপাত লম্বা দিল দিন।
কাঁপছে হাড় লাগছে জাড়
ধাত ছাড়ে ছাড়ে অসাড় ক্ষীণ
রণ ছাড়ি সাগরপারে সত্বর পাড়ি দিন।
কাঁথা কম্বল যা আছে সম্বল
জাতিয়া লিন গায়ে চাপা দিন।
হী-হী শীতে হাড্ডি কাঁপিছে দাঁতে দাঁতি লাগিছে
ফুরায়ে আসিছে দিন লড়ায়ে ক্ষেমা দিন,
রাতারাতি বাঁচবার পথ দেখে নিন।

রাবণ ॥ রণে দশানন পিছপাও নন কোনদিন।
যাক্ প্রাণ তাতে ক্ষতি নাই, সংগ্রাম করা চাই,
নিশাপতিতে নিশাচরে
কে হারে কে পারে প্রমাণ নিন।
ছাড়িলাম অগ্নিবাণ মহাবাণ বাণের প্রধান
তুষার-গলা গরম জলের বহাই বান।
জাড় পালাল ঘাম দিয়ে
চাঁদ কম্পমান ভয়ে হিমসিম।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা ॥ শুন রে শুন রে অবোধ রাবণ
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ?

রাবণ ॥ সর্ব্বলোকে বন্দে দেখি দ্বিতীয়ার চন্দ্র
পূর্ণিমার চন্দ্র দেখে বালকের আনন্দ।
সব লোক হরষিত পাইলে চাঁদনী
সে কারণে চন্দ্রের সহিত মোর হানাহানি।

ব্রহ্মা ॥ কার মন্দ না করে সবার করে হিত
হেন চন্দ্রে মারিতে তোমার অনুচিত।
শুন রে রাবণ তোর মন্ত্র কহি কানে
পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে।
চন্দ্র ॥ দুই জনে যুদ্ধ, ফলে মরে একজন—
ব্রহ্মা ॥ অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ।
রাবণ ॥ বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন জন ?
ব্রহ্মা ॥ চন্দ্রে জিনিলে তুমি করহ গমন।
কুশীলব ॥ নাহি শোক দুঃখ নাহি অকাল মরণ
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনমোহন।
সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম
যত দেব আসি তথা করেন বিশ্রাম।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অমরনগরী
সুরগণ সেবিত নাম সুরপুরী।
অমরনগর গিয়া বেড়িল রাবণে
প্রমাদ পড়িল তাহা ইন্দ্র নাহি জানে।
পারিজাত কাননে বিচিত্র নাট্যশালা
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র তাহে করে খেলা !

(অপ্সরাদের নৃত্য-গীত)

রাজা ইন্দর নন্দন মে কায়েম রহে তেরি রাজ
যো মুঝ্‌সে নাচীনকো সভামে ইয়াদ কিয়া আজ।
কিয়া সভামে ইয়াদ রাজানে, মুঝে কিয়া ইয়াদ
হীরা পান্না না দিজীয়ে না তক্ত না তাজ।
নয়না দিজীয়ে শরণাগতকো বলি রহে জগ্‌মে
তেরি বোল্ বোলাহা মহারাজ।

(ইন্দ্রের আশীর্ব্বাদ-গীত)

হংসা শুক্লিকৃত্যে যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন সতে বৃত্তিং বিধাস্যতি।

(নারদ ভরত প্রভৃতির প্রবেশ : কিন্নর-কিন্নরীর গীত)

ওরে সব গেল রে সব যায় সব যায়
ইন্দ্র রাজার সিংহাসন বারে বারে টাল খায়।
উচ্চৈঃশ্রবা উল্টে পড়ে ঐরাবত গর্ত্তে সেঁধায়
মন্দাকিনী মন্দস্রোতা উজান বইলো হায় হায়।
একে দশানন তাহে ইন্দ্রের নগরী
বাছিয়া বাছিয়া লুঠে স্বর্গ বিদ্যাধরী
প্রাচীরে উঠি শচীর ঝুঁটি ধরতে চায়।
জয়ন্তে ফেলে শচীমা হৈল অদর্শন—
এবে আছে কি না আছে বেঁচে ইন্দ্রের নন্দন,
রাবণ ঢুকেছে সুরপুরে হায় রে হায়।

(মাতলীর প্রবেশ)

মাতলী ॥ অমরকটক লয়ে চলহ সত্বর
লুটিবে অমরাবতী রাত্রের ভিতর।
ইন্দ্র ॥ ব্রহ্মা দিয়েছেন বর তপে হয়ে তুষ্ট
বিনা নর বানরেতে না মরিবে দুষ্ট।
নারদ ॥ দেবতার হস্তে কভু না মরে রাবণ
যুদ্ধ করে খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ।

(শচীর প্রবেশ)

শচী ॥ আচম্বিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ—
আছে কি না আছে বাছা না পারি বলিতে
অন্তঃপুরে ফিরিছে রাক্ষস অলিতে গলিতে।
ইন্দ্র ॥ মেঘনাদের হুঙ্কারে জয়ন্ত পেয়ে ডর
হয়তো বা লুকায়েছে পাতাল ভিতর।
পৌলস্ত দানব তার মাতামহ হয়—
পাতালে লুকায়ে আছে তাহার আলয়।
যম ॥ পরলোকে গেলে দেখা হৈত মম সনে
মরে নাই জয়ন্ত আছে পাতাল ভবনে।

ইন্দ্র ॥ মনেতে প্রবোধ পাও সম্বর ক্রন্দন
যুঝিবারে শীঘ্রগতি চল দেবগণ।

[প্রস্থান

(কুশীলবের গীত, সঙ্গে রাক্ষসদের মার্চ)

যুদ্ধে আসে রাক্ষস রাবণ
বামে মেঘনাদ ডাইনে কুম্ভকরণ,
অগ্রে অকম্পন পশ্চাতে প্রকম্পন
আষ্টে পৃষ্ঠে হৃদকম্পন করি ভীষণ দেবারিগণ
রাত দুপুরে দ্যুলোক বেড়ে সুরপুরে দিয়ে ভূকম্পন।

(রাবণ মেঘনাদ কুম্ভকর্ণ ও মধুদৈত্যের প্রবেশ)

মেঘনাদ ॥ মধুদৈত্য বলেন আজি থাক এই স্থানে
কল্য গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর সনে।
রাবণ ॥ আরম্ভ করহ যুদ্ধ থাকিতে রজনী
ডাক দাও দৈত্যগণে শুন মোর বাণী।
কুম্ভকর্ণ ॥ রাত পোহালে কাল কুম্ভকর্ণের শয়ন,
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন জন!
রাবণ ॥ যত অস্ত্র আছে লও জাঠি আর ঝকড়া
যত সেনা আছে লও হস্তী আর ঘোড়া
রাত্রের ভিতর স্বর্গে করিব সংগ্রাম।
কুম্ভকর্ণ ॥ রাত্রি পোহালে নন্দনে কাল আমার বিশ্রাম।

(গীত)

কত যোজন সুরপুরী আড়ে পরিসর
দীর্ঘ প্রস্থ সবি তার আছে অগোচর।
একেক যোজন দেখি দুয়ার গঠন
সেঁধোতে পারলে হয় কুম্ভকরণ।
মধু ॥ বিষম অমরাবতী কে পারে লঙ্ঘিতে
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তার দেখি চারিভিতে।

বজ্রের হুড়কা আছে নবরত্নের বেড়া
কুলুপে খিলে কপাটে নবগ্রহ ঘেরা।
ত্রিভুবন উপরে ইন্দ্রের অধিকার
দশ দিকপাল আসি হৈল আগুসার,
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে
লক্ষ লক্ষ যক্ষ আইল যুঝিবার তরে।

(রাবণের গীত)

মনে নাই রাবণের যুদ্ধে পাইল লাজ
আর বার আইল কুবের যক্ষরাজ।
মনে নাই যুদ্ধ করে জিনে দশানন
পুনরায় সংগ্রামে আইলেক যম।
চন্দ্রে ছাড়া পেল ব্রহ্মার প্রবোধে
পুনর্ব্বার আইল ইন্দ্রের অনুরোধে।
দেখে হাসি আইসে ভাই কুম্ভকরণ
মম সনে যুঝিতে আইল দেবগণ!
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল
চারিদিকে ছাড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল।
দশদিকে পড়ে অস্ত্র না যায় সংখ্যা করা
অমরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধারা।
নানা অস্ত্র রাক্ষসগণ কর অবতার
সুরপুরী বাণে বাণে কর অন্ধকার।

(কুম্ভকর্ণের দাপট-গীত)

আও আও হুঁদি থাও তুণ্ড মুণ্ড ছিন্দি ল্যাও
মুখ মেলাও জীভ লোলাও
হাঁও মাঁও খাঁও অমৃতের গন্ধ পাঁও
দেবদের গন্ধ পাও, আও আও॥

ইন্দ্র॥ চামুণ্ডে মা তোমা বিদ্যমানে দেবের সংহার
রাবণে মারিতে মাতা কর প্রতিকার।

চৌষট্টি যোগিনী আছে তোমার সংহতি
যুঝিতে যোগিনী সব যান শীঘ্রগতি।

(চামুণ্ডাগণের নৃত্য-গীত)

যুঝে রে যোগিনী সব রাঙ্গা কাচ কাচ
রক্ত মাংস খাইয়া যোগিনীগণ নাচ।
আরে তিরাশী কোটি চিত্রালী শঙ্খিনী
যাহার বিষের জ্বালে কাঁপয়ে মেদিনী।
মরুৎ অসুর আর আয় রে বিদ্যাধর
ভূত প্রেত পিশাচাদি আয় রে বিস্তর।

(যোগিনীগণের নৃত্য)

যোগিনীগণ ॥ কালী কালী কালী কালী
কালী কালী কালিকে
চণ্ড মণ্ডি মুণ্ড খণ্ডি খণ্ড মুণ্ড মালিকে
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশ জালিকে
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নি চন্দ্র ফালিকে
লীহ লীহ লোল জীহ লক্ক লক্ক সাজিকে
সৃক্ক ঢক্ক ভক্ক ভক্ক রক্ত রাজি রাজিকে
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিকে
মার মার ঘোর ঘার ছিন্দি ভিন্দি ভাষিকে
ধেই ধেই থেই থেই নৃত্যগীত তালিকে
সিংহ ভাব ঘোর রাব ফেরুপাল পালিকে
এহি এহি যুদ্ধ দেহি দেবী রক্ত দান্তিকে।

কুম্ভকর্ণ ॥ রণে নামিলেন দেবী বেশ ভয়ঙ্কর
আছুক অন্যের কাজ কুম্ভকর্ণের ডর।
কুম্ভকর্ণ বলে মাতা কর অবধান
যুদ্ধ সম্বরিয়া তুমি যাহ নিজস্থান।
আমারে খাইয়া তব কি হইবে কাজ
তোমারে খাইলে মাতা বাবা কাঁদবেন আজ।

হারিলে আমিও পাবো লাজ
তুমিও পাবে লাজ।

চামুণ্ডা ॥ কুম্ভকর্ণের বচনেতে বড় লাগলো হাস
চলহ যোগিনী সব চলহ কৈলাস।

(রাক্ষস ও দেবগণের স্তুতি)

রাক্ষস ও দেবগণ ॥ প্রসীদ মাত রন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে
পিনাকী পদ্মপাণি পদ্মযোনি সম্পদ সম্পদে।
আমারে ছাড়িও না ভবানী।
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া শিলাময় হিয়া হইও না,
এবার পাথারে ফেলিয়ে ভাসাইও না জননী
আমার দোষ বারে বারে লইও না ভবানী।
শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা
খেলা শেষে ঠেলা রাখিও না জননী।
তব মায়া ছন্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে মায়ার ফান্দে
বান্ধিও না শিবরানী শিবানী।

চামুণ্ডা ॥ সমর দেখিতে আমি রবো অন্তরীক্ষে
দেখি কার কেমন হল যুদ্ধ শিক্ষে!
নারীগণের প্রতি অন্যায় হলে রাবণের পক্ষে
কটাক্ষে মরিবে রাবণ আমার সমক্ষে।

কুম্ভকর্ণ ॥ একে রাক্ষস তাহে ইন্দ্রের নগরী
বাছা বাছা আছে যত স্বর্গ বিদ্যাধরী,
কথাটা শুনে বড় মনে পাইলাম তাপ
এবার লড়ায়ে আসা নিদ্রার অপলাপ।

রাবণ ॥ মা যে নামেন নি রণে এই পরম লাভ।

ইন্দ্র ॥ দেবীরে সরায়ে রাবণ করলে যুদ্ধে ছল
জনে জনে যুঝ দেখি কার কত বল।

কুম্ভকর্ণ ॥ রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ ইন্দ্র যাবি কোথা
স্বর্গপুরী নিবসতি করি তাড়ায়ে দেবতা।

ইন্দ্র ॥ কুম্ভকর্ণ তুই আজ ছাড় অহঙ্কার
বজ্র অস্ত্র মারি তোরে করিব সংহার।
কুম্ভকর্ণ ॥ বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো দেখে দধীচি বুড়া
দন্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাবো গুঁড়া।

(ইন্দ্র ও কুম্ভকর্ণের নৃত্য : কুশীলবের গীত)

রিনিকি ঝিনিকি ঠাটা হাতী-শুড়া ফোটা
বিজলী মেঘ ফাটা বজ্রের ঘর বজ্রের ছাউনি
বজ্রের থাম মোটা মোটা বজ্রের কেয়াড় বজ্রের কোটা।
বজ্র অস্ত্র মারলাম দন্ত অস্ত্র ঝাড়লাম
ধরলাম মার নাম আর গিললাম গোটা গোটা
কোথা ঐরাবত হাতীটা মোটা সোটা।

[কুম্ভকর্ণের প্রস্থান

ইন্দ্র ॥ চলিল যে বীর ঐরাবতে গিলিতে।
রাবণ ॥ হা হা হা হাতী দৌড়ায় দেবতা পালায়
অস্ত্রশস্ত্র ফেলে চারিভিতে।

(কুম্ভকর্ণের পুনঃপ্রবেশ)

কুম্ভকর্ণ ॥ অমর দেবতার বাহন নাহিক মরণ
গিলিতে কর্ণের পথে করেছে পলায়ন।
শ্রবণ নাসিকা নয় বড় ঘরের দ্বার
তাহা দিয়া ভিতরে ঢুকে বেরয় আবার।
রাবণ ॥ চল স্বর্গ হতে দেবগণে আছাড়িয়া ফেলে
হস্ত পদ মাথা ভাঙি পাড়ি ভূমিতলে।

[প্রস্থান

ইন্দ্র ॥ দেবতাগণের বড় হইল প্রমাদ
বজ্র অস্ত্র গিলে বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
চন্দ্র ॥ সৃষ্টিনাশ হেতু এরে সৃজিল বিধাতা
চারিদিকে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা।
যম ॥ কুম্ভকর্ণের রণে কার নাহি অব্যাহতি—

অগ্নি ॥ হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি।

সূর্য্য ॥ ছয় মাসে একদিন কুম্ভকর্ণের জাগরণ
রজনী প্রভাত হৈলে সবার এড়ান।

ইন্দ্র ॥ নিদ্রা গেলে বীর তবে সুস্থ হয় মন।

চন্দ্র ॥ নিদ্রাউলিরে এবে করেন স্মরণ।

ইন্দ্র ॥ নিদ্রাউলি কুম্ভকর্ণে নিদ্রা করেন আকর্ষণ।

(নিদ্রাউলির নৃত্য)

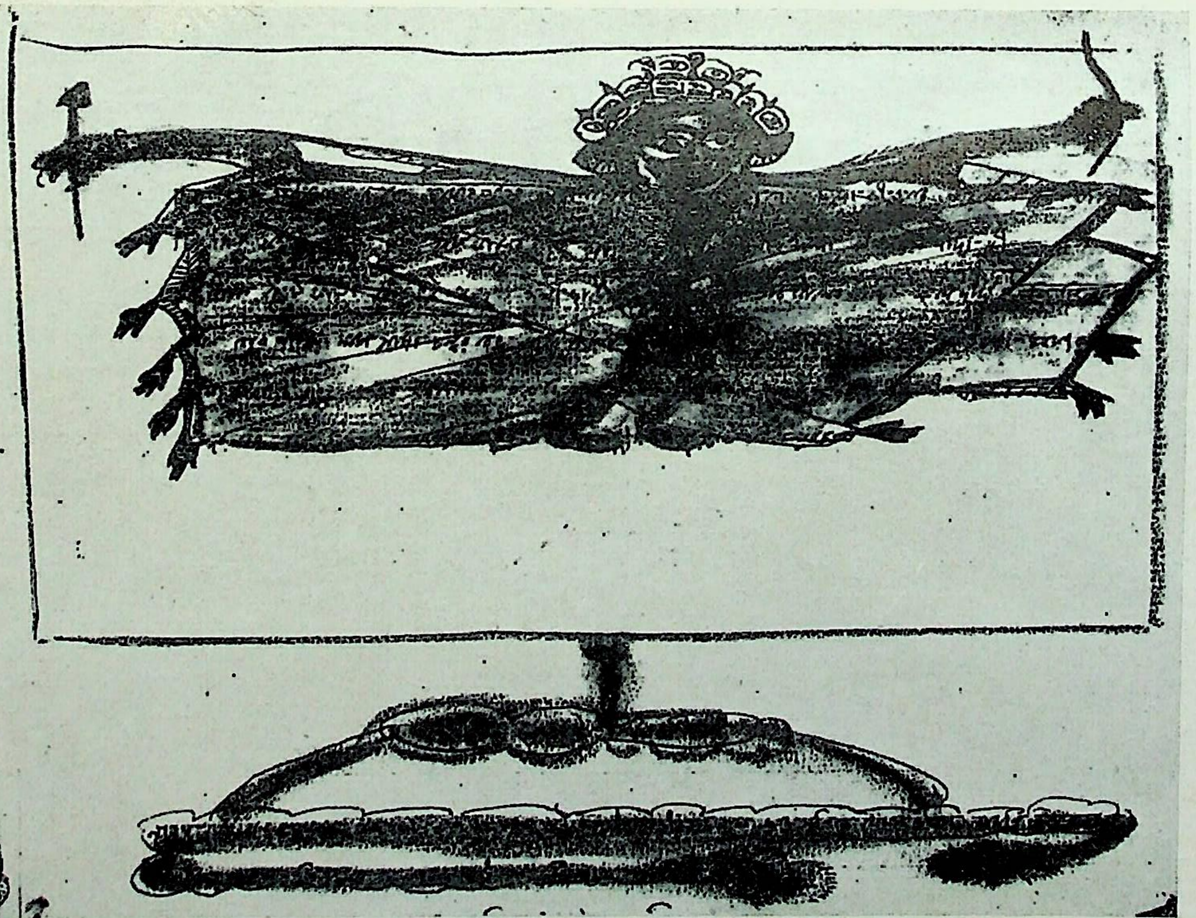
নিদ্রাউলি ॥ নিদ্রাউলি নিদ্রাউলি এক শ্বাসে তুললাম নিছুলির ধূলি
বাতাসে উড়ালাম নির্ধূম ধুলো কুম্ভকর্ণ ঘুমে ঢুল পড় ঢুলি।

(নিছুলীর নৃত্য-গীত)

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় শেষ রাতের তারা ঘুমায়
ভোর রাতে হুতুম পেঁচা হুতুম থুমায়।
কুম্ভকর্ণ নিঝুম ঘুম যায়
কালো ঘুর ঘুর বাদুড় বনে যায়।
ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় গাঙের বাতাস
ঊষার আকাশ কাউয়া মানুষ
ভোঁদড় ভাম করে না উস্‌থুস্‌
ঘট্টাস ঘুমায় না ফেরে পাশ।
না নড়ে পাতা না নড়ে ঘাস
বাঁশ গাছ ঘুমের তালা লাগায় কট্ কট্ কট্টাস
রাত কেটে যায়।

(কুশীলবের গীত)

রজনী প্রভাত হলো কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়ে পলো
যুদ্ধ করতে বীর নিদ্রায় বিভোল।
রাবণ বলে ওরে তোল রথে
লঙ্কায় নে কোন মতে
বাজাতে বল যুদ্ধের ঢোল।



মেঘনাদের মায়াযুদ্ধ

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ ॥ ভেবো না দেবতারা বেঁচে গেলে চুকলো গোল
ঘুমায় না রাবণরাজা তাজা মাংস খায়
যুদ্ধে খাওয়ায় যমরাজায় ঘোল।

যম ॥ যমে চিনিস না রাক্ষস করিস অহঙ্কার
সেই দিন আমি তোরে করিতাম সংহার।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ
ব্রহ্মা আজি নাহি হেথা জীবে কতক্ষণ ?
আমার চৌষট্টি রোগ শমন সন্ততি
রাবণের অঙ্গ চাপি পড়হ সম্প্রতি।

(রোগদের গীত)

হাঃ হাঃ হুঃ হুঃ বয় বিষময় বায়ু আয়ু করি ক্ষয়
দুরন্ত ঘোড়ারোগ ছুটিবার নয়,
অন্যে পরে কা কথা ধরলে বিধাতা না পার পায়।
হাত পা জ্বলন্তি নাড়ীটা চলন্তি তড়বড়ে—
আর কি প্রয়োজন জীবনভার বহনে!
কি কার্য্য রাজৈশ্বর্য্য স্বজনগণে
থাক আসন্ন মৃত্যুসম জীবনে
পেয়ে ত্রিলোকের আধিপত্য শেষ কর রোগের দাসত্ব
প্রাণ অনিত্য কি কাজ মুহূর্ত্ত তিষ্ঠে আর রণে ?

(রাবণের গীত)

যাতনা দেখাবার নয়, প্রাণ যায়, শিরায় শিরায় অনল জ্বলে
হল অসহ্য শয্যা, কই থাকি শয়নে!
কাঁপে অঙ্গ মনে আতঙ্ক বাক্য না সরে বদনে
ভুবন অন্ধকার হায় রাবণ যায় জলে। [মূর্চ্ছা

দেবগণ ॥ চারিদিকে ফেল অস্ত্র যার যত শিক্ষা
রাবণটার উপরে করহ পরীক্ষা।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা যত পার দিতে
রাক্ষস হয়ে দেবগণে এসেছে জিনিতে।

ইন্দ্র ॥ থাম থাম কৌতুক দেখহ দেবগণ
পদ্মবাণ হানি বন্দী করি দশানন।

(ইন্দ্র পদ্মবাণের নৃত্য-গীত)

বাণ বাণ পদ্মবাণ পদ্মবনের শিলীমুখ বাণ
ব্রহ্মমন্ত্রে গড়া বাণ রাবণের গায়ে পড়ে যান।
ছুঁবে মাত্র নিদ্রায় ভরে গাত্র হেন পদ্মবাণ
রাবণেরে করে অঘোর নিদ্রাদান।
ঐরাবত এসে যান শিকল বান্ধিয়া
টানি হিঁচড়িয়া লয়ে যান।

ঐরাবত ॥ ভারী বোঝা যে কর্ত্তা জমি লিয়েছে উঠতি চায় না!
মারো টান হেঁইও জোয়ান নাখোদা কাপ্তান
মালুম ছোখান হৈরে জোয়ান উঠাও মাস্তুল কাপ্তান।
মারো রদ্দা উঠতি চায় না মস্ত ভারী বোঝা কর্ত্তা
গড়ায়ে লয়ে চল দন্ত দিয়া ঠেল
দাঁত চেপে ধরেছে কর্ত্তা।

(মেঘনাদের প্রবেশ)

মেঘনাদ ॥ ও আমার তুর্দ্দশা পিতারে করলে কোণঠাসা
হাতী যেটা আজ্ঞার অনুবর্ত্তী,
রোসো তো তোর ঘাড়ে চড়ে
দাঁত ভাংচি চড়েচড়ে
ব্যক্ত আছে চরাচরে মেঘনাদের দৌরাত্ম্যি।
কাণ্ডটা বুঝেছি পাকা ইন্দ্রটার উঠেছে মরণপাখা
হাতী ঠেকায়ে রাবণে চায় ধরতি,
ওরে ঐরাবত হস্তিমূর্খ শুঁড় গোড়া
দাঁত ভাঙ্গবো মেরে নোড়া, বলছি সত্যি।

[রাবণকে লয়ে হাতীর পলায়ন

মেঘনাদ ॥ কোথা যাস কোথা যাস ওরে দেবগণ
ফিরে দেহ রণ হাতী করে পলায়ন।
রাবণকুমার আমি নাম মেঘনাদ
আজিকার যুদ্ধে ইন্দ্র পাড়িব প্রমাদ।
পিতারে করিলে বন্দী আমা বিদ্যমানে
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে।

ইন্দ্র ॥ তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী
পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি!

মেঘনাদ ॥ গালাগাল করিবার নাই অবসর
পারিস তো আজ স্বর্গপুর রক্ষা কর।

[লুক্কায়িত

(দেবগণের গীত)

মেঘ গড় গড় মেঘ গড় গড়ে
মেঘের আড়েতে মেঘনাদ লড়ে।
মেঘনাদ গর্জ্জে মেঘের গর্জ্জন
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ করেন বর্ষণ।
নানা অস্ত্র নানা বাণ পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে।
খাণ্ডব খরসান শেলশূল একধারা
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা।
নানা অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ
জর্জ্জর করিল বাণে যত দেবগণ।

[পলায়ন

ইন্দ্র ॥ মোরে ছাড়ি কোথা পলালো দেবগণ
একেশ্বর কেমনে ইন্দ্র করি মহারণ?
কোথা হৈতে আসে বাণ কেবা বাণ ছাড়ে
দেখিতে পাই যদি তবে মারি তারে।

[ধনুক হস্তে উর্দ্ধে দর্শন

(রাবণ ও মেঘনাদের প্রবেশ)

রাবণ ॥ সন্ধান পুরিয়া ইন্দ্র উর্দ্ধে কিবা চাও
কোথা হৈতে আসে বাণ দেখিতে না পাও ?

মেঘনাদ ॥ সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।

রাবণ ॥ দেখিতে না পারে আর না জানে লড়িতে !
মেঘনাদ জোড় তো বন্ধন নাগপাশ
ইন্দ্রে বাঁধি লয়ে যাও মন্দোদরীর পাশ।
মেঘনাদ জানে বাণ বড় বড় শিক্ষা
যজ্ঞেতে পাইল বাণ কারও নাহি রক্ষা।

মেঘনাদ ॥ একবাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মাক
হস্তে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া ফেলাক্।

(নাগবন্ধি নৃত্য-গীত)

ইস্ বিষ আশীবিষ তরল হলাহল
কালনাগিনী বিষধরী লালা গরল।
জ্বালাময় লালসাপিনী কালা হলাহল
সূচীমুখী মিছরি ছুরি মিশিবরণ গরম গরল।
চিন্তামণি ফণী বিষময় খনি
অহি ফণী অহিফেনি বিষ
বিষ চৈনিক বিষ জৈবিক শুষ্ক তরল।

[ইন্দ্রকে বন্ধন

রাবণ ॥ আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ
হেন ইন্দ্রে বান্ধিয়া করিলা পুত্রের কাজ।

মেঘনাদ ॥ পিতারে বান্ধিয়াছিল ঐরাবতের পায়
বান্ধিব তোমারে ইন্দ্র রথের চাকায়।

রাবণ ॥ ইন্দ্র রাজা করিয়াছে আমার অবস্থা
হেন ইন্দ্রে বান্ধি পুত্র রাখিবেক কোথা ?

মেঘনাদ ॥ বান্ধিয়া রাখিব ইন্দ্র লঙ্কার ভিতর
প্রতিজ্ঞা করিতেছি বাপের গোচর।

লোহার শিকলি বান্ধি হাতে আর গলে
বুকে পাথর চাপায়ে রাখিব যজ্ঞশালে।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

রাবণ ॥ আচম্বিতে প্রভু কেন হেথা আগমন ?
আজ্ঞা কর, কি আছে তব প্রয়োজন।

ব্রহ্মা ॥ ছি ছি বিরিঞ্চির সৃষ্টি তুই করিলি নাশ
দিবা রাত্রি গেল চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ।
ইন্দ্রে বান্ধি লঙ্কাতে লইবে কি কারণ ?
স্বর্গপুর ছাড়া নহে কভু দেবগণ।

রাবণ ॥ জোড়হস্তে বলি প্রভু তোমার গোচর
ত্রিভুবন জিনিলাম পাইয়া তব বর।
জিনেছি সকলে আমি তোমার প্রসাদ
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদ।

ব্রহ্মা ॥ বর মাগ ইন্দ্রজিৎ তুষ্ট হৈনু আমি
সৃষ্টি রক্ষা কর ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি।
তোর বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত
আজি হৈতে তোর নাম হৈল ইন্দ্রজিৎ।

মেঘনাদ ॥ পিতার সমক্ষে অগ্রে দেহ তুমি বর
তবে আমি ছাড়ি দিব দেব পুরন্দর।
অমর বর দেহ মোরে কর সন্নিধান
অন্য বর কিছু নাহি চাহি তব স্থান।

ব্রহ্মা ॥ ইন্দ্রজিতা তোর কথা শুনে আসে হাস
অমর হইলে তুই আমার সর্ব্বনাশ।
এই বর দিনু আমি শুন ভাল মতে
ত্রিভুবন জিনিবে যে যজ্ঞের ফলেতে
সেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞ ভাঙ্গিবে যে জন
সেই জন হবে তব বধের কারণ।

মেঘনাদ ॥ তোমার বচন প্রভু কে করে লঙ্ঘন
ইন্দ্রে মুক্তি দিয়া মোরা করিনু গমন। [প্রস্থান

ব্রহ্মা ॥ ওহে ইন্দ্র ওহে চন্দ্র কি ভাবো দেবগণে
পাশমুক্ত হলে এবে যাও যে যার স্থানে।

ইন্দ্র ॥ এত অপমান প্রভু তোমারি কারণে
তবু নাহি ক্ষান্ত হও রাক্ষসে বরদানে।

ব্রহ্মা ॥ ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পেলে অব্যাহতি
করগা অমরপুরে এবে নিবসতি।
আপনি হবেন বিষ্ণু রাম অবতার
বানর হবে দেবতাগণ সবে কিষ্কিন্ধ্যার
রাবণ সবংশে তখন হইবে সংহার।

ইন্দ্র ॥ ইতিমধ্যে তৃতীয় বর না দেন পুনর্ব্বার।

দেবতাগণ ॥ তোমার বচনে মোরা যুদ্ধ রাখিলাম।

ব্রহ্মা ॥ চল যে যার যথাস্থানে করহ প্রস্থান।

[প্রস্থান

(ভূশুণ্ডিকাক ও গরুড়ের প্রবেশ)

কাক ॥ কাক ভুশুণ্ডি নামটি আমার তিনকাল গিয়ে এখনো দেখছি
পরিষ্কার মর্ত্ত্যলোকের এস্‌পার ওস্‌পার
নিত্য ব্যস্ত রাবণ রাজার ছয় ঋতু ছেড়েছে অধিকার
মধুকর মধুকরীরা ফিরছে করে হাহাকার।

(মধুকর মধুকরীর নৃত্য ও কুশীলবের গীত)

অমৃতের সৌরভ সমীরে না পৌঁছায়
মধু নাই মধু নাই মধুকর ফুকরায়।
ভ্রমরী ভ্রমর ঘুরে মরে নিরন্তর
শরতে দুরাশায় দুস্তর কুয়াশায়।
দক্ষিণ বাতাস ফেলায় না ক্ষীণ শ্বাস
হিমভারে অবনত বিবর্ণ আকাশ।
হেমন্তের দিনান্ত আভাহীন নিতান্ত
শরতের শতদল জলতলে মুখ লুকায়।
বরষার ঘনঘটা কোথা তার শ্যামচ্ছটা
রাত দিন খরা দিন ঘূর্ণাবায়ে উল্কা উড়ায়।

গরুড় ॥ গরুড় পক্ষি নামটি আমার
বহুদূর স্বর্গ দেখছি পরিষ্কার
ন চন্দ্র তারকা প্রদোষান্ধকার,
বহুকাল ধরি স্বর্গে অন্ধকার রাতি
শুকতারা সন্ধ্যাতারা না ধরেন বাতি।
সূর্য্যের উদয় নাই চন্দ্রের নাই বাড়
বিনাশ পাইল গ্রহদের অধিকার।
বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ
চলছেন ফিরছেন শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ।

(সাপ্তাহিক নৃত্য ও কুশীলবের গীত)

রবি নিস্তেজ ছবি দিচ্ছেন না ধূপ
সোম সোমপাত্রে না দেন চুমুক।
মঙ্গল হতবল গনেন অমঙ্গল
হতবুদ্ধি থতমত ইতস্ততঃ চান বুধ।
বৃহস্পতি গুরুগম্ভীর মতিভ্রষ্ট অস্থির
গতাগতি করছেন গোমসা মুখ।
শুক্রের নাই তেজ ম্লান মূর্ত্তি রুক্ষ কেশ
নিশাচরের ভয়ে শনৈশ্চর চুপ।

(মরালের প্রবেশ)

মরাল ॥ দেখে দশটা মাথা চমস হাতা
বিধাতা মেরেছেন ব্যাঙের ছাতায় ডুব।
গরুড় ॥ শ্রীহরির বাহন এবে কোন বুদ্ধি করি
অনন্ত-শয্যায় প্রভু রহিলেন পড়ি!

(ঐরাবতের প্রবেশ)

ঐরাবত ॥ দ্বীপান্তরিত বাসব রাজ
দিঙনাগের উপস্থিত নাভিশ্বাস আজ।

(গজজীর নৃত্য ও কুশীলবের গীত)

চলৎশক্তি নাই যে হাঁটি !
ইন্দ্র রাজার হাঁতী দাঁতে খুঁড়ি মাটি,
কৎবেল নাই চিবাই পাঁকাটি।
নধর দেহে নাই ভার
উদরে পৃষ্ঠে ভেদ নাই আর
টান খেয়ে খেয়ে আজকাল হাঁটি।
গজেন্দ্রগমন নাইকো এখন
হয়ে পড়েছি গজালকাটি !
মদহীন তব করীন্দ্র সোমপায়ী কোথায় ইন্দ্র
শূন্য দিয়া শুধু শূন্যই ঘাঁটি।

(মরাল-নৃত্য ও কুশীলবের গীত)

হে চতুর্ম্মুখ, চতুর্দ্দিকে দেখচি অসুখ
শুয়ে বসে চলে ফিরে নাই সুখ।
বরদাতা বরদানে কে জানে কি দেখালে চতুরতা
সৃষ্টি করলে অনাসৃষ্টি মহারিষ্টি
বিংশতি হস্ত দশমুখ।
মানসে রইলো না ডুবজল
মানস মরালের হৈল অসুখ,
কাদাজলে ডুবাই আর উঠাই মুখ
পদ্মনাল নাই, খাই গুগলি শামুক।

(গারুড়ী নৃত্য ঃ কুশীলবের গীত)

হে মধুসূদন গদাধর,
নিদ্রামগন যুগযুগান্তর কত রইবে ?
হে নারায়ণ, তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন।
না হৈলে তব জাগরণ

কালে কালে রাবণ প্রবল হৈবে
সবাহন দেবতাগণ অপমান সৈবে।

(ইন্দুরের প্রবেশ)

ইন্দুর ॥ আদাবন্তো চ মধ্যে চ আছেন সিদ্ধিদাতা।

(গীত)

সিদ্ধিদাতা বুদ্ধিদাতা পেটটি নাদা হাতীর মাথা
আছেন গণেশ পর্ব্বত কৈলেস
তাথা তাথা তাথা ঢোলক বাজান বেশ।
কলাবৌ'র ঘরে দুবেলা পড়ে পাতা
রাবণের সেতা চলে না কমতা।

(বৃষের প্রবেশ)

বৃষ ॥ মা জগদম্বা শিবের ষাঁড় সিংগীরে না ডরাই মা,
রাবণের হাতে নিস্তার পাই মা অম্বা।

(মকরের প্রবেশ)

মকর ॥ বনে চেঁচালে শুনবে কেবা
উল্টে বরং রাক্ষসটারে ডেকে ল্যেবা,
বিশ্ব সংসার শুকিয়ে উঠলো
দ্রবময়ী দ্রব হও মা।

(মকরী নৃত্য ও কুশীলবের গীত)

আর একবার আর একবার দ্রব হও মা দ্রবময়ী
দ্রব হও দ্রব হও মা ডাঙাশুদ্ধ হব জলসই।
খাল কাটাক রাবণ কুম্ভীর পাক নিমন্ত্রণ
কুম্ভীপাকে রাবণে ধরে লই—
ডাঙায় পড়ে খাবি খেয়ে কত কাল রই।

(সকলের নৃত্য ও কুশীলবের গীত)

সুরধুনি মুনিকন্যে ! তারয়েৎ পুণ্যবন্তং ।
কাতরতি নিজ পুণ্যে স্তত্র কিন্তে মহত্ত্বং ॥

(ঢেঁকির প্রবেশ ও গীত)

ত্বং ত্বং ত্বং টটং টটং ঘড়ি পড়ছে ঢঢং ঢঢং
ঢেঁকি পড়ছে দশকুশি তালে ডেকে বলছে
বড় বেড়েছে দশানন প্রভু জাগবে কখন ঘুম ভাঙবে কখন ?
বাহনগণের বন্দ বেতন হর্ত্তাকর্ত্তার প্রাণ উচাটন
অকূলে পড়ে করছি স্তবন—
দেবর্ষির মুস্‌লি মুখ আঁখ গুলি হারা কাঁখ ভাঙা
ঢেঁকিবাহন ।

সকলে ॥ ইন্দ্র রাজার গজদাঁতি বাহন
গঙ্গাদেবীর মকর বাহন
ঢুণ্ডিগণেশের ইন্দুর বাহন
গোলকপতির পালকওঠা গরুড় বাহন
পশুপতির বৃষ বাহন
প্রজাপতির মরাল বাহন
বাহনে কাহনে যেখানে আছে গহিনে গহনে যত বাহন ।
অনন্ত-শয্যায় কোন লজ্জায় শয্যাগত রইলে
জাগ্রত ভগবান ঘুমন্ত নারায়ণ ।
যুগ যুগান্তরে জেগে দেখ বেধে গেছে রণ
এসে গেছে লঙ্কাপুরে দশানন ।

ঢেঁকি ॥ দেখে এলাম লঙ্কার দৌলত, করেন শ্রবণ—
কুবের ভাণ্ডারী মন্দোদরীর বাজার-সরকারি করেন এক্ষণ ।
আট প্রহর দিনকর লঙ্কার দুয়ারী ইন্দ্ররাজা মালাকর,
চন্দ্র ছত্রধারী, আপনি সে অগ্নি রাঁধুনী ব্রাহ্মণ,
ব্রহ্ম রাক্ষস রাবণে পাঙ্খা হেলান সমীরণ,

বরুণ জলভারী বাঁক বহেন ভারী ভারী,
নিজে বসুমতী করেন বাসন মার্জ্জন।
শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস
কাটিয়া বেড়ান মাঠে আঁটি আঁটি ঘোড়ার ঘাস।
যে শনির দৃষ্টে সৃষ্টি ভগ্ন হৈয়া উড়ে
কাপড় ধুইয়া দেন তিনি লঙ্কাপুরে।
ছিষ্টির কর্ত্তা পিতামহ পাঠশালে পড়ান
অ আ কাক করে চৌপাটি গঠন।

(শুক-সারণের প্রবেশ)

শুক-সারণ ॥ রাবণ রাজার দুই আফসার হুজুগ ধরি গুজুব ধরি—
খবর পৌছাই রাজার বরাবরি প্রতি শনিবার।
আছে লভ্য পাই পয়সা পুরস্কার করে ঘোরাঘুরি
বারবরদারি বাড়াই এস্তার।
ওরা স্তব করে কার ?
খবরটাতো নেওয়া চাই।
গা-ঢাকা হও নড়া নয় আর।

(সুদর্শনের প্রবেশ ও চক্রনৃত্য : কুশীলবের গীত)

কালচক্র ঘুরে চলে কর্ম্মচক্র ধর্ম্মচক্র সংসারচক্র ঘুরে চলে
জন্মমৃত্যু ঘুরে চলে কাল হতে কালে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
গতি সরল গতি বক্র
চক্রাকারে গ্রহ নক্ষত্র ফেরে যত্র
তত্র আলো নেভে আলো জ্বলে।
মনে মনে প্রভুর হৈল অভিলাষ
এক অংশ চারি অংশে হইব প্রকাশ।
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ
অযোধ্যা নগরে জন্ম লইবেন নারায়ণ।

অযোনিসম্ভবা লক্ষ্মী জন্মিবেন চাষে
জনক-তুহিতা রূপে মিথিলার বাসে।
নররূপে জন্মিবেন দেব নারায়ণ
বানর রূপেতে যতেক দেবগণ,
সপ্ত স্বর্গে রহিবেন দেবগণ সবাহন।

শুক-সারণ॥ শুনলে তো শুক, শুনেছো তো সারণ,
সংবাদটা রাজায় দেবার মতন।

(দেবতুন্দুভির প্রবেশ ও গীত)

দেবতুন্দুভি কন শুন সর্ব্বজন জাগিলেন নারায়ণ
বন্দম্ বন্দম্ শ্রীরামচন্দ্রম্
মাভৈঃ মাভৈঃ ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ বম্
চৌদ্দ ভুবন স্থাবর জঙ্গম বন্দম্ বন্দম্ রামচন্দ্রম্
বন্দম্ রামায়ণম্ বাল্মীকি কৃতম্॥

॥ বাল্যকাণ্ড ॥

(মূল গায়েনের গীত)

যস্য ভক্তি বলতো বশীভবন স্বীচকার ভগবংস্তনুজতাং
বর্ণনীয় তমভাগ্যভাজনং তংনৃপং দশরথং সদা ভজে ॥

(তুড়িজুড়ির গীত)

আছয়ে অযোধ্যা নামে অতুল নগর
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘে ত্রিযোজন প্রসর।
সেই সে নগর মধ্যে অতি সুশোভন
বিরাজয়ে দশরথ রাজের ভবন ॥

(নটনটীর গীত)

নিতি বাজে নহবত সুত বন্দী শত শত
দ্বারে দ্বারী দুরন্ত হাঁকারে।
চোপদার জমাদার শত শত শিকদার
যমদূত তাদের তেজে হারে।
সেই পুরে দশরথ মহারাজ রাজে
লয়ে চার পুত্র সদা সুখেতে বিরাজে।

বৈতালিক ॥ বিপ্র সতত সন্তুষ্ট চিত্ত প্রমুদিত বন্দীগণ
ভৃত্য প্রাপ্ত অভিলাষ দশদিশ বশি নৃপ পরশন।
পণ্ডিত সার্থ কৃতার্থ সুভট কাঞ্চন ধন পাবথি
হোথু সদা জয়যুক্ত জানক যশ সভজন গাবথি।
সত্য যুগাদিক নৃপ কথা কহল পূর্ব্ব মতিমান
কলিমেঁ হম বর্ণন করিয় জেহলি মতিজে জ্ঞান।

দ্বারপাল ॥ রে রে বৈতালিক কে তোর রাজা কোন হো জনক
যোহুলক উৎকর্ষক স্তুতি হমরা আগাঁ করৈছেঁ ?

বৈতালিক ॥ হে মহারাজ হমর জাতি বৃত্তি ইথিক জেবীর
পুরুষক সর্ব্বত্র যশোগান করৈছী।
শ্রবণ স্মরণ গুন গুন কথন রামচন্দ্রক লয় নাম
ধন্য ধন্য সবজন কহথি শুভদায়ক সব ধাম।

দ্বারপাল ॥ রাম রাম ভাই রাম কহো রাম কহো
মহারাজ তো সভাপৈ হোগা চলো।

(ভাটের প্রবেশ)

দ্বারপাল ॥ কৌন হো!

ভাট ॥ মিথিলাতেঁ আঁহলাহু ভেজলহুঁ মহারাজ
রাজপুত্রীরঁ কথ বিশেষ শুনামু আজ।

দ্বারপাল ॥ চলিয়ে অন্দরমে

(গীত)

রঘুমণি চরণ-সোরোজ বড়া ভূখা ভূখা রহো
জপত রহো রাম নাম
চিত শুধাবনি।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র ॥ আরে দ্বারপালগণ কর অবধান
কুশিকনন্দন আমি বিশ্বামিত্র নাম।
রাজ দরশনে আজি আসিয়াছি হেথা
শীঘ্র মহারাজে কহ এ মোর বারতা।

দ্বারপাল ॥ চলিয়ে ঠাকুরজী চলিয়ে বহুত ভাগসে দর্শন
মিলবা কিয়া। দীজিয়ে চরণধূল, আগে
চলিয়ে হো, রাস্তা ছোড়বা হো, অযুদ্ধা
হো সরজু—।

[উভয়ের প্রস্থান

(চোপদারের গীত)

চোপ গোল করো না কেউ, ভিড় ছাড়, কর পথ,
হতেছেন মহারাজ দশরথ সভাগত,
সপার্শ্বদ সুমন্ত্র মন্ত্রী কঞ্চুকী প্রভৃতি আরো কেউ কেউ।

(ধীরে ধীরে রাজার প্রবেশ : রাজবন্দীর গীতবাদ্য)

ঐশ্বর্য্য ধৈর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য আকর
সংগ্রাম দুর্গম্য গুণগ্রামের সাগর।
তাঁর তেজ তপন তাপেতে তপ্ত কৈল
পুরী পরিহরি অরি গিরিচারী হৈল।
বহুবিধ বেদ বাদে বিপুল বিদ্বান
অস্ত্র-শাস্ত্রে মন্ত্র তন্ত্রে সতত সন্ধান।
অবিরত বসু বসুন্ধরা বিতরণে
জিয়াইল যুথ যুথ যাচক জীবনে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম নর্ম্ম শর্ম্মতে প্রবর
অর্ব্বর গর্ব্ব খর্ব্ব সর্ব্ব শুভঙ্কর।

[রাম-শিঙা, ভেরী এবং শঙ্খ বাদন

সুত ও মাধব ॥ আইয়ে আইয়ে দর্শন কীজিয়ে
চরণধূল লীজিয়ে রুখসত পাইয়ে
আইয়ে আইয়ে।

(দর্শকদের ভিড়)

বুড়ন ॥ আহা ঠেলাঠেলি কর কেন দেখ না সব
চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ওই যে রাজা—আহা—
চারিপুত্র লয়ে, দেখচো অযোধ্যার পতি
পুরোহিত মন্ত্রিগণে লইয়া সংহতি।

রামদাসী ॥ ওগো আমার রামচন্দর কোনটি, ও লক্ষ্মণী—

লক্ষ্মণী ॥ ওই যে গো দক্ষিণেতে রামলক্ষ্মণ বামে ভরত শত্রুঘন্
মধ্যেতে দেখ না চেয়ে অযোধ্যার সিংহাসন।

রামদাসী ॥ রাজা তাহলে এখনো সভাস্থ হননি বল,
ও বুড়ন, তুমি যে বললে রাজা এসেছেন ?

লক্ষ্মী ॥ মেজরাণীর ঘর হতে বার হতে পারলে তো
আসবেন সভায় ?

বুড়ন ॥ আহা ও সব কথা কও কেন এখানে, যাও অন্দরে,
স্ত্রীলোক তোমরা এখানে কেন ?

লক্ষ্মী ॥ আরে বুড়নুয়া মহারাজ কি কররাছে ও রামদাসী ?

চোপদার ॥ চুপ দেও, রাজা বোধ করি !
এসতেছেন মহারাজ সভার ভিতর,
পদশব্দ হইতেছেন শ্রবণগোচর।

বুড়ন ॥ মন্ত্রীমহোদয় আসতেছেন দেখি—

সুত ও মাধব ॥ মহারাজ চক্রবর্ত্তী দশরথ নাম
সুমন্ত্র মন্ত্রণাদাতা সর্ব্বগুণ ধাম।
চলচিত্রবৎ দৃষ্ট-শিষ্ট চূড়ামণি
দৈবে কিছু সংঘটন হইবেক জানি।

প্রজা ॥ দেখ, আমি বলেছিলেম কিনা—রাজদর্শন
ভাগ্যের কথা—সহজে মেলে না।

বুড়ন ॥ আরে তাতো জানা কথা, এ আবার
তুমি শেখাবে কি আমায় ? চিরকাল দেখচি—
রাজা থাকেন অন্দরে, রাজমন্ত্রী রাজত্তি করেন
নাকে তেল দিয়ে বসে বসে সদরে, মাস গেলে
মাসোহারা পান থলি ভরে ; হঠাৎ আজ এ
নিয়ম ওলটায় কেমন করে ! ও পণ্ডিতজী
তুমি কি বল, ঠিক কিনা ?

সভাপণ্ডিত ॥ আমি তো তাই ভাবছি গো !
দুগ্ধ খাই সুখে নিদ্রা করিয়া সেবন
রাজা সুখী চিত্তে দিবেন ব্রাহ্মণেরে ধন।
না চাহিতে সভাতলে উদয় নৃপচাঁদ
এ যে অদ্ভুত কথা অদ্ভুত ফাঁদ।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র ॥ সকলে উপস্থিত হয়েন—দ্বিজগণ
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ষড়দরশননিধি কৃষ্ণ ঘোষাল
বেঙ্কট সরস্বতী জগন্নাথ সার্ব্বভৌম
শ্যাম বাচস্পতি গদাধর পঞ্চানন মিশ্র হলধর
রঘু বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত দামোদর
চন্দ্রচূড় সিদ্ধান্ত মুনিবর গর্গ
রাজ কুলাচার্য্য আর শ্রীধর দৈবজ্ঞ।

সভাপণ্ডিত ॥ সকলেই উপস্থিত, দ্বারপণ্ডিত আজ
কি কারণে স্মরণ করেছেন মহারাজ?

সুমন্ত্র ॥ পুত্রগণের বিবাহের করিতে যুকতি
আদেশিলেন দশরথ দেখি পাঁজি পুঁথি।
পণ্ডিতগণে লয়ে মন্ত্রণাগারে উপস্থিত হও
বাচস্পতি। আমি দু'একটা রাজকার্য্য সেরে
আসচি। হ্যাঁ দেখ চোপদার, গঙ্গা ভাট
এলেন কিনা?

চোপদার ॥ গঙ্গা ভাটকো বোলাবো জমাদার।

জমাদার ॥ গঙ্গা ভাট হো! মন্ত্রীজী বোলাবত হায়—
জল্‌দি আও।

(ভাটের প্রবেশ)

সুমন্ত্র ॥ তুমি তো গিয়াছিলা মিথিলার পাট,
কি সংবাদ কহ শুনি ওহে গঙ্গা ভাট।

গঙ্গা ॥ মুতো হায় গঙ্গা ভট্ট মিথিলামে যায়কে
আপনা সমাজ মাঝ জনকরাজ পায়কে
রামচন্দ্রকা কথা বিশেষ শুনায় কে
এক মে হাজার বাৎ সেই কথা বনায়কে—

সুমন্ত্র ॥ ভনিতা রাখ সত্বর বল—সাদা বাংলায় বল না,
কেঁও মেঁও রাখ।

ভাট ॥ এথা রাম জন্মিলেন অযোধ্যা নগরে
লক্ষ্মী হোথা জন্মিলেন জনকের ঘরে।
চাষের ভূমিতে কন্যা পায় রাজা-ঋষি
মিথিলা করিল আলো পরম রূপসী।

(গীত)

সামান্যা কন্যা নয় এমনিই মানি
কন্যারূপে জন্মাইলেন উমা কিম্বা রমা কিম্বা বাণী,
দশদিক আলো করে সীতা সুকল্যাণী।

ভাট ॥ কন্যা যারে বলে একটি নয়, চার চারটি কন্যা,
এক ঘরে রয়েছে—দেখলেম, কিন্তু—

সুমন্ত্র ॥ কিন্তু আছে নাকি এর মধ্যে ? আমিও ভাবছিলেম
মাঠে কুড়িয়ে পাওয়া কন্যা !

ভাট ॥ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি !
যাকে বলে—রামায়ণেও লিখেছেন বাল্মীকি—
সীতা যার ভার্য্যে ; কিন্তু হচ্ছে যে একটা—
ধনুকভঙ্গ পণ করে বসেছেন জনক। ভৃগুমুনি
দিয়ে গেছেন হরধনু, সেটাতে গুন চড়ানো চাই,
তবে বিয়ে—

সুমন্ত্র ॥ একে ভৃগু, তাতে হরধনু, এতো বালক রামের
কর্ম্ম নয়।

দ্বারপাল ॥ মন্ত্রীজী কুমারদেবকা হাথ বহুত শক্ত হোয়া,
হাথীকা শুণ্ড পকড় কর পটকা দেতা,
ধনুতো ঝট্‌সে তোড়েগা। হাম জামিন রহা,
আপ বিবাহকা বন্দোবস্ত কীজিয়ে।

সুমন্ত্র ॥ ভট্টরাজ, চল দেখা যাক পরামর্শ করে। আর
কোন কন্যা দেখলে ? পণ যারা চায় না এমন—

ভাট ॥ রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা আছেন,
শ্রীরামের রূপগুণে শুনি হয়েছেন তিনি সোহাগিনী !

সুমন্ত্র ॥ রাজবংশীয়া বটে। চল একবার চিন্তা করে
দেখা যাক্। দেখি জনক কি লিখলেন—
যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তারে।
বেশ কথা—

বুড়ন ॥ মন্ত্রী মশায় আমার এইখানা—

সুমন্ত্র ॥ তোমার আবার কি?

বুড়ন ॥ জানেন তো সেই শব্দভেদের দিনে মহারাজ
কাঁঠালগাছ কটা আমারে পুরস্কার দিয়েছেন—
তারি দানপত্রটা।

সুমন্ত্র ॥ এটা কি?

বুড়ন ॥ ও সেই গাছের কাঁঠালপত্র। ওতে একটু রাজার
দস্তখত করে দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সুমন্ত্র ॥ সে তপোবনের গাছ—রাজার দেবার ক্ষমতা নেই,
যাও ফিরে।

বুড়ন ॥ আজ্ঞে বামদেব মুনি আমার সাক্ষী আছেন।

দ্বারপাল ॥ বিশ্বামিত্তর মুনিজী রাজাকে পাশ গয়া।

সুমন্ত্র ॥ বিশ্বামিত্র! বিশ্বামিত্র মুনি সে যে বড়ই বিষম
প্রমাদ ঘটায় বুঝি করে কোন ক্রম।
সূর্য্যবংশে হরিশ্চন্দ্র ছিল মহারাজ
ভার্য্যা-পুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ।
দেখি কি হতে বা কি হয়।

বুড়ন ॥ আমার কাগজখানা—

সুমন্ত্র ॥ এই নাও এখন হবে না।

[কাগজ নিক্ষেপ ও প্রস্থান

(গীত)

মূল গায়েন ॥ সভা ভঙ্গ হল এবে সবে চল ঘরে
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ব্বনাশ করে।
মুনির আগমনে লাগে পরাণে তরাস
অত্র আর ন স্থাতব্যম্ চল যে যার বাস।

বুড়ন ॥ রাজকর্ম্ম সারিতে হৈল বেলা ক্ষয়
প্রদোষে চলহ সবে যে যার আলয় ।

(দ্বারবানগণের গীত)

আরি ভানুজ ভয় হারি সানুজ রাম বিহরে
সজল জলধরে শশধর উদয় করে ।
হেরি চিন্ত মণিকান্ত মনীন্দ্র মনোহরে
তুলসীদাস মনোভিলাষ পুরণ করে ।

(সুমন্ত্র, বিশ্বামিত্র ও দশরথের প্রবেশ, সঙ্গে বিদূষক)

দশরথ ॥ তপোবন দুর্ল্লভ তব পেয়ে দরশন
কি যে আনন্দিত আমি না হয় বর্ণন ।
অমৃতলাভের তুল্য তোমার সাক্ষাৎ
জলশূন্য দেশে যথা জলধারা পাত ।
পুত্রহীন তুষ্ট হয় পুত্রলাভে যথা
তব আগমনে হৃষ্ট হইলাম তথা ।
সুপবিত্র আগমন আজি হে তোমার
উৎপাদন করিলেক বিস্ময় আমার ।
রাজর্ষি হইলে তুমি পূর্ব্বে তপস্যায়
ব্রহ্মর্ষি হইলে পরে তেজের প্রভায় ।
শরীর আমার প্রভো দরশনে তব
সুপবিত্র হইয়াছে হে মুনি পুঙ্গব ।
যে কর্ম্মের আশে তব হেথা আগমন
অনুগ্রহি মোরে বল করিব পালন ।

বিদূষক ॥ মহারাজ ঠিকই বলেছেন । ইনি একে তো
রাজর্ষি, তার উপর ব্রহ্মর্ষি, তার উপর
মুনিপুঙ্গব, গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটক,
তার উপর কামড়েছে মশক ।
সেবার সুযোগ্য পাত্র ইনি মহাশয়—
সৌভাগ্য তোমার আজি হয়েছে উদয় ।

এই হেতু নরবর সকল প্রকারে
উচিত তোমার পূজা করিতে ইহারে।
মহারাজ, আমি গিয়ে আমাদের দুইজনের কেন
তিনজনের মতো ফলাহারের আয়োজন করতে
বলি গিয়া—

(গীত)

রাজা নয়তো রাজর্ষি—
রাজ-কিরীটের উপর যেন তুলসী।
একে রাজা তায় ঋষি তদুপরি ব্রহ্মঋষি
তার উপরে পুঙ্গব উনি কোথা আছ—
ত্রিশিরা রাক্ষসী।

বিশ্বামিত্র ॥ সে রাক্ষসীর নাম কর কেন মহারাজ ?
ঐ রাক্ষস-রাক্ষসীর দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচতে
তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।
হোথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ।
যজ্ঞ আরম্ভন যেই করি নরেশ্বর
রক্ত বর্ষণ করে আসি মারীচ নিশাচর।
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রবাস
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞ নাশ।
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেহ যজ্ঞ রাখিবারে।

[দশরথ চিন্তামগ্ন

সুমন্ত্র ॥ রাজপুত্রগণ সবে বালক এখন,
ধনুষ্ঠান নাহি জানে কে করিবে রণ ?
অল্প বয়স রাজপুত্র চারি গুটি
শিরে চুম্ব নাহি ঘুচে আছে পঞ্চ ঝুটি।

দশরথ ॥ অন্য যত সৈন্য চাহ লহ তপোধন
তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ।

বিদূষক ॥ হ্যাঁ তা বটেই তো, এ সামান্য কাজে
রাজপুত্রদের কেন ? সৈন্য দিয়ে খুব
কাজ চলবে।

বিশ্বামিত্র ॥ ওহে ! কটকে খাইবে এত কোথা পাব ধন ?
ব্রাহ্মণ তপস্বী মোরা নিতান্ত নির্ধন।

বিদূষক ॥ তার চেয়ে আমি যাই মহারাজ। পৈতে ছিঁড়ে
শাপ দিয়ে ভস্ম করে আসিগা রাক্ষসদের।
মোর বংশে ছিলেন মুচকুণ্ড তেজা
আগাগোড়া ব্রাহ্মণ আমি মুড়াবধি লেজা।

বিশ্বামিত্র ॥ সহস্র কটক মোর নাহি প্রয়োজন
একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন।
তব বংশে ছিলেন হরিশ্চন্দ্র রাজা
পৃথিবী আমারে দিয়া করিলেন পুজা।
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা
ভার্য্যা-পুত্র বেচিয়া সে দিলেন দক্ষিণা।
একা রাম দিতে তুমি কর উপহাস
সূর্য্যবংশ আজি বুঝি হইবে বিনাশ।

দশরথ ॥ শ্রীরাম বালক মোর কৃতবিদ্য নয়
বলাবল কারে বলে না জানে নিশ্চয়।
কূটযুদ্ধ করিবারে রাক্ষসের সনে
নিতান্ত অযোগ্য রাম নিবেদি চরণে।
অতিশয় বলবন্ত সে রাক্ষসগণ
অতি দুষ্টবুদ্ধি কূটযুদ্ধপরায়ণ।
হে সুব্রত ! হে ব্রাহ্মণ ! নিতান্ত তোমার
যদি ইচ্ছা হয় লইতে রামেরে আমার—
চতুরঙ্গ সেনা সহ আমারেও তবে
রাম সহ লয়ে চল রাক্ষস আহবে।
এ বয়সে বহুক্লেশে পেনু রামধনে
লইয়া যেও না রাম রাজীবলোচনে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

যে হকু সে হকু কভু বাপধন রামে
পাঠাতে নারিব দুষ্ট রাক্ষস-সংগ্রামে।
রামে ছেড়ে না বাঁচিব মুহূর্ত্ত পরাণে
লইয়া যেও না মুনি রাজীবলোচনে।
পঞ্চদশ বৎসরের বালক শ্রীরামে
পাঠায়্যা সংগ্রামে আমি না বাঁচিব প্রাণে।

বিশ্বামিত্র ॥ আগেতে প্রতিজ্ঞা করি নষ্ট কর পুনঃ
রঘুবংশীয়ের ইহা উচিত নয় শুন।
এই দোষে রাজা তব কুল হবে ক্ষয়
বাস্তবিক বলিতেছি মিথ্যা কথা নয়।
এই যদি ইচ্ছা তব হয় হে রাজন
এসু যথা হতে করি তথায় গমন।
অলীক প্রতিজ্ঞা রাজা বঞ্চনা করিয়া
সুখে থাক বন্ধুগণে আবৃত হইয়া।

(বশিষ্ঠ ও বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি ॥ মহারাজ ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে
এই ঘটনা রামায়ণে লেখা হয়ে গেছে।
এতে না করা তোমার সাধ্য নাই।
অতএব মহারাজ হরিষ অন্তরে
রামেরে অর্পণ কর বিশ্বামিত্র করে।
শ্রীরামের অস্ত্রশিক্ষা কিংবা অশিক্ষায়
কিছু চিন্তা নাহি তব দশরথ রায়।

বশিষ্ঠ ॥ অনলেরে রক্ষা করে যেমতি অমৃত
এঁর করে রাম হবে তেমতি রক্ষিত।
এই মহাতেজা ঋষি পারেন সৃজিতে
অপূর্ব্ব অস্ত্রের বিদ্যা আপন শক্তিতে।

বিদূষক ॥ আপনিই বিশ্বামিত্র আপনার বলে
সক্ষম করিতে নাশ রাক্ষসের দলে।
কেবল রামের হিত করিবার তরে
চাহেন রামেরে মুনি তোমার গোচরে।
চলহে সুমন্ত্র, অলমতি বিস্তরেণ।
মহারাজ অন্তঃপুরে যান, আমি সব
ঋষিদের আহারাদির চেষ্টা দেখি।
চলেন আপনারা, অগ্নিগৃহে রাত্রি যাপন
করবেন। যাক্ এক কাণ্ড হয়ে গেল।

[সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ রাম জন্ম বিবাহ হইল নির্দ্ধারণ—
তাড়কার বনে যান শ্রীরাম লক্ষণ।
তৎপরে শুরু করি নিশাচরীর পালা
হরি বল কুশলে থাক দশরথের বালা।

॥ তাড়কা-নিধন পালা ॥

(মূল গায়েনের গীত)

বিশ্বামিত্র যমাবগ্রে ততো রামো মহাযশ।
কাকপক্ষ ধরো ধন্বী তঞ্চ সৌমিত্রিরন্ব গাৎ ॥
কলাপিনো ধনুষ্মানি শোভয়ানৌ দশোদিশঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানাং ত্রিশীর্ষারিব পন্নগৌ ॥

(তুড়িজুড়ির গীত)

আগে আগে যান মুনি, তার পাছে রঘুমণি,
তার পাছে লক্ষ্মণ ধন্বী কাকপক্ষধর—
করে শরাসন ধরি দশদিক আলো করি
পথ চলি যায় যেন ত্রিশিরা ফণী বর।

অগ্রে মুনি যান পাছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
আতপে হইল ম্লান দোঁহার বদন
বনবাসের পূর্ব্বাভাস যেন আরম্ভন।
রবির তাপেতে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম
বহুকাল কিরূপে ভ্রমিবে বনে রাম।

(দশরথ, বাল্মীকি, বিদূষক ও সুমন্ত্রের প্রবেশ)

বিদূষক ॥ দেখতো দেখতো বিশ্বামিত্রের কাণ্ড।
এই বিষম ভানুতাপে তাপিতা ধরণী, আর
উনি কিনা দ্রুতগতিতে তপ্ত পথের পর দিয়ে
রাজপুত্রদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন সর্পগতিতে ?
দয়ামায়া কিছু নাই !

দশরথ ॥ বয়স্য, তুমি এই রাজছত্র নিয়ে যাও,
ওদের অনুগমন কর। সুমন্ত্র, তুমিও যাও,
ভৃত্যগণকে বল পটবাস এবং আহার্য্যাদি নিয়ে
তারাও যাক্।

বাল্মীকি ॥ কোনো চিন্তা নাই মহারাজ—আমি চললেম।
বিশ্বামিত্রকে বলি সরযুতে স্নান করিয়ে
রাজপুত্রদের বলা অতিবলা বিদ্যা দান করতে।
শোক দুঃখ কখনো না হইবে অন্তরে
ক্ষুধাতৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে।
মন্ত্র দীক্ষা হয়ে গেলে আর কোনো চিন্তা নাই।
যাও তোমরা ঘরে।
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিছেন রাম
তার লাগি শোক করি কোরো না অকল্যাণ।
রামের বিবাহ হল দৈবের ঘটন
রামায়ণে লিখা আছে জানহ রাজন।

সুমন্ত্র ॥ কে করে অন্যথা যাহা বিধির লিখন।

[সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ সভা বলে শুন সবে হয়ে এক মতি
রাম লইয়া বিশ্বামিত্র করিলেন গতি।
পুণ্য তীর্থে স্নান করি মন্ত্র দীক্ষা নিয়া
তাড়কার বনে রাম উপস্থিত গিয়া।

॥ বন বর্ণনা ॥

(তুড়িজুড়ির গীত)

অগ্রেতে দেখিয়া ঘোর তাড়কার বন
গৃধ্র কঙ্ক আদি চরে দুষ্ট পক্ষিগণ।
ব্যাঘ্র সিংহ বরাহ ভল্লুক করিবর
শুনি ইহাদের নিত্য শব্দ ঘোরতর।
বহেড়া কুচিলা আর কণ্টকী কদর্য্য
এই সব বৃক্ষ দেখি এথা মুনি বর্য্য
পূর্ব্বেতে যেখানে ছিল নগর শোভন
সম্প্রতি সেখানে হল ঘোরতর বন।

(বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র ॥ সম্মুখেতে চেয়ে দেখ তাড়কার বন
বসবাস নাহি ওথা নাহি লোকজন।
রাম ॥ লোকালয় বলি চেনা যায় কোনো মতে
যেথা সেথা ভাঙ্গাঘর দালান নয়ন মন ব্যথে।
গৃধিনী শৃগাল চরে পালে পাল
গো মনুষ্য কোথাও দেখা না যায় পথে।
বিশ্বামিত্র ॥ অর্দ্ধ যোজনের কিছু দূরেতে এখন
তাড়কা রোধিয়া পথ আছে বাছাধন।
লক্ষ্মণ ॥ যে বনে সে যক্ষী আছে সেই বন দিয়া
আমাদিগে যেতে হবে সত্বর হইয়া।

বিশ্বামিত্র ॥ এ অরণ্য দেশে বাছা তাড়কার ভয়ে
কেহ না আসিতে পারে সাহস হৃদয়ে।
ঘোর দরশনা যক্ষী ঘোর অত্যাচারে
নাশিছে এ বন আজো কে তারে নিবারে ?

(তুড়িজুড়ির গীত)

গহন বন গাছপালা—দিবানিশি নীল ঢালা।
উপরে নীচে উড়কুড় নাই
অন্ধকার অলিগলি পথ পাই না
কেমনে চলি—ডাকিলে সাড়া দিবার কেহ নাই।

বিশ্বামিত্র ॥ এই পথে যাই ঘরে তৃতীয় প্রহরে
ওই পথে তিনদিনে যাই মম ঘরে।
বিচার করিছ এবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
দুই পথের কোন পথে যেতে তব মন ?

রাম ॥ তিন প্রহরের পথে যাইব সত্বর
তিন দিনের পথের ফেরে কি কাজ মুনিবর ?

বিশ্বামিত্র ॥ তিন প্রহরের পথে যেতে বাপু ডরি
তাড়কা রাক্ষসী সেথা আছে ভয়ঙ্করী—
ও পথের নামে মম গায়ে আসে ডর
তিনদিনের পথ ধরি চল রঘুবর।
অল্প পথ, কিন্তু জল বাতাস বড় খারাপ।
রাক্ষসের ভয়, চলার কষ্ট, যেমন হতে হয়
আবার এগোও কেন, এসো পিছিয়ে এই পথে।
তোমার বাসনা রাম না পারি বুঝিতে
আমা লইয়া যেতে চাও রাক্ষসীরে দিতে ?

রাম ॥ যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে
আছে ধনুর্ব্বাণ মোর তাহারে মারিতে।

বিশ্বামিত্র ॥ যেতে চাও যাও তোমরা যথা চায় মন
ও পথেতে বিশ্বামিত্র না করেন গমন।

দেখেচো পিশুনের দুর্গন্ধ পাচ্ছো ?
শুনচো সব শৃগাল ও বিশ্বকক্রগণের আরাব ?
ঐ দেখ তাড়কার ঘর,
ঐ পর্ব্বতের আড়াল থেকে ঐ
উঁকি দিচ্ছে তাড়কা।
আর এক পা অগ্রসর হওয়া নয়।
তোমরা যাবে তো যাও, আমি তো নয়।
যে অবার্য্য গতি বলে ধায় নিশাচরী
হঠাৎ এলে রক্ষা নাই থাক আমি সরি।

[পশ্চাৎগমন

যখন রাক্ষসী আমায় আসিবে তাড়িয়া
আমারে এড়িয়া দোঁহে যাবে পলাইয়া।

লক্ষ্মণ ॥ কোথায় যান ওদিকে ?

বিশ্বামিত্র ॥ তাইতো ভুলক্রমে তিন প্রহরের দিকেই যে যাচ্ছি।
নিশ্চয়ই রাক্ষসী মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছি—
আমার দেহ কম্পমান হচ্ছে।

(গীত)

বাপ্ রামধন আমারে জাঁতিয়া ধর
আমার গায়ে যে এল ভাল্‌কোজ্বর।
ও লক্ষ্মণ দেখ কি বিলক্ষণ কুলক্ষণ
থাক্ বাপ তাড়কা-নিধন, অযুদ্ধাতে ফিরি চল।

রাম ॥ বলিয়াছিলেন পিতা দেখ বাছাধন
বিশ্বামিত্র মুনি কার্য্য করিও সাধন।
সে আদেশ আমি আজি অবশ্য পালিব
নিঃসন্দেহে তাড়কারে এখনি নাশিব।

বিশ্বামিত্র ॥ ও রাম কর কি ধনুকে টঙ্কার দিও না।

[ধনুক-টঙ্কার

এই সর্ব্বনাশ করলে! চেয়ে দেখ আসছে।
একবাণে বিদ্ধ করতে পারো তো রক্ষে,

না হলেই গেছি। বাপ রামচন্দর!
তোমার বংশের পরে আমি অনেক
অত্যাচার করেছি বটে, তার প্রতিশোধে
রাক্ষসীকে সমর্পণ করো না আমায়।
আমি তোমাদের গুরু। গুরু হত্যা
করো না। আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।

রাম ॥ চরণ স্পর্শ করিলাম, রহুন নির্ভয়
এক বাণে বধিব আজ তাড়কা নিশ্চয়।
এক বাণ বিনা যদি ছাড়ি দুই বাণ
বিফল ধনুক ধরি—ব্যর্থ রামনাম।

[নেপথ্যে গমন : ধনুক-টঙ্কার

(তুড়িজুড়ির গীত)

মহাশরাসন তার ভীষণ টঙ্কার
আচম্বিতে হয় যেন অশনি সঞ্চার।
মহাশব্দে দশদিক হইল পূরিত
ব্রহ্মাণ্ড কটাহ যেন ফাটে আচম্বিত।
সিংহ-শব্দ শুনি দন্তী পায় যথা দুখ
সেই শব্দে তাড়কার ভাঙে নিদ্রাসুখ।
তাড়কা শুনিয়া শব্দ হইয়া সম্ভ্রান্ত
শব্দ বাট বহিয়া চলিল দুর্দ্দান্ত।

॥ রাম বিবাহ ॥

মূল গায়েন ॥ যস্য দেয় ধনং লক্ষ্মী পাত্রশ্রী কমলাপতি।
স দাতৃবৃন্দ পারীন্দ্রো জয় জীয়াজ্জনক ভূপতি ॥

(তুড়িজুড়ির গীত)

বেদবতী যে স্থানেতে ছাড়িল জীবন
সে স্থানেতে হইল দিব্য মিথিলা ভুবন।

তথাকার রাজা হন জনক ঋষি বসে
সোনার লাঙ্গল দিয়া যজ্ঞভূমি চষে।
ভূমি মধ্যে ডিম্বে ধরা লক্ষ্মীরূপা কন্যা
লাঙ্গলের ফালে আসি উঠিলেন ধন্যা।
উঙা উঙা করি কান্দে সোনার পুতলীখানি
আচম্বিতে আকাশ হইতে হল দৈববাণী।
চাষভূমি হইতে এই কন্যার জনম
নিজ কন্যা সম এরে করহ পালন।
পরমা লক্ষ্মী এ কন্যা জনক-দুহিতা
শিরালে হইল জন্ম, নাম হইল সীতা।

(বৈতালিকের গীত)

জনকনন্দিনী জগৎবন্দিনী রূপে গুণে অতি ধন্যে
জনকরাজা কি ভাগ্যধর জনম ধন্য ধরণী 'পর
জনক বলেন যাঁরে লক্ষ্মীস্বরূপিনী কন্যে।
এ সামান্যা কন্যা নয় কমলা আপনি
নারায়ণ ভুলেন যাঁর দেখিয়া লাবণি।

(জনকরাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

জনক ॥ দিনে দিনে জানকীর রূপ বর্দ্ধমান
কোন বরে কহ রে সীতা করি দান।
মন্ত্রী ॥ যোগ্যা যোগ্যক কয়ক বিচার
অভ্যর্থনা ভঙ্গ ব্যাপার
কন্যাগত স্বস্থহু কা ভীতি
চিন্তা বাড়য় ধর্ম্ম স্থনীতি।
জনক ॥ কস্মিন প্রদায়তি মহান বিতর্ক।
সদা করি চিন্তা কন্যারে দিব কারে
সীতা যোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে।
মন্ত্রী ॥ মা জানকীজীকা বিবাহ যোগ্য অবস্থা দেখিহুনি
অনুরূপ অপন কুলযোগ্য অন্বেষণমে চিন্তিত হোইত ভেল হে।

জনক ॥ ভাটগণে আনি মন্ত্রী কহ সবিশেষ
জানকীর যোগ্য বর দেখ খুঁজি দেশ।
মন্ত্রী ॥ ততয় কী করব, ই সুবুদ্ধি নামা ভট্টরাজকো
পুঁছনা হোত।
জনক ॥ জানকীর যোগ্য পাত্র হল কোন জন
বিধিমতে চিন্তা করি কহ বুদ্ধিমন।
মন্ত্রী ॥ হে সুবুদ্ধি, ই সীতা নাম কন্যা ছথি,
হিনকর বর ককরা করব,
ই বিচারি আপনৈ কহন জায়।
সুবুদ্ধি ॥ হে রাজা, পুরুষ বর করু—
মন্ত্রী ॥ হে সুবুদ্ধি, কবহু অপুরুষ বর সম্ভব ছথি ?
সুবুদ্ধি ॥ হে রাজা, পৃথ্বীমেঁ বহুত পুরুষ
ও পুরুষ আকার ছথি, তেঁ হেতু পুরুষ আকার কাঁ
ত্যাগি পুরুষবর করু, যহন হমার অভিপ্রায়
দেখু জেহন—
বহুত সুলভ হৈ পুরুষ আকার।
দুর্লভ বিরল পুরুষ সমসার।
বীর সুধী বিদ্যাক নিকেত সুপুরুষ
সংপুরুষার্থসমেত পুরুষ।
আকার সে ষহিঁ সৌ আন
পুচ্ছ শৃঙ্গ বিনু পশুক সমান।
জনক ॥ ওহে দোভাষী! কথাটা কি হল
বুঝিয়ে দাও তো সহজ করে।
দোভাষী ॥ মহারাজ, সুবুদ্ধি বলছে পুরুষ বর সন্ধান করতে।
জনক ॥ কন্যার বিবাহ, পুরুষ বরই তো চাই।
দোভাষী ॥ মন্ত্রী ঐ কথাই বলেন—বর পুরুষ ছাড়া
স্ত্রী কি প্রকারে হয় ?
জনক ॥ তাতে সুবুদ্ধি কি বললেন ?
দোভাষী ॥ আজ্ঞে মহারাজ, আকার মাত্রে যে পুরুষ
সে পুরুষই নয়—কেননা পণ্ডিতেরা বলেন—

আকার মাত্রে পুরুষ সে সুলভ বর।
যথার্থ পুরুষ দুর্লভ সংসার ভিতর।
আকারে পুরুষ মাত্র কোথা তার মান
পুচ্ছ শৃঙ্গ হীন সে তো পশুর সমান।

জনক ॥ ঐ ভেবেই তো আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েছি।

কঞ্চুকী ॥ মহারাজ, সংবাদ জানালাম
রাজদর্শনে উপস্থিত ভৃগুরাম।

(তুড়িজুড়ির গীত)

এক হস্তে কুঠার অন্যেতে ধনুর্গুণ
মস্তকেতে জটাভার পৃষ্ঠে দুই তূণ।
লইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি
ধনুক লইয়া হস্তে আসেন দ্রুতগতি।

জনক ॥ পাদ্যঅর্ঘ্য শীঘ্র আন, আন কুশাসন,
বিধিমতে ভৃগুরামের করিব পূজন।
ভৃগুরামের আগমনে লাগিছে তরাস
আশাপূর্ণ হয় কিম্বা হয় সর্ব্বনাশ।

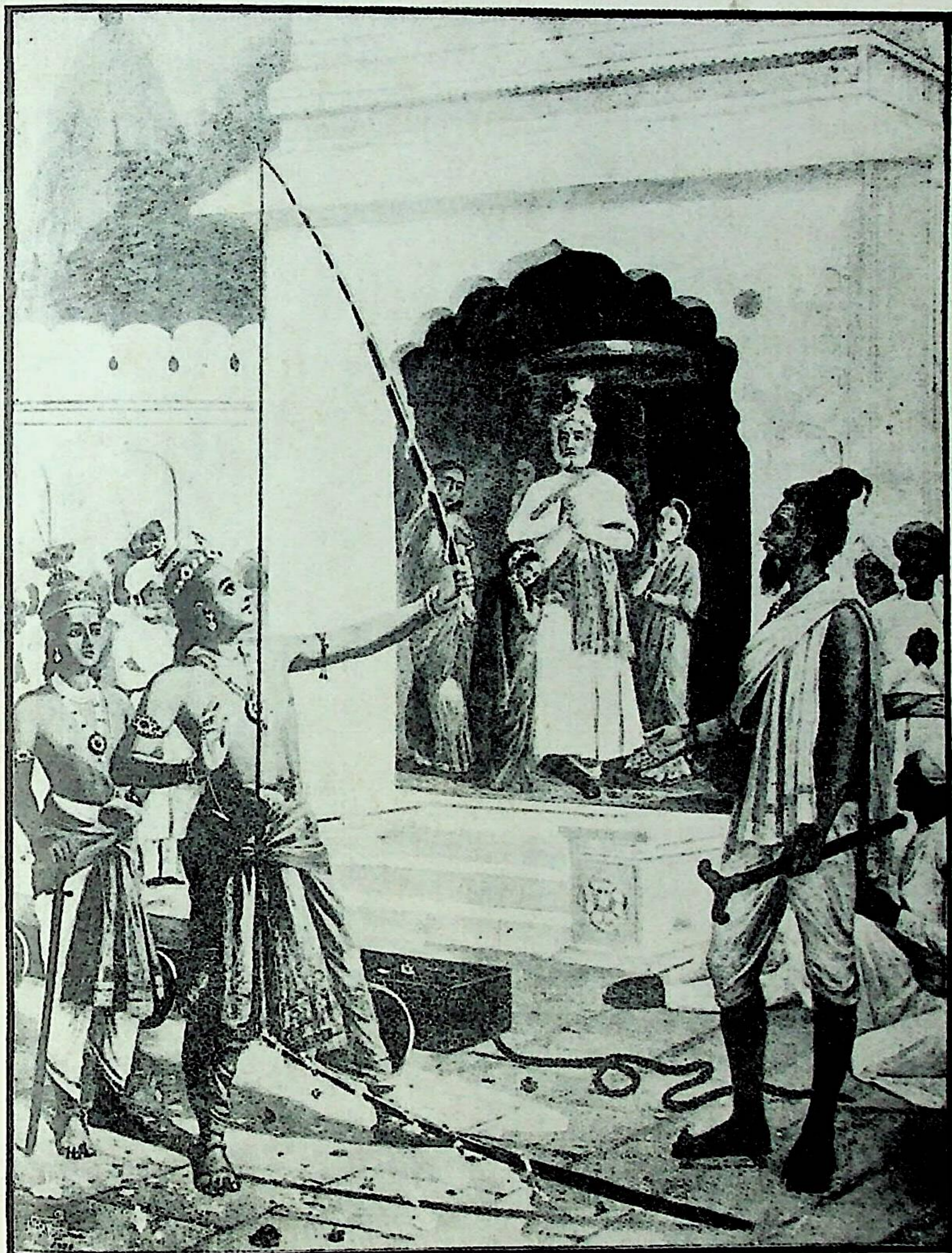
(ভৃগুরামের প্রবেশ)

জনক ॥ বন্দিলাম ঋষিবর যুগল চরণ
কোন কার্য্যে মহাশয় হেথা আগমন ?

ভৃগু ॥ শুনহ জনক রায় তোমার দুহিতা
সীতা দেহ যদি রাজা করি বিবাহিতা।

জনক ॥ কি বলেন মুনি শুনি একি চমৎকার
এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার ?
সীতার বিবাহ কাল হইবে যখন,
করা যাবে যুক্তি মতো কহিবে যেমন।

ভৃগু ॥ এবে আমি তপস্যায় করিব গমন
দেখ যেন অন্যমত না হয় রাজন।



রামের হরধনু ভঙ্গ



জনক ॥ তোমার সাক্ষাৎ পুনঃ পাবো কত কালে
কারে কন্যা দিব বল তুমি না আইলে ?
ভৃগু ॥ শুন ওহে জনক রায় শিবের ধনুক
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক।
ধনুক তুলিয়া যেবা গুণ দিতে পারে
রহিল আমার আজ্ঞা কন্যা দিও তারে।
জনক ॥ হরের ধনুক সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ
কে এমন বীর আছে এতে দিবে টান ?
করিতেছি প্রতিজ্ঞা শুনেন ঋষিবর—
এতে যে চড়াবে গুণ সে জানকীর বর।
ভৃগু ॥ চল মহারাজ, ধনু দিব তুলি ঘরে
তপস্যা কারণে আমি যাইব সত্বরে।

(ভাটগণের গীত)

সকল গগনচরদেব সিদ্ধমুনিজন ক্ষণমন দয়
সাক্ষী সভজন রহথু সকল দিকপাল যতন ভয়।

[সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ উদীয় মানো মিথিলা নভোঽন্তরে
স্বভক্ত দৃক্কোগণং প্রমোদয়ন্
বিদেহ কন্যা নলিনীং বিকাশয়ন
জয়ত্যসৌ দাশরথি প্রভাকর।

(তুড়িজুড়ির গীত)

রজনী প্রভাত হল শ্রীরাম লক্ষ্মণ
মুনি সনে চলেন সুখে জনক-ভবন।
দুখের অবসান হল পোহাল রজনী
পূর্ব্বদিকে প্রকাশ পাইল দিনমণি।
ভাস্কর ভয়েতে গেল তম পরবাস
শতদল সমূহ পাইল পরকাশ।

৬

সকল জনেতে নিদ্রা ত্যেজিয়া উঠিল
মিথিলায় ধনু জেতে সকলে জুটিল।

(বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম ॥ মুনিবর, মিথিলেশ জনক রাজার
পরিপাটি যজ্ঞঘটা অতি চমৎকার
বেদাধ্যায়ী দ্বিজ দেখি হাজার হাজার।

লক্ষ্মণ ॥ এই যজ্ঞে এসেছেন গুনে ওঠা ভার।
ঋষিবাট ঋষিগণে হয়েছে পূরিত
কত যে শকট গুনে কে করে নিশ্চিত।

রাম ॥ তপোধন মোরা সবে থাকিব যথায়
কোথায় সে স্থল প্রভু বলহ ত্বরায়।

লক্ষ্মণ ॥ চল প্রভু লই গিয়া করি নির্ব্বাচন
নির্জ্জন সজল স্থল বাসের কারণ।

(নটনটীর গীত)

মিথিলাতে আইলা রামচন্দর রাজা রে
ধনুকভঙ্গ পণে সীতারে কর জয়,
রাজার অন্দরে জনকনন্দিনী রে
বন্দিনী হয়ে রয়।
ধৈর্য্যে বোসো রে ধনুকখানা করে লও জয়
এ বাজারে।

(শতানন্দ ও জনকরাজার প্রবেশ)

জনক ॥ কি ভাগ্য আমার আজি না হয় বর্ণন
মিথিলায় হল তব শুভ পদার্পণ।

শতানন্দ ॥ পবিত্র হইল দেশ পবিত্র নগর—

জনক ॥ পবিত্র হইল গৃহ নিজ কলেবর।
আজিকার দিবস হইল সুপ্রভাত
মোর গৃহে হল তব পদধূলি পাত।

আজি হল যজ্ঞ সকল যজ্ঞ আরম্ভন
আজি হল সকল দেবতা সংপূজন।
মোর সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে
যার গৃহে আগমন করিলা আপনে।
কহ কহ সিদ্ধাশ্রমে সকল কুশলী
সম্প্রতি শুনিতে চিত্ত হয় কুতূহলী।

বিশ্বামিত্র ॥ যেবা ছিল মোর তিন উদ্বেগ কারণ
সম্প্রতি তাহাও হইয়াছে বিনাশন।

মন্ত্রী ॥ শুনিয়া সে সব দুঃখ পাইয়াছে নাশ
বড় সুখ পাইলাম পরিপূর্ণ আশ।

জনক ॥ কহ কহ কি প্রকারে তরিলে সেই দুখে

মন্ত্রী ॥ কৌতুহল জাগে চিত্তে শুনি তব মুখে।

বিশ্বামিত্র ॥ কহি শুন শতানন্দ, শুনহ রাজন—
এই দুই দেখ দশরথের নন্দন।
জ্যেষ্ঠ রাম নাম এই কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ
করিয়াছি আমি ইহাদিকে আনয়ন।
পথে আসিবার কালে রাম একশরে
পাঠাইলা তাড়কারে শমন-নগরে।
সিদ্ধাশ্রম হইতে মারীচ নিশাচরে
একবাণে ফেলাইলা লঙ্কার ভিতরে।
সুবাহু প্রভৃতি আর অনেক রাক্ষসে
যমবাসে পাঠাইলা এই অসাধ্বসে।
তারপর আসিতে আসিতে মোর সনে
অহল্যারে উদ্ধারিলা পরশি চরণে।

শতানন্দ ॥ শুনিয়াছি দশরথ গৃহে চক্রপাণি
হয়েছেন অবতীর্ণ সত্য বটে মানি।

(তুড়িজুড়ির গীত)

কি আনন্দ শতানন্দ হের শ্রীকান্ত
রাবণান্তকারীরে,

নৃতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে
রামনাম ভাবিলে।
ভাবনা যত সঙ্গে সঙ্গে গত
দাশরথিরে ভকতি ভরে ডাকিলে।
হো রামচন্দ্র হো রামচন্দ্র
হে রাম প্রাণারামদায়ী রে।

বিশ্বামিত্র ॥ আমার কুশলকথা করিলে শ্রবণ
নিজ সুখবার্ত্তা এবে কর বিজ্ঞাপন।

জনক ॥ তুমি যার পালক হয়্যাছ মহাজ্ঞানী
তার রাজ্যেতে দুঃখ কারো নাহি জানি।
যার পুরোহিত মহামুনি শতানন্দ
তাহার রাজ্যেতে প্রভু সর্ব্বদা আনন্দ।
একমাত্র রহিয়াছে মোর মনে দুখ
অদ্যাপি না হেরিলাম জামাতার মুখ।
করিয়াছি দারুণ কঠিন এক পণ
সে লাগিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন আছে মন।

(তুড়িজুড়ির গীত)

ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে
জানকী বিবাহ হেতু রাজা সব এসে।
কত রাজা রাজপুত্র উদ্যত হইয়া
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছাটিয়া।
প্রাণপণে তারা গিয়া টানাটানি করে
তুলিবার সাধ্য কিবা নাড়িতে না পারে।
ধনুক তুলিতে না পারিল কোন জন
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ।

শতানন্দ ॥ রাবণ আইল আজি হইবে কেমনে ?

বিশ্বামিত্র ॥ চিন্তার কারণ হল রাবণের আগমনে।

জনক ॥ লঙ্কাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে
কাড়িয়া লইবে সীতা রাখে কোনজনে।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি ॥ রাবণ লাগিয়া তুমি না কর ভাবনা
সীতার বর এসে গেছে আমার আছে জানা।
জনক ॥ বিশেষ বিদ্বান কহ বিচিত্র বচন
তব আশীর্ব্বাদে মোর স্থির হল মন।
শতানন্দ ॥ তোমার আশীষ শুনি হেন মনে লয়
রাজার জামাতা যেন সাক্ষাতেই রয়।
জনক ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেখি হেন সুখ হয়
হেন সুখ দেখি কাহারও কভু নয়।
হেন ভাগ্য মোর নাহি হয় দরশন
জানকীরে রামচন্দ্রে করিব অর্পণ।
বিশ্বামিত্র ॥ শুন বাণী শুন কহি শুন মহারাজ—
অবশিষ্ট আছে মোর করিতে এ কাজ।
পণ বিনা আন যদি বাধা নাহি থাকে
তবে চিন্তা কর কেন ভয় কর কাকে ?
জনক ॥ দুরন্ত হরের ধনু জান মহাজ্ঞানী,
পুন তবে কহেন কেমনে হেন বাণী ?
কিবা ইহাকার করে হর শরাসন
কোমল হইবে কিবা যাবে মোর পণ।
বাল্মীকি ॥ জনক রাজা কহিতেছি শুনহ মহাশয়
হরধনু কোমল হবার কভু নয়।
না টলিবে কখন তোমার দৃঢ়পণ
কিন্তু বড় বলবান শ্রীরঘুনন্দন।
বিশ্বামিত্র ॥ উপযুক্ত তব নরবর মনস্কাম
যেমন তোমার কন্যা তেমন শ্রীরাম।

(তুড়িজুড়ির গীত)

যেমন সীতার শোভা রামচন্দ্র
রামের শোভা সীতা,

সিঁথার শোভা সিন্দুর যেমন
সিন্দুর শোভা সিঁথা।
মেঘের শোভা সৌদামিনী
নিশির শোভা শশী,
রামের শোভা জানকী তেমন
গুণবান রাম সীতা রূপসী।
অযোধ্যার রাম মিথিলার সীতা
হইল মিলন নাইকো সন্দ।

বিশ্বামিত্র ॥ এসেছেন শ্রীরামচন্দ্র মোর সনে
হরধনু দরশন করি বাঞ্ছা মনে।
শ্রীলক্ষ্মীপতির লক্ষ্মী লবে কোন জন—
তুলিবেন ধনুক রাম কমললোচন।

শতানন্দ ॥ মহারাজ এবে তবে সেই শরাসন
দাশরথি শ্রীরামেরে করাও প্রদর্শন।

বাল্মীকি ॥ চল সবে ধনুগৃহে বিলম্বে কি কার্য্য
রাম লইবেন সীতা ইহা অনিবার্য্য।
রাবণ দুষ্ট ধনুভঙ্গে মানিয়াছে হার
সিংহ ভোগ্যে শৃগালের কিবা অধিকার!

জনক ॥ দেবতাগণের কাছে সকলে বর চান—
রামচন্দ্রে সীতা যেন করেন মাল্যদান।

[প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ ধনুযজ্ঞে অগ্রসর হন রঘুবর
রাবণ হারিয়া চলে আপনার ঘর।
দেখিয়া দুর্জ্জয় ধনু অন্তরে ডরায়
পথ দিয়া চলে আর পিছু পানে চায়।

(প্রহস্ত ও রাবণের প্রবেশ)

রাবণ ॥ শুন হে প্রহস্ত মামা ভাঙ্গিল ভারী ভুরি
ধনুক তুলিতে মোর মস্তক গেল ঘুরি।

প্রহস্ত ॥ কি কহিব শুনিলে না রাজা লঙ্কেশ্বর
লোক হাসাইলে আসি মিথিলা নগর।
রাবণ ॥ কুড়ি হস্ত ধনুখান ধরিয়া টানিনু
প্রাণপণ করি তবু তুলিতে নারিনু।
কৈলাস তুলেছি মামা পর্ব্বত মন্দর
তাহাকে জিনিয়া মামা ধনুকের ভর।
এই যুক্তি মামা গো চল তাড়াতাড়ি
নয় সবাই তুলিয়া ধরি ধনুখান ভারী।
প্রহস্ত ॥ এ যুক্তি করিলে পুত্র বীর দশানন
সভার মধ্যে সীতার বর হবে কোন জন ?
মানে মানে ঘরে চল লঙ্কার অধিকারী,
ইন্দ্র বেটা দেখে যদি দিবে টিটকারি।
কাঁকাল পড়েছে ভেঙ্গে ধনুকের চাপে
রথ নিয়ে চল বাবা যাই্ চুপে চুপে।
[প্রস্থান

(তুড়িজুড়ির গীত)

লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ।
শুনিয়া ধাইল সব মিথিলা নগর
সবে বলে জানকীর আজি হইল বর।
যুবা বৃদ্ধ শিশু এক নাহি রহে ঘরে
কৌতুক দেখিতে সবে আসি ভিড় করে।
ধনুক তুলে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান
মড়মড় শব্দে ধনু হইল দুইখান।

(দোহার সকলের গীত)

আরে মড় মড় করে ধনু মূড় মূড় ডাকে
ত্রিভুবন কম্পমান হরধনু বাঁকে।
ভয়েতে কম্পিত ধরা কাঁপে থর থর
শিবের কার্ম্মুকে গুণ দেন বিশ্বম্ভর।

কুলাচল সকল কম্পিত কলেবর
উথলিতে উদ্যত হইল রত্নাকর।
দিক্ করি কাতর হয়ে করে ঘোর রব
লসিত হয় অনন্তে শিরকটা সব।
কেবল না নোয়াইল রাম শরাসনে
যাবতীয় রাজ-মস্তক নোয় তার সনে।
কোমল অঙ্গুলি রাম দিলেন টঙ্কার
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে হুঙ্কার।
যেন মত্ত মাতঙ্গ সে ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ড
টানিতে হইল সেই ধনু দুইখণ্ড।

তুড়িজুড়ি ॥ কিবা শুনি শরাসন ভঙ্গ রব
অশনি শরে ব্রহ্মাণ্ড বিবর ভরিল সব।
শিবের কার্ম্মুক ভঙ্গ নিনাদ উঠিল
সহসা যেন মেরু গিরি ভাঙ্গিয়া লুটিল।
অষ্ট কুলাচল কম্পে হইলা সচল
সপ্তসিন্ধু অস্থির করয়ে কলকল।
নবগ্রহ বিস্মৃত হইলা নিজগতি
দশ দিকে প্রতিধ্বনি উঠে ঘোর অতি।
একাদশ রুদ্র যোগ আসন টলিল
দ্বাদশ সূর্য্যের রথ কাঁপিতে লাগিল।

কঞ্চুকী ॥ বীর্য্যশুল্কা সীতা দেবী ধনুভঙ্গ পণে
জিনিয়া লইলেন রাম শুভ এই ক্ষণে।

সকলে ॥ রামচন্দ্র হরধনু যবে ভাঙ্গিয়াছে
সেইকালে জানকীর বিবাহ হয়েছে।
আনন্দ উৎসব এবে হইবে করিতে
পত্র নিয়ে দূত যাক অযোধ্যা নগরীতে।

(ঢাকঢোল বাদ্য)

আলতা নুড়ি গাছে গুড়ি জোড় পুতুলের বে
ধনুকভঙ্গ পণে রাম সীতারে জিতেছে।

ঢোল বাজে গামুর গুমুর সানাই বাজে রইয়া
পরার পুতে নিতে আইছে ঢোলে বাড়ি দিয়া।
রাম এলেন বিয়া করতে মিথিলার দেশে
তারা গাই বলদে চষে তারা হীরেয় দাঁত ঘষে।
সীতা চলেন বিয়া করে অযুদ্ধার দেশে
তারা রূপার খাটে পা রাখে সোনার খাটে বসে।
উলু উলু দে উলু উলু দে—
সীতা রামের বে ভাই লক্ষ্মণ বে
ভরত ধনের শত্রুঘনের বে।
চার কুমারের চার কুমারীর বে।

(নটনটীর গীত)

কন্যা আন চার কন্যা বর চার জনে
দেখিব দেখিব আজি যুগল মিলনে।
হো জনক মহারাজ মোরা ভাগ্যবান
রামের বামে হেরি সীতা জুড়াব নয়ান।
উর্ম্মিলার সাথে আনি দেখাও লক্ষ্মণ
মাণ্ডবী ও ভরত শ্রুতকীর্ত্তি শত্রুঘন্।

(বরবধূগণের প্রবেশ : নটনটীর গীত)

বাছা রাম রে, তুমি কারু যেন খোপের কৈতর ধরে নিয়াছ রে।
উহার না মা ধন রে কতই কান্দন কান্দিছে রে।
উহার বাপধন রে যেন কতই কান্দন কান্দিছে রে।
বাছা রাম রে তুমি কারু যেন খোপের কৈতর ধরে নিয়াছ রে।
বাছা লক্ষ্মণ রে বাছা ভরত রে বাছা শত্রুঘন রে
উহাদের মা-বাপগণ কতই কান্দিছে রে।
ও মিথিলার রাজা প্রজা কত নিদ্রা যাও রে
তোমার ঘরের চার চার কন্যা নিয়া গেল চোরে।
এমন কালে মা বাপ বহিনে কোথায় ?

দরদের নিধি হয়ে চোরে নিয়ে যায়।
ওরে বাপ মা ওরে ওরে বাপ মা ওরে।

(জনক রাজা প্রভৃতির প্রবেশ)

জনক॥ করিলাম বহু দুঃখে তোমাদের পালন
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ।
শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিও সুমতি,
রাগ দ্বেষ অসূয়া না করো কারো প্রতি।
সুখ দুঃখ না ভাবিও, যা থাকে কপালে—
স্বামীসেবা না ছাড়িও কভু কোন কালে।

সখীগণ॥ আমাদের সুখের রজনী পোহাইল
অযোধ্যাবাসীর আজি সুপ্রভাত হইল।
তাহারা দেখিবে বন্ধু এই চাঁদমুখ
আমাদিগে দিল বিধি যত দুখ তত সুখ।
শুনিয়া দোঁহার সুখ মোরা সুখী হব
দারুণ বিরহ-দুঃখ সব পাসরিব।
আদরে রাখিবে সীতা রাজকন্যা জানি
কোন মতে গরবের না করিবে হানি।
বিবাহ হইলে যায় স্বামী-নিকেতন
এই তো বিধির হয় ললাট-লিখন।
সীতা তোহে দেখি যে অবোধ অতিশয়
ক্রন্দন করহ কেন মঙ্গল সময়।
কখনো সেখানে রবে কভু এ ভবনে
তাহার লাগিয়া কেন কান্দ দুঃখ মনে।

শতানন্দ॥ স্থির কর চিত এবে ত্যজহ রোদন।
বর কন্যা বিদায় কর হয়ে শুদ্ধ মন।

(প্রতিবেশিনীগণের গীত)

নমো নমো রচনা রঘুবরকী।
শিব বিরিঞ্চি সনকা দিক সম্পতি বিপত

বিপত করি সম্পত অকথ কথা দশরথ সুতবরকী।
সীতাকে প্রভু তুম রক্ষক হো মৈঁ তো শরণ গহী
সীতাপতকী নমো নমো রচনা রঘুবরকী।

[সকলের প্রস্থান

(বাঁশীওয়ালার নৃত্যগীত)

বৈতালিক ॥ যাই যাই আসি আসি, রাত শেষ বলছে বাঁশী।
আকাশে বাতাসে বাঁশী বিনতি জানায়
কে যেন আপন জনা মিনতি মানায়।
আসি যাই বলছে বাঁশী—সবই যে লাগছে বাসী।
কয় বাঁশী মন উদাসী কেন হয়
বাঁশী কয় পরব শেষ—
বন্ধু চল দূর দেশ, বলে—'যাই' হাসি হাসি।

(মৈথিলী বুড়ীর গীত)

এ করলাম কি, এ কারে দিলাম কি
হারালাম বুঝি গো,
মিথিলা মায়ে নিয়ে গেল
ও রাম মা জানকী।

মূল গায়েন ॥ এত দূরে আদিকাণ্ড হইল সমাধান,
শ্রীরাম বিবাহ কথা অমৃত সমান।

॥ অযোধ্যাকাণ্ড ॥

বৈতালিকগণ ॥ নমো রামচন্দ্রায় ধনুর্ব্বাণধরায় জিতজামদগ্নায়,
জানকীবল্লভায়, দশরথ-আত্মজায়।

(তুড়িজুড়ির গীত)

মেরে তো এক রাম যজমান
কৌন বনে জন জন কা ভিক্ষুক ঘর ঘর করত বখান
মেরে তো এক রাম যজমান।
রাম লক্ষ্মণ অর ভরত শত্রুহন্ সবহু কৃপা নিধান
মেরে তো শ্রীরাম একহি যজমান।

(সুমন্ত্রাদি সহ দশরথের প্রবেশ)

দশরথ ॥ শ্রীরাম হইলে রাজা সবার সন্তোষ
বৃদ্ধ কালে আমি কিবা করিলাম দোষ।
পুত্র সম পালি প্রজা করি দুষ্টে দণ্ড
কোন দোষে আমার ঘুচাও রাজ্যখণ্ড।

সভাসদ ॥ মহারাজ শুন গো সবার অভিলাষ
তোমাতে না দেখি কোনো দোষের সংবাস।
তথাপি রামের গুণে সবাকার মন
আকর্ষয়ে যেন লৌহ চুম্বক রতন।

(তুড়িজুড়ির গীত)

কি কবো রামের গুণের কথা
একটা মুখ দিয়েছে বিধাতা।
তেজে সূর্য্য লজ্জা পায়
প্রভাবে অতি দূরে পালায়।

রামের তুলনা নাই ত্রিলোকেতে
সদা উদ্যত সত্য পালিতে।
বিদগ্ধ চতুর দক্ষ সব কর্ম্মে
আশ্রিতবৎসল মতি রাজধর্ম্মে।
সুকোমল চরিত্র বিনীত লজ্জাবান
সেবক সুহৃদ জনে সদা প্রীতিবান।

সুমন্ত্র ॥ শ্রীরামের গুণে বশ হল প্রজাগণ
রাম রাজা হন সবে এই করে মন।
বাল বৃদ্ধ যুবা যত নরনারী আছে
রামরাজ্য লাগি সবে প্রার্থী তব কাছে।

প্রজা ॥ মহারাজ হও দাতা কল্পদ্রু যেমন
পূর্ণ কর সবাকার এই তো প্রার্থন্।

সভাসদ ॥ তোমার বচনে সবে রোষ শঙ্কা করি
কহিলাম শ্রীরামের সদ্গুণ লহরী।

দশরথ ॥ পরিহাস করিলাম না করিহ ভয়
তোমাদের সাথে আমি ভিন্নমত নয়।

সুমন্ত্র ॥ ভাল হল এক হল হৃদয় সবার
বিলম্ব উচিত কোন মতে নহে আর।

দশরথ ॥ শুনহ সুমন্ত্র, শুন পাত্রমিত্রগণ
রামে রাজা করিব করহ আয়োজন।
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া কর দিন নির্দ্ধারণ
দ্রব্য আয়োজনে লোক কর নিয়োজন।

দৈবজ্ঞ ॥ মহারাজ চৈত্র মাস শুভদিনে শুভক্ষণে
অভিষেক কর রামে রাজ-সিংহাসনে।
কল্য শুভঙ্কর পুষ্যা নক্ষত্র হইবে
শ্রীরামেরে অভিষেক তাহাতে করিবে।

(পুরোহিত বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ ॥ শুন কহি সুমন্ত্র শুন প্রজাগণে
শুন শুন সকলেতে শুন সাবধানে।

দধি দুগ্ধ ঘৃত আর গোমূত্র গোময়
শুক্ল পুষ্প শুক্ল মালা মধু লাজ-চয়,
ধৌত নব বস্ত্র শুক্ল ব্যজন চামর
শ্বেতধ্বজ হেমদণ্ড ছত্র সুপান্তর,
ধানদূর্ব্বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম নানা আভরণ
সুবর্ণ রজত আর বিবিধ রতন,
সর্ব্বৌষধি আদি আর শুভদ্রব্য যত
সাবধানে কর আজি প্রস্তুত তাবত।

দশরথ ॥ নগরের অলঙ্কার কর সুশোভন
ভূষিত হইবে পুরবাসী সবজন।

সুমন্ত্র। রাজদ্বারে শুক্লবর্ণ রাখ তুরঙ্গম
চতুর্দ্দণ্ড শ্বেতহস্তী রাখ মনোরম
দিব্য রথ রাখ দ্বারে সুসজ্জ করিয়া
নানা মত অস্ত্র শস্ত্র সুন্দর মাজিয়া।

পূজারী ॥ নগরে আছয়ে যত দেবতার গণ
অধিক করিয়া হবে সবার পূজন।

দশরথ ॥ রাষ্ট্রবাসী রাজগণে কর নিমন্ত্রণ
শীঘ্র আসিবেন সবে লয়ে উপায়ন।

মূল গায়েন ও তুড়িজুড়ি ॥ রামং রাজ্যোঽভিষেক্ষ্যামিত্যুক্তি সুন্দর গর্জ্জিতৈঃ
নন্দন শিখিনো লোকান জীয়াদ্দশরথাম্বুদঃ।

(পুরবাসীগণের নৃত্যগীত)

চতুরঙ্গ গাও রে শুনি নাদের দের দের নারদমুনি তান ধরে
ঘর ঘর ফির ফির খরজুরি খরমধ্যম গান্ধারে।
রামচন্দর কুমারবর সুন্দর কানেড়া শুনায়ে মহারাজ
ধা ধেন্‌না ধুম তারা কিটি তারা তেনা কিটি তাক্ ধেলাং,
ধেলাং ধেলাং বাজে পাখোয়াজ
ধা ধা কিটি ধা ধা কিটি ধা গুড় গুড় তান মারে।

(ঢুলিসহ নগরপালের প্রবেশ)

শুন শুন সবে রাম রাজা হবে আজ হবে তার অধিবাস
রাজার বাসনা এই অন্ধ খঞ্জ দুঃখী দান লহ যেবা অভিলাষ।
আর শুন এ বৎসর যার যত রাজকর
না লবেন রাঘবের রাজন
হাটে ঘাটে মাঠে বাটে নিত্য গীত বাদ্য নাটে
উৎসবে থাকহ সর্ব্বজন।

(ঢাকি-ঢুলির নৃত্যগীত)

অযোধ্যা দাসী ॥ আমাদের পূর্ণ হবে এতদিনে যে সাধ ছিল মনে মনে।
স্থখের কথা শুনে এলাম চোখে আজ দেখে এলাম।
সরযূ দাসী ॥ আনন্দ-উৎসব বাজত বনে—
হবেন রামচন্দ্র রাজা, আজ্ঞা দিছেন বুড়া রাজা,
রাজ মহিষী হবেন সীতা, রাম বসিবেন সিংহাসনে।

(বুড়নের প্রবেশ)

বুড়ন ॥ ওঃ রাজপথে চলা দায়। গাইগরুর ভিড়।
ওহে ও নগরপাল, ব্যাপার কি ? রথ ঘোড়া হাতি
পাল্কি ঝাড়লণ্ঠন সৈন্য-সামন্ত লোকলস্কর
বুড়া রাজা আবার একটা বিয়ে করছেন নাকি ?
নগরপাল ॥ ওহে তুমি কেমন মানুষ ! রাম রাজা হচ্ছেন যে,
তুমি কিছু খবর রাখ না—
রাম অভিষেক-কথা জগৎ জানিল
সবার স্থখ উপজিল
আজি সব স্নান পান ভোজন শয়ন
রাজগৃহে যাতায়াত করে ক্ষণে ক্ষণে।
বুড়ন ॥ তাই বল, চল চল, সবাই আনন্দ কর,
শহর সাজাই চল।

(গীত)

সাজাও রে রাজধানী প্রথমে সম্মার্জ্জনী
ধরি লোক যুথে যুথে ধাও।
অলিগলি যত ধূলি ভস্ম তৃণ কাঁকর বালি
ঝাঁটাইয়া তুলিয়া ফেলাও।
সফল কদলী বৃক্ষ পথে পথে লক্ষ লক্ষ
সারি সারি করহ রোপণ।
বসাও নহবত পতাকা ওড়াও পতপত
কি মধ্যাহ্ন কি সায়াহ্ন ভূরিভোজ কর ভোজন।

নগরপাল ॥ এস হে আমার সঙ্গে সব, আলোর মালা দিয়ে নগর সাজাও,
রাজবাড়ী থেকে এক পলা করে
তেল দেবার হুকুম হয়েছে বিনামূল্যে।

বুড়ন ॥ হুকুম দিয়েছেন কে?

নগর ॥ মন্ত্রীমশায়।

বুড়ন ॥ বল গে মন্ত্রীকে বুড়ন মণ্ডল তার গাঁয়ের লোককে
এক পোয়া করে তেল, চারটে করে পলতে,
চারটে করে পিদুম, নিজের গাঁট থেকে দিয়ে এল।
চলহে সবাই।

[প্রস্থান

(কৈকেয়ী ও মন্থরার প্রবেশ)

মন্থরা ॥ কি লাগিয়া দেখি আজ পুরের সাজান
পথে পথে নানা বাদ্য সকলে বাজান?
কি লাগি কৌশল্যা করে ধন বিতরণ
কি কার্য্য করিতে রাজা করিয়াছে মন?

কৈকেয়ী ॥ শ্রীরাম শশী পোহালে নিশি হইবে রাজন
ভালবাসি ভালবাসি শব্দ ত্রিভুবন।
মন্থরা গো আনন্দ ধরে না মোর মনে
বসিবেন রামরত্ন রত্ন-সিংহাসনে।

(মন্থরার গীত)

একি কথা শুনিলাম রাণী ? কি হবে কপালে ?
হবে রাম রাজা কালি নিশি পোহালে ?
ওমা লুকাইবে তব নাম সপত্নী-সন্তান রাম সম্পদ পেলে।
তোর মান কিছু রবে না, অনুগত কেউ হবে না,
মৃত্তিকাতে পা দেবে না রাণী কৌশল্যে।

(মন্থরার পাঁচালী)

বলি শুন গো কৈকেয়ী মা তোর থাকে কই মান ?
রাজা দশরথ কোল্‌লে যেমত তোর ভরত অজ্ঞান।
রামের মা'র অহঙ্কার পারবি কি আর সইতে ?
কথার জোরে আর কি তোরে দেবে সে ঘরে রইতে ?
মা তুমি যে মানি অভিমানী ফুলের ঘা-টি সয় না
এখন হবে অন্যায় মনের ঘৃণায় ঘরকন্না রয় না।
তোমার ঘুচিল সে রাগ যত অনুরাগ বিধি তো
বিরাগ কোল্‌লে—
তুই তো রবি নে ধনে প্রাণে, সবি নে সতীনে কথা বোল্‌লে।

কৈকেয়ী ॥ দেব-ঋষিবর্গ আদি আশীর্ব্বাদ করে
সুজন দোষী সবে প্রত্যাশী রামরাজ্য তরে।
ও দাসী তুই কহিস কি কথা ?
আমায় সব বলিস বৃথা—
কেমন কথা হ্যাঁ লো !
রাম যে পাবে রাজ্যভার তাতে কি মোর মন ভার ?
তোর আবার এ কোন ব্যাভার তাই বুঝা ভার লো !
দশরথের পত্নী হই সোহাগিনী কৈকৈ—
আমি কি রামের মা নই কে করে অমান্য ?
অন্যে রে মান রাখে না রাখে রাম যদি মা বলে ডাকে
রাম আমারে সদয় থাকে তবেই আমি ধন্য।

যেমন কুমন আপনি কুঁজী তাই আমারে বুঝেছিস বুঝি
বললি কথা চক্ষু বুজি আরে মলো কুঁজী জঘন্য।
ও দাসী তুই মর মর, আমার ভরত আপন, রাম কি পর ?
তোর কথায় কি ভাঙবো ঘর যা হয় নাই বংশে ?
সতাসতীনে হয় দ্বন্দ্ব কখনো ভালো কখনো মন্দ
তা বলে কি রামচন্দ্র বাছারে করিব হিংসে ?
রাম রাজা হবে আমার বলে সুখের নাই পারাবার
কণ্ঠে দিলাম স্বর্ণহার নে দাসী নে পর গলে।

মন্থরা॥ বৈশাখী রৌদ্রে বালির তাপ সহ্য হতে পারে
সয় বুকে চাপায় শিলে ফেলে কারাগারে।
সওয়া যায় বুকে যদি দংশে কালসর্প—
তথাচ না সওয়া যায় সতীনের দর্প।
সইতে পারবে না মা দেখে নিও তখন—
বিছের কামড় সে জ্বলুনির কাছে লাগে না।
আমি ভুগেছি তাই বল্‌লেম—চলি এখন দেশে।
ছিঃ ছিঃ মনের ঘৃণায় মরে আছি
সতীনের বেটার কাপড় কাচি
অপমানের হদ্দ
এই রইলো তোমার সোনার হার, হও গে তুমি জব্দ।

কৈকেয়ী॥ চলে যাসনে দাসী ফিরে বল আসি কি শুনালি সমাচার
আমি দেখে কি স্বপন তোরে অর্পণ করেছি গলার হার ?

মন্থরা॥ হবে রাম রাজা তারি তো রাজা করতেছে প্রসঙ্গ,
তবেই হল বল ফুরাল তোমার আমার দর্প সাঙ্গ।

কৈকেয়ী॥ রাণী কৌশল্যে প্রমাদ কোল্‌লে এই কি ছিল ললাটে ?
হল প্রাণ-সোহাগী রামের মা কি ?
অভাগী আমার পরাণ ফাটে।

মন্থরা॥ কর ভেবে চিন্তে এখন বিহিত যা হয়—

কৈকেয়ী॥ আহ্লাদের সময় গেছে কান্নারও নেই সময়।
কি রূপেতে হবে কহ মন্থরা বিচারি
ভরতের রাজ্যলাভ রাম বনচারী ?

মন্থরা ॥ শুন শুন ওগো রাণী পড়ে নাকি মনে
দুই সত্যে বন্দী আছেন রাজা তোমার সনে ?
ঘুচিবে বালাই চেয়ে লও তাই—
এক বরে চোদ্দ বছর পাঠাই রামে বনে
অন্য বরে ভরতেরে বসাই সিংহাসনে।
কৈকেয়ী ॥ ঘুচাবো বালাই চেয়ে লব তাই দিবেন আমায় ভূপ—
মন্থরা ॥ হলে রজনী প্রভাত দেখি রঘুনাথ রাজা হয় কিরূপ !
কৈকেয়ী ॥ আমি যদি প্রাণ চাই রাজা প্রাণ দেয়,
রাম প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তাই হয় ভয়।
মন্থরা ॥ এমনি আসক্ত রাজা তোমার উপর
সত্যবন্দী আছে কেন নাহি দিবে বর ?
কৈকেয়ী ॥ কুঁজী রে তোর কথা শুনি হল হৃষ্ট মন
রাজপুরে তুমি মাত্র হিতকারী জন।
রত্নহার লও তব কুঁজের উপর
ভরত হইলে রাজা দিব তো বিস্তর।
মন্থরা ॥ শুন শুন রাণী কহি বিলম্ব নাহি সাজে
রাম রাজা হইলে না হবে কোন কাজে।
যাবৎ না দেয় রাজা রামে সিংহাসন
তাবৎ রাজার ঠাঁই কর নিবেদন।
এক্ষণে আসিবে রাজা তব সম্ভাষণে
যেরূপ কহিবে তাহা চিন্তা কর মনে।
শাস্ত্রে কহে নিজ কার্য্যে না করিবে লাজ
অতএব লজ্জা ত্যেজি সাধ নিজ কাজ।
শীঘ্র ওঠ ত্যেজ সব মণি আভরণ
রোষাগারে যাও পর মলিন বসন।
ভূমিতে শুইয়ে রবে করিবে রোদন
সাধিবেক নানা মতে ধরিবে চরণ,
না ভুলিবে কোন মতে দিলে বহু ধন।
প্রতিশ্রুত হলে সাক্ষী বর চাহি নিবে
তবে অযোধ্যার রাজ্য তোমার হইবে।

চলহ কর্ত্তব্য নহে বিলম্বের গন্ধ
জল বহি গেলে নিরর্থক আল বন্ধ।

[উভয়ের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ কুব্‌জীর কথা শুনি কৈকয়ীর উল্লাস
হরিষে বিষাদ বুঝি ঘটে সর্ব্বনাশ !

(কুজকুজীর সং লয়ে নাগরিকগণের প্রবেশ)

কুজ কুজী নুজী নুজ বুদ্ধির গুঁজি পৃষ্ঠে বই
রামসীতা রাজারাণী হলেই মন্ত্রী হই।
মুক্তার প্রকাশ যথা শামুক মাঝারে
বুদ্ধির নিবাস তথা কুঁজটার আড়ে।
তাই কুঁজী ভুলে গেল তোরে দেখি মন
পুর্ব্বে নাহি জানিতাম ইহার কারণ।
আরে, গুণ যদি থাকে তবে কি কাজ রূপেতে
ত্রিজগৎ বশ কেন কোকিল কুকেতে।
হারে, বুঝিলাম নানা বিদ্যা বুদ্ধি রাখিবারে
কুঁজ ছলে বিধি সৃষ্টি করেছে ভাণ্ডার এ।

নগরবাসী ॥ জয় হোক রামসীতা জয় সভাজন
কুঁজের উপর সবাই ধরি ফুল ও চন্দন।
কুজ কুজী নুজ নুজী ও ছুচুন্দরী
ধামা চাপা দাও ধুমধাম করি।

(ধুমধামীর প্রবেশ ও গীত)

ধাম ধুমী ধুম ধামী সুমন্ত্রের মন্ত্রী আমি—
রথে চড়ে পথে আসি দশরথে পরণামি।
উঠি নামি নামি উঠি ধুমধামে ধুমধামী
পাগ বাঁধি ভারি দামী বাদাম তক্তি দলার খামি।
বদনামির ধামা বই পিটি নগরপালের ডুমডুমি।

(তালপাতার তুই সেপাইয়ের সং)

রাবণ রাজার দুই আফসার
কামান পাততে মশা মারি।
চালাই তালপাতার ঢাল তলোয়ার
রাখি কেল্লার পাঁচিল স্বর্ণ লঙ্কার।

বুড়ন ॥ তা তা হঠাৎ অযোধ্যায় আগমন কেন লঙ্কাপুর ছেড়ে ?

তালপাতার সেপাই ॥ বুড়ন মণ্ডল লঙ্কার তেল চারপলা পুড়িয়েছে
পিতুম জ্বালতে। সেই লঙ্কার ধুমা পৌছেচে
রাবণ রাজার নাকে—বুড়নকে ধরে নেবার
হুকুম হয়েছে তেল খরচার কৈফিয়ৎ দিতে।

বুড়ন ॥ অ্যাঁ সেকি ? বুড়নকে বেহিসেবী পেয়েছে নাকি ?
নাও, দিচ্ছি তেলের হিসেব।—
এক পলা তেল গেছে কুম্ভকর্ণ জাগাতে,
আর এক পলা গেছে নাকে, রাতে ঘুম পাড়াতে।
আর এক পলা গেছে তার গোদা পায়ের গোড়ালিতে।

তালপাতার সেপাই ॥ আর এক পলা ফেলা গেল, হিসাব তার হয় দিতে।

বুড়ন ॥ আর এক পলা তৈল মন্থরা চেয়ে নৈল। তারে শুধাও গিয়া।

(ধামাধরীর প্রবেশ)

ধামাধরী ॥ আরে আমি ধামাধরী মন্থরা মামীর সহচরী
তুর্ম্মুখের সেবা করি ধরি স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।
ধামা চাপা দিয়ে ঝগড়া ধরি
মেজোরাণীর রাঙাপায়ে ঝাঁয়া করি।

তালপাতার সেপাই ॥ বাপ্‌রে, আর এখানে থাকে না, চল পালাই !

বুড়ন ॥ রওনা, খবরটা শুধোই রাজবাড়ীর। বলি
ধামাধরী, খবর কি গো আছে, না নেই ?

ধামাধরী ॥ আছে—আজ বলার হুকুম নেই, কাল সকালে
টের পাবে। চলি সুমন্ত্রর কাছে—

[প্রস্থান

বুড়ন ॥ ওহে, কথাটা ভাল ঠেকলো না। ধামাধরীকে দেখে
মনটা কেমন—ও যে মেঘ করে আল,
হাওয়া বইল, ঝড় ওঠার উপক্রম দেখি।

নগরপাল ॥ গর্দ্দভ বরণ মেঘ দেখি অসময়
ঘোরাকারে শূন্য'পরে হইল উদয়।
মদবর্ষী গজসম বৃহদাকার মেঘে
গগন আচ্ছন্ন হল বায়ু বহে বেগে।
চন্দ্রের অতি কাছে অঙ্গার বরণ
মণ্ডলটা কুণ্ডলাকার হতেছে দর্শন।
তারে ঘিরে শোণিত বর্ণ রেখা চক্রাকার
মনেতে করিছে বড় ভয়ের সঞ্চার।

প্রজাগণ ॥ গতিক খারাপ লাগছে—চল যে যার ঘরে,
আর আমোদে কাজ নেই।

নগরপাল ॥ ঐ ধামাধরী এসেই গোল বাধালে।

বুড়ন ॥ না, ঐ রাবণ রাজার সেপাই দুটোকে মেরে তাড়াও,
সব সাফ হয়ে যাবে।

তালপাতার
সেপাই ॥ রাবণ রাজার দুই আফসার
কামান পাততে মশা মারি।
খেলি তালপাতার ঢাল তলোয়ার
রাখি কেল্লার পাঁচিল স্বর্ণ লঙ্কার।

(অযোধ্যাবাসীদের গীত)

আরে কে চেনে তোর লঙ্কা কোথাকার তোর রাজা ?
আজ বাদে কাল হবো আমরা রাম রাজার পালিত প্রজা।
কি ছার শমনদমন রাবণ রাজা—রাবণদমন রাম

শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।
হেৎত্তোরি তোর রাবণ রাজা!

তালপাতার
সেপাই ॥ ভাই আমাদের মেরো না—কিচিকিন্দার
সাত তালগাছের তাল চড়াই—
সাত ঘাটের জল খেয়ে এসে পড়েছি
অযোধ্যায় মণ্ডা মেঠাই খাব বলে কাল সকালে।

বুড়ন ॥ তবে জয় রাম বল, ভাল রকম খাওয়াবো তোমাদের।

নগরপাল ॥ আকাশ যে পরিষ্কার হয় না।

বুড়ন ॥ গোমসামুখো নারদের মতো একটা ঝগড়াঝাঁটি
ঝড়ঝাপাটি বহে নেমে আসছে আকাশটা
মাথার 'পরে।

প্রজাগণ ॥ ঐ আসছে আমাদের রং ঝাড়ার দল রংমশাল নিয়ে।

(রংমশালীদের প্রবেশ ও গীত)

হোরি হো হো রং মাতি বোল বোল মধুকর পাঁতি —
কিয়াঁ কারা কিয়াঁ কারা খপা খপ খপাখপ
সীতা রাম রাম সীতা কহবুঁ চিনাতি।
কিয়াঁ ডর কিয়াঁ ডর হরর্ বর্‌র ছর্‌র বর্‌র
রঙ ছিটাতি।

(চমকী আচমকীর প্রবেশ)

আয়ি চমকী আচমকী দুই সহচরী
চমক ধরাই ঘড়ি ঘড়ি
আকাশে চমকাই বাতাসে চমকাই
আলোকে চমকাই আঁধারে চমকাই
চমক তারার চটক লাগাই
আচমকা আসি চমকি সরি।

[প্রস্থান

বুড়ন ॥ বিদ্যুৎ না বাজ, এল আর গেল, কে এরা ?

নগরপাল ॥ রাজবাড়ীর সহচরী গোছের কেউ হবেন,
আমোদ করতে বেরিয়েছেন।

বুড়ন ॥ সাজ দেখ যেন স্বর্গের অপ্সরা!

প্রজা ॥ চল, এইবার সিংহদরজায় ধন্না দেওয়া যাক,
ভোর হয়ে এল।

(তুড়িজুড়ির গীত)

চল সবে রামরাজার দরবারে—
যে যেখানে আছ চল সারে সারে।
সেথা দীন দুখী রাজা প্রজার
আদর আছে, অনাদর কেউ করবে না রে—
জয় দশরথ জয় রামসীতা রে।

(দোস্ত দোহার গীত)

আছে কি এর তুল্য সুখ
রাম হবেন ভূতলে রাজা—
আনন্দে পালবেন প্রজা,
উড়বে রাম-নামের ধ্বজা।
সাঁঝ সকালে ধন্য হবো
রাম সীতার হেরি চন্দ্রমুখ।

[সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ উত্তিষ্ঠ নর-শার্দ্দূল কর্ত্তব্যং দৈবমাহ্নিকম
স্নাত্বা কৃতোদকাশ্চৈব জপনং পরম জপম্।

(বৈতালিকের গীত)

নিশি অবসান প্রায় সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে,
ঘা দিয়া হৃদয় মাঝে মঙ্গল আরতি বাজে
বেনুধ্বনি কি মধুর তাহে।

শশী অস্ত যায় যায় কি দুর্দ্দশা হায় হায়
কেবা তার দুরবস্থা দেখে—
এমন যে বন্ধু তারা স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেলে যায় একে একে।

(ভাটগণের গীত)

বৃদ্ধ রাজা দশরথ থাকুন কুশলে
অষ্ট লোকপাল রাখুন রাজার ছাওয়ালে।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্ব্বতী
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্ত্তিক গণপতি।
একাদশ রুদ্র রাখুন দোয়াদশ রবি
জলে স্থলে সবে রক্ষা করুন পৃথিবী।

(অযোধ্যা, সরযূ, কঞ্চুকী, ধাত্রী ও ত্রিজটা-ত্রিজটী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

সরযূ ॥ আর কুশল! রামসীতা অযোধ্যাবুড়ো সরযূবুড়ীকে
কি আর দেখবে গো?

অযোধ্যা ॥ বনে যান রামসীতা সাতে সুলক্ষ্মণ
তুমি আমি বুড়া বুড়ী মরি দুইজন।

সরযূ ॥ তুমি বৃদ্ধ আমি নারী দুঃখ যে অপার
কে আর পুষিবে কোথা মিলিবে আহার?

ত্রিজটা ॥ আমি দীন দরিদ্র ত্রিজটা নাম ধরি
বৃদ্ধ কালে ত্রিজটীকে পুষিতে না পারি।

ত্রিজটী ॥ পুত্র রাম বনে গেল কে করিবে পালন
অনাহারে বুড়া বুড়ী মরি দুই জন।

ত্রিজটা ॥ বুড়া বুড়ী ধেনুদুগ্ধ পাইতাম অপার
কত দুগ্ধ বিকি দিয়া পুরিতাম ভাণ্ডার।

ত্রিজটী ॥ নড়ি ভর দিয়া চল বনে সম্প্রতি
রাম বিনা দরিদ্রের আর নাহি গতি।

কঞ্চুকী ॥ অনাথের নাথ রাম অগতির গতি
কহিতে রামের গুণ কাহার শকতি।

(ভাটগণের গীত)

নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার
রাত্রিদিন সাক্ষী থাকো সকল সংসার।
একাদশ রুদ্র সাক্ষী দ্বাদশ আদিত্য
স্থাবর জঙ্গম সাক্ষী থাকো সবে নিত্য।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শুনহ সব জন
পিতৃসত্য পালনেতে রাম যান বন।
শরণ লাগিনু মোরা চরণেতে দেবতার
পিতৃসত্য শ্রীরামচন্দ্র যেন হন পার।

অযোধ্যা ॥ আজ পাঁচদিন হইল রাম গিয়েছেন বনে
মহাশোকে রাজা আছেন নিরানন্দ মনে।
কঞ্চুকী ॥ এই পাঁচ দিন যেন পাঁচ বর্ষ মনে হয়—
ত্রিজটা ॥ রামচন্দ্রের বিরহে জগৎ আঁধারময়।
সরযূ ॥ আগরের জল যেমতি তটিনীর বেগবলে
বাড়ি উঠে, শোকও তেমনি বাড়ে পলে পলে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

হা রাম হায় সীতা হায় রে লক্ষ্মণ
অযোধ্যায় হাহাকার উঠে সর্ব্বক্ষণ।
কৈকেয়ী কেমন তার কঠিন জীবন
গুণের সাগর রামে পাঠাইল বন।
রাজার প্রথম জায়া অতি অভাগিনী
চণ্ডালিনী হইল তার কৈকেয়ী সতিনী।
ঘটাইল প্রমাদ মন্থরা পাপীয়সী
দুষ্ট বুদ্ধি করি রামে করিল বনবাসী।
সূর্য্যবংশে রাজ্যে নাই অকাল মরণ
পুত্রশোকে বৃদ্ধ রাজার যায় বা জীবন।
নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়?
দশরথ পড়িলেন কেকয়ীর মায়ায়।

স্ত্রী-বশ যে জন হয় তার সর্ব্বনাশ
কোথা রাম রাজা হবেন, না হল বনবাস।

(সুমন্ত্র, বাল্মীকি ও বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বাল্মীকি ॥ দেবতারা করেছেন যে সব সূচনা
ঘটিবে মানুষ ভাগ্যে সে সব ঘটনা।
রামায়ণের কথা কভু না হয় বিফল
অবশ্যই ফলে তাহা এ কথা অটল।

সুমন্ত্র ॥ তপোধন দশরথ অযোধ্যা-ঈশ্বর
পুত্রশোকে ধরা ছাড়ি গেল লোকান্তর।
শত বৎসরের মতো দুঃখ-বিভাবরী
বোধ হতেছিল তাহা অতি কষ্ট করি
যাপন করেছি দেব, বলিব কি আর—
এইরূপ কষ্ট যেন না হয় কাহার।

কঞ্চুকী ॥ মহারাজ মর্ত্ত্যলীলা কৈলা সংবরণ
রামচন্দ্র করিলেন অরণ্যগমন।
লক্ষ্মণ গেছেন তার সহগামী হয়ে
ভরত শত্রুঘ্ন এবে মাতামহালয়ে।
অতএব এবে এই মন্দ অবস্থায়
একজন রাজা বই না দেখি উপায়।

বাল্মীকি ॥ ইক্ষ্বাকু বংশের এক ব্যক্তিরে এখন
রাজা করা নিতান্তই অতি প্রয়োজন।
কহিতেছি শুন আমি শুন সর্ব্বজন
দশরথ যাঁরে রাজ্য করিল অর্পণ
সে ভরত প্রিয় ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সনে
কুতূহলে করে বাস মাতুলভবনে।

বশিষ্ঠ ॥ আর কি অধিক মোরা করিব এক্ষণে
দূতগণ দ্রুতগামী অশ্ব আরোহণে
মাতুলভবনে তাঁর করিয়া গমন
করুন তাদিগে হেথা ত্বরা আনয়ন।

সুমন্ত্র ॥ কর্ত্তব্য এখন যাহা তাহার আদেশ
করিতেছি শুন মন করি সমাবেশ।
সিদ্ধার্থ বিজয় আর অশোক নন্দন
আর সে জয়ন্ত এই দূত কয়জন
রাজকুমার ভরত আর ভ্রাতা শত্রুঘনে
আশ্বাসিয়া আন হেথা মধুর বচনে।

বশিষ্ঠ ॥ সেখানে যাইয়া মোর বাক্য অনুসারে
এই কথা কয়ো সবে ভরতকুমারে—
কুশল বারতা তব হে রাজকুমার
জিজ্ঞাসিলা পুরোহিত মন্ত্রিগণ, আর
কাল অতিক্রম হেথা না কর সুব্রত
পরিহরি এই স্থান হও বিনির্গত।
কাল অতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিবারে পারে
হেন কার্য্য ঘটিয়াছে অযোধ্যা নগরে।
শ্রীরামের নির্ব্বাসন রাজার মরণ
এ অশুভ বার্ত্তা তুই করিও গোপন।

[সকলের প্রস্থান

(মিথিলা বুড়ীর প্রবেশ)

মিথিলা ॥ ও অযোধ্যা, ও সরযু, ও ত্রিজটা, ও ত্রিজটী,
এই মিথিলা বুড়ীর আর স্থান রইলো না
এ পুরে ও পুরে কোথাও!

অযোধ্যা ॥ আহা মিথিলে, বলবো কি দুঃখের কথা,
স্ত্রীপুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী
জানকীর পাছে যায় অযোধ্যার নারী।

মিথিলা ॥ যেই সীতা না দেখেন সূর্য্যের কিরণ
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্ব্বজন।

অযোধ্যা ॥ যেই রাম ভ্রমেণ সোনার চতুর্দ্দোলে—

সরযু ॥ হেন পুত্র রাজপথে চলিল ভুতলে।

(বুড়নের প্রবেশ)

বুড়ন ॥ ও মিথিলা, ও অযোধ্যা, ও সরযূ,
কোথা নাহি দেখি হেন কোথা নাহি শুনি
হাহাকার করে বৃদ্ধ যুবা বালক রমণী।
হঠাৎ কি হতে কি হল ঘটনা
তার সঠিক বিবরণ তোমরা কেউ জানো—
তোমরা তো অন্দরে ছিলে। ও সরযূ, ও মিথিলে ?
অযোধ্যা ॥ রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী
রাম হেন পুত্রে হায় কৈল বনবাসী।
বুড়ন ॥ তাতো দেখছি, ভিতরের সঠিক কথাটা কি ?
মিথিলা ॥ বলি শোনেন—

(মিথিলা ও সরযুর খেদ-গীত)

মিথিলা ॥ করে কপট ছলা মানে রহিলা কৈকেয়ী রাজনারী,
করে ভূতল শয়ন উথলে নয়ন ধূলাতে যায় গড়াগড়ি।
এলাইল কেশ এলোথেলো বেশ ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত
না সম্বরে বাস ঘন ঘন শ্বাস মণিহারা ফণী মত।
সরযূ ॥ ধরে যুগল হস্ত রাজা শশব্যস্ত দেখে রাণীর ধন্না—
বলে, কও কি লাগি হে বিবাগী তোমার কেন কান্না ?
কও, মনের কথা কি মনের ব্যথা কে দিলে, কি হল মনে—
পড়ে ধরা-শয়নে ধারা নয়নে সয় না দেখে প্রাণে।
বুড়ন ॥ আ হা হা—

(মিথিলা সরযুর খেদ-গীত)

মিথিলা ॥ শুনে রাজার রাণী কৈকেয়ী রাণী কহিছে ভূপের স্থানে
যদি রাখো মুখ যায় মনোদুখ নতুবা মরিব প্রাণে।
মনে নাই কি নৃপবর দিবে তুমি দুই বর সত্য করেছিলে বনে ?
আজি তাই দেহ তবে রাখি দেহ শুন কি বাসনা মনে।

দিতে ভরতে রাজ্য কর হে ধার্য্য আমারে কর হর্ষ,
দেহ কালি বিহানে রামকে বনে চতুর্দ্দশ বর্ষ।

সরযূ॥ যায় প্রাণ কি বললি রাণী তোর তুণ্ডে কাল বাণী,
দণ্ডিতে পতির প্রাণ মুণ্ডে বাজ দিলি।
বন্দী হয়ে তোর সত্যে
সত্য সত্য হল রাজা হত্যে
রাম অভিষেক হল মিথ্যে।
ঘোর পাতকিনী তোর চিত্তে
কে জানে ছিল এতখানি।

(তুড়িজুড়ির গীত)

হায় হায় রাম হবে রাজন, প্রেমে মত্ত জগজ্জন,
সকলে করেছে আয়োজন,
করে কুবুদ্ধি সৃজন তুই দিয়া সব বিসর্জ্জন
রাজার প্রাণে বধিলি।
কোথা রাম রাজা হবেন কোথা যান বন
হরিষে বিষাদ মগ্ন হইল ত্রিভুবন।
মন্দমতি মন্থরার নিঃশ্বাসে জগৎ অন্ধকার
প্রদীপহীন অযোধ্যা-ভবন।

(মন্থরার প্রবেশ)

মন্থরা॥ ভরতকে আনতে লোক গেছে।
ও বুড়ন, ও অযোধ্যা, ও সরযু, ওগো মিথিলে,
দেওয়ালী করতে হুকুম দাও নগরে।

সরযূ॥ কার হুকুম গো মন্থরী, রাণীর নাকি?

ত্রিজটী॥ এই কটা দিন যাক, ভরত এসে রাজার সৎকারের দিন
খুব দেওয়ালী করবে!

বুড়ন॥ এক দ্রোণী তেলে পলতে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে
এখন থেকে, বিশ্বাস না হয় দেখে এসো।

রাজার দেহ যেখানে রাখা হয়েছে
সেই ঘরে দেখে এসো গা।

মন্থরা ॥ কৌশল্যার ঘরে পঞ্চ পিদুম জ্বালালে কে এরি মধ্যে ?

অযোধ্যা ॥ মহারাণীর হুকুমে চার রাজপুত্রের কল্যাণে
আর মৃত রাজার কল্যাণে পঞ্চ পিদুম জ্বালানো হয়েছে।

মন্থরা ॥ মহারাণী আবার কে ?

বুড়ন ॥ বটেই তো ! তুমিই তো এখন এ রাজ্যের
রাণীর রাণী মন্থরা রাণী ! ওহে, মন্থরার জয় দাও সবাই।

(তুড়িজুড়ির গীত)

অসাধুদর্শিনী কিঙ্করী মন্থরার কিবা রূপ
বর্ণিবারে সাধ্য কার।
মনোবেদনা জাগানো রূপের খনি।
পূর্ব্বজন্মের দুন্দুভি অপ্সরা কুঁজ বহে নেমে এল মন্থরা
সমীরণে ভগ্ন যেন ডুমুরের ডালি !
তেমনি রূপসী কুব্জা গজমোতি মানি।
মাজা ভাঙ্গা মহিষী যেন গোষ্ঠে অযোধ্যার—
দাও চেড়ি মন্থরার জয় জয়কার জয়ধ্বনি।

মন্থরা ॥ তোমরা আমার চরণ তল
সেবা কর যদি পাবে তার ফল।

বুড়ন ॥ তা আর বলতে ! আমরা চির বাধিত রইলেম।
শ্রীচরণ-সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাস-দাসী
শ্রীপদ-সরোরুহ স্মরণ মাত্রে অত্র শুভ বিশেষ।
ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল
কাল যাপন করিয়াছেন এবং
কালরূপ লগ্নে পাদ লেপন করিয়াছেন।
অতএব পরকালে কালজপকে কিছুকাল
সান্ত্বনা করা দুই কালের সূর্যোদয় বিবেচনা করেছেন।
অতো ঐহিক পারত্রিক নিস্তারকর্ত্রী ভবার্ণব নাবিকা

শ্রীশ্রীমত্যা মন্থরা মধ্যমা দাস্যা মহোদয়ার
পদপল্লবাশ্রয় প্রদান কুরু।

[মন্থরার প্রস্থান

কঞ্চুকী ॥ দুঃত্তোর আর ভাল লাগে না—
জানকী সহিত রাম যান তপোবন
রাজ্য-সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ,
পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে
চোদ্দবর্ষ এক ঠাঁই থাকি গিয়া বনে।
অযোধ্যার বসবাস দাও উঠাইয়া
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে আনিয়া।
শৃগাল ভল্লুক চরুক অযোধ্যা নগরে
মায়ে পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে।

বুড়ন ॥ চৌদ্দ বর্ষ গেল হেন বুঝ সবে মনে
এই কাল গেলে পুন পাবো রামধনে ॥

অযোধ্যা ॥ মা কৌশল্যা কেমন আছেন কে জানে!

সরযূ ॥ কেমন আর থাকবেন—
তিমির আবৃত তারা যথা প্রভাহীন
সেরূপ কৌশল্যা রাণী শোকেতে মলিন।
হস্ত পদ একেবারে করি সংকোচন
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে রাণী অচেতন।
সুমিত্রার মুখপদ্ম নয়নের জলে
মলিন হয়েছে প্রভা নয়নের জলে।
শোভাও পূর্ব্বের নাহি তার আর
নাহি সে রূপের সেই প্রভা চমৎকার।
নভশ্চ্যুত তারা সম নিষ্প্রভ এ পুর
শোকের সাগরে নাহি দেখা যায় কুল।
রাজভবনের সকলেই হল বড় ভীত—

বুড়ন ॥ সবাই তটস্থ আর সবাই চিন্তিত।
পুরের বৃত্তান্ত সব জানিবার তরে
সকলেই সমুৎসুক হইল অন্তরে।

তুমুল রোদনধ্বনি যথা তথা হয়
কি যেন হারায়ে গেল—লাগে বড় ভয়।
রাজপুরের দৃশ্য হল ম্লান অতিশয়
এ রাজভবন যেন সে ভবন নয়।

সকলে ॥ হা রাম হা দশরথ কোথায় এখন
আজি পিতৃহীন হলেম দীন প্রজাগণ।

বুড়ন ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল যার ডরে
হেন রাজা বিনা রাজ্য টলমল করে।
অরাজক রাজ্যে সদা হিতে বিপরীত
অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত।
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস
রাজ্য অরাজক হল লাগে বড় ত্রাস।

[সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ অযোধ্যা কাণ্ডের হেথা হল সমাপন
অরণ্যকাণ্ডের এবে করি আরম্ভন।

॥ অরণ্যকাণ্ড ॥

(রামশরণের প্রবেশ)

রামশরণ ॥ প্রভু রামচন্দ্র ! আমি আজ্ঞাধীন রামশরণ ভৃত্য,
আমায় ফেলে কোথায় যাও বনে,
আমারেও সাথে নাও।

(গীত)

সঙ্গী কর রঘুবর, ত্যজো না রাম নিজ দাসে,
এই কি বল ভালবাসি একাকী যাও বনবাসে।
রাজবসন পরিহরি বাকল চীর অঙ্গে ধরি
মরি মরি কাজ কি আমার ছার আভরণ বাসে।
রবির কিরণে মুখ ঘামিলে পাইবে দুখ,
ছত্রধারী হবে কে এসে ?
ক্ষুধাতে হলে আকুল কে লাগাবে ফলমুল
এই দাসে হও অনুকূল রাখ রাম নিজ পাশে।
প্রভুর সাথে চলি আমি ছাড়ি শূন্য অযোধ্যার বাস এ।

[প্রস্থান

দোহার ॥ বশিষ্ঠের আজ্ঞা ধরি দূত চলে অযোধ্যার
রাত্রি নাহি দিবা নাহি পথ চলে অনিবার।
বহু দেশ দেশান্তর নদ নদী কন্দর
এড়ায় কতেক সংখ্যা নাই তার।
গিরিরাজ দেশেতে কেকয় রাজ বসে
দূত গিয়া উত্তরিল পঞ্চম দিবসে।
রাত্রিদিন পথশ্রমে সকলে বিকল
রন্ধন ভোজন করে অশ্বে দেয় ঘাস জল।
ভরতের সাথে নাহি রাত্রে দরশন
পান্থশালে নিদ্রা যায় শ্রান্ত দূতগণ।

প্রহরের পর প্রহর যায় নেভে শুকতারা
ওধারে মাতুলগৃহে অযোধ্যা পাসরা।
নিদ্রাগত শ্রীভরত পালঙ্ক উপর
শেষ প্রহরে কুস্বপ্ন দেখি সশঙ্ক অন্তর।
কুস্বপ্ন দেখেন যেন রাত্রি অবশেষে।
চন্দ্র সূর্য্য খসি গেল সহসা আকাশে
কুক্কুর আসিয়া আগে করিছে ক্রন্দন
রোদন করিছে মন্দুরায় অশ্বগণ।
পেচক ডাকয়ে বসি ধ্বজার আগেতে
অনল না জলে যেন ঘৃত প্রদানেতে।
বৃদ্ধ পিতা দশরথ পিতামহেশ্বাস
পরিধান করেছেন কৃষ্ণবর্ণ বাস।
লৌহময় পীঠোপরি আছেন বসিয়া
নিরুত্তর কিন্তু ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিয়া।
কৃষ্ণ কলেবর আর পিঙ্গল আকার
প্রমদা সকল তাঁরে করিছে প্রহার।
রক্ত চন্দনেতে রাজা চর্চ্চিত হইয়া
রক্ত মাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া
গর্দ্দভ যোজিত রথে করি আরোহণ
দক্ষিণাভিমুখে দ্রুত করেন গমন।
রক্তাম্বরা কামিনীরা তাহারে দেখিয়া
খল খল করি সবে উঠিছে হাসিয়া।
তৈলাক্ত শরীর যেন তৈলের ভিতর
এইরূপে দেখা দেন দশরথ নৃপবর।
সধূম পর্ব্বত যেন ধ্বংস হয়ে গেছে
বজ্রপাতে বনস্পতি যেন নিষ্পত্র হয়েছে।
যে রাত্রে দূত এল কেকয় নগরে
সেই রাত্রিশেষে ভরত নিদ্রাবশে
দেখিয়া দুঃস্বপ্ন ঘোর ভয়েতে শিহরে।

তুড়িজুড়ি ॥ ভীষণ রজনী শেষে দেখি দুঃস্বপন
ভরত জাগিয়া বলেন, ভাই শত্রুঘন,
আজি রাত্রিশেষে দেখিলাম স্বপ্নাবেশে
মলিন হয়েছে পিতার দেহের বরণ।
রাজারে স্মরিয়া ভাই অন্তর আমার
অতিশয় ভীত হল হেথা নাহি রুচে আর,
অযোধ্যার মুখে যেতে ব্যাকুলিত হয় মন।

(ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

ভরত ॥ হায় নিশ্চিন্ত ঘুম হতে কি এ দুশ্চিন্তায় জাগরণ!
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মোর কাঁপিল হৃদয়,
আকুল হইল চিত্ত ভয়ে অতিশয়।

শত্রুঘ্ন ॥ আপাততঃ নাই কিছু ভয়ের কারণ
রাজধানী হতে দূত এসেছে যখন।

(দূতগণের প্রবেশ, সঙ্গে কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী ॥ কুমার ভরত কুমার শত্রুঘন—
সন্নিহিত হলেন অযোধ্যার দূতগণ।

দূত ॥ কুশল বারতা তব হে রাজকুমার
জিজ্ঞাসিলা পুরোহিত মন্ত্রিগণ আর।

ভরত ॥ জিজ্ঞাসিলা পুরোহিত মন্ত্রী সকলে :
কহ কহ ভূপতি তো আছেন কুশলে?
আছেন তো আর্য্য রাম চির সুমঙ্গলে?
ভাই লক্ষ্মণের কোনো বিঘ্ন আদি
ঘটে নাই তো? হয় নাই তো শত্রুরা বিবাদী?
কৌশল্যা সুমিত্রা দেবী ধর্ম্মপরায়ণা
সুমঙ্গলে আছেন তো তাঁরা দুই জনা?
ক্রোধনস্বভাবা আর প্রজ্ঞাভিমানিনী
আত্মম্ভরী আমার সে কৈকয়ী জননী

আছেন কেমনে বল, ভাই দূতগণ—
কোনো কথা তাহারা কি করিলা জ্ঞাপন ?

দূত ॥ মহা—মহারাজ পুত্র যাঁহাদের তুমি এক্ষণ
কুশল কামনা করি কর জিজ্ঞাসন।
যাঁহাদের শুভ তব মন করে আশা
কুশলে সকলে, রাখেন তোমার ভরসা।
সবারি মঙ্গল বহু তোমার মঙ্গলে
তোমার মিলন ও সঙ্গ চাহেন সকলে।

ভরত ॥ চল শত্রুঘ্ন, চল দূতগণ,
তোমরা যে কহ মোরে করিতে গমন,
অগ্রে মাতামহের ইহা করিয়া গোচর
তৎপরে অযোধ্যায় যাব হইয়া তৎপর।
শুন ভাই শত্রুঘ্ন বিলম্ব করো না
ত্বরায় গমন রথ করহ যোজনা।

[প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ বলেন গুপ্তো ভরতো মহাত্মা
সহার্য্যকস্থাত্মসমৈরমাতৈঃ
আদায় শত্রুঘ্নসনেত শত্রু
গৃহাৎ যযৌ সিদ্ধ ইন্দ্রেবলোকাৎ।

তুড়িজুড়ি ॥ সাত রাত্রি পথে পথে, ভরত শত্রুঘ্ন রথে
চলিলেন ক্রমাগত মানস চঞ্চল।
নভোভাগে দেব সম মনোহর যানে
শূন্য মনে চলি যান চিন্তিত পরাণে।
রাত্রি শেষে পৌছান এসে অযোধ্যা অঞ্চল
পরিশ্রান্ত দুই ভাই ; বারে বারে দেখেন চাই
দূর হতে সরযুর শীর্ণ ধারা জল।

(দোহার গীত)

দূর হতে দেখা যায় যশস্বিনী অযোধ্যায়
নিরানন্দ, আজ নাই শোভা, নাই কোনো সাজ।

যেন আজি শূন্য শূন্য জনশূন্য প্রজাশূন্য
পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকায় ধূলাও ধূসর।
দূর হতে দেখা যায় অযোধ্যা নগর আজ,
রাজপতাকা নাহি ওড়ে প্রাসাদের 'পর
সিংহদ্বারে প্রহরী নাহি বাজায় প্রহর।
সকল নগরী যেন রয়েছে নীরব
হারায়েছে যেন সব সৌন্দর্য্য বিভব।
অশুভসূচক নানা বিহঙ্গম
অমঙ্গল শব্দ দিয়া করিছে ক্রন্দন।
নগর চত্বর পথ পরিচ্ছন্ন নয়
নিরুদ্ধ কপাট দ্বার আছে গৃহচয়।
মাল্য বিপণীতে মালা বিক্রয় কারণ
আনয়ন করে নাই মালাকারগণ।
রহিত হয়েছে ক্রয় বিক্রয়ের কাজ
বিপণীতে ক্রেতা নাই বিক্রেতাও আজ।
ভূপতির মৃত্যু হলে হয় যেই রূপ
চতুর্দ্দিকে দেখা যায় চিহ্ন সেইরূপ।
অযোধ্যা পরেছে যেন অনাথিনী সাজ
উদয়ের সূর্য্য যেন প্রভাহীন আজ।

(বৈতালিকের গীত)

উদিল সূর্য্য আলোর তূর্য্য পুর্ব্বাকাশে বাজি চলিল
স্বর্ণ দণ্ডাঘাতে আলোক দুন্দুভি প্রাতে
সুপ্রভাত জানাইল শ্রীমন্ ভরতের আগমন।
ক্ষণে ক্ষণে হেমদণ্ড ঘায় গভীর নিক্কণে
চৌদিকে জনে জনে প্রচারিল।
জয়শঙ্খ নাদ তুরী ভেরী বাদ্য নিনাদ গগন স্পর্শিল
নিদ্রিত পৌরজনে সৌরালোক জাগাইল।

(সূর্য্য-পতাকা ছত্র-চামরাদি সহিত ভরত শত্রুঘ্ন বশিষ্ঠ
প্রজাগণ নগরপালাদির সভাপ্রবেশ)

ভরত ॥ আমি রাজা নহি, তবে জয়রব কিসের কারণে ?

ভাটগণ ॥ এই বসুমতী ধনধান্যবতী
তোমারে ভূপতি করিয়া অর্পণ
সত্যব্রত সত্যপরায়ণ
সুখময় ধামে আজ কৈলা আরোহণ।
এবে হে রাজকুমার ! অভিষিক্ত হয়ে লও
রক্ষাভার প্রজার আপনার।
তব পিতা তব ভ্রাতা এ রাজ্য তোমারে
দিলেন, পালহ এবে তুমি চিরতরে।
উত্তর দক্ষিণে পূরব পশ্চিমে আছেন নৃপগণ
সকলেই সুখী তব পেয়ে দরশন।
আসামুদ্রিক সপ্তদ্বীপের যতেক বণিক মহাজন ধনিক
দিয়া বহু রতন মানিক করুক তোমার চরণবন্দন।

বশিষ্ঠ ॥ শুন প্রজাগণ যেই বাঞ্ছা করিলেন ভরত শ্রীমন্—
জ্যেষ্ঠের রাজ্য রাজ্যাধিকার পাওয়াই উচিত
রঘুরাজকুলে ইহা চিরপরিচিত।

শত্রুঘ্ন ॥ আর্য্য রাম বয়োজ্যেষ্ঠ আমা সবাকার,
তিনিই লবেন রাজ্য, এ রাজ্য তাঁহার।

ভরত ॥ আর আমি চতুর্দ্দশ বর্ষের কারণ
ধরিয়া বল্কল জটা যাইব কানন।
এবে চতুরঙ্গ বল সুসজ্জিত কর
শ্রীরামে ফিরাতে আমি যাইব সত্বর।
এ বিশাল রাজ্যে অভিষেকের কারণ
যে সব সামগ্রী সবে কৈলে আহরণ
সেই সব দ্রব্য আমি শ্রীরামের তরে
অগ্রে করি লয়ে যাব অযোধ্যা ভিতরে।

যেন আজি শূন্য শূন্য জনশূন্য প্রজাশূন্য
পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকায় ধূলাও ধূসর।
দূর হতে দেখা যায় অযোধ্যা নগর আজ,
রাজপতাকা নাহি ওড়ে প্রাসাদের 'পর
সিংহদ্বারে প্রহরী নাহি বাজায় প্রহর।
সকল নগরী যেন রয়েছে নীরব
হারায়েছে যেন সব সৌন্দর্য্য বিভব।
অশুভসূচক নানা বিহঙ্গম
অমঙ্গল শব্দ দিয়া করিছে ক্রন্দন।
নগর চত্বর পথ পরিচ্ছন্ন নয়
নিরুদ্ধ কপাট দ্বার আছে গৃহচয়।
মাল্য বিপণীতে মালা বিক্রয় কারণ
আনয়ন করে নাই মালাকারগণ।
রহিত হয়েছে ক্রয় বিক্রয়ের কাজ
বিপণীতে ক্রেতা নাই বিক্রেতাও আজ।
ভূপতির মৃত্যু হলে হয় যেই রূপ
চতুর্দ্দিকে দেখা যায় চিহ্ন সেইরূপ।
অযোধ্যা পরেছে যেন অনাথিনী সাজ
উদয়ের সূর্য্য যেন প্রভাহীন আজ।

(বৈতালিকের গীত)

উদিল সূর্য্য আলোর তূর্য্য পূর্ব্বাকাশে বাজি চলিল
সুবর্ণ দণ্ডাঘাতে আলোক দুন্দুভি প্রাতে
সুপ্রভাত জানাইল শ্রীমন্ ভরতের আগমন।
ক্ষণে ক্ষণে হেমদণ্ড ঘায় গভীর নিক্কণে
চৌদিকে জনে জনে প্রচারিল।
জয়শঙ্খ নাদ তুরী ভেরী বাদ্য নিনাদ গগন স্পর্শিল
নিদ্রিত পৌরজনে সৌরালোক জাগাইল।

(সূর্য্য-পতাকা ছত্র-চামরাদি সহিত ভরত শত্রুঘ্ন বশিষ্ঠ প্রজাগণ নগরপালাদির সভাপ্রবেশ)

ভরত ॥ আমি রাজা নহি, তবে জয়রব কিসের কারণে ?

ভাটগণ ॥ এই বসুমতী ধনধান্যবতী
তোমারে ভূপতি করিয়া অর্পণ
সত্যব্রত সত্যপরায়ণ
সুখময় ধামে আজ কৈলা আরোহণ।
এবে হে রাজকুমার ! অভিষিক্ত হয়ে লও
রক্ষাভার প্রজার আপনার।
তব পিতা তব ভ্রাতা এ রাজ্য তোমারে
দিলেন, পালহ এবে তুমি চিরতরে।
উত্তর দক্ষিণে পূরব পশ্চিমে আছেন নৃপগণ
সকলেই সুখী তব পেয়ে দরশন।
আসামুদ্রিক সপ্তদ্বীপের যতেক বণিক মহাজন ধনিক
দিয়া বহু রতন মানিক করুক তোমার চরণবন্দন।

বশিষ্ঠ ॥ শুন প্রজাগণ যেই বাঞ্ছা করিলেন ভরত শ্রীমন্—
জ্যেষ্ঠর রাজ্য রাজ্যাধিকার পাওয়াই উচিত
রঘুরাজকুলে ইহা চিরপরিচিত।

শত্রুঘ্ন ॥ আর্য্য রাম বয়োজ্যেষ্ঠ আমা সবাকার,
তিনিই লবেন রাজ্য, এ রাজ্য তাঁহার।

ভরত ॥ আর আমি চতুর্দ্দশ বর্ষের কারণ
ধরিয়া বল্কল জটা যাইব কানন।
এবে চতুরঙ্গ বল সুসজ্জিত কর
শ্রীরামে ফিরাতে আমি যাইব সত্বর।
এ বিশাল রাজ্যে অভিষেকের কারণ
যে সব সামগ্রী সবে কৈলে আহরণ
সেই সব দ্রব্য আমি শ্রীরামের তরে
অগ্রে করি লয়ে যাব অযোধ্যা ভিতরে।

মহাবনে সবে তাঁরে অভিষিক্ত করি
আনিব সাদরে এই পুরীর ভিতরি।
যজ্ঞশালা হতে আনে অগ্নিরে যেমন
সেই ভাবে করিব আমি রামে আনয়ন।
বলিতে কি নামমাত্র মোর জননীর
মনোরথ পূরাব না কহিলাম স্থির।
প্রস্তুত সকলে হও বিলম্ব না সয়
রামেরে আনিতে আমি যাইব নিশ্চয়।

অযোধ্যা ॥ জ্যেষ্ঠ রামে রাজ্য দিতে হে রাজকুমার
সঙ্কল্প করিলে হোক শ্রীলাভ তোমার।

সরযূ ॥ দুর্গম অরণ্য বনে সকলে চলিব
তোমারে বিপদ হতে সতত রক্ষিব।
যাহারা দুর্গম বনে যাইবারে পারে
চলুক রক্ষকগণ হেন সমিভ্যারে।

[সকলের প্রস্থান

(বুড়ন ও প্রজাগণের গীত ও নৃত্য)

ক্যা চিন্তা ক্যা চিন্তা মরণে রণে গহনে বনে
চল চিন্তা নাই আনিতে যাই বন হতে রামধনে।
ক্যা চিন্তা চল চল ভরতের সনে
আরে ক্যা চিন্তা ক্যা চিন্তা চিন্তা কি ক্যা চিন্তা
সীতারাম দেখি চল ভাই লক্ষ্মণে।
ক্যা চিন্তা ক্যা চিন্তা ক্যা চিন্তা গহনে বনে।

বুড়ন ॥ একেই বলে রাজার ছেলে রাজার ভাই!
কেমন, আমি বলিনি একবার আস্থন ভরত!

প্রজা ১ ॥ সব ঢিট, এখন মন্থরার মুখচুন!

সরযূ ॥ আমার ভাই শত্রুঘ্নকে ধন্য বলতে হবে—
যা শাস্তি হয়েছে মন্থরী কুঁজীর মুখচুন!

বুড়ন ॥ চুন কি, চুনকালি বল—বেশ হয়েছে।

সরযূ ॥ দর্পকারীর দর্পচূর্ণ।

বুড়ন ॥ হাড়গোড় কিছু নেই সেটার, চূর্ণ হয়ে গেছে।
মাস হয়ে গেছে কালি। ভরত শত্রুঘ্ন
বশিষ্ঠের কথায় তো সিংহাসনে বসলে না—
দেখ তেজ সূর্য্যবংশের। চল বেলাবেলি
চাল চিঁড়ে বেঁধে বেরিয়ে পড়া যাক
দল বেঁধে ধুমধামে—বড় কষ্টে গেছে কদিন।

অযোধ্যা ॥ আমার নাম অযোধ্যা, আমি যাবো
আগে আগে রাজছত্তর ধরে।

শ্রীপদ ॥ আমার নাম শ্রীপদ, আমি যাবো রামচন্দ্রের
খড়ম-পাদুকা বহে তোমার পাশে।

সরযূ ॥ আমার নাম সরযু আমি যাবো
রাণীমাদের পাল্কির দরজা ধরে।

বুড়ন ॥ আমার নাম বুড়ন, নামটা খারাপ—সাতে যাই কিনা ভাবছি,
কাজটা বুড়বে শেষে আমার জন্যে, তোমরা কি বল ?

অযোধ্যা ॥ তবে কাজ নেই।

বুড়ন ॥ আমি গোলপাতার ছাতি ঘাড়ে বসে বসে আগলাবো
কুঁচো না ঢোকে রাজপুরের সিংদরোজায়।
কি বলো তোমরা, বলতো আমিও যাই।

(প্রজাগণের গীত)

প্রজা ১ ॥ না না ভাই কাজ নাই সেতা যেও নাই
এইখানে বসে রয়ো ভাই।

প্রজা ২ ॥ চল চল ভাই ত্বরা করে মোরা সবে যাই।
প্রাণপণ খুঁজবো এ-বন সে-বন
আনবো যতনে রামধনে
যেখান হতে পাই চল চল ভাই।

[সকলের প্রস্থান

(পুরবাসিনী ও মন্থরার প্রবেশ)

পুরবাসিনী ভালা সাজা দিয়া ভালা সাজা দিয়া মন্থরিয়া রে
গর্দ্দানা অর্দ্ধচন্দ্র হাঁস্‌নিয়া রে

ভাইয়া শত্রুহন্ চিড়িয়া মন্থরিয়া
তিরিয়া সিড়িয়া সাজা দিয়া রে
পয়জারিয়া খঞ্জুনিয়া
নাচা দিয়া রে মন্থরিয়া রে।

মন্থরা ॥ রাজরাণী থাকতেন আমোদে আহ্লাদে, মত্ত ভরতকে মানুষ করলে কে—এই মন্থরা না? তার হাতে তুলে দিয়েছি রাজত্ব, না নেয় সে বুঝুক! রামের খড়ম বয় তো আমার কি? আমি চল্লেম রাজবাড়ী ছেড়ে। সুমিত্রের ছেলে শত্রুঘনের মার খেতে হলো ধিক্ ধিক্। যাইতো দেখি চিত্তিরকূটে, বাল্মীকিমুনিকে দেখে নেবো। সেই শত্রুঘনকে পত্তর লিখে আমায় মার খাইয়েছে। জানে ছোটবেলায় ভরতের লাথি খেয়েচি এখনও সইবে, কিন্তু ঐ মনে করলেও আমার গা জ্বলে—
বললে কিনা আমি বুড়ী থুত্থুড়ি!

বুড়ন ॥ তার তো কোনো অপরাধ নেই,
কুঁজো হয়েছ কুঁজের ভারে, কাজেই বলেছে বুড়ী।

মন্থরা ॥ আমি বুড়ী থুত্থুড়ি?
স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রলয় বাধিয়া যায় যদি দিই তুড়ি!

বুড়ন ॥ মুড়ি খাওগা যাও, নাও পয়সা।

মন্থরা ॥ আমি খাই মুড়ি?
মাড়ি এই মোর ধরে এতো জোর
চিবাইয়া ভাঙ্গি আমি পাথরের নুড়ি।

বুড়ন ॥ রাস্তায় ঢের নুড়ি কুড়িয়ে পাবে, খাও গা যাও।

মন্থরা ॥ বুড়ন, আমি না তোর বড় হই?
আমায় ঘুরাস চোখ, ভাল তাই হোক
আমি হেতায় না রই!
মোরে তুই করিস রিষ দিদি না বলিস
গালাগালি দিস্!

বুড়ন ॥ ইস্!

মন্থরা ॥ দেখিস্ দেঁতো মুখ আজই তোর যদি না থেঁতোই!

বুড়ন ॥ শুন্ মন্থরী আগুনখাকী শুন্—
রাজার ঘরে লাগালি আগুন।
কি বলি তোরে কালো ঘুরঘুরে
পোকা খাবে কুরে
নখে চিরে শকুন শিয়রে বসি বাছিবে উকুন।

মন্থরা ॥ বুড়ন দেখ গা তোর আপন ঘরে যাই
বকুনি শুনি জমেছে শকুনি উঠানে মেলাই।
হাসি পায় বুড়ন দেখি তোর তেজ
তোর যে দেখি ভারি মোটায়েছে ল্যেজ।

বুড়ন ॥ বিষভরা আঁখি শিশুরক্তখাকী!

মন্থরা ॥ বকাবকি রাখ মুখে উঠিয়াছে গেঁজ
ওরে এই হাতে আমি খেলাই ভেলকি।

বুড়ন ॥ এই চিমসা হাতে—বলিস কি?

মন্থরা ॥ এই হাতে পৃথিবী টলাই।

বুড়ন ॥ বিড়বিড় বক্ নড়ি ঠক্ ঠক্ চলে যা কোটরে
ও কালপেঁচাই!

[সকলের প্রস্থান

(তুড়িজুড়ির গীত)

অযোধ্যার বাহিনী সেনা দিন অবসানে
উপস্থিত সবে গিয়া গঙ্গা সন্নিধানে।
সেই স্থানে ভরতের আজ্ঞা অনুসারে
বিশ্রাম করিতে সবে শিবিরাদি গাড়ে।

(গুহক, ভীল্লক, কৈবর্ত্ত ও বনচরগণ)

বনচরগণ ॥ কোলাহল শুনিতেছি ওপারে সম্প্রতি।

গুহক ॥ বন্ধু কিংবা শত্রু এল কর অবগতি।
দেখ দেখ কার সৈন্য সুরধুনী ধারে
অনুমান নাহি হয় কোনও প্রকারে।

বনচর ১ ॥ রঘুবংশ সেনা এই হইল নিশ্চয়
কাঞ্চন বৃক্ষের মত ধ্বজা রথে রয়।

আগমন কারণ না হয় সুগোচর
মৃগয়া করিতে কিম্বা ধরিতে কুঞ্জর।

গুহক ॥ বুঝিলাম ভরত বসিয়া সিংহাসনে
আসিয়াছে শ্রীরামেরে বধিবে করি মনে।
রাজলক্ষ্মী হেনই প্রভাব কিছু ধরে
বধ করাইতে পারে পিতারে সোদরে।

বনচর ২ ॥ যদ্যপি নিশ্চয় হয় সেই দুরাশয়
গঙ্গা পার হতে তারে দেওয়া কভু নয়।

গুহক ॥ রাম মোর সখা প্রাণেরও অধিক
তার বিঘ্ন হয় যদি এ জীবনে ধিক্।

বনচর ১ ॥ যাবতীয় যোদ্ধা আছে আমার নিকটে
সকলে সাজিয়া রহু সুরধুনী তটে।

কৈবর্ত্ত ॥ পঞ্চশত নৌকা মোর আছয়ে গঙ্গাতে
শতেক ধানুকী রহে একেক নৌকাতে।
যদি দুষ্ট ইচ্ছা করি হতে চায় পার
সংগ্রাম করিয়া তবে করিব সংহার।

গুহক ॥ ভরতে সকলে অতি ধর্ম্মশীল কহে
অতএব হঠাৎ বিবাদ করা নহে।
দূত পাঠাইয়া আগে বুঝ তার মন
করিব পরেতে যেই উচিত করণ।
অস্ত্রশস্ত্র দলবল একত্র করিয়া
যুদ্ধ লাগি তোমরা রহ প্রস্তুত হইয়া।

[গুহকের প্রস্থান

ভীল্লক ॥ বাপ সকল, একবার ধনুকে চাড়া দিয়ে
গা ঝাড়া দিয়ে নাও তো দেখি।

(ভীল্লকগণের গীত)

আরে সিংগীর মামা ভোম্বলদাস বাঘ মেরেচি গণ্ডা দশ
চলি গস্ গস্ মচ্ মচ্ মস্ মস্।

আরে ককুদ ঘাড় শিবের ষাঁড় সিংএ ভাঙ্গি হীরার ধার
চিবায়ে খাই বাঁশঝাড়।
পাথরে গা ঘসি ঘসা ঘস্ ঘসা ঘস্ ঘস্ ঘস্ আরে আরে
সিংগীর মামারে ধিঙ্গি শিং মারে।
শৃঙ্গেতে মাটি চস্ চাপড় ঝাড়—চটাস্ পটাস্।

(কৈবর্ত্তদের গীত)

তীর চলা জল কেটে যাই জলসাতে ভাসান গাই—
বীজ খেলাই বাচ ফেলাই ঘাটে আঘাটে মারি ডুব।
মাঝ গঙ্গায় শুশুক বিষ্টিজল খাই ফটিকজল খাই
শত্তুর এলে নাকের জলে চোখের জলে ভাসাই বুক।
দাঁড় বাই দাঁড়িয়ে বসে মাড় ভাসাই বেঁধে কসে—
ঝপ্ ঝপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ তরী বাই তীরজল কাটি
চালাই তেজে খুব।

সকলে ॥ আরি জলা মাটির দজ্জাল গুহক চণ্ডাল
শালবনে তার কে ধরে নাগাল!
রামনামের জ্বালাও মশাল
আগলাও ভাই আগাল ঘাটি।
উঠান নাবান জাঙ্গাল মাটি,
চল তেজে হাঁটি। তেজে চল রে, তরী বেয়ে চল রে,
লাগুক শত্রুদের দাঁত কপাটি
ধরাও এবার।
আরে সিংগীর মামা ভোম্বলদাস
আরে জলের কুমীর ডাঙ্গার বাঘ।

[প্রস্থান

(বনচরগণের সঙ্গে ছাতা মাথায় বুড়নের প্রবেশ)

বুড়ন ॥ দিবসের ভাব হইছে বিলয় উঠে শুনি ঝিল্লিরব
রজনীও ক্রমে উপনীত হয় আঁধারে তাকালে সব।

আসিয়াছি নিষাদ দেশে নাহিক সংশয়
এবে রামচন্দ্রের দেখা পেলে হয়।
বিপন্ন রামেরে আনিবার তরে
বাসনা করেছি মনে,
এ কীর্তি আমার রবে চিরকাল
স্থায়ী হয়ে এ ত্রিভুবনে।
ওহে বাপু, এ যে ক্রমে গভীর বনে এনে ফেললে দেখি !
পথঘাট চেনো তো—দেখো বাপ সকল !

বনচর ১ ॥ নিরন্তর আমি এই অরণ্য ভিতর
ভ্রমণ করিয়া থাকি নির্ভীক অন্তর।

বনচর ২ ॥ ইহার কিছুই মোর অবিদিত নাই
নখ-দর্পণের মতো জানি সব ঠাঁই।

বুড়ন ॥ যদি অপরের চতুরঙ্গ সেনাগণ
হেথা আগমন করি করে আক্রমণ ?

বনচর ১ ॥ তাহলে নিশ্চয় মোরা দলের সহিতে
সহজেই নিবারণ পারিব করিতে।

বুড়ন ॥ দুর্গম অরণ্য এখানে আসবেই বা কে ? তা বাপু,
রামচন্দ্র আছেন কোথা বলতে পারো ?

বনচর ২ ॥ আর একটু চল রামচন্দর দেখাচ্ছি।

বনচর ১ ॥ দাঁড়া এইখানে, এই ছ্যাখ রামচন্দর !

বুড়ন ॥ ওকি ! ও গুঁতো গাঁতা মার কেন ? আঃ নাগে যে !

বনচর ২ ॥ এই নাও অর্দ্ধচন্দর—আর দেখতে চাও রামচন্দর ?

বনচর ১ ॥ ওরে আয় রে ধরেছি ভরত রাজা। ওরে ও ভুতো,
দেখে যা মাথায় ছাতা পায়ে জুতা—দে গুঁতা।

(গীত)

ভরত কুথা কেন মারো গুঁতা
রামরাজত্বে রাজা হবা—লাগা কসে গুঁতা।
রাজা নই প্রজা হই যদি কই ঝুটা।
রাজা নয়তো কাঁধে কেন ছাতা—পায়ে কেন জুতা

ভুঁড়িটা ইয়া মুটা—যেন গজকচ্ছপ জুটা—দাও গুঁতা !

বুড়ন ॥ আরে ছাতাটা টানাটানি কর কেন—আঃ,
জুতোটা ছিঁড়বে যে। দশরথ রাজার দেওয়া
ছাতা জুতো, এর দাম যে ঢের।

বনচর ২ ॥ তবে ভরত রাজা নও তুমি ?

(গীত)

মাথায় ছাতা পায়ে জুতা যাচ্ছ কুথা
লাগাবো গুঁতা করবো থুঁতা মুখটা ভুঁতা।
করবো ঢেঁকিকুটা শির ফুটা
দে ছাতা দে জুতা কথা কোস্ ঝুটা।

বুড়ন ॥ তা নেবে নাও, কিন্তু আমি বলছি নাম বুড়ন মণ্ডল
জানে ভূমণ্ডল—তোমরাই চেন না,
চেনে কর্ত্তা তোমাদের নাম যার গুহক মণ্ডল।
শুন মোর বোল করো না গণ্ডগোল।

বনচর ১ ॥ জিজ্ঞাসা করি সত্য কহ মোরে
রামের সন্ধান কর কি কামনা করে ?
অসৎ কামনা কিছু মানসে করিয়া
চলেছ কি রাম পাশে সজ্জিত হইয়া ?
বলিতে কি দেখি ওই সেনা সংখ্যাতীত
আশঙ্কা মোদের মনে হয়েছে বর্দ্ধিত।

বুড়ন ॥ বড় কষ্ট পাই তব এ কথা শুনিতে
বুড়নে এমন ভাবো, আছি রামের হিতে।
যেকালে রামের কোন অনিষ্টাচরণ
বুড়ন হতে হবে হেন সময় কখন
নাহি যেন আসে, ওহে বনচরগণ।
তাঁহার অহিতেতে যেন নাহি হয় মতি
চিরদিন ভক্তি করি আমি তাঁরে অতি।
তাঁরে নিতে পারিলে রাজ্যে পাই পুরস্কার
এই হেতু বনে এলাম অগ্রেতে সবার।

রাম উদ্দেশে আসিয়াছি চিন্তা নাহি কর
সত্য সত্য কহিতেছি তুমি মোর বাক্য ধর।
সন্দিহান হইও না শঙ্কিত হৃদয়ে
ধর্ম্মে দৃষ্টি আছে মম সকল বিষয়ে।

বনচর ॥ রামের হিতে জানো মোরা আছি চিরব্রতী
চল লয়ে যাবো যথা নিষাদের পতি।

বুড়ন ॥ ও, সে আবার কে? আমি চাই রঘুপতি,
তোমরা কও নিষাদপতি। কাজ নেই বাবা
সন্ধ্যেবেলা তার কাছে গিয়ে। দাও ছাতা জুতো,
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

(গীত)

আমার কাজ নেই রামরাজ-দর্শনে
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।
কাজ কি আমার পরের কথায়
বলে দাও যাই কনে।

(বনচরদের গীত)

ওরে বুঝলি তো বুড়নটাকে চটাস্‌নে চটাস্‌নে।
গা'র ধুলো ঝেড়ে পা'র ধুলো নে।
পেট ভরে খাওয়া গঙ্গাজলে নাওয়া
আস্তানায় নে হাওয়া খাওয়াতে।

বুড়ন ॥ আঃ আবার ধাক্কা ধুক্কি টানা হেঁচড়া করে—
ছাড় বাপু—আরে দূর দূর, কাপড় চোপড়
ছিঁড়লে কে রে, হে রাম!

[সকলের প্রস্থান

(তুড়িজুড়ির গীত)

সুসজ্জিত নয় হাজার করী চলে সারে সার
এক লক্ষ তুরঙ্গ-আরোহী পাছে যায় কাঁপাইয়া মহী।



জটায়ু বধ

ষাইট হাজার রথ চলে, ঘণ্টা বাজে ঝাণ্ডা ওড়ে,
দলে দলে পদাতিক চলে হাতে নানা অস্ত্র বহি।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী মহিষী
পুরোহিত বশিষ্ঠ আর কত শত ঋষি।
রাম-পদ মনে স্মরি আনন্দ সবার
রথ ঘিরি চলে সবে ভরত রাজার।
রাম জয় রাম জয় মুখে মুখে ধ্বনি হয়
পুরবাসী পথে চলে দিয়া জয় জয়কার।

মূল গায়েন ॥ অযোধ্যা বাহিনী সেনা দিবা অবসানে
উপনীত হইল গিয়া গঙ্গা সন্নিধানে।
সেই স্থানে ভরতের আজ্ঞা অনুসারে
বিশ্রাম করিতে সবে পটবাস গাড়ে।
ত্রিবেশ্য গঙ্গামনুত্যং মহানদীং
চমুবিধানৈঃ পরিবহশোভিনীম্
উবাস রামস্য তদা মহাত্মনো
বিচিন্তমানো ভরতো নির্ব্বতনম্।

(রামের ছত্রচামরাদি নিয়ে রামদাসী ও রামদুলালের প্রবেশ)

রামদাসী ॥ রামদুলালী, ও আমার রামদুলালী—

রামদুলাল ॥ এই যে মা আমি পাছু পাছু আছি, কেন ডাকচো ?

রামদাসী ॥ তোরে কে ডাকে, আমার রামচন্দরকে ডাকছি।
ও রামদুলালী, হায় হায় বনে চেঁচালে শুনবে কেবা।

ভোম্বল ॥ উল্টে বরং ব্যাঘ্রটারে ডেকে নেবা।

রামদাসী ॥ যাক্ আমায় বাঘেই খাক্, রামদুলালী রামচন্দ্র
কোথায় বাবা, দেখা দাও।

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম ॥ কে ডাকে ?

সকলে ॥ প্রভু !

(গুহকের প্রবেশ)

গুহক ॥ সখে!

রাম ॥ স্থির হও। এসব যুদ্ধসজ্জা দেখে এলাম কেন?

নিষাদ ॥ পথ আগলাচ্ছি—ভরত এসেছেন।

রাম ॥ ভরত! কেন?

রামদাসী ॥ বাবা রামতুলালী, তুমি আমাদের সাতে পালিয়ে চল।

রামতুলাল ॥ কি জানি কি অভিপ্রায়ে এলেন ভরত!

রাম ॥ সখে! তুমি সত্বর যাও, সংবাদ আনো ভরতের।
কি কারণে ভ্রাতৃবর ত্যেজিয়া ভবন
সৈন্য সামন্ত সনে কৈল আগমন?
ঘটিল রাজপুরে কিবা অকুশল?
অযোধ্যাবাসীর কি ঘটিল অমঙ্গল?
কেমন আছেন মোর পিতা নৃপমণি?
বাঁচিয়া আছেন মোর কৌশল্যা জননী?
আনন্দে আছেন মাতা কেকয়-নন্দিনী?
সুমিত্রা জননী মোর হন কুশলিনী?
শুধাইও পিতা তো আমাদের বিরহেতে
অতিশয় উদ্বেগ না পান হৃদয়েতে?

রামতুলাল ॥ প্রভু কি কুশলকথা পুছহ এক্ষণ,
নিজে করে আসি সবে শোকেতে মগন?
তোমার বিরহে সবে নিতান্ত কাতর
অন্ধকার হইয়াছে অযোধ্যা নগর।

রামদাসী ॥ আঃ থাম তুই—বাপ রামতুলালী আমরা তোমায়
ফিরিয়ে নিতে এসেছি। চল বাপ, আমাদের সাতে—
গাঁয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখি। ভরত জানবে-না—বৌমা চলুন—
লক্ষ্মণ চলুক, আর কেউ নয়—বনে আসে বাবা?
আমাদের কি ঘরদোর নেই? চল, আমরা সেখানে
তোমায় রাজার হালে রাখবো—কি বলগো তোমরা—
ও রামতুলাল, রাজ-সাজ দে রামের গায়ে—
আহা বাছা রে এই বয়সে নবীন যোগী হয় কখনো?

দে পায়ে জুতো আর মাথায় মুকুট—
একটা গলার মালা আর আসন আনতে হয়।

গুহক ॥ সখে, এরা কে ?

রাম ॥ আমার দাসদাসী।

দাসী ॥ আসন আর মালা হলে মানাতো।

(চণ্ডালিনীদের গীত)

রাম তোমায় করিবো রাজা তরুতলে,
বনফুলের বিনোদমালা পরিয়ে দেব তোমার গলে।

(অকম্পন, প্রকম্পন ও ভূকম্পনের প্রবেশ)

[দাদা অকম্পন, ভাই প্রকম্পন, বাপ ভূকম্পন]

প্রকম্পন ॥ ও অকম্পন, কাঁপচো যে ?

ভূকম্পন ॥ কাঁপছে কে ? হৃদকম্পন হচ্ছে,
হাত পা করছে উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন।

অকম্পন ॥ সংবাদটাই কও না।

ভূকম্পন ॥ স্থির হও স্থির হও না।

প্রকম্পন ॥ সামলিয়ে নিই নাকের দম—

অকম্পন ॥ হ্যাঁ, বলি শোনো—ঐ দেখ আবার কম্পন শুরু হল।

প্রকম্পন ॥ আরে কাঁপ কেন ভাই, অকম্পন ?

অকম্পন ॥ কাঁপি নাই কাঁপি নাই
ও প্রকম্পন ধর ভাই, ভূ-কম্পন!

(গীত)

কাঁপি নাই কাঁপি নাই কাঁপায় কাঁপায়
ভাই প্রকম্পন ভাই—ভূ-কম্পন!
আরে কাঁপছে কে, হৃদকম্প হচ্ছে যে—
হাত পা করতেছে উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন।
আরে কও সংবাদটাই—স্থির হতে দাও ভাই
সামলিয়ে যাই নাকের দম।

শূর্পণখার নাসা কর্ত্তন শুনে গেছেন লঙ্কার রাবণ
চলেছেন মারতে রামলক্ষ্মণ এবং করতে সীতাহরণ।
কাঁপছেন দেবতারা, লঙ্কায় কাঁপছে রাক্ষসেরা—
ভবিষ্যৎ ভেবে অকম্পন প্রকম্পন ভূকম্পন কাঁপতেছি তাই।

(তুড়িজুড়ির গীত)

ক্রোধে যায় দশানন আরক্তলোচন
ব্যাদিত বদন যেন কৃতান্ত ভীষণ।
আস্ফালে বিংশতি হস্ত, চালে দশটা মস্তক মস্ত মস্ত—
কড়মড় করে দশন কটা মুলার মতন
অতুল ধনাধিপতি গর্ব্বিত রাবণ।

দোহার॥ দ্বাদশ সূর্য্যের প্রায় ঘোর দরশন
চলেছে দশানন কামগ বিমানে, মহা অভিমানে,
জলদগম্ভীর স্বনে, পিশাচবদন! গর্দ্দভগণে
সুবর্ণ বিমান বেগে টানে।
দ্রুতগতি লঙ্কাপতি রুখিয়া হাঁকেন রথখান
স্বর্ণমণ্ডিত রতনখচিত শোভিত সুবর্ণ নিশান।
সর্ব্ব অঙ্গে স্বর্ণ ভূষা দোল দোলায়মান
জ্বলছে বিজুলি যেন চমক হানে।

তুড়িজুড়ি॥ আরে চলেছে পুষ্পকরথ কাটিয়া আকাশে পথ
সেই রথে সারথি সমীরণ।
আশ্চর্য্য রথের গতি মনোরথ হারে তথি
হার মানে হতে সাথী রাজহংসগণ।
কষাঘাত শব্দ দেয় যেন বজ্রপাত
সেই রথে দশমুণ্ড বিশহাত লঙ্কার রাবণ
করি আরোহণ যান বিদ্যুৎগমন।

দোহার॥ আরে নানা দেশ নদ-নদী ছাড়িয়া রাবণ
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন।
শ্যাম বট পাদপ যোজন শত ডাল
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল।

চারি ডাল চারিটা যেন পর্ব্বতের চূড়া
সত্তরি যোজন হবে সে গাছে গুঁড়া।
তথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর
রথে চাপি সেই স্থানে চলে লঙ্কেশ্বর।

(তুড়িজুড়ির গীত)

আসি দশানন সিন্ধুকূলে
দেখিল মারীচে বটতরুমূলে।
মৃগচর্ম্ম পরিধান জটাময় কেশ
কুশাসনে বসি আছে ধরি মুনিবেশ।
দেখিয়া রাবণ রাজা কহে হাসি হাসি
হয়েছে মারীচ দেখি বিড়াল-সন্ন্যাসী।

মূল গায়েন॥ ছদ্মবেশে আপনাকে করিয়া গোপন
মারীচ উদ্দেশে ধীরে চলেন রাবণ।

তুড়িজুড়ি॥ মরিচের গুল্ম ঘেরা মারীচের ঘর
নিরজন মনোহর দেখিতে সুন্দর।
কোথা শুষ্কপ্রায় মুক্তা রাশি অপরূপ
কোথাও প্রবাল শোভে কোথা শঙ্খস্তূপ।
কোথাও স্বর্ণ রজতের শৈল সুদর্শন
কোথাও নির্ম্মল রমণীয় প্রস্রবণ।
তার তীরে শোভিছে হয় হস্তী মৃগ পক্ষিচয়
গঠন দেখি সজীব বলে যেন ভ্রম হয়।

দোহার॥ আরে মরিচ শহরে বসে মারীচ নিশাচর
তাড়কা-নন্দন সেই বড় মায়াধর।
অযুত হস্তীর বল তার কলেবরে
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত রয় ডরে।
বহুরূপী মায়াধর বিষম সে চোরা
আধা মানুষ আধা জন্তু কাজ বনে ঘোরা।
দশানন যেন লঙ্কার ঝাল মরিচের ঝাল মারীচ—
এ বলে আমাকে দেখ্ ও বলে আমারে জানিস্!

সমুদ্রের দুই পারে দুজনার ঘর
ও পারেতে সোনার লঙ্কা, আর পারেতে মরিচ শহর।

মূল গায়েন ॥ জীয়চ্ছী ভক্ত বাৎসল্য নামা রামস্য সদ্‌গুণঃ।
সর্ব্বজ্ঞোপি অজ্ঞবন্মুগ্ধো চক্রন্দ যদ্বশঃ ॥

(রাম-লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম ॥ অসময়ে শৃগালের দল বার বার
রুক্ষস্বরে ঘোরতর করিল চীৎকার।
বাম চক্ষু হইছে স্পন্দিত সদাই
ইথে যেন বোধ হয় সীতা যেন নাই।
লক্ষ্মণ ! সীতারে রাখি একাকী তোমার
আসা ভাল হয় নাই বিচারে আমার।

লক্ষ্মণ ॥ আপন ইচ্ছায় আর্য্য একাকী সীতায়
পরিহরি সুনিশ্চয় আসিনি হেথায়।

রাম ॥ হায় কি করিব এ যে কিছু নাহি পাই ভেবে
দগ্ধ ভাগ্য বঞ্চিল আমায়।
হেমন্তে কমলশূন্য সরোবর যথা
সীতাশূন্য পত্রের কুটীর হেরি তথা।

(তুড়িজুড়ির গীত)

শূন্য ঘর দেখি ভাই, না দেখি জানকী
আশ্রম হতশ্রী দেখ মৌন মৃগপাখী।
ছিন্নভিন্ন বনদেবতার স্থান,
পুষ্পপত্র হল ম্লান,
পালিত হরিণ কাঁদে জানকীরে নাহি দেখি।

রাম ॥ মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই ?
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই।
মন বুঝিবারে বুঝি জানকী আমার
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ দেখ ঘর দ্বার।

বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়
গেলেন জানকী না জানায়ে আমায়।
গোদাবরী তীরে আছে কমলকানন
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ?
কি হইল লক্ষ্মণ, কি হইল আমার এ—
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে ?
যাইলাম তোমারে করিয়া সমর্পণ
রাখিয়া আইলা কোথা মম স্বাপ্যধন ?
শুন রে লক্ষ্মণ সে স্বর্ণের পুতলী
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলি ডালি ?

লক্ষ্মণ ॥ যত তীর্থ আছে গোদাবরী তটিনীতে
কোথাও না পাইলাম সীতারে দেখিতে।
ডাকিলাম, কিন্তু নাহি পেলাম উত্তর—
জানি না এক্ষণে কোথা সীতা রঘুবর।

রাম ॥ জ্ঞাতিহীন আমি, হায় সীতারও আর
দেখা নাই, এও ছিল কপালে আমার !

লক্ষ্মণ ॥ বৈদেহী লাভের যদি থাকে সম্ভাবনা
অবিলম্বে চল তবে মিলি দুইজনা
মন্দাকিনী জনস্থান আর প্রস্রবণ
তন্নতন্ন করি সব করি অন্বেষণ।

রাম ॥ অতঃপর নিদ্রার বিরহে বিভাবরী
মোর পক্ষে হবে দীর্ঘ আর ভয়ঙ্করী।

(রামের সূর্য্যস্তব)

সূর্য্য তুমি মানবের কার্য্যাকার্য্য সমস্তের
বিষয় বিশেষ রূপে জান।
সত্য যাহা মিথ্যা যাহা সাক্ষী তুমি জান তাহা
সকল সন্ধান তুমি জান।
বল এবে সবিতা, কোথা মোর সতী সীতা,
কোথা তিনি করিলা গমন—

জান তুমি সমীরণ ত্রিলোকের বিবরণ
সীতার কি ঘটেছে মরণ ?
কেহ কি হরিল তাঁরে, তুমি সে অনাথারে
কোন পথে করিছ দর্শন ?
লক্ষ্মণ, সীতারে কানন হতে কুসুম অভিনব
দিয়াছিনু সমাদরে কোমল পেলব,
ধরিয়াছিলেন তাহা তিনি কবরীতে
এই সেই পুষ্প পেরেছি চিনিতে।
বায়ু সূর্য্য আর ধরা রাখিলা এগুলি—
আমার সান্ত্বনা ইথে হইবেক বলি।

লক্ষ্মণ ॥ দেখ প্রভু, মৃগশিশু নয়ন তাহার
দক্ষিণ আকাশপারে ফিরায় বার বার।

রাম ॥ ভাল এবে চল দোঁহে ঐ দিকে যাই
সীতারে বা চিহ্ন তার যদি হোথা পাই।

লক্ষ্মণ ॥ এই যে পথের 'পরে দেখি মহাভাগ
রাক্ষসের বড় বড় চরণের দাগ।

রাম ॥ দেখ ভাই দেখ ভাই সীতার ভূষার
স্বর্ণবিন্দু আর এই চারু কণ্ঠহার।

লক্ষ্মণ ॥ শোণিতে পথের ধূল রহিয়াছে সিক্ত
সীতারে লইয়া কেবা হইয়াছে তৃপ্ত।

রাম ॥ এই স্থানে দেখ ভাই দুই নিশাচর
সীতা তরে করিয়াছে যুদ্ধ ঘোরতর।

লক্ষ্মণ ॥ ওই দেখ ওই দেখ মুকুতা-খচিত
মণি-বিমণ্ডিত ধনু ভগ্ন ভূপতিত।

রাম ॥ উজ্জ্বল সমর-ধ্বজ পাবক সমান
ভূমিতলে পড়ি এই দেখ মতিমান।

(তুড়িজুড়ির গীত)

লক্ষ্মণ এসব কার রাক্ষস না দেবতার
দেখিনু যে পদচিহ্ন ঐ—

নয় উহা অপরের নিশ্চয়ই রাক্ষসের
ঐ দেখ সীতার পদচিহ্ন ঐ।
হায় ধর্ম্ম! এই বন সীতারে না করিলা রক্ষণ
দেবগণও হইলা বিমুখ।
ধিক্ এ অদৃষ্ট মোর ধিক্, জীবনে কি কাজ আর
ঘুচিল সুখ উথলিল দুঃখ-পারাবার।

লক্ষ্মণ ॥ যাবৎ না পাইতেছি সীতার দর্শন
তাবৎ আমরা হয়ে সতর্কিত মন
সাগর-পর্ব্বত বন ভীষণ গহ্বর
হ্রদ নদ নদী বৃক্ষ লতা সরোবর
দেবলোক কিবা সেই গন্ধর্ব্বলোক
সমস্তই অন্বেষিব, পরিহর শোক।

রাম ॥ কে ও নিশাচর পক্ষীরূপে বনে
ভ্রমণ করিছে ভাই প্রাণ বিনাশনে ?

লক্ষ্মণ ॥ ঐ দুষ্ট মহাপাপী আকর্ণলোচনা
সীতারে খাইয়া পূর্ণ করেছে কামনা।
এবে এই স্থানে দুষ্ট রহিয়াছে সুখে।—
ওই দেখ, রক্ত ওর লেগে আছে মুখে।

রাম ॥ এখনি সরলগামী তীক্ষ্ণতর শরে
সংহার করিব ওরে তোমার গোচরে।

(জটায়ুর প্রবেশ)

জটায়ু ॥ দশানন নির্ঘাত করেছে প্রহার
মেরো না আমারে রাম তুমি আর বার।
সমস্তই দগ্ধভাগ্যে ঘটেছে আমার
হতভাগ্য মোর সম কেহ নাহি আর।
মোর সমক্ষে জানকীরে হরি নিল ভাই—
অগ্নিতে পোড়াইয়া করি ফেল ছাই।

রাম ॥ আমাপেক্ষা হতভাগ্য এ জগতে আর
কেহ নাই কেহ নাই ভাই রে আমার।

আমার এ ভাগ্যদোষে হায় এইক্ষণ
পিতৃবন্ধু জটায়ুর ঘটিল মরণ।

(জটায়ুর গীত)

রাম রঘুমণি বলি এই বাণী
তোমার অতুল স্নেহে—
এই ছিন্ন পাখা রক্তধার মাখা
জটায়ুর সর্ব্বদেহে
বুলায়ে দাও কর, হয়ো না কাতর,
সীতা আছেন রাবণের গেহে।
শোকাকুল তুমি আর হয়ো না বীরেশ
কাল অতি দুর্নিবার জানে সর্ব্বদেশ।
কে হেন সক্ষম তার অন্যথা করিবে
অতএব বীর তুমি আজই সত্বর
এখান হইতে যাও দক্ষিণ পথে বরাবর।

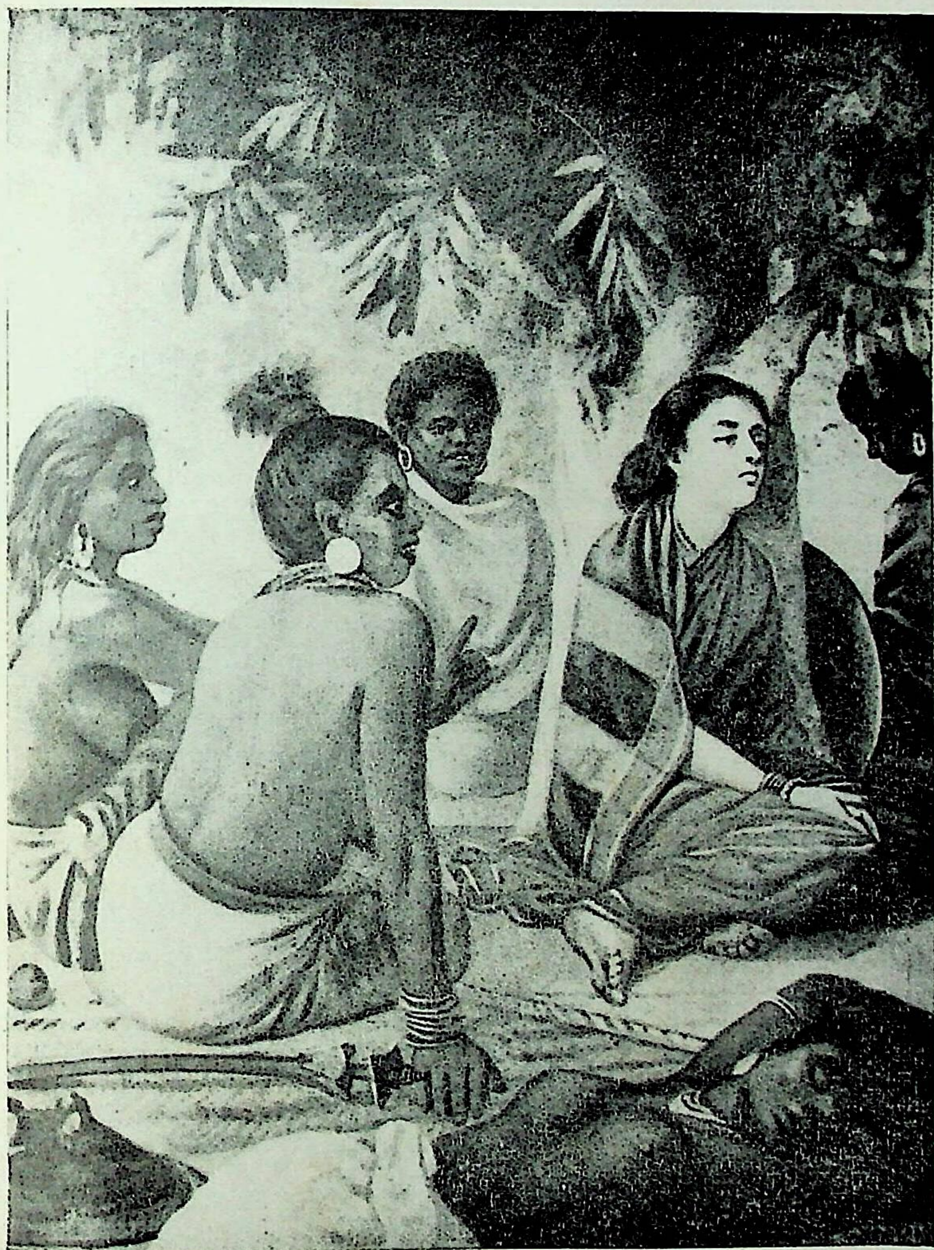
[প্রস্থান

(মুল গায়েনের দিশা)

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সনে
প্রবেশিল ক্রমে গহন বনে।
সে বন দুর্গম অতি ক্রৌঞ্চারণ্য নাম
শার্দ্দূল প্রভৃতি তথা থাকে অবিরাম।
নিবিড় মেঘের মত নীলবর্ণ বন
নিবিড় ভাবেতে তথা আছে তরুগণ।
জনস্থান হতে গিয়া তিন ক্রোশ পথ
প্রবেশিলা এই বনে দুই মহারথ।

(রাম-লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ ॥ এই স্থান তরুলতা গুল্মে আচ্ছাদিত
নিতান্ত গহন দেখি ভয় পায় চিত।



অশোকবনে বন্দিনী সীতা



রাম ॥ চল ভাই দ্রুতপদে এ পথ ভীষণ
অতিক্রম করি যাই ধর শরাসন।
গভীর শোকের সম ঘোর অন্ধকার
গিরি এক দেখা যায় পথের ওপার।

লক্ষ্মণ ॥ ওই শোনো ওই শোনো শব্দ ভয়ঙ্কর
আরাবে পূরিয়া গেল দিক্-দিগন্তর।
বহিল প্রবল বায়ু ঝড় দিয়া যায়
সমুদয় বন যেন ভাঙ্গিয়া ফেলায়।

রাম ॥ লক্ষ্মণ রে, সাথে এস, শব্দের কারণ
জানিব এখনি ভাই, স্থির কর মন।

[নেপথ্যে গমন

॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ॥

(মূল গায়েনের গীত)

শবর্য্যা পূজিতঃ সম্যক্ দশরথাত্মজঃ।
পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেন হঃ ॥
তদাগচ্ছ গমিষ্যাবঃ পম্পাং তাং প্রিয়দর্শনাম
ঋষ্যমুখ্য গিরিযত্র নাতি দূরে প্রকাশতে ॥
যস্মিন বসতি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবো অংশুমতঃ সুতঃ
নিত্য বালী ভয়াৎ ত্রস্ত চতুর্ভিঃ বানরৈ সহ ॥
বালী গ্রীষ্ম সমূতপ্তম্ সুগ্রীবাভিধ চম্পকম্।
সখ্যামৃতেন কে অতর্পীৎ সজীয়াদ্রাম নীরদঃ ॥

(গিরিবালাদের গীত)

রজনী নামে পম্পাতীরে ঋষ্যমূক গিরিশিরে
শীতল সুগন্ধ মন্দ মন্দ
সমীরণ বহে দোলায় বনানীরে।
বিকশিত সপ্তচ্ছদ পুষ্পাকীর্ণ করী হ্রদ
পরিপক্ক মধূফল পরিণত তরুশিরে।
সান্দ্র বনে চন্দ্র কিরণে
কোমল হরিত নব তৃণে
কম্প ধরায় শীত সমীরে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

নররূপে জন্মিলেন দেব নারায়ণ
বানর রূপেঁতে জন্ম লন দেবগণ।
কিষ্কিন্ধ্যার মূল খাইতে বড়ই রসাল
ফলমুল খায় সবে বিক্রম বিশাল।

দোহার ॥ ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি উচ্চতর
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর।
নল নীল গয় গবাক্ষ পবন-নন্দন
জাম্বুবান সুগ্রীব রহেন দুইজন।
বসি আছেন যেন পক্ষী পর্ব্বতের মাঝে
সপ্ততাল-বৃক্ষ-প্রায় সাত বীর সাজে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমিয়া দণ্ডকে
সহায় করিতে যান বানর কটকে।
দুই ভ্রাতা উঠিলেন পর্ব্বত শিখর
দেখিয়া বানর পশু শঙ্কিত অন্তর।
সুগ্রীব সহিতে বানর পালে পালে
লাফে লাফে উঠে সবে বড় বড় ডালে।
গাছেতে সহিতে নারে সবার আস্ফাল
ঝুল ঝুলে ভাঙ্গে কত শাল তাল তমাল।
বন্য জন্তু যত ছিল পর্ব্বতের 'পরে
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ পলায় উচ্চস্বরে।
বানর চঞ্চল জাতি জানে সর্ব্বজন
সুগ্রীব রাজা, তায় পুন, মন্ত্রী জাম্বুবন ॥

(তুড়িজুড়ির গীত)

চল ভাই পা পা পম্পার পারঘাট
চম্পা কলায় বন হয়ে কিষ্কিন্ধ্যার রাজপাট ॥
পাবে সেথা রামরম্ভার কাঁদি আর ছড়া
গাছপাকা তাল আর সবরীকলা পাত।
তেরাই পথ বানর লাফা, চড়াই পথ কাঁকর চাপা
হাঁটা পথে হেঁটে যাই দেখে বানর নাট।
সুমেরু পর্ব্বত যেন হয়েছে মাতাল
বড় বড় বানরের তেমনি আস্ফাল।
লম্ফ দেয় তাল ঠোকে ল্যেজে ধরে পাক্‌সাট
দুপ্‌ দাপ্‌ হুপ্‌ হাপ্‌ দাপটে ফাটায় সিনপাট।

(বানরগণের প্রবেশ ও গীত)

আজানু লম্বিত বাহু উউ উউ উউ উউ
বিশাল বুক চক্ষু উকু উকু উকু উকু
করিশুণ্ড দণ্ড কদলী কাণ্ড
কর যুগ উরু উউ উউ উউ উউ ॥
বৃষস্কন্ধ কোদণ্ডধর শমনের শঙ্কাকর
আকার প্রকার তাল তরু উউ উউ উউ উউ ॥

(সুগ্রীব জাম্বুবান প্রভৃতির প্রবেশ ও গীত)

উঃ দেখ কে আসে মরিবে ত্রাসে উপ্ বাপ্
দাও লাফ গাছে গাছে— [ধূয়া]
উপ্ আপ্ হুপ্ হাপ—
এই এক লাফ এক হাত দুই লাফ দুই হাত
তিন লাফ চার লাফ তিন হাত চার হাত
এক দুই তিন চার পাঁচ লাফে খোঁড়া পায়ে এক লাত।
পগার পার ওরে বাপ কুপোকাৎ—
খালি হাত কিস্তিমাৎ
কাঁপতে আছি কমাপাৎ কে আসে দেখ উপ্ বাপ্!

(সুগ্রীবের গীত)

ওহে জাম্বুবান দেখ আইসে দুটা নর
মন বলে বালী রাজা পাঠাইল চর।
জাম্বুবান ॥ তত্ত্ব করি সত্য মিথ্যা উচিত হয় জানা
বুদ্ধির সাগর বালী বুদ্ধি ধরে নানা।
সুগ্রীব ॥ চীরবাসধারী দেখি তপস্বী উভয়
কিন্তু ধনুর্ব্বাণধারী দেখি লাগে ভয়।
শীঘ্র গিয়া হনুমান আন সমাচার
তপস্বী উহারা কিম্বা রাজার কুমার।

(সকলের গীত)

লাঙ্গুল কয় আঙ্গুল জানা আগে চাই
বানর হয়তো ডাগর হবে নরের ল্যেজা নাই।
চর হয়তো চর্ম্মে তার তিলক ছাপা পাই
গোড়া ঘেঁসে লেজুড় কাটা দেখে নিও ভাই।

সুগ্রীব ॥ আমি বোধ করি এরা বালীরই কেউ হবে
ছোটো খাটো বানরেরা উঠ গাছে সবে।
আর লাফে লাফে উঠ সবে পর্ব্বতে চাতালে
মর্কটগণ চট্‌পট্ ঢুক পাতার আড়ালে।
মোটা ডালে পালের গোদা লাফ মারো
সরু ডাল গোটা গোটা ভেঙ্গে পাড়ো।
যথা ইচ্ছা পালাও বানর পালে পালে
মত্তাঙ্গ মুনির ধ্যানভঙ্গ না হয় আস্ফালে।
আরে ঋষ্যমূকে ঋষ্যমুখী ঝুপির আড়ালে,
পাতায় পাতায় ফেরো, ফেরো ডালে ডালে।
দেখ দেখ কপিগণ উত্তরেতে চাহি
আসিতেছে দুই জন পম্পা-পথ বাহি।

জাম্বুবান ॥ যত দেখি উহাদের ধনুর আকার
স্থির নহে কোন মতে হৃদয় আমার।

হনুমান ॥ শুনহ সুগ্রীব রাজা না হও চিন্তিত
না দেখিতে বালীরে হইলে কেন ভীত ?

জাম্বুবান ॥ বানর চঞ্চল জাতি লোকে উপহাসে
চঞ্চল হইলে রাজা লোকে দোষ ভাষে।

হনুমান ॥ তত্ত্ব না জানিয়া কেন হইলে অস্থির ?
আমি গিয়া জেনে আসি কোথাকার বীর !

সুগ্রীব ॥ যাও বীর হনুমান তপস্বীর পাশ—

জাম্বুবান ॥ পরম গৌরবে কর উভয়ে সম্ভাষ।

হনুমান ॥ মুনি বেশ দেখিতেছি উহারা দুজন
ভিখারীর বেশে গিয়া করি সম্ভাষণ।

জাম্বুবান ॥ নানা মতো করিয়া জানো উহাদের মন
কি কারণে এ স্থানেতে করে আগমন।

সুগ্রীব ॥ যদি হয় শত্রুপক্ষ লোক দুষ্টমতি
জানাইবে হস্তভঙ্গী করি মোর প্রতি।

জাম্বুবান ॥ যদি জানো বিশুদ্ধ আশয় সাধুজন
চাহিবে আমার পানে হসিত বদন।

হনুমান ॥ নিজ মূর্ত্তি ছাড়ি তবে ভিক্ষু মূর্ত্তি ধরি
ওদের নিকটে আমি একাই প্রস্থান করি।

সুগ্রীব ॥ জাম্বুবান, শঙ্কা হয় এস্থানে থাকিতে
চল গিয়া বসে থাকি মলয়া ঘাটিতে।

(বানরগণের গীত)

শীঘ্র চল শীঘ্র চল ঘাটিতে ঘাটিতে
দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফ ধর নাচিতে নাচিতে।
লম্বা লম্বা লাঙ্গুল গুড়াও
লম্ফে ঝম্ফে ভুঁই-কম্প ধূলা ওড়াও
পাহাড়ে মাটিতে।
কর চরণে দ্রুত গমনে লম্বা দাও
কদলীবনের বৃক্ষবাটীতে।

[প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ সতাং পুষ্করিণীং গত্বা পদ্মোৎপলঝষাকুলাম
রাম সৌমিত্রি সহিতো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়।

(রাম-লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম ॥ সুখস্পর্শ শ্রান্তিহর চন্দন শীতল
সুগন্ধি দক্ষিণ বায়ু বহে অবিরল।
জানকীবিহীন আমি এবে রে লক্ষ্মণ,
বসন্ত আসিয়া সীতায় পড়াইল মন।
কর্ণিকার পুষ্প ভাই হয়েছে পুষ্পিত
সীতা ও ফুলের বড় আদর করিত।

লক্ষ্মণ ॥ বৃক্ষ হতে নানা ফুল পড়িয়াছে তলে
শোভে যেন এই স্থান চিত্রিত কম্বলে।

[উভয়ের উপবেশন

রাম ॥ বিরহে কাতর, তায় রম্য প্রস্রবণে
মধুর ধ্বনি করিয়া সঘনে
অধীর করিয়া আরো তুলিছে লক্ষ্মণ
এর রবে এবে মোর বিচলিত মন।
পূর্ব্বে সীতা হায় ভাই আশ্রম ভিতরে
ইহার সুরব শুনি পুলক অন্তরে
আমারে ডাকিয়া কাছে আনন্দ কতই
করিতেন পরকাশ, এবে সীতা কই ?
কই ভাই কই মোর প্রাণের জানকী
এ জনমে আর কভু তাহারে পাব কি ?

লক্ষ্মণ ॥ কত পদ্ম দেখ ভাই রয়েছে ফুটিয়া—

রাম ॥ কারে আর দিবে বল ও সব তুলিয়া ?

(ভিক্ষুকের বেশে হনুমানের প্রবেশ ও গীত)

পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাবো
আনিয়া নীলপদ্ম ও রাঙা চরণে দিব।

হনুমান ॥ কস্তম্ভোঃ অম্ভোজলোচনা !
কার বিষয়ে করছো আলোচনা ?
কি কারণে পম্পাতীর করতেছেন পর্য্যালোচনা ?
তপস্যারত ব্রহ্মচারী না ? ধনুক বাণ দেখছি ছুটো !
কস্তম্ভো প্রভো ?
আপনাদিগের চক্ষু পদ্ম-পত্রের ন্যায়। আপনারা জটাবল্কল
ধারণপূর্ব্বক কি জন্য এদেশে আসিয়াছেন ?
অপিচ মনে হইতেছে আপনারা মানব, কিন্তু—
আপনাদিগের রূপ দেবতার ন্যায়। অপিচ আপনারা
চীরবসন পরিধান করিয়াছেন, কিন্তু সিংহের ন্যায়
দৃষ্টি নিক্ষেপে এই বন্য পশুদিগকে পীড়িত করিতেছেন।

আপনাদিগকে মানব-প্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে,
বস্তুতঃ আপনারা কে বীর দ্বয় ? বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও
কেন আমার কথার প্রত্যুত্তর দিতেছেন না ?

লক্ষ্মণ ॥ কস্তং কুতো আগচ্ছধ্বম্ !

[ধনুকটঙ্কার

হনুমান ॥ বানর অধম নাম হনুমান—

লক্ষ্মণ ॥ কহ, কি কার্য্যেতে আগমন ?

মূল গায়েন ॥ সুগ্রীবো নাম ধর্ম্মাত্মা কশ্চিৎ বানরপুঙ্গব
বীরো বিনিকৃতো ভ্রাতা জগদ্ ভ্রমতি দুঃখিতঃ।
প্রাপ্তেঽহং প্রেষিতেস্তেন সুগ্রীবেন মহাত্মনা
রাজ্ঞা বানর মুখ্যানাং হনুমান নাম বানরঃ।
যুবাভ্যাং সহি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব সখ্যমিচ্ছতি
তস্য মাং সচিবং বিত্ত বানরং পবনাত্মজম্।
ভিক্ষুরূপ প্রতিচ্ছন্নং সুগ্রীব প্রিয় কারণং
ঋষ্যমূকাদিহ প্রাপ্তং কামগং কামচারিণং ॥

হনুমান ॥ অবধাড় প্রভু ! মোর নাম হনুমান বাতাত্মজ
ঋষ্যমূক পর্ব্বত ছাড়ি কিড়ি ভিক্ষুবেশ ধরি কিড়ি
বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রজাকু কর্ম্ম সাধনোদ্দেশে
মোর আগমন হইলা, বিশেষঃ মহাশয়ের
রাজলক্ষ্মী শ্রীশ্রী৶ বিরাজ করিতেছেন, এবে
সুগ্রীব মহারাজঙ্কু সকুটুম্ব শ্রীচরণ আশীর্বাদকু
প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল হয়, বিশেষঃ আজ্ঞাধীন
হনুমানকু ঐহিক পারত্রিক নিস্তার কর্ত্তৃক ভবার্ণব
নাবিক মহাশয় পদপল্লবাশ্রয় প্রদানেষু
চরিতার্থং কুরু।

রাম ॥ সুমিত্রানন্দন অরিদমন লক্ষ্মণ ! আমি যাঁহার
দর্শনলাভ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি সেই বানরশ্রেষ্ঠ
মহাত্মা সুগ্রীবের অমাত্য এই কপিবর নিকটে আসিয়াছেন।
তুমি সুগ্রীবের মন্ত্রী এই বাগ্মী বানরশ্রেষ্ঠকে
স্নেহ সহকারে সুমধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর দাও।

লক্ষ্মণ ॥ ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটিও
অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন নাই।

রাম ॥ ঋগ্বেদজ্ঞ সামবেদ বা যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন
অন্য কেহ ইদৃশী বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না!

লক্ষ্মণ ॥ সুতরাং নিশ্চয়ই ইনি ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ
ব্যুৎপাদক পুস্তক বহুবার পাঠে কণ্ঠস্থ করিয়াছেন।
কিন্তু নাম হনুমান কেন হয় জানা প্রয়োজন।

হনুমান ॥ শ্রূয়তা পুণ্ডরীকাক্ষ—

(গীত)

ভাই, যেখানে নাম সেখানে বদনাম
প্রমাণ তার ভুতো বোম্বাই আম।
খাইতে মিষ্টি নামে অনাছিষ্টি
নামেতে কাজ কি বল আম্ প্রাণারাম।

রাম ॥ বাক্য প্রয়োগকালে ইহার মুখে নয়নে ললাটে ভ্রূমধ্যে
বা অপর কোনো অবয়বে বিন্দুমাত্র বিকার দেখা যায় নাই।

লক্ষ্মণ ॥ ইনি বক্ষস্থল ও কণ্ঠমধ্যগত মধ্যমস্বর অবলম্বনপূর্ব্বক
পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিকটু পদশূন্য
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

রাম ॥ ইহার বাক্য সংক্ষিপ্ত অথচ সরল।
বুঝিতে কাহারো সন্দেহ হয় না।

লক্ষ্মণ ॥ যে রাজার এইরূপ দূত না থাকে
তাহার কার্য্য সকল কিরূপে সিদ্ধ হয়?

রাম ॥ যে রাজার এইরূপ নানা গুণশালী দূত আছে
সেই রাজার দূতবাক্য দ্বারাই সমস্ত কার্য্যসিদ্ধ হয়।

লক্ষ্মণ ॥ ইহার সুসংস্কৃত বহুগুণযুক্ত হৃদয়ানন্দদায়ক
মনোহর বিচিত্র বাক্‌প্রবন্ধ শুনিয়া
কাহার চিত্ত না প্রসন্ন হয়?

[খড়্গে হস্ত প্রদান

রাম ॥ খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক বধোদ্যত শত্রুরও চিত্ত
তাঁহার কথা শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণ ॥ বল হনুমান, তোমার কি প্রয়োজন ?

(লক্ষ্মণের গীত)

কোথা হইতে আইলা তুমি কোথা তোমার ঘর ?

(হনুমানের গীত)

কিষ্কিন্ধ্যা নিবাস মোর পবনকুমার
নর হয়ে দোঁহে কেন হলে বনচর ?

(রামের গীত)

রে হনুমান তু কর অনুমান রে—
লঙ্কার রাবণ বলবান
করে অপমান নিলা প্রাণহরে
কোথা জানকী তুমি তাহা জান কি
হনুমান কর অনুমান—রাখ প্রাণ রে।

হনুমান ॥ ঋষ্যমূক গিরি অতি উচ্চতর
চারিপাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর।
নল নীল গয় গবাক্ষ আমি হনুমান
মন্ত্রী জাম্বুবান অতিবুদ্ধি বিচক্ষণ
বিরাজ করিতেছিল হেন কালে—
সীতারে দেখিলাম মেঘের আড়ালে।
আমা পঞ্চজনে সীতা করি দরশন
উত্তরীয় অলঙ্কার করিলা ক্ষেপণ।
মোরা তা কুড়ায়ে লয়ে রেখেছি গহ্বরে
আনয়ন করিতেছি তোমার গোচরে।

রাম ॥ কি হেতু বিলম্ব কর আন হে ত্বরায়
কোথা আছে সেইগুলি বল না আমায়।

(হনুমানের প্রস্থান ও সুগ্রীবকে লইয়া প্রবেশ)

হনুমান ॥ এই বীর রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সনে
আগমন করিলেন তোমার সদনে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে তোমার সহিত
বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা কৈল যথোচিত।
অতিশয় পূজনীয় ইঁহারা দুজন
ইঁহাদিকে সসম্মানে করহ গ্রহণ।

সুগ্রীব ॥ নমস্কার,
উত্তরীয় অলঙ্কার দুখিনী সীতার
তোমার গোচরে ধরি দিলাম আবার।

(রামের গীত)

ওরে প্রাণের লক্ষ্মণ, আঁখিজলে মোর দৃষ্টি
করিল হরণ।
হরণ সময়ে হায় জানকী আমায়
করিয়া স্মরণ
উত্তরীয় অলঙ্কার যাহা ছিল আপনার
আমার সান্ত্বনা লাগি
করিল ক্ষেপণ।
দেখ দেখ দেখ ভাই বিশেষ করিয়া
চিনিতে কি পার ইহা সীতার বলিয়া।
ক্রন্দনে অন্ধ হল আমার নয়ন
ভাই রে লক্ষ্মণ, কর দরশন।

(গীত)

লক্ষ্মণ ॥ শুন মহাবল, জানি না কেয়ূর কিম্বা কুণ্ডল
দুখানি নূপুর শুধু জানি গুণধাম
প্রণামকালে প্রতিদিন ইহা দেখিতাম।

স্বগ্রীব ॥ এবে আমি কৈনু এই বাহু প্রসারণ
মৈত্রীভাবে তুমি রাম করহ গ্রহণ।
রাম ॥ জানি আমি উপকার মিত্রতার ফল
নতুবা মিত্রতা বন্ধু শক্রতা কেবল।

[করমর্দ্দন

স্বগ্রীব ॥ আমি তো বানর তুমি আমারো সহিত
বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা কৈলে হয়ে প্রীত।
ইহাই পরম লাভ আমার পক্ষেতে
ইহাই সম্মান মম সবার চক্ষেতে।
হনুমান ॥ অগ্নিসাক্ষী করি কর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ
শ্রীরাম স্বগ্রীবে হোক মিত্রতা বন্ধন।
কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণে এই অগ্নি মূর্ত্তিমান।
এরে সাক্ষী রাখি কর—করে কর দান।

[রাম-স্বগ্রীবের করমর্দ্দন

স্বগ্রীব ॥ প্রীতিকর বন্ধু তুমি হইলে মম রাম
তোমার আমার এবে একই মনস্কাম।
রাম ॥ সুখ দুঃখ দুজনের একই হইল
এক সূত্রে দুই চিত্ত বিধাতা বাঁধিল।
স্বগ্রীব ॥ আকাশে পাতালে সীতা থাকুন যেথায়
আনিয়া তাঁহারে আমি অর্পিব তোমায়।
রাম ॥ আমি তব ভার্য্যাহারী বালী পাপাত্মারে
নিশ্চয় পাঠাবো মিত্র যমের আগারে।
স্বগ্রীব ॥ তুমিই আমার বন্ধু মঙ্গল আলয়
তব কার্য্য প্রাণপণে সাধিব নিশ্চয়।

(কপিগণের গীত)

রাম জয় রাম জয় কও কপিগণ
শ্রীরাম স্বগ্রীবে হল প্রণয় ঘটন।
লক্ষ্মণ ॥ এস, হনুমান এস, কর আলিঙ্গন।

হনুমান ॥ দেখো ভাই লক্ষ্মণ হনুমান আর বলো না আমারে,
শুনে হৃদয় বিদরে—রামদাস—
আমি কিছুই আর জানি না রঘুপতি চরণ বিনা
কিছু আর ভাবি না ত্রিসংসারে।
আমার অদৃষ্ট দোষে থাকি আমি বনবাসে—
পাছে ভোলো রাম রামদাসে
এই হুতাশে প্রাণে বাঁচিনে।

লক্ষ্মণ ॥ ওহে রামদাস, আমরা আছি উপবাস,
হয়েছি ক্ষুধাতে কাতর দুঃখেতে জর্জ্জর,
হাতে ধরে নিয়ে চল ঋষ্যমূক গিরি'পর।
ফল কিম্বা জল বিনে অন্ধকার দেখি দিনে,
অসহ্য যাতনায় ক্ষুধায় কাতর
দেহে নাহি বল, কিসে পাই বল ?
মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ—নাই উদরে অন্ন
মুখে বিন্দু মাত্র জল।
বিনে আহার্য্য মৃত্যু অনিবার্য্য
নরহত্যা ঘটে বুঝি করহ আশ্বাস।

হনুমান ॥ নিবেদন করি ফল আনি শ্রীচরণে
কি ফল থেকে বিফল অনশনে।
যত সাধ অন্তরে ফলার কর উদর ভরে
নাও ফল কৃপা করে, তুলে দাও চাঁদবদনে।

রাম ॥ লক্ষ্মণ ফল ধর। [হনুমানকে আলিঙ্গন
উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।
চল বাপু রামদাস, অগ্রসর হয়ে পথ দেখাও।

(রামের গীত)

হে মিত্র, অত্র বিলম্ব কি নিমিত্ত,
চল তবে সাধিব প্রয়োজন।
বালীর সহিত ঝট্ করাহ দর্শন।

দেখিলে শত্রুকে মারি ঘুচাইব ডর
সুখে রাজ্য করিবে তুমি, হে মিত্রবর,
সত্বর চল তত্র কিষ্কিন্ধ্যা-ভবন।

(সুগ্রীবের গীত)

মিত্রবর, বালী সে বিক্রমসাগর!
বালীর বিক্রমকথা শুন রঘুবর।
যখন রজনী যায় অরুণ উদয়
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়।
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্ব্বতশিখর
দুই হস্তে লোফে তাহা বালী কপিশ্বর।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সে নিমেষে বেড়ায়
কি কব পবন তার সঙ্গে না গোড়ায়।
মহাবীর বালীরাজা এ তিন ভুবনে
পরাভব পায় সর্ব্ব বীর তার বনে।

রাম ॥ বুঝিলাম মিত্র তুমি পড়েছো সঙ্কটে,
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে।

সুগ্রীব ॥ বালীকে মুনির শাপ তেঁই মম ত্রাণ—
ঋষ্যমূকে আইলে সে হারাইবে প্রাণ।
বালীকে মারিতে নাহি পার এক বাণে
তবে বালীরাজা মোরে বধিবে পরাণে।

লক্ষ্মণ ॥ দেব দৈত্য গন্ধর্ব্বে কোথায় হেন বীর
শ্রীরামের এক বাণে রহিবেক স্থির।

সুগ্রীব ॥ শুন হে লক্ষ্মণ ভাই, আমার বচন—
বালীর বিক্রম শুন করি নিবেদন।
দিগ্বিজয় করিতে চলিল দশানন
বালীর সহিত যুদ্ধ হইল ঘটন।
সন্ধ্যা করে বালীরাজা সাগরের জলে
হেন কালে দশানন চৌদিকে নেহালে।

তপ করে বালীরাজা মুদিত নয়ন
পশ্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন।
যুদ্ধ নাহি করে বালী, তপ নাহি ত্যেজে,
পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে।
লাঙ্গুলে বাঁধিয়া ফেলে সাগরের জলে
একবার ডোবাইয়া আর বার তোলে।
এইরূপে তপ করে চারি পারাবারে
জল খাইয়া রাবণরাজা বাঁচিতে না পারে।
চারি সাগরেতে করি সন্ধ্যা সমাপন
উঠিলেন বালী, লেজে বান্ধা দশানন।
রজনী হইল, বালী চলিলেন ঘর
কাতরে রাবণ বলে, ক্ষম কপিশ্বর!
বহু স্তবে ক্ষমে বালী তার অপরাধ
রাবণরাজা মুক্ত হল পরম আহ্লাদ।

রাম॥ শুনিলাম ওহে মিত্র কহিলে যে সকল
বালীকে মারিয়া করি তোমারে প্রবল।

লক্ষ্মণ॥ রামের বচন কভু না হবে খণ্ডন
বালীরে মারিবেন রাম কমললোচন।

(গীত)

এ নরে বানরে বানরে নরে হইল মিলন।
রামে সুগ্রীবে হল সখ্যতা বন্ধন।
কিষ্কিন্ধ্যায় চল সবে দেখে শুভক্ষণ
কর তর্জ্জন গর্জ্জন ধর নর্ত্তন কুর্দ্দন।
জয় রাম জয় রাম জয় আদিত্য-নন্দন,
নল নীল গয় গবাক্ষ জয় রামদাস জয় জাম্বুবান,
জয় জয় শ্রীরাম লক্ষ্মণ
বালী বিপক্ষ এবে হইবে নিধন।

সুগ্রীব॥ অদ্য যে বিগতঃ শোক প্রীতিরদ্য পরামম।
সুহৃদং ত্বাং সমাসাদ্য মহেন্দ্র বরুণোপমম্॥

তমদ্যৈব প্রিয়ার্থং বৈরিণং ভ্রাতৃরূপিণম্ ।
বালিনং জাহি কাকুৎস মায়া বদ্ধোঽয়মঞ্জুলিঃ ॥

সুগ্রীব ॥ চল হে গুণনিধি রাম বালীরে বধি সুগ্রীবে দাও আরাম,
ধর ধর ধনুর্ব্বাণ রাখ সখে ধন মান প্রাণ ।
শুনিলে গর্জ্জন আমার আসিবে বালী করি মার মার
বিপাকে পড়ি যদি রক্ষা করো রাম ।

রাম ॥ অস্মাদাগচ্ছায়ঃ কিষ্কিন্ধ্যাং ক্ষিপ্রং গচ্ছ ত্বমাগ্রতঃ ।
গত্বাচাহ্বয় সুগ্রীব বালিনং ভ্রাতৃগন্ধিনম্ ॥

[রাম-লক্ষ্মণ ও বানরগণের নেপথ্যে গমন

(তুড়িজুড়ির গীত)

রাজ্যলোভে সুগ্রীব মারিতে সহোদরে
আগে ভাগে চলিল বিলম্ব না করে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ চলে হাতে ধনুঃশর
তাহার পশ্চাতে রহে ইতর বানর ।

দোহার ॥ পাইয়া রামের বল সুগ্রীব প্রবল
সিংহনাদে কাঁপাইল সারা ধরাতল ।
বারে বারে সুগ্রীব বালীরে পাড়ে গালি
সিংহনাদে রুষি আসে বানররাজ বালী ।

[বালী ও সুগ্রীবের মল্লবেশে প্রবেশ

(সুগ্রীবের গীত)

রে রে অলাজুক বালী ! সমর দে রে, সমর দে রে
সুগ্রীবেরে, রে রে কপীশ বালী !

(বালীর গীত)

বসনে আঁটিয়া কটি বলদর্পে ফাটাস মাটি
ভাঙ্গিব মাথা মারিয়া চাঁটি ।
বালীর সামনে দন্ত মেলাস লাফাস্ যেন বাঁনর খাঁটি !

কাহার সাহসে তোর মাতিয়াছে মন
আসিলি রণেতে আজ করি আস্ফালন,
আজি করিবারে রণ পরি বীর ধটী ?

সুগ্রীব ॥ বালী রে তুই বৃষ আজ করিস সিংহনাদ
যম তোরে নিতে আজ পাঠালো সংবাদ।

বালী ॥ কর মোর সনে আসি সমর আরব্ধ
এক চড়ে তোরে আজি করিব আমি স্তব্ধ।

সুগ্রীব ॥ কুবুদ্ধি পাইল তোরে পাগল তুই বদ্ধ,
আয় রে বানর তোরে করিব আজ জব্দ।

বালী ॥ বালীরে আইলি তাড়ি অ' রে রে উন্মাদ
সুগ্রীব তোর কুগ্রহ পড়িলি প্রমাদ।

(বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধগীত)

আয় রে বানর আয় রে তুর্ণ
সমর সাধ করিব পূর্ণ।
তুণ্ড মুণ্ড ছিণ্ডিব হাতে
চপেটাঘাতে করিব চূর্ণ।

বালী ॥ মহাবল আমি বালী অতুল প্রতাপ,
আমার সহিত রণে তিষ্ঠে কার বাপ্ !

সুগ্রীব চিনিতে না পার তুমি সুগ্রীব আমারে,
কটা মাথা আছে রে বালী শুনি তোর ঘাড়ে ?

বালী ॥ লঙ্কার রাবণে ধরি যে করে সংহার
তার যুদ্ধে সুগ্রীব বানর কোন ছার !

(যুদ্ধবাদ্য ও যুদ্ধগীত)

লাগ ঝমাঝম ঝাম কিড়ি
কিল ধমাধম্ তিড়ি বিড়ি।
কান ছিঁড়ি নাক ছিঁড়ি
আঁত্ টানি আর দাঁত ভাঙ্গি আর
নখরের ধারে আঁখ চিরি।

চিতা বাড়ি ধাঁই কিড়ি
চিৎপাত চপেটাঘাৎ ধাঁই কিড়ি।

[সুগ্রীবের পলায়ন

বালী ॥ আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান
পলাইয়া যাহ বনে লইয়া পরাণ।
এখনি সুগ্রীব তোর যাইত পরাণ
সহোদর ভাই বলি পেলি প্রাণদান।
ভাল পলাইয়া গেলি লইয়া জীবন
কি জোরে করিস্ রে আমার সনে রণ!

(তুড়িজুড়ির গীত)

ঘরে যায় বালীরাজা গজ্জিতে গর্জ্জিতে
না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে।
রক্তে রাঙা অঙ্গ পলায় সুগ্রীব,
যায় যায় ফিরে চায় প্রায় সে নির্জ্জীব,
পলায় পলায় বালী উঠিতে পড়িতে।

(সুগ্রীব রামাদির প্রবেশ)

সুগ্রীব ॥ ঋষ্যমূক পর্ব্বত নিকটে ছিল যেঁই
এ সঙ্কটে রক্ষা পাইলাম তেঁই।
রাজ্য গেল মান গেল চূর্ণ অঙ্গখান
কোথা রাম কোথা বাণ ভাগ্যে আছে প্রাণ।
বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর
বালীকে মারিতে পারে হেন কোন বীর?

(গীত)

রণে কেনে বা গেলাম হতমান হয়ে এলাম
পাইলাম অপমান ক্ষণমাত্র রহিলে বধিত আমার প্রাণ।

হলেম জর্জ্জর ঘায়ে রণস্থল হতে এলেম পলায়ে
মাথা হেঁট হল, কেন আর আছো পলাতক প্রাণ ?
বৃথাই নরের সনে সখ্যতা পাতালাম !

রাম ॥ দেখিলাম মৃত্যুবাণ করিয়া সন্ধান
উভয়ের বেশভূষা একই সমান।
চিনিতে না পারি আমি সুগ্রীব তোমারে,
বালীকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে
এই ভয়ে আমি বাণ নাহি এড়িলাম।

সুগ্রীব ॥ আজি যদি মরিতাম বালীর সংগ্রামে
কে করিত রাজ্যভোগ কি করিত রামে ?
মারিতে নারিবে অগ্রে বলিলে না কেনে
বালীর সঙ্গেতে তবে কে প্রবেশে রণে ?
তখনি বলেছি বালী বিষম দুর্জ্জয়
তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয়।
আছুক যুদ্ধের কাজ দরশনে ভাগে
কোন জন যুদ্ধ করে সে বালীর আগে।
বালীকে মারিবে বলি করিলে আশ্বাস
আমারে ফেলিয়া রণে হইলে একপাশ।
এখনি ছুটিবে বাণ হেন করি মন
কোথা রাম কোথা বাণ কোথা বা লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ ॥ শ্রীরামে আর তুমি না বল বিস্তর
উভয়েরে দেখিলেন একই দোসর।
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান
মিত্রবধ-ভয়ে রাম না ছাড়েন বাণ।

রাম ॥ চিহ্ন দিয়া রণে গেলে মিত্র বলে চিনি
বালীকে মারিব রাজা হইবে আপনি।

সুগ্রীব ॥ পুনঃ গেলে যখন আসিবে রণে বালী—

রাম ॥ ঘুচাইব তখন মনের যত কালি।

সুগ্রীব ॥ ফিরিয়া লড়িব রাম তোমার আশ্বাসে
চল গিয়া হানা দিব কিষ্কিন্ধ্যার বাসে।

মূল গায়েন ॥ ঋষ্যমূকাৎ সধর্ম্মাত্মা কিষ্কিন্ধ্যাং লক্ষ্মণাগ্রজ
জগাম সহস্যুগ্রীবো বালী বিক্রম পালিতম্ !
সমুদম্য মহচ্চাপং রাম কাঞ্চনভূষিতম্ ।
শরাংশ্চাদিত্যসংঙ্কাশং গৃহীত্বা
অগ্রতস্ত যযৌ তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
সুগ্রীবো সংহত গ্রীবো লক্ষ্মণস্য মহাবল
পৃষ্ঠতো বলবান বীরো নলোনীলশ্চ বীর্য্যবান ।
তারশ্চৈব মহাতেজা হরি যূথপ যূথপঃ ॥

রাম ॥ চিহ্ন বিনা চেনা দুষ্কর দুই সহোদরে
নাগচম্পা মালা ধর সুগ্রীবের গলে।

(লক্ষ্মণের গীত)

এ সুন্দর নাগেশ্বর মালাধর মিত্রবর
সন্ধ্যারাগ মাখা জলদে
যেমন বকপংক্তি শোভা ধরে
শোভিল তেমন নাগচম্পালতা সখে অতি শুভকর।
ঋষ্যমূক হতে দূর কিষ্কিন্ধ্যা নগর
ফুল্ল মনে এবে চল, হও অগ্রসর।

সুগ্রীব ॥ এক যুক্তি শুন প্রভু কমললোচন,
বালী সঙ্গে মিলন করাহ এইক্ষণ।
মিলন হইলে রাম দুই সহোদরে
দোঁহে মিলি মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বরে।
ভ্রাতা দুইজনে যদি করাহ মিলন
কোন ছার গণি তবে রাজা দশানন।

রাম ॥ করিয়াছি প্রতিজ্ঞা অগ্নিসাক্ষী করি
বালী বধি তোমারে করিব অধিকারী।
আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন
পিতৃবাক্যে কেন তবে আইলাম বন ?
এবারে হয়েছো তুমি ভূষিত মালায়
বালীরে বধিব আমি বাঁচায়ে তোমায়।

বালীকে দেখিবামাত্র চালাইব শর
নেউটিয়া বালী আজি না যাইবে ঘর।
সপ্ততাল বিন্ধিলাম আমি এই বাণে
সেই বাণ স্মরিয়া নিযুক্ত হও রণে।
মিথ্যা না বলিব সত্য না করিব আন
বালীরাজা নিতান্ত আজ হারাইবে প্রাণ।

সুগ্রীব ॥ কি বলিব আর রাম হইও সাবধান
সে বারের মত যেন না হয় বিধান।
আমার বচন মিথ্যা না ভাবিও মনে
সীতা উদ্ধারিয়া দিব মারিয়া রাবণে।

লক্ষ্মণ ॥ চল গিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় কর সিংহনাদ
বাহিরিলে বালী আজ পড়িবে প্রমাদ।
বালীরে নিহত তুমি জান মনে মনে
পরিত্রাণ কভু তার নাহি আজ রণে।

(সকলের গীত)

হরি সম ঘোর নাদে গর্জ্জ ভয়ঙ্কর,
যেন সেই ঘোর রবে প্রশান্ত অম্বর
ছিন্ন ভিন্ন হয়, সহ বিশ্বচরাচর।
সেই ঘোর রব শুনি মহাবৃষ সব
হতশক্তি হয়ে যেন হারায় নিজ রব।
রণে ভঙ্গ দিয়া অশ্ব পলায় যেমতি
ইতস্ততঃ মৃগকুল ধাউক তেমতি।
নক্ষত্র পড়ুক খসে ত্যজিয়া খ'তল
পড়ুক ভূমেতে লুটি যথা পুষ্পদল।
রামের বীরত্বে অটল বিশ্বাসী
মহাবলবান বালী আসিব রে নাশি।
দ্বিগুণ বলেতে মোরা আজি বলধর
মহামেঘ সম দেখ গর্জ্জি ভয়ঙ্কর।

(সুগ্রীবের গীত)

সর্ব্বাঙ্গ দেখ চিহ্নিত বালী ঘর্ষণে ক্ষত বিক্ষত
ইহা ভিন্ন আর কি চিহ্ন, ওহে গুণধাম
আছে তোমার মনোগত।
যতবার স্মরি নাম রাম
এক এক চিহ্ন তারি নিশান।
চেনার বাকি আছে আর কি
চেনাচিনি আর করাব কত।
এরো পরে যদি চেনা চাও
লাঙ্গুল কেটে নর সাজাও
কিষ্কিন্ধ্যার পথে মোরে ছেড়ে দাও
হই গিয়া বালীর শরণাগত ॥

মূল গায়েন ॥ অভিষিক্তেতু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্।
আজগাম সহভ্রাতা রাম প্রস্রবণং গিরিম্ ॥

(তুড়িজুড়ির গীত)

সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া রাম রঘুবর
বর্ষার কয় মাস র'ন প্রস্রবণ গিরি'পর।

দোহার ॥ রমণীয় শ্রীবান গিরি প্রস্রবণ
আনন্দিত হয় প্রাণ করি নিরীক্ষণ।
মেঘ সম নীলবর্ণ মাল্যবান গিরি
তরুলতা গুল্মে নব ঘনশ্যাম শ্রী।
দিব্য এক কুণ্ড আছে পর্ব্বতের 'পর
অবিরত তারি 'পর ঝরিছে নির্ঝর।
কুণ্ডের নিকটে আছে গহ্বর সুন্দর
নাহিক তাহাতে বৃষ্টি বাতাসের ডর।
দ্বারে তার শিলাতল অঞ্জন বরণ
নিকটেতে জলাশয় কুসুমকানন।



বালি সুগ্রীবের যুদ্ধ

ময়ূরের কেকারব থাকি থাকি হয়,
আলো আর মেঘছায়া গিরিশৃঙ্গে রয়।

(কিন্নর-কিন্নরীর প্রবেশ ও নৃত্য ঃ
মূল গায়েনের গীত)

অয়ং সকালঃ সম্প্রাপ্তঃ সময়োত্থ জনাগমঃ ।
সম্পশ্যত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ ॥
সক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপান পঙক্তিভিঃ।
কুটজার্জ্জন মালাভির্বলং কর্ত্তুং দিবাকরঃ ॥
সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তরেষপি পান্ডুভিঃ।
স্নিগ্ধৈরভ্র পটচ্ছেদৈর্বদ্ধ ব্রণমিবাম্বরম্ ॥
মন্দ মারুত নিশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দন রঞ্জিতম্।
আপাণ্ডুর জলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্ ॥
এষা ঘর্ম্ম পরিক্লিষ্টা নব বারি পরিপ্লুতা ॥
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি ॥

(তুড়িজুড়ির গীত)

অয়ং সকালঃ সম্প্রাপ্ত বাদল ঝরে দিবারাত্র
বিরাম নাই ক্ষণমাত্র অয়ং সকালঃ সম্প্রাপ্ত।
মেঘে ঘনালো তরল আলো
ঘোরালো ছায়া নয়ন জুড়ায় অহোরাত্র
অয়ং সকালঃ সম্প্রাপ্ত।

(মূল গায়েনের গীত)

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং নভঃ প্রকীর্ণাম্বুরং বিভাতি।
ক্বচিৎ পর্ব্বত সন্নিরুদ্ধং রূপং যথা শান্ত মহার্ণবস্য ॥

(তুড়িজুড়ির গীত)

বিদ্যুৎ বিলসিত মেঘমালা আলোধোয়া
কোথাও কাজল ঢালা

বনানীর শিরে নির্ঝরিণী-নীরে
জাগে ক্বচিৎ দিগন্তরে ক্বচিৎ বনান্তরে
প্রশান্ত সাগরে যেন অশান্ত ঊর্ম্মির মালা।

(দোহারগণের গীত)

বসুধা নূতন হল সুধা পরশনে
বর্ষাকাল উপস্থিত গিরি প্রস্রবণে।
নিয়ত শ্যামল মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ
শীতল হয়েছে জলে গ্রীষ্মের বাতাস।
আকাশ বিরহী যেন ফেলে ক্ষণে ক্ষণে
মৃদু মৃদু নিশ্বাস চন্দনের বনে।
চক্রবাকী চক্রবাক চলে মানস-সরে
কেতকী বনে কেকারবে ময়ূর ডাকি বলে—
এক্ষণে সীতার শোকে রাম অভিভূত
বনফুল দেখি মন হল বিচলিত।
সমর যাত্রায় এবে ক্ষান্ত রাজগণ
প্রবাসীরা নিজ দেশে করিছে গমন।
সারি বাঁধি চলে বক চলিত পবনে
পদ্মমালা ওড়ে যেন হেন লয় মনে।

(রাম-লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ ॥ বনের কি শোভা আহা অপরাহ্ণ কালে
ভূমি তৃণাবৃত সিক্ত বরষার জলে।
রাম ॥ ময়ূরীর সনে সুখে নাচিছে ময়ূর
চাতকী চাতক সনে ডাকিছে মধুর।
লক্ষ্মণ ॥ জলে পূর্ণ এই স্থান কদম্ব কন্দল
অর্জ্জুন কুসুম ফুটি ঢালে পরিমল।
রাম ॥ ইতস্ততঃ ময়ূরের কিবা নৃত্যগীত
এই যেন পাল ভূমি হয় অনুমিত।

কিন্তু মম সীতা নাই আমি রাজ্যহীন
জীর্ণ নদী কুল সম হইতেছি দীন।
প্রবল আমার শোক তাহাতে আবার
শীঘ্র হ্রাস নাহি দেখি প্রবল বর্ষার।
বরষায় হরষিত এ হেন সময়
সুগ্রীব ভুঞ্জেন সুখ সানন্দ হৃদয়।

লক্ষ্মণ ॥ তাঁহার জয়াশা পূর্ণ তিনি স্বজন সহিত
রাজ্য অধিকার করি হন পুলকিত।

রাম ॥ সুগ্রীব আমার বটে বশীভূত জন
কিন্তু আমি ঘোরতর বর্ষা নিবন্ধন
পথযাত্রা কর্দ্দমে দুর্গম বলিয়া
সীতা-অন্বেষণ কথা না কহি খুলিয়া।
সুগ্রীব পাইয়া ক্লেশ বহুদিন পরে
ভার্য্যালাভে রহিলেন প্রফুল্ল অন্তরে।
যদিও আমার কার্য্য গুরুতর অতি
তথাপি তাঁহারে কিছু না বলি সম্প্রতি।
নিজেই বিশ্রামসুখ করিয়া ভুঞ্জন
যথাকালে করিবেন সীতা-অন্বেষণ।
এই হেতু সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া
আছি আমি কহি ভাই তোরে বিবরিয়া।

লক্ষ্মণ ॥ এবে বর্ষা আসিয়াছে পড়ে জলজাল
শরতের প্রতীক্ষায় থাকি কিছুকাল।
আইলে শরৎকাল উৎসাহিত মনে
সরাজ্য স্বজনে বধ করিব রাবণে।

রাম ॥ এবে আমি শরতের প্রতীক্ষায় রইনু
যে শোক বিনাশে কাজ তাহারে ত্যজিনু।
বিহঙ্গেরা বৃক্ষে লীন পদ্ম মুকুলিত
মালতী কুসুমগুচ্ছ হল বিকশিত।
বোধ হয় সূর্য্য এবে অস্তাচলে যান
গিরিগুহা মাঝে চল করিব বিশ্রাম। [প্রস্থান

(তারার প্রবেশ)

তারা ॥ সর্ব্বদাই হু হু করে মন বিশ্ব যেন মরুর মতন
চারিদিকে ঝালাপালা উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

(গীত)

মেঘের গর্জ্জন প্রায় তোমার গর্জ্জন
স্তব্ধ হয়ে আছ আজ বল কি কারণ ?
হা বীর হা কপিশ্বর চাহ মোর প্রতি
কথা কও চেয়ে দেখ তারার দুর্গতি।
রাজ্য লোভে সুগ্রীব করিল কি কাজ
কান্দাইল কিষ্কিন্ধ্যার বিশিষ্ট সমাজ।
চন্দ্র যায় অস্ত তার সঙ্গে যায় তারা
তোমার হইল অস্ত কেন রহে তারা ?

তারা ॥ নির্ব্বান্ধব হইল পুরী কেমনে রই হোথা
হা বীর হা বন্ধু তুমি ছেড়ে গেলে কোথা ?
কিষ্কিন্ধ্যা শশাঙ্কহীন আকাশের মতো
মলিন হইল শোভা হইল বিগত।
এই বর্ষাকালে এস আমরা দুজনে
মনোসুখে বিহারিব পর্ব্বতে কাননে।
হা রে রে বিদরে বুক : না না এ হৃদয়
কই বিদারিল : এ যে দৃঢ় বজ্রময়।
অবিলম্বে সেই তীর বিঁধুক আমায়
নিহত হইয়া যাই প্রাণেশ যথায়।
ব্যাকুল হয়েছি আমি এখানে যেমন
আমার বিরহে বালী স্বর্গেতে তেমন।
সে বীর বালীর হেন বিরহ সহিয়া
নারিব থাকিতে আমি জীবনে মরিয়া। [প্রস্থান

(রামের পুনঃপ্রবেশ : তুড়িজুড়ির গীত)

জলভরে জলধর শূন্যে বিচলিত
সমুদ্র সমান গর্জ্জিছে নিয়ত।
সজল জলদাবলি লগ্ন গায় গায়
আগ্নেয় ভূধরমালা যেন দীপ্তি পায়।
বৃষ্টির বাড়িল বেগ বায়ু সুপ্রবল
খর বেগে ঝড় দিয়া চলিছে কেবল।
আকাশ আচ্ছন্ন মেঘে, লুপ্ত গ্রহতারা
কিছুই না দেখা যায় বিজলীঝলক ছাড়া।

রাম ॥ সেই পরবশা সীতা কিরূপে এখন
জীবিতা আছেন তাই ভাবি অনুক্ষণ।
যদি আমি এবে এই বনান্তরে
সীতারে দেখিতে পাই জুড়াই অন্তরে।
মৃগাক্ষী সীতার ঘোর বিরহে কাতর
হইল আজ অতিশয় আমার অন্তর।

[সীতার অলঙ্কার দর্শন

(দোহারের গীত)

বাজো রিণি রিণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী
আলোতে আঁধারে তার যে চরণধ্বনি শুনি।
কুসুম সুবাস ভরে দিকে দিগন্তরে
হেন কোন মন্তরে অন্তর লয় জিনি।

(তারার প্রবেশ)

তারা ॥ শ্রীরাম তোমায় সবে বলে দয়াবান্
ভাল দেখাইলা তুমি তাহার প্রমাণ।
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ
এক বাণে করিলে গো আমারে বিনাশ।

বিচ্ছেদ যাতনা যত জানো তো আপনি
তবে কেন আমারে তাপ দিলে রঘুমণি ?
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে
অকালে হরিলে প্রাণ মারিয়া কৌশলে।
লুকাইয়া মারিলে তারে পাইনু বড় তাপ
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ।
নরে বানরে মিলে হল পাপের মন্ত্রণা
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা।
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ
রাবণের অপরাধে বালীর মরণ।
প্রভু শাপ না দিলেন সদয় হৃদয়
আমি শাপ দিব রামে ফলিবে নিশ্চয়।
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপন বিক্রমে
সীতা উদ্ধারিবে রাম বহু পরিশ্রমে।
সীতা না রহিবে কিন্তু নিত্য তব পাশ
কিছুদিন থাকিয়া করিবে সর্ব্বনাশ।
কান্দাইলে যেমন এ কিষ্কিন্ধ্যাপুরী
কান্দাইয়া তোমারে সীতা যাবে পাতালপুরী।
সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন
আমি শাপ দিলাম না হবে খণ্ডন।
সীতার কারণে তুমি ত্রিলোক হাসাবে
এ জন্মের মতো তবে দুঃখে কাল যাবে।
ইহা মনে না করি আমি নারায়ণ
কর্ম্মমত ফলভোগ করে সর্ব্বজন।
আমি যদি সীতা হই ভারত ভিতরে
কান্দিবে রাম সীতা হেতু কে খণ্ডাতে পারে ?

[প্রস্থান

(জাম্বুবান ও হনুমানের প্রবেশ)

জাম্বুবান ॥ ওদিকের খবর কি হে হনুমান ?

হনুমান ॥ এদিকের খবর কিহে জাম্বুবান ?

জাম্বুবান ॥ হয়েছে মন্ত্রিত্বলাভ কিছুরই নাই অভাব—
পাগুড়ী বাঁধিয়া মাথে মোটা নড়িগাছ হাতে
রাজকার্য্যে মহুয়া চাষে করছি কিছু লাভ।

হনুমান ॥ তোমার খবর কি দাও, সুগ্রীবের হাল শুনাও।

জাম্বুবান ॥ করেছেন রাজ্যলাভ কিছুরই নাই অভাব
উষ্ণীষ বাঁধিয়া মাথে অহর্নিশ খাটিয়াতে
মধুপাত্রে কদলীতে কাটাতেছেন জাব।

হনুমান ॥ হুম্! এ যে অদ্ভুত কথা অদ্ভুত ফাঁদ!

(কর্কট মর্কটের প্রবেশ)

কড় মড় কড় কৌচি গড় বড় বড় হৌচি
সুগ্রীব রজা খপা হৌচি,
সড় সড় ঝপা ঝপ্ খপা খপ্ নাচ গান ধড়।

হনুমান ॥ রাজসভা শোভাহীন বিনা গুণীজন।

জাম্বুবান ॥ বিনা রাজসভা গুণী শোভে না কখন।

মূল গায়েন ॥ শরজ্যোৎস্না হতে দূরং তমসি প্রিয় সান্নিধৌ
ধন্যান্যাং বিশতি শ্রোত্রে গীত ঝঙ্কারজা সুধা।

(পিঙ্গল-পিঙ্গলীর নৃত্যগীত)

বিজয়তু বিজয়তি
পিবতু পিবতি পিবতু পিবতি মধুবন মধুপাতি।

(মধুমুখ ও দধিমুখের গীত)

রোল বোল মধুকর পাঁতি
দধিমঙ্গল হো হো রঙ্গ মাতি
আতি যাতি রঙ্গ ছিটাতি।
অঙ্গারী অঙ্গারা
কিঁয়া কারা কিঁয়া কারা
এ ছরর ছররা কিঁয়া কিঁয়া কারা
উজরা ঝামরা।

শারদ রাতি প্রকট ভাতি।
কন্যারত্নং গীতরত্নং নহি গানাৎ পরতরং
হনুমান কহসাতি—
হুলুকি গাতি ঢুলুকি বজাতি।

(হুলুকি ঢুলুকির গীত নৃত্য বাদ্য)

শরত চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল বেগুনী গন্ধ
কদলী কাণ্ডে কদলী খণ্ড
গাওত ত্রিপণ্ড নাচত উদ্দণ্ড।
জঙ্গলী জঙ্গলা
শরতের চাঁদ জোছনা পুরা
ছাঁদখানি যেন চালকুমড়া!
চষা ক্ষেতে রসাল ফুটি
কিম্বা সাহারার খরবুজগুটি।
মাখানো দোবরা চিনির গুঁড়া
হুরুর হুরুর হুররা হুরা।

(সুগ্রীব ও বানরাণীগণের প্রবেশ)

সুগ্রীব ॥ কেবলং উল্লদসি চুপ্‌
করো না ভুলচুক আমারি এ মুল্লুক—
খঞ্জনি বাজাও নাচি নাচি যাও ;
দধিমুখ নাচসে ভল্লুক।
জাম্বুবান এস ভোম্বলদাস মেসো
সুষেণ প্রসেন দ্বিবিধ ত্রিবিধ বানর নানাবিধ
ঘুরি ফিরি নাচো সব ছিরি বাহিরুক।

জাম্বুবান ॥ তাপোনাপগত তৃষ্ণা ন চ ক্লশা
ধৌতান ধূলিতলো।
ন সচ্ছন্দমকারি কন্দ কবলয়
কো নাম কেলি কথা।

তাপে জর্জ্জর ধূলায় ধূসর নাহা নাই
খাওয়া নাই কন্দমূল ফল।
তৃষ্ণায় প্রাণ যায় বিনা মহুয়া
তানা কেবলি নাচা কেবলি নাচ।

(গীত)

তাপেতে জর্জ্জর ধূলিতে ধূসর
তৃষ্ণায় ছটফট অষ্ট প্রহর।
সময় পাওয়া ভার স্বচ্ছন্দে আহার
করিবার কন্দমূল ফল,
নাচগানের নামে গায়ে আসে জ্বর।
রাজা! নাচিতে নাচিতে ভাঙ্গিল কোমর—
নড়ে গেল হাড়ের খচি
ক্ষমা কর আজ একাদশী হরিবাসর।

সুগ্রীব॥ কেবলং উল্লদসি খাবে এক চড়
খঞ্জুনি ধর রে অঞ্জনীদাসী
ভল্লুক নাচ কর।

জাম্বুবান॥ ও লার্ড! নেশা সামলে চল
ব্লাডপ্রেসার বাড়লো বড়।
অঞ্জনী! বাজাও খঞ্জুনি,
সামলে সুমলে ধর চতুরং
তার পরং বাজিয়ে চল সটান।
থাপ্পুর থুপ্পুর আটং টং
মহুয়া খাইতে বড়ই রং—
জামরুদ দ্বীপে জামরুল সাদা
জম্বু দ্বীপে জাম কালো রং।
জাম্বুবানী হাত ধরি নাও
তাই তাই তাই আগাও পিছাওঁ।
ডান পা বাড়াও বাঁ পায়ে দাঁড়াও—
শিখে নাও সবে নাচের ঢং।

থাপুর থুপুর টং আটং
এক পা আকাশে এক পা মাটিতে
নাচিতে নাচিতে মহুয়া চাখিতে বড়ই রং।
পাদপানাম্ ভয়ং বাতাৎ
পদ্মা নাম শিশিরং ভয়ং।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ
সাধুনাম দুর্জ্জনং ভয়ং।
আর যে আমার চলে না চরণ—
ঝড় লাগলেই বড়গাছ কাৎ, ও লার্ড!
শিশির পেলেই ঢলে পদ্মপাত, ও লার্ড!
বজ্রাঘাতে পাহাড় ফাটে
দুর্জ্জনের হাতে সুজন নিপাৎ
একদম কুপোকাৎ, ও লার্ড!
জীতা রহো আর নাই দম্
থাপুর থুপুর টং আটং খতম বল।

সুগ্রীব॥ খুব রেঝায়া নাচেকে গায়কে—
রুমা॥ বহুত হঁসায়া সভামে আয়কে—
ঝুমা॥ খুশ্ হুই তুঝসে মহফিল সারি—
সুগ্রীব॥ অব চলাও পঞ্চম সোয়ারী।
জাম্বুবান॥ আর আমার চলৎশক্তি নাই
নেচে জেরবার হলেম এবার।
যা করেন করতার, বল নাই সোয়ারী বইবার,
সবিনয়ে এবার রেহাই চাই।
সুগ্রীব॥ থেঙ্কু থেঙ্কু থেঙ্কু, ঠেং উঠাঙ্কু, থেঙ্কু।
সকলে॥ এঙ্কু বেঙ্কু, থেঙ্কু থেঙ্কু, ল্যেজ গুড়াঙ্কু, থেঙ্কু।
সুগ্রীব॥ এংচু ভেংচু লেংচু লেংচু, থেঙ্কু থেঙ্কু থেঙ্কু।
চল যাই মধুবন—
মাটি কাঁপে কেন ও জাম্বুবন
গিরিশৃঙ্গে ঘন ঘন লাগিল কম্পন—
রোসো রোসো বসে পড় ভাল বুঝছি না লক্ষণ।

জাম্বুবান ॥ ও লার্ড; নেশার শেষ এবার ব্লাড পেশার
করে আগমন।

(গীত)

দম্ভে ধরা কম্পে ঘন ঘন
বালী বুঝি ফিরে পেল জীবন।
চটিপাটি দাও না চট্‌পটিরে জাম্বুবন
চম্পট ধর চটপট কপিগণ
ও রুমা ঝুমা চক্ষে দেখছি ধূমা—
এলো না তো লঙ্কার রাবণ?

(অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গদ ॥ লক্ষ্মণ ক্রোধবন্ত প্রভু আয়া
ধনুষ চড়ায় কৃতান্ত প্রায়া।

সুগ্রীব ॥ তাই বল, এসেছে একটা মানুষ ?
অন্তঃপুরে পশে, কেমন সে বেয়াদব বেঁহুশ !
দূর করে দাও তারে হুঁশ
চল রুমা ঝুমা মধুবনে করা যাক দেলখুশ।

মূল গায়েন ॥ সুগ্রীবস্য গৃহং রম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ।
অবার্য্যমানঃ সৌমিত্রির্মহাভ্রমিব ভাস্করঃ ॥

তুড়িজুড়ি ॥ মেঘমধ্যে সূর্য্যসম লক্ষণ বীরেশ
সুগ্রীবের আবাসেতে করিল প্রবেশ।
মৈরেয় মধুর গন্ধে আছে ভরপুর
সুগ্রীবের সাতমহলা গোপন অন্তঃপুর।
সোনারূপার আসবাবে ঘরদোর ঠাসা
নানা বর্ণের আস্তরণ বিছানো আছে খাসা।
হেন অন্তঃপুরে গিয়া পশেন লক্ষ্মণ
অন্তরে সঞ্চিত ক্রোধ, করে শরাসন।

দোহার ॥ দাঁড়াইয়া লক্ষ্মণ চারিদিকে চান
নূপুর কাঞ্চীর রব শুনিবারে পান।

অন্তঃপুর জানি হন লজ্জিত লক্ষ্মণ
ভাবেন আগে যান কিবা সেই স্থানে র'ন
শুনেন বীণার ধ্বনি আর নূপুর-নিক্কণ।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

মূল গায়েন ॥ প্রবিশন্নেব সততং শুশ্রাব মধুরস্বনম্।
তন্ত্রী গীত সমাকীর্ণ সমতাল পদাক্ষরম্ ॥
তুড়িজুড়ি ॥ সা প্রস্খলতি মদ বিহ্বলাঙ্গী
প্রলম্ব কাঞ্চিগুণ হেমসূত্রা
সলক্ষণা লক্ষ্মণ সন্নিধানং
জগাম তারা নমিতাঙ্গষষ্টি।

(তারার প্রবেশ)

দোহার ॥ অতি বিহ্বলা অতি চঞ্চলা তারা—
নমিতাঙ্গী স্খলিতবচনা তারা
লক্ষ্মণে প্রণতি ধরে চকিত হয় না মনোহরা তারা।
তুড়িজুড়ি ॥ তারারে করিয়া দর্শন তটস্থ হইল লক্ষ্মণ,
স্ত্রীলোক নেহারি ক্রোধ পরিহরি
দাঁড়াল আনত নয়ন।
মূল গায়েন ॥ কিং কোপমূলং মনুজেন্দ্র পুত্র
কস্তে ন সন্তিষ্ঠতি বাঙ্‌নিদেশে
কঃ শুষ্ক বৃক্ষং বন মাতপস্তং
দাবাগ্নিমাসীদতি নির্বিশঙ্কঃ।
তারা ॥ কি তব ক্রোধের কারণ রামানুজ লক্ষ্মণ!
কে তব আদেশ করিল লঙ্ঘন ?
দাবানলে শুষ্ক কাষ্ঠ দিয়া গ্রীষ্মে বনে
অগ্নিতাপ পোহাইতে কে করেছে মনে।
কে সে নিঃশঙ্ক কহ তো লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ ॥ সর্ব্ব অংশে হৃদ্য নহে মদ্য কোনোকালে
ধর্ম্ম অর্থ নাশ হয় মদ্য পরশিলে।

দেখ তুমি বর্ষাকাল এবে তো অতীত
মদ্যপানে সুগ্রীব তবু রয়েছে ব্যাপৃত।
বর্ষা অবসানে তিনি সৈন্য সংকলন
করিবেন অঙ্গীকার করিলা এমন।
অপকৃষ্ট পারিষদগণেরে লইয়া
ভুঞ্জেন ভোগসুখ আনন্দে মজিয়া।
কর্ত্তব্য কার্য্যেতে তাঁর নাহি লাগে মন
মিত্রতার সীমা তিনি করেন লঙ্ঘন।

তারা ॥ যে জন্য রামের কোপ হয়েছে সঞ্চার
আমি তাহা জানি ওহে ভূপাল কুমার।
যে কারণে তাঁর কার্য্যে বিলম্ব এরূপ
ঘটিয়াছে তাহারও আমি জানিহে স্বরূপ।
জানি আমি যা কহিলা রাম রঘুমণি
এবে যাহা আবশ্যক তাহাও আমি জানি।
ক্রোধে অন্ধ মতিস্থির নাহিক তোমার
সম্বর সম্বর ক্রোধ বচনে আমার।

লক্ষ্মণ ॥ অধর্ম্মী বানর সে লঙ্ঘিল সত্যপথ
দেখ ধনুর্ব্বাণে পূর্ণ করি মনোরথ।
কিষ্কিন্ধ্যা করিব আজই বাণে খণ্ড খণ্ড
বাণে বাণে কাটি সব করিব লণ্ডভণ্ড
অঙ্গদের উপরে ধরাবো ছত্রদণ্ড।

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব ॥ কোন অধিকারে তুমি অন্দরে আমার
প্রবেশ করিলে এসে হে রাজকুমার ?

লক্ষ্মণ ॥ দেখিয়াছ বালীরাজা গেল যেই বাটে
সেই বাটে থাক গিয়া বালীর নিকটে।

সুগ্রীব ॥ কি সাহসে পার হলি অন্তঃপুর দ্বার
সখ্যতার অর্থ নয় বশ্যতা স্বীকার।

লক্ষ্মণ ॥ আরে রে দুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ দুরাচার
এখনই পাঠাই তোরে দেখ যমদ্বার।
হনুমান ॥ লক্ষ্মণ নিতান্ত তুমি বালক চঞ্চল
নাহি তব আত্মশাসনের তত বল।
মান্য লোকে মন্দ কহা উপযুক্ত নহে
মান্যসহ আলাপ করিলে ধর্ম্ম রহে।
জাম্বুবান ॥ জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্ব্বিত
জ্যেষ্ঠের সমান তারে দেখা তো উচিত।
অঙ্গদ ॥ ক্ষমা কর রাজপুত্র হও তুমি স্থির
রামকার্য্য সফল করিবেন কপিবীর।
তারা ॥ সুগ্রীব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদা তোমাদের
পূর্ব্বাহ্ণে আদেশ কৈলা সৈন্য সংগ্রহের।
সুগ্রীব ॥ নানা শৈল হতে কামরূপী অগণিত
কপি তোমাদের তরে হবে উপনীত।
পবিত্র চরিত্র তব আইস এখন
মিত্রভাবে এসে কর কুমারে দর্শন।
লক্ষ্মণ ॥ রামেরে কাতর দেখি করেছি কর্কশ
তোমারে বিরূপ বলা মোর অপযশ।
সুগ্রীব ॥ না করিয়া রামকার্য্য বসে আছি ঘরে
বানর জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে।
হনুমান ॥ পশুজাতি কপি মোরা করি বড় দোষ।
যে ভক্ত-বৎসল রাম না করেন রোষ।

(মূল গায়েনের গীত)

তব কপীশ চরণ ন শির নাশ
গহিভুজ লক্ষ্মণ কণ্ঠ লগাশ।
করি বিনতি মন্দির লৈ জায়ে
চরণ পখারি পলঙ্ক বৈঠায়ে।
সুলভ বিনীত বচন সুখ পাবা
লক্ষ্মণ তেহি বহুবিধি সমুঝাবা।

পবন তনয় সচ্ কথা শুনাই
জোহি বিধি গয়ে দূত সমুদাই।

তুড়িজুড়ি॥ হর্ষি চলে সুগ্রীব তব অঙ্গদাদি কপি সাথ।
রাম অনুজ আগে কিয়ে গয়ে জঁহ রঘুনাথ।

[কপিগণের প্রস্থান

মূল গায়েন॥ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড সারা হল পাড়ি কদলীপাত
সুন্দরকাণ্ডের পরে কর সূত্রপাত॥

॥ সুন্দরকাণ্ড ॥

মূল গায়েন ॥ পাণ্ডুরে নাতপত্রেন ধ্রিয়মানেন মূর্দ্ধণে
শুক্লৈশ্চ বানর্যজনৈর্ধ্র্য়মানৈ সমন্ততঃ।
শঙ্খ ভেরী নিনাদৈশ্চ বন্দিভিশাভিনন্দিত
নির্যয়ৌ প্রাপ্য সুগ্রীবো রাজ্যশ্রীয়মনুত্তমাম্।
সবানর শতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ
পরিকীর্ণ যযৌ তত্র যত্র রামো অবস্থিতঃ।

তুড়িজুড়ি ॥ শ্বেতপত্র সুশোভিত মস্তক উপরে
আশেপাশে ঢোলে শ্বেত চামর পবন ভরে।
শঙ্খ বাজে ভেরী বাজে বন্দিগণ করে স্তুতিগান
রাজসাজে সুগ্রীব রাজা সমারোহে যান।
অস্ত্র ধরি শত শত বানর বেষ্টিত
রাম সন্নিধানে ক্রমে হন উপনীত।

(সুগ্রীবের প্রবেশ ঃ মান্দ্রাজী ব্যাণ্ডসহ বাদ্যগীত)

রাম প্রাণারাম গুণধাম সুগ্রীব সখারাম
সত্যরক্ষীরাম রাজীব আঁখি।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম ধনুর্দ্ধারী রাম
দাশরথি রাম লছমনাগ্রজ।
রামসীতার প্রাণারাম কে না জানে
ভক্তের কেনারাম।
শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।

(রাম-লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম ॥ এ শিখরে তোমাদের প্রতীক্ষা করিয়া
আছিলাম চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া।

সুগ্রীব ॥ দেশ ও কালের মুখ অপেক্ষা করিয়া
আছিলাম অলস এই সময় ব্যাপিয়া।

রাম ॥ এবে মহাযুদ্ধের উদ্‌যোগের কাল
উপস্থিত হইয়াছে শুন মহীপাল।
অতএব তুমি এবে মন্ত্রিগণ সনে
পরামর্শ স্থির কর, কি আর বিলম্বনে।
হনুমান ॥ সখে, এই সব মহাবীর কপি পৃথিবীর কপিগণে
লইয়া আছেন উপস্থিত যুদ্ধের কারণে,
এই সুসংবাদ প্রভু দিলাম আপনে।
জাম্বুবান ॥ সকলেই এবে পথে বর্ত্তমান
আসিয়া তোমার কাজে
ঋক্ষ গোলাঙ্গুল বৃক্ষ জাম্বুল
যেখানে যতেক আছে।
সুগ্রীব ॥ সুনিবিড় বন সুনিবিড় স্থান উহারা সকলে জানে
উহাদের মতো পরিশ্রমী আর না পাবে কোনো স্থানে।
তোমারই বাহুবলে তস্কর রাবণে
সমূলে নির্ম্মূল মোরা করিব হে রণে।
রাম ॥ আমার সুহৃদ সখা তুমি সুগ্রীব রাজ
আমার সাহায্য করা তোমারি তো কাজ।
সুগ্রীব ॥ বুঝিলাম সখে তুমি প্রিয়ম্বদ অতি।
রাম ॥ বুঝিলাম মিত্র প্রতি তব শুভমতি।
লক্ষ্মণ ॥ ও যে দেখি ধূলিজাল ছাইল আকাশে—
হনুমান ॥ পবন-নন্দনের দল আসিছে বাতাসে।
রাম ॥ সূর্য্যের প্রখর কর প্রভাবে এ কার
আচ্ছন্ন হইয়া গেল চৌদিক আঁধার।
গবাক্ষ ॥ সকলে এরা রামভক্ত হনুর পরিবার।
রাম ॥ শৈল বন সহ ধরা হইল কম্পিত—
হনুমান ॥ গবাক্ষের দল নড়ে সংখ্যা অগণিত।

(গীতবাদ্য ঃ তুড়িজুড়ির গীত)

আকাশ মেদিনী জুড়ি আসে কপিগণ
দুরন্ত বানর সৈন্য না হয় গণন।

শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি।
শত কোটি বৃন্দে এক অর্ব্বুদ গণন
শত কোটি অর্ব্বুদেতে খর্ব্ব নিরূপণ।
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব জানি
শত কোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ গণি।
শত কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খের গণন
শত কোটি মহাশঙ্খে পদ্ম নিরূপণ।
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি
শত কোটি মহাপদ্ম সাগর বাখানি।
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি
শত কোটি মহাসাগরে অসাগর অক্ষৌহিণী।
শত কোটি অসাগরে এক অপার
অপারের অধিক গণনা নাহি আর।

রাম ॥ কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম!
অপূর্ব্ব না মানি সূর্য্য হয় অন্ধকার
অপূর্ব্ব না মানি আমি সীতার উদ্ধার।
অপূর্ব্ব না গণি মেঘে না বরষে জল—
তোমারে অপূর্ব্ব মিত্র জানি হে কেবল।

(একে একে সেনাপতিগণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ ॥ আইল সুষেণ বৈদ্য রাজার শ্বশুর
তিন কোটি মকরধ্বজী সৈন্য প্রচুর।
ভল্লধারী মল্লপতি আইল জাম্বুবান
দুর্জ্জয় গিরি মহান্তকারী আইল হনুমান।
যুবরাজ অঙ্গদ সে বালীর কুমার—

রাম ॥ তোমরা সকলে সুগ্রীব সুহৃদ
তোমরা ছাড়া কে আমার করিবেক হিত।

অঙ্গদ ॥ সহস্র কোটি বানরে আইল শতাবলী
ইহার সৈন্য চলিলে গগনে লাগে ধূলি।

গবাক্ষ সরভ গয় গন্ধ-গোকুল
বানর পঞ্চাশ কোটি করিল প্রতুল ॥
অঞ্জনিয়া বড় ধূম ছোট ধূম্রাক্ষ
ত্রিশকোটি কপি লয়ে আইল নীলাক্ষ।
বানর সহস্রকোটি সহিত প্রমাথি।

(গীত)

আইল প্রমাথি সেনা মাতাইয়া ক্ষিতি
দশ প্রহরের পথ জুড়ি ইতি উতি।
সত্তরী যোজন বীর আড়ে পরিমাণ
সকলে করয়ে যাঁর শরীর বাখান।
প্রমাথি ॥ হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের সিং হিং রংগী
বানর সহস্র কোটি সহিত বিভঙ্গী।
বানর সত্তরী কোটি লইয়া কেশরী
ইহার বসতি স্থান সে মলয়া গিরি।
কেশরী ॥ পূর্ব্ব হইতে আইল বিনোদ সেনাপতি
বানর সহস্রকোটি ইহার সংহতি।

(গীতবাদ্য)

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে
অধীর মুরলী ধরি বাঁশিটা বাজাও হে।
বিনোদ ॥ ধূম্র আইচেন ইনি ছুম্রাক্ষর শালা
গগন জুড়িয়া ঠাট যথা মেঘমালা।
সম্পাতি বানর আই গৌরবরণ ধরে
দেখিলে বিপক্ষ যায় পলাইয়া ডরে।
ঝারা মোর অধিকারে বৈসে নিরন্তর
ঝারা অপ্রতিহত রণে যায় বাঁশি বাদ্যকর।
উপস্থিত কৈয়া দিলাম তোমার কারণ
বাসা পাই কোথা তাই করেন জ্ঞাপন।

(গীতবাদ্য)

যদি হয় বাসার সুসার
অনুগত হয়ে রই তোমার।
আগে খাদ্য পরে যুদ্ধ
রসদের লিখাও ফর্দ.
বাসার সুসারে আশার সুসার এবার।

সুগ্রীব ॥ যুথপতিগণ স্বেচ্ছামতে কর শিবির সংস্থাপন।

লক্ষ্মণ ॥ গিরি প্রস্রবণ আর বনের মাঝার
সৈন্যগণে স্থান দাও যথা ইচ্ছা যার।

রাম ॥ তোমাদের মধ্যে যারা সৈন্যতত্ত্ব জানে
তাদিগে নিয়োগ কর সৈন্য নির্ব্বাচনে।

সুগ্রীব ॥ মোদের ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে
সীতানাথ দিলেন কোন বনের বানরে।
যাবৎ না হইতেছে সীতা উদ্ধরণ
তাবৎ আমার নাই শয়ন ভোজন।
শুনহ বিনোদ সেনাপতি আজি শুভক্ষণে
পূর্ব্বাঞ্চলে যাও তুমি সীতা অন্বেষণে।
ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে মগের মুল্লুক
সেখানেতে কর সীতার সন্ধান সুলুক।
সে স্থানের লোকজন কনকচাঁপার বর্ণ
বিপুল কুলাখানার মতো ধরে দুই কর্ণ।
এক পায়ে চলে পথ বনেতে বিশেষ
কালা হেন মুখখান তাম্রবর্ণ কেশ।
বলিয়া মানুষ ব্যাঘ্র তাহাদের খ্যাতি
শ্বেত হস্তী পালে তারা খায় নাপ্পি ভাতি।
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ
পূর্ব্ব সাগরের তীরে করিহ প্রবেশ।
উদয়গিরির পূর্ব্বে নাই সূর্য্যোদয়
অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয়।

সে দেশ কখন নয় আমার গোচর
দেখিয়া উদয়গিরি ফিরিবে বানর।

বিনোদ ॥ যাইতে উদয়গিরি লাগে একমাস
দুমাসের বাড়া হইলে জেনো সর্ব্বনাশ।
সময়ের মধ্যে যে বানর না আইসে—
সবংশে মরিবে সে আপনার দোষে।

সুগ্রীব ॥ কেশরী পশ্চিম দিকে তুমি নিরন্তর
কর্ণাট দেখিবা আর ভ্রমিবা গুর্জ্জর।
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ
লোহিত পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ।
তার পূর্ব্বদিকে আছে লোহিত সাগর
রক্তবর্ণ বারি তার ত্রিযোজন প্রসর।
অগাধ সলিল তার রক্তবর্ণ নীর
চারিযুগ এক বৃক্ষ আছে তারি তীর।
সোনার শিমূল গাছে—সর্ব্ব গায় কাঁটা
সুবর্ণের ফল ফুল ধরে গোটা গোটা।
জল হতে রাক্ষসেরা চড়ে তার 'পরে
তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে।
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ
ফিরিয়া আসিবা তবে আপনার দেশ।

উত্তর ॥ দধিমুখ, তুমি তো বীর নহে অতি ক্ষুদ্র
উত্তরেতে পাবা তুমি উদধি সমুদ্র।
দক্ষিণে তাহার পাবে পর্ব্বত ধবল
দধিসম অতরল করকা শীতল।
অন্বেষণ কর তথা সীতা যদি পাও—
নচেৎ এই স্থানে ফিরে আসিবারে চাও।
ভীষণ শীতল সিন্ধু উত্তরে তাহার
বাড়বানল ধক্ ধক্ জ্বলে অনিবার;
ছয় মাস দিন সেথা রাত্রি ছয় মাস আর।

রাম ॥ একমাস মধ্যে যেই আসিয়া হেথায়
জানকীরে দেখিয়াছি কহিবে আমায়
রাবণের ঐশ্বর্য্য সে পাইয়া অতুল
সুখী হবে বিধিমতে নাহি তায় ভুল।
লক্ষ্মণ ॥ প্রাণাধিক তারে আমি করিব জ্ঞেয়ান
হলেও সে দোষী বন্ধু রহিবে সমান।
সুগ্রীব ॥ বীরগণ যেইরূপ হইল আদেশ
সেইরূপ সন্ধান কর সীতার বিশেষ।
রাম ॥ এই জীবলোকে কেহ তোমার সমান
তেজস্বী জন্মায় নাই বীর হনুমান।
তুমি একমাত্র বীর বীরের ভূষণ
এবে যাহে জানকীর হয় অন্বেষণ
তাহাই করহ চিন্তা হয়ে সুনিশ্চয়।
লক্ষ্মণ ॥ হনুমান হতে হবে কার্য্য সাধন
দেশ কাল ভাল জানে পবন-নন্দন,
রাজনীতি জানে শুধু মন্ত্রী জাম্বুবন।
জাম্বুবান ॥ হনুই সমর্থ বটে বুঝিনু এখন।
দক্ষিণে হনু যদি যান সীতার উদ্দেশে
কৃতকার্য্য হইবেন জেনেছি বিশেষে।
রাম ॥ জানকীর প্রত্যয়ের নিমিত্তে এখন
হনুরে করিনু এই অঙ্গুরী অর্পণ।
লক্ষ্মণ ॥ রামনাম লেখা আছে দেখ অঙ্গুরীতে—
সুগ্রীব ॥ চলে যাও রাম বলি সীতারে আনিতে।
রাম ॥ তোমারে যে আমি বীর করিনু প্রেরণ
এই অঙ্গুরীয়কটি তারি নিদর্শন।
জানিবেন সীতা ইহা দেখি অভিজ্ঞান
আনন্দিত হয়ে দিবেন তোমারে সম্মান।
সুগ্রীব ॥ তোমারি উপরে আমি করিনু নির্ভর
অঙ্গদ সেনাপতি হোন তব সহচর।

(গীতবাদ্য)

শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।
রাম কার্য্য কর ভাই অন্য কার্য্য পাছে
সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম রামনাম বিনা মিছে।
রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি
কর্ম্মসিন্ধু তরিবারে রামনাম তরী।

[প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ বিচিত্যতুদিশ পূর্ব্বাং যথোক্তাং শচিরৈঃ সহ।
অদৃষ্টাবিমতঃ সীতা মাজগাম মহাবলঃ ॥
দিশমপ্যুত্তরাং সর্ব্বং বিচিত্যস মহাকপি।
আগত সহ সৈন্যেন ভীত শতবলস্তদা ॥
সুষেণ পশ্চিমাসাং বিচিত্য সহ বানরৈঃ।
সমেত্যমাসে পূর্ণেষু সুগ্রীবমুপচক্রমে ॥

তুড়িজুড়ি ॥ তিন দিকে বিফল হইল অন্বেষণ
দক্ষিণ দিকের কথা শুনহ এখন।
দক্ষিণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াস
বিন্ধ্যগিরি অন্বেষণে গেল এক মাস।
মাসের অধিক হইলে লাগে ডর
জীবনের আশা ছাড়ে সকল বানর।
বিষম দুর্গম বন নাহিক উদ্দেশ
তাহাতে বানর সৈন্য করিল প্রবেশ।

দোহার ॥ হনুমানাদি প্রবঙ্গগণ
গন্ধমাদন মৈন্দ জাম্বুবন
পিপাসার্ত্ত অঙ্গদাদি কপিগণ
ঋক্ষবিল নামে সুদুর্গম
দানব রক্ষিত বিপদ্বারে করিল গমন।
আর্ত্ত পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে চায়
ক্রৌঞ্চ হংস সারসাদি দেখিবারে পায়;

সলিলাক্ত দেহে সবে উড়ি যায়
দেখি দলে দলে বানরগণ।

(বিনতের গীত)

ওরে ভাই কোথাও নাই কিছুর উদ্দেশ
এসে পড়লেম এ কেমন দেশ!

সুষেণ॥ জলশূন্য ওষধি লতাপাতা শূন্য
অভিশপ্ত রক্তবর্ণ শুষ্ক বিশুষ্ক মহাদেশ।

বিনত॥ ওহে মহাদেশ নয়, মহা নিরুদ্দেশ!

মর্কট॥ কোথায় গেলেন অঙ্গদ যুবরাই—

বিনত॥ তিনি আর নাই, কর্ম্ম শেষ—
চল সরি যে যার দেশ।

সুষেণ॥ দক্ষিণ দেশ নয় দক্ষিণ দুয়ার
দেখা যাচ্ছে বেশ!

(বিনতের গীত)

কোথা বা জল কোথা স্থল
একাকার দেখছি সকল।
কোথা বা খাল কোথা বা বিল
উড়ছে দেখি শকুন চিল।
জল বিনা ভাই কলকারখানা হল যে বিকল
বন্ধ হল বুঝিবা এবার সব চলাচল।
তাওয়ায় ভাজা হচ্ছে খই কোথা দই কোথা দম্বল?
রাম কাজে ফুরাইল যে পথের মাঝে রসদ সম্বল॥

(লাঙ্গল ঘাড়ে বনমানুষের প্রবেশ)

বনমানুষ॥ তোমরা তো দেখিতেছি নিতান্ত বানর
কি বলিয়া এ স্থলেতে হলে অগ্রসর?
কোনো জীবজন্তুর হেথা না আছে সঞ্চার
পঙ্গপাল যা কিছু সব করেছে আহার।

ঢুকিলে এখানে কারো নাহিক নিস্তার
আমি বনে আহার জোটাই সাহায্যে সীতার।
পুরাই পেটের গহ্বর ছমাস অন্তর—

বিনত ॥ এটা কি বলে বোঝাই যায় না সাপের মন্তর।

সুষেণ ॥ একবার শুনেছি বলেছে বানর—

বিনত ॥ নিশ্চয় এটা রাবণের চর।

জাম্বুবান ॥ সীতা বলেছে একবার শুনিয়াছে কর্ণ—

বিনত ॥ ছয়মাস অন্তর খায়, নিশ্চয় কুম্ভকর্ণ।

বনমানুষ ॥ ওহে বানরগণ আর কেন সর ?

বিনত ॥ দানব না মানব দেখিতে বেতর
অন্তর শানায় যে খরতর।

বনমানুষ ॥ ইস্ বিশ ধানের শীষ্ [লাঙ্গল ঘর্ষণ
মাটি কাটি দশ বিশ,
পঁচিশ আড়ি খড়,
তারপর সীতা ঘাড়ে
লাঙ্গলার পারে গমন।

(লাঙ্গলার গীত)

মাটি মাটি মাটি মাটির মানুষ মাটি
কোপাই কালো মাটি।
কপাল আলো করা তিলকমাটি
সিঁদুরমাটি দুখতাপহরা গঙ্গামাটি।
ফল-ধরানো ফুল-ফোটানো জন্মভূমির নরম মাটি,
মাটির ঘরের বাস্তুমাটি ;
নদী চরের বেলেমাটি,
যার উপরে ক্ষেত লাগাই ফসল কাটি।
ধান তুলে ঘরে মৃদং বাজাই
ফুলিয়ে ছাতি মারি চাঁটি।

সুষেণ ॥ তুমি আগাও আমরা আছি—

মর্কট ॥ এই নাও ধর কাছি।

বিনত ॥ কি বল, লড়তে আইচি না ষাঁড় বাঁধতে আইছি ?
ধর ধর যুদ্ধবাদ্য লড়াই লাগাইছি।

(তুড়িজুড়ির গীত)

লগড় ঝগড় লাগ্ ঝমা ঝম
আর কোথা যাস্ লঙ্কার রাবণ
আয় আয় আয় আয় আয়—

দোহার ॥ বিনত রায় সমরে আগায়
রুষিয়া হাঁকে আয় আয় আয় আয় আয়।
কোঁচা সামলায় কাছা সামলায়
আগায় পিছায় পিছায় আগায়।

তুড়িজুড়ি ॥ কোপ করি বিনত হুপ্ হাপ্ করে
ঝোপ বুঝি ঝুপ্ করি পড়ে গিয়া ঘাড়ে।

দোহার ॥ লাঙ্গলে লাঙ্গুলে লাগে হুড়াহুড়ি
হুড়াহুড়ি এড়িয়া উভয়ে জড়াজড়ি।
কেহ কারে নাহি জিনে দুজনে সোসর
ক্ষণে হেঁটে বিনত সে ক্ষণেক উপর,
আঁচড়ে কামড়ে চাপড়ে থাপ্পড়ে
দুজনা জর্জ্জর।

বনমানুষ ॥ আস বানরগুটি খাইবা মুখুটি
লাঙ্গড় মারিয়া ভাঙ্গিব মুখটি।

বিনত ॥ ঘটিচোর, বার কর ঘটি।

সকলে ॥ আমরা সকলে করি সীতা অন্বেষণ—

বিনত ॥ সীতা ঘাড়ে করবা তুমি ঘরেতে গমন
বটিরে বটি !
বিনত রায় মুই, ঠগায়ে যাইবা লুটি তুই ?
লাগাও চাপটি সবাই জুটি।

বনমানুষ ॥ মাড়িয়া দঙ্গড় ঝাড়িবা যাঃ খাইলা মুখুটি—
গঙ্গালাভ করগা বানরগুটি।

[বিনতের পতন

বিনত ॥ মেরেছে বজ্রমুঠি, গেলাম বাপ্!
সুষেণ ॥ রক্ত উঠে চাপ্ চাপ্—
বিনত ॥ বত্রিশ পাটি ভেঙ্গে সার।

(বনমানুষের নৃত্যগীত দাপট)

বনমানুষ ॥ ঠাকুর কুনাই মো লাঙ্গড় চালাই মো
ধানবীজ ছড়াই মো
ফসড় ফড়াই মো।
বিনত ॥ করে যে আবার গোঁ গোঁ
মেরেছে বজ্রমুকুটি, বাপ্ গেলাম বাপ্!
সুষেণ ॥ চল পলাই দিয়ে লাফ।
বিনত ॥ শক্তি নাই গায়ে বাপ্।
আলিঙ্গনের চোটে গামছা নেংড়ে
করেছে, ধরেছে হাপ্।
[বিনতের মূর্চ্ছা : বনমানুষের প্রস্থান
সুষেণ ॥ সেতাবি গোলাপ জল আনিয়া ছেটাও
বেদ মুষ্ক লয়ে কেহ নাকেতে শুঁকাও।
মন্ত্র পড়ি ঝাড়ফুঁক দেহ আসি গায়
মাদুলি আনিয়া বান্ধ বাজুর তলায়।
মাথা হইতে পাঁও তক ধোলাইয়া দেহ—
বিনত ॥ এমন বিপদে আর পড়ে নাই কেহ।

(গীত)

মোর কপালের দোষবশে অপযশ হইল যশে
যাব এখন ফকির হইয়া—
ফকিরি কপালে লেখা, ভাগ্যে থাকে হবে দেখা,
বিধি যদি আনে ফেরাইয়া।
নহে দেখা এই শেষ, আর না ফিরিব দেশ
দোষগুণ মাফ করো ভাই তোমরা দশে।

মর্কট ॥ গতস্য শোচনা নাস্তি
কাঁপচেন যে, ভয় খেয়েছেন জাস্তি
নাকি, মার খেয়েছেন জাস্তি ?
বিনত ॥ আরে কাঁপচি কোথায়, কাঁপায় যে—
কম্বল ছিঁড়েছে শীত পাচ্ছি।
মর্কট ॥ একটু নাচগান করেন শরীরটা গরম রাখতি।

(গীত)

কাজ কি আমার নাচগান
এখন রইলে হয় ধড়ে প্রাণ।
বেঁচে যাক বাংলার পাট
চির্ভটি আর ভাটিখানার মাঠ।
রাম রাম ভাই গানে কাজ নাই
ফল জল পেলে বাঁচে জান।

(অঙ্গদ ও বনমানুষের প্রবেশ)

বনমানুষ ॥ কি মনেনমনর্থ প্রচলেনেন
ভাল মানুষে নিয়ে বাপু টানাটানি কেন ?
অঙ্গদ ॥ আপ্যায়িতোহম ভবতাবচনামৃতেন মনেন।
কোন কুল উজল করিয়াছ তুমি—
বনমানুষ ॥ লঙ্কার রাবণ নয় বনমানুষ আমি।

(গীত)

লঙ্কার রাবণ নই বনের মানব
করিয়া মায়াতে বশ রাখিল দানব।
ময়দানবের ভৃত্য কুটুম্ব মানবের
বানরের হাতে শাস্তি পাইলাম ঢের।
অঙ্গদ ॥ তাইতো আহা—
বনমানুষ ॥ আরে যা যা !

[প্রস্থান

অঙ্গদ ॥ যঃ পলায়িত স জীবতি, হাঃ হাঃ একি ভায়া !

সুষেণ ॥ কোথা বনমনুষ্য লঙ্কেশ্বর বা কোথা ?
রায়মশায় লড়ালড়ি করিলেন বৃথা !

বিনত ॥ ছুঁচা মারি গায়ে গন্ধ হইল বিফল
গা ধুয়ে বাঁচি ভাই, কোথা পাই জল ?

অঙ্গদ ॥ কোথা সীতা কোথা জল কোথা মধুফল ?

(গীত)

জাম্বুবান ॥ হরি হে ক্ষুধায় পরাণ যায় মরি
পেয়াস যাতনা সহে না সহে না
খেতে দ্যাও পিতে দ্যাও পায় ধরি—
নয়তো এসে দ্যাও গলায় ছুরি ।
অঙ্গদ অবশ করিয়ে উপস
যায় দিবস আসে বিভাবরী ।

অঙ্গদ ॥ কোনো দিকে ফল জল নাহিক প্রচার
জীবজন্তুর হেথা নাহিক সঞ্চার ।

জাম্বুবান ॥ এখানে কেমনে পাবে সীতার উদ্দেশ
পিপাসায় প্রাণ যায় ফিরি চল দেশ ।

অঙ্গদ ॥ আইলাম জানকীর জানিতে বিশেষ
হইল মাসেক গত কেমনে ফিরিব দেশ ?
পিতৃব্য ধরিয়া করবে নাকালের একশেষ ।

বিনত ॥ মরতে সীতার সন্ধানে কেন গেলেম আতি
বনজঙ্গল উলটিয়া করি পাতি পাতি
বনমনুষ্য সাতে লড়ে ভাঙ্গলো দাঁতের পাটি ।

জাম্বুবান ॥ সন্ঝা কালের ধূপ বড় তেজস্কর
পেয়াসের জোরে মোর গায়ে এল জ্বর ।

বিনত ॥ এপারে বন ওপারে মাঠ রয়েছে স্নশান্
পাখি গাছে বসে আছে নাহি গায় গান ।
ধূপের তাপ সে নাহি মেলা যায় আঁখি
সরষে ফুল দেখিতেছি চক্ষে থাকি থাকি ।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান ॥ কি করবে মন মিথ্যে ভাবনা
চিত্তের ভ্রমে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করো না।
করো রে স্মরণ শ্রীরামের শ্রীচরণ
অন্বেষণ সফল হবে সিদ্ধ হবে কামনা।
জল নাহি শব্দ শুনি কিসের কারণ
দেখ দেখি বিলের মধ্যে সব কপিগণ।

জাম্বুবান ॥ দেখিতেছি বটে একটা সুড়ঙ্গের দ্বার
চন্দ্র সূর্য্য দীপ্তি নাহি ঘোর অন্ধকার।

বিনত ॥ যাইব ইহার মধ্যে নামিয়া কেমনে
অন্ধকারে জলশব্দ ভয় লাগে মনে।

অঙ্গদ ॥ যে হকু সে হকু সাহসে করি ভর
সকল বানর চল সুড়ঙ্গ ভিতর।

জাম্বুবান ॥ দেখিতে না পাই কিছু, যাইব কেমনে?

বিনত ॥ ফিরে চল, থাকি সবে গিয়া বৃন্দাবনে।

অঙ্গদ ॥ দৈবে হয় হউক সবার মরণ
বুঝিব শব্দের অর্থ জানিব কারণ।

হনুমান ॥ রাম বলি চল সবে যা হবার হবে—
দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথ ফিরে যাবো তবে।

বিনত ॥ লেজে লেজে বান্ধি চল সকল বানর।

হনুমান ॥ যুক্তি করিতে সময় গেল যে বিস্তর।
পিপাসায় সকলের গলা হইল কাট
জয় রাম বলি ধর অন্ধকার বাট।

(সকলের গীত)

শীতল শীতল বইতে আছে
কুলকুলানি শব্দ আসে
অকূল কূলে ডাকতে আছে
শিল শিলাতি শিলাতি শিলা।

ঝিম ঝিমাতি ঝিমাতি ঝিমা—
পিপাসার পানি কুলকুলানি
পাষাণ ফাটি ঐ যে পাশে
রাতির মাঝে ঝিম ঝিমাটি
নাচতে আছে—।

(হনুমানের গীত)

জলপাখি করে কোলাহল, জয় রাম দিয়ে চল।
জল বলে ছলছল, ফল আছে কোথাও গাছে,
গুঞ্জরে ভ্রমরদল অন্ধকারে।
বাহারে বাহারে পাই ফুলফলের পরিমল
সরোবরে স্বর্ণকমল শীতল জলে ফুটে আছে।
সকলে ॥ চল জয় রাম দিয়ে গুহার মাঝে
জয় রাম কও, আরামে নেমে যাও,
জলচর পাখি বলে জল আছে ফলও আছে।
শোনো কোলাহল, বল জয় রাম জয় রাম বল,
ঝরণা বনে জল আছে বিস্তর।
উধাও বাতাসে কোথাও যেন কে কইতে আছে
জয় রাম কও জয় রাম কও
পিপাসা মেটাতে জল আসে। [সকলের প্রস্থান

(স্বয়ংপ্রভা অপ্সরার গীত)

সুমধুর ফল সুশীতল জল
ক্ষুধাতুর পিপাসুর ফল জল
আছে প্রচুর প্রচুর—
দূর পথের সম্বল
শ্রান্তিহরণ ক্লান্তিহরণ
রামনাম বল রামনাম বল।
মূল গায়েন ॥ স্বস্তিবোস্তু গমিষ্যামি ভবনং বার্ণষভাঃ
ইত্যুক্ত্বা তদ্বিলং শ্রীমৎ প্রবিবেশ স্বয়ম্প্রভাঃ।

ততঃ স্তে দদৃশুর্দ্যোরং সাগরং বরুণালয়ং
অপারমভি গর্জ্জন্তং ঘোরৈরূর্ম্মিভি ব্যাকুলং ॥

তুড়িজুড়ি ॥ বিল হতে বাহিরিয়া বানর নিকর—
অদূরে দেখিল গর্জ্জে ভীষণ সাগর।
সূর্য্যকিরণে ভাতিছে সদাই
বিশাল সাগর তার একূল ওকূল নাই।
উর্ম্মিমালা উঠে পড়ে তাহে নিরন্তর
তাহা দেখি কপিগণ শঙ্কিত অন্তর।

মূল গায়েন ॥ ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান্ বলী।
শত যোজন বিস্তীর্ণং পুপ্লুবে নবনার্ণবম্ ॥

তুড়িজুড়ি ॥ শতেক যোজন সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন
লম্ব গিরি 'পরে হনু করেন পদার্পণ।
তখন পাদপগণ সে বীরের শিরে
পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভিল শাখা নাড়ি ধীরে।
হনুমান কুসুমদামে আচ্ছন্ন হইয়া
ফুলময় দেহে যেন দাণ্ডায়ে রহিলা।
উত্তরি লম্ব গিরি 'পরে পবন-নন্দন
এদিক ওদিক ফিরি করেন দর্শন।

দোহার ॥ আরে সাগরের তীরে লম্ব মহীধর
রমণীয় তার তিনটা শিখর—
গুবাক নারিকেল আদি তরুদল
সারি সারি শোভে তথা দেখে মহাবল।
বলবান হনুমান গিরিপথ ধরি
চলিলেন লঙ্কাপানে রামনাম স্মরি।

তুড়িজুড়ি ॥ হনুর শরীর জলদ সঙ্কাশ
থল নিরোধিয়া আছয়ে আকাশ।
উড়ে লোমরাজি লাগিয়া বাতাস
অটল অন্তর যান কপিবর
লঙ্কাপুরী পানে ছাড়িয়া নিশ্বাস।

(হনুমানের প্রবেশ ঃ তুড়িজুড়ির গীত)

জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলপতি
কৃপামৃত পারাবার অগতির গতি।
তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয়
তবে পিপীলিকা মেরু তুলিতে পারয়।
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন
পঙ্গু পারে পারাবারে করিতে লঙ্ঘন।
এই ত সাহসে আমি হেন গাঢ় কাজ
করিবারে সাহস করিয়াছি, রঘুরাজ।
যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে
দোষী হবে তব ভক্ত কল্পতরু নামে।
অতএব তব পদে করি নিবেদন
কর মোর প্রতি কটাক্ষ অর্পণ।

হনুমান॥ চারিদিকে লঙ্কাপুরী বেষ্টিত সাগর
দেবতার গতি নাই লঙ্কার ভিতর
রাবণের প্রতাপ দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরে
বানর কটক এলে কী করিতে পারে ?
এস্থানে আসিতে পারে হেন শক্তি কার—
চারিজন বিনা হেথা কে আসিবে আর।
সুগ্রীব আসিতে পারে বীর অবতার,
অঙ্গদ যুবরাজ আসিতে পারে, আর
আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি,
আমিও আসিতে পারি অব্যাহত গতি।
যেই কার্য্যে আসিয়াছি সীতা দেখি আগে
শেষেতে করিব কার্য্য যে স্থানে যা লাগে।
সীতারে দেখিতে যদি হয় জানাজানি,
হয় হউক তাহাতে করিব হানাহানি।

(লঙ্কিণীর প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

লঙ্কিণী ॥ রাহুকেতু সূর্য্যকেতু চন্দ্রকেতু জয়কেতু ভীমকেতু
যমকেতু কালকেতু উগ্রকেতু রুদ্রকেতু
ধূমকেতু ধূমধূমি
হিঃই হিই হিঃই হিহি—
হুঁস্যার খবরদার সোনা রায় রূপা রায়—
তামাই নোহাই কাঁসা পিতলাই জমাদার
শহরপনা চৌধার
সাতগড় চারি সাত আঠাইশ দ্বার
হরকরা পহরা চার পহরা রাহুকেতু
কে তুঁরে ? কে তু ?

হনুমান ॥ সিন্দূর কপাল ভরা করতলে ঝলে খাঁড়া
রাঙা খাড়ু রাঙা শাঁখা গলে দোলে জবামালা।
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ দেখিতে ভীষণা
লোল জিহ্বা ঘোর ভাটা বিকটদশনা
উগ্রচণ্ডা ভয়ঙ্করী, কে তুমি মা ?

লঙ্কিণী ॥ কে তোর মা ওতে ভুলি না,
লঙ্কিণী আমি স্বয়ং লঙ্কা অঙ্গনা না।
রে পবনসুত লজ্ঘিলা গড় অতল সাগর
একি অদ্ভুত তু কাহার দূত—
সংহারিলা সিংহদ্বারে সিংহিকারে
কিসের কারণ—মনে নাই শঙ্কা।

(পদ আবৃত্তি)

জানিস নাহি মর্ম্মশঠ মোরা—
মোর আহার লঙ্কা কর চোরা।
লঙ্কাপুরের লক্ষ্মী আমি লঙ্কী নাম ধরি,
আদরের নাম লঙ্কিণী বেড়াই চোর ধরি।

সৃজিলেন যে কালে ব্রহ্মা স্বর্ণ লঙ্কাপুরী
সে কাল হতে লঙ্কা ক্ষেতে আছি প্রহরী।

হনুমান ॥ পূর্ব্বেতে জানি নাই মাসী তুমি আছ হেথা,
ভাল হইল দেখা হইল, চল সীতা যেথা।
তোমারে দেখিয়া মাসী লাগিয়াছে ডর
দোর খোল যাব মাসী লঙ্কার ভিতর।

লঙ্কিণী ॥ আরে কে তোর মাসী—কে তোর মেসো?

হনুমান ॥ মূলাদাঁতী লঙ্কিণী ঝাল খাওয়াই এসো।

লঙ্কিণী ॥ রুষ্ট বাক্যে তুষ্ট হলাম।

হনুমান ॥ শিষ্ট ছিলাম দুষ্ট হলাম।

লঙ্কিণী ॥ শিষ্টাচার থাক থাক মিষ্টি—

হনুমান ॥ মুষ্টামুষ্টি করি এসো।

(উভয়ে মুষ্টিযুদ্ধ ও নৃত্যগীত)

উগ্র মুষ্টি বজ্র মুষ্টি চানুর মুষ্টি আঙ্গুড় মুষ্টি
কচি মুষ্টি কেশি মুষ্টি মুদ্গর মুষ্টি মুষল মুষ্টি
শিল মুষ্টি কিল মুষ্টি
কিলাকিলির শিলাবৃষ্টি
মুষ্ট্যাঘাতে নিপাত মুষ্টি
মুষ্ট্যাঘাত বামহাত পপাত ধরণী পৃষ্ঠি।

[উভয়ের পতন

হনুমান ॥ মুষ্টি খেয়ে তুষ্টিলাভ করিলাম অঙ্গে—

লঙ্কিণী ॥ ফুলচন্দন পড়ুক মুখে, ভাব তোমার সঙ্গে।

(উভয়ে গীত)

লঙ্কিণী ॥ কোথা হইতে আইলা তুমি কোথা যাইতে চাও
না কহিলে নামধাম ছাড়ান না পাও।

হনুমান ॥ এসেছি মশক-চাপি শুশুকের পিঠে
অশোকবনে যেতে চাই ছিঁড়ে খেতে সীতে।

(লঙ্কিণীর গীত)

এতো নয় এতো নয় মশকের বেশ
বিড়ালতপস্বী যেন এসেছ এ দেশ।
রাতে চক্ষু জলছে জানি চন্দ্রসূর্য্য জোড়া
লেজ দেখা যায় মোটাসোটা গাটা লোমে পোরা।
ঘোর সন্ধ্যায় সন্দ জাগায় চোর চক্রেশ।

হনুমান॥ চোর নই, চরপাখি বালির রাজ্যে ঘর
হাওয়া ভরে উড়ে এলাম ডিঙায়ে সাগর।
হনুমান বলি নাম রামের কিঙ্কর,
সুগ্রীবের পাত্র আমি, পবন-কোঙর।
সীতা অন্বেষণে আইলাম লঙ্কাপুরী,
শ্রীরামের দূত যেঁই তেঁই সিন্ধু তরি।

(হনুমানের গীত)

ও মা বিস্মৃত হইলে বিশ্বনাথের ঘরণী
বিশ্বরূপা বিশ্বমাতা বিশ্বের জননী।
তোমারে দেখিয়া আমি পাইলাম ডর
কী কারণে আছ মাতা লঙ্কার ভিতর।

(লঙ্কিণীর গীত)

মাভৈঃ মাভৈঃ বেটা যাও লঙ্কাধামে
শূন্যে রও কথা কও জানকীর সনে।
ত্রিজটা দেখিবে আজ রাতে কুস্বপন
রাবণের হাতে হবে কঠিন বন্ধন।
কীর্ত্তি রেখে যাবে করি লঙ্কাটি দহন
মাভৈঃ মাভৈঃ যাও বেটা অশোক-কানন।
ভাণ্ডাও গিয়া ছদ্মবেশে দুর্জ্জয় শত্রুগণ
যেমতে না চিনে তোরে রাজা দশানন।

হনুমান ॥ কেমনে খুঁজে যাবো কনক লঙ্কাপুরী,
কেমনে চিনিব আমি রামের সুন্দরী।
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি
কেমনে চিনিয়া লবো সীতা চন্দ্রমুখী?

লক্ষ্মিণী ॥ হাস্য পরিহাস যথা বচন চাতুরী
সেখানে না থাকিবেন জানকী সুন্দরী।
সর্ব্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু মলিনবসনা
সেই সে রামের সীতা দেখে যাবে জানা।
সীতারে রাখিল দুষ্ট অশোক-কাননে
সীতারে বেড়িয়া আছে যত চেড়ীগণে।
শূর্পণখা সদা বলে নিষ্ঠুর বচন,
গলে নখ দিয়া চায় বধিতে জীবন।
লক্ষ্মণ দেবর তার কাটে নাক কান
সেই কোপে চায় সীতার বধিতে পরাণ।
খাঁদা মুখে গর্জ্জে খাঁদী সভয় অন্তরে
রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে।
সশোকা আছেন সীতা অশোক-কাননে
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে।

হনুমান ॥ লঙ্কামধ্যে রহিলেন সীতা দশমাস
এতদিন কেমনে থাকেন উপবাস?

লক্ষ্মিণী ॥ জানকী মরিলে সিদ্ধ নহে কোনো কাজ
পরমান্ন সুধা তাই দিলেন দেবরাজ।
প্রতিদিন যোগান তিনি আনি সুধা ফল
সে কারণে জানকী নহেন বিকল।
অগ্রে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে
আপনি ভক্ষণ করেন তাহা অবশেষে।

হনুমান ॥ পায়স ভক্ষণে তৃপ্তি কি হবে তাঁহার
রামের বিরহানল অন্তরে যাহার।

লক্ষ্মিণী ॥ বাহিরে জানকী আছেন পূর্ব্ব কলেবর
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর।

হনুমান ॥ লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক-কাননে
বনে রাম রহিলেন শূন্য নিকেতনে।
এই লাগি মনে মোর বড় অভিমান
রাবণে করিয়া যাবো কিছু শিক্ষাদান।

(গীত)

শিক্ষা দিব শিক্ষা দিব রাবণ পামরে
লইয়া রামের সীতা দিব রাম করে।
রাম সীতা উভয়েতে করাই মিলন
দেখে নিব কেমন লঙ্কা, কেমন রাবণ
কত শক্তি ধরে।

লঙ্কিণী ॥ কোলাহল না করিও লোক জানাইতে,
মনে যাহা আছে তাহা রাখি দাও চিতে ;
যদ্যপি জানয়ে দুষ্ট নিশাচরগণ
করিবে রামের কার্য্যে বিঘ্ন আচরণ।
শুন গোপ্য কথা হয়ে সাবধান মতি
রাবণের দৃষ্টি জেনো খরতর অতি।
সংক্ষেপ করিয়া দেহ বিশেষ প্রকারে
যাও বীর শ্রীরামের মহা উপকারে।
যাহ তুমি প্রবেশ কর লঙ্কার মাঝ
সীতারে ভেটিয়া গিয়া তোষ রঘুরাজ।

হনুমান ॥ বসু রুদ্র বায়ু অগ্নি দেবতা নিকরে
নমস্কার করি যাই লঙ্কার ভিতরে।

লঙ্কিণী ॥ লঙ্কাগত হলে তুমি পবন-নন্দন
লঙ্কা ছাড়ি যাই আমি কৈলাস-ভবন।
ব্রহ্মা অগ্নি বায়ু ইন্দ্র শশাঙ্ক বরুণ
সূর্য্যাদি রামের কার্য্য সফল করুন।
ভূতগণ প্রজাপতি আর আর যত
অনির্দ্দিষ্ট দেবতা আছেন বিশেষতঃ।
সকলেই কার্য্য তব করুন সফল—

হনুমান ॥ তাঁদের প্রসাদ শুধু আমার সম্বল।

[প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ অদ্বারেন মহাবীর্য্যো প্রাকারম বপুপ্লুবে
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জর।

তুড়িজুড়ি ॥ অস্ত গেল ভানুমণি বেলা অবসান
লঙ্কাগড়ে প্রবেশ করে বীর হনুমান।
হনুমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে
নেউল প্রমাণ হয়ে ফিরে ঘরে ঘরে।

দোহার ॥ আরে অচিন্ত্যপূর্ব্বা অদ্ভুতকায়া
মহার্হ জাম্বুনদ জাল তোরনা
ভীষণদর্শন রক্ষগণ সুরক্ষিতা
রাবণবাহু-পালিতা স্বর্ণলঙ্কা।
আকাশ পথে যান পবন-সুত হনুমান
রাবণ সহিতে লঙ্কা দহিতে
যেন আগোয়ান
শ্রীরামচন্দ্রে অগ্নিবাণ।
পবনগতি যান মারুতি
উল্লঙ্ঘিয়া সরিৎপতি
সন্ধ্যারাগে রক্তমুখ উল্কা সমান
যোজনের পর যোজন পারান।

তুড়িজুড়ি ॥ সীতারে প্রদান করি রামের অভিজ্ঞান;
সীতাদত্ত শিরোমণি লন হনুমান।
মেলানি মাগিয়া হনু দেশেতে চলিল
মনে মনে সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিল।
অজানিত আইলাম যাবো অজানিতে
ভয় না লাগালাম কিছু রাবণের চিতে।
রামের কিঙ্কর যাবো সাগরের পার,
রাবণে দেখানো চাই কিছু চমৎকার।
ভাবে আর যায় বীর পবন-নন্দন
ভাঙিবারে রাবণের সাধের আম্রবন।

নেউল প্রমাণ হয়ে বৃক্ষ ডালে চড়ি
ঝাঁপান হনুমান ডালে ডালে পড়ি।
ফলমূল খায় বীর আর ছিঁড়ে পাতা
উপাড়িয়া ফেলে গাছ আর বৃক্ষলতা।

দোহার ॥ ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি
আতঙ্কে রাক্ষসগণ উঠে নড়বড়ি।
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ গোচর—
আসিয়াছে কোথাকার একটি বানর,
রসালের বন ভাঙ্গে ছিঁড়ে খায় ফল।
যে সীতার প্রতি তুমি সঁপিয়াছ মন
হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ।
বুঝিতে নারিনু নর-বানরের কথা
সীতা নাড়ে হাত বানরে নাড়ে মাথা।
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে রাবণ-নন্দন
হনুমানে ব্রহ্মফাঁসে করিল বন্ধন।
রাক্ষসেরা অগ্নি দিয়া লাঙ্গুলে তাহার
ছাড়ি দিল ঢেলে তৈল রাজপথের মাঝার;
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ।

(বিনত জাম্বুবান অঙ্গদাদির প্রবেশ)

অঙ্গদ ॥ সুভীষণ শব্দে যেন সূর্য্যের সহিত
আকাশ খসিয়া পড়ে হইয়া ঘূর্ণিত।

জাম্বুবান ॥ যুবরাজ কর অবধান, সুনিশ্চয় হনু আজ
সাধিয়া দুরূহ কাজ
ফিরিছেন দিয়ে জয় রাম।

বিনত ॥ হনু কোথা, শোনো মেঘ গর্জ্জিছে ও পারে
দেখতে যেন হনুমান লেজ গোটা নাড়ে।
সূর্য্যের প্রভাটা দেখ মেঘের ডগায়
ঠিক যেন আগুনের মশাল জ্বালায়।



রাক্ষসদের হাতে বন্দী বীর হনুমান



স্বর্ণলঙ্কার চূড়া কটা মেঘটার গায়
সারি সারি দেখ যেন চুল্লি ধরায়।

গবাক্ষ ॥ শিলা ঝরায় মেঘ দেখ সূর্য্যরশ্মি লেগে
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন জলে পড়ে বেগে।

বিনত ॥ বাড়বানল আসছে তেড়ে ওই দেখ বাপ্
তীর ছাড়ি গিরিশৃঙ্গে মারো সবে লাফ্।
বাসুকী ছেড়েছে জলে বিষের আগুন
বাতাস নিশ্বাস ফেলে খুন বর্ণ নুন।

(মর্কটগণের গীত)

খুন খুনিয়া নুন নুনিয়া বইচে বাতাস।
কনকনিয়া সনসনিয়া কুনকুনিয়া।
চাম উঠে চিনচিনিয়া, ঘাম ছোটে ছুনছুনিয়া,
চুনচুনিয়া প্রাণটা যায় যেন চুঁইয়া।
পাইছে যেন পুঁটি-কুঁইয়া তরাস্
তুলধুনিয়া চলছে আকাশ।

জাম্বুবান ॥ গভীর গর্জ্জন করি আসিতেছে চলে
কী এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আকাশের কোলে।

অঙ্গদ ॥ আকাশ দহিয়া যেন ঘোর হুতাশন
দক্ষিণ হতে উত্তরেতে করে আগমন।
নিপতিত হইল গিরিশৃঙ্গের উপর।

বিনত ॥ নিশ্চয় হবেক কোন রাবণের চর।

গবাক্ষ ॥ বিস্তীর্ণ সাগর গোষ্পদ সমান
উত্তীর্ণ হইয়া এ কে হল আগোয়ান।

(হনুমানের প্রবেশ : বানরগণের গীত)

আমরা তৃণ তোমরা কাষ্ঠ তুমি হুতাশন
ভয়ে কাঠ ওহে ঘাট মানি দশানন।
তুমি ত্রিলোকের নাথ রাজা লঙ্কেশ্বর
আমরা ছার কিষ্কিন্ধ্যার মূর্খ বানর।

	আমরা তো সামান্য অতি নিতান্ত দুর্ব্বল
	তুমি স্বর্ণলঙ্কাপতি নিজে আখণ্ডল।
	ধর্ম্মদর্শী তুমি রাজা কার্য্যাকার্য্য বোধ
	আছে তব, তাই বলি পরিহর ক্রোধ।
	শ্রীরামের কেহ আমরা নহিক কখন
	কপি হই সত্য কই প্রভু দশানন।
হনুমান ॥	মনুষ্য জাতীয় সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণ
	তাঁদের কি নাহি চিন তোমরা কপিগণ ?
	বানর হইয়া যেই মিথ্যা কথা কয়
	বধিলে সে পাপিষ্ঠেরে পাপ নাহি হয়।
	যেখানে নর সেখানে বানর ভাবে জানা যায়
	নহ তো কি কাজে বল আইলি হেথায়।
বিনত ॥	দেখ বীর বানরগণ অন্যের প্রেরিত
	লইয়া অন্যের কথা হেথা উপনীত।
	যেই জন কপিগণে করিল নিয়োগ
	তাহারি উচিত হয় এর দণ্ড ভোগ।
জাম্বুবান ॥	বানর জাতি পরাধীন কাজেই ইহারে
	সুসঙ্গত নয় রাজা বধ করিবারে।
বিনত ॥	ইন্দ্র আদি দেবগণে বরঞ্চ নির্ম্মূল
	কর তুমি, তাহে হবে পৌরুষ প্রতুল।
গবাক্ষ ॥	আগে যদি দেখিতাম এ মূর্ত্তি তোমার
	তবে কি লঙ্কার দিকে হই আগুসার।
হনুমান ॥	দূতের কাজে পাঠান রাম পবন-নন্দনে
	চেন কি তাহারে কেহ মহা কপিগণে ?
বিনত ॥	হনুমান নাম তার অতি বড় খল,
হনুমান ॥	অনিষ্ট করিয়াছে বহু প্রকাশিয়া বল।
	ধরেছি তাহার দণ্ড কিবা করা যায়
বিনত ॥	বল দেখি কপিগণ বিচারি আমায়।
	তব বশীভূত ভৃত্য সবে কপিগণ
	তোমার মঙ্গল চিন্তা করি অনুক্ষণ।

অঙ্গদ ॥ দূতে বধ মহাপাপ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ,
রাজার পক্ষে ইহা কভু না হবে সঙ্গত।
জাম্বুবান ॥ দূতে প্রাণদণ্ড দেওয়া আমরা কখন
শুনি নাই, সত্য কই রাজা দশানন।
অঙ্গের বৈরূপ্য করা কষার প্রহার
মস্তক মুণ্ডন গুলদাগা আর
এক বা সমস্ত হউক দূতের পক্ষেতে
নির্দিষ্ট হয়েছে বীর জ্ঞানীর চক্ষেতে।
হনুমান ॥ বানর জাতির প্রিয় লাঙ্গুল ভূষণ
পুড়াতে রাক্ষস জাতি করিল যতন,
তেল কালি জড়াইয়া বিবিধ বিধানে
আগুন ধরায়ে তাতে রাজপথে আনে
তারপর যা হইল লঙ্কা শুধু জানে।
বিনত ॥ তাই বটে তেল পোড়া লঙ্কা পোড়া গন্ধ
কিছু পূর্ব্বে পেতেছিল মোর নাসারন্ধ্র।
তা হলে হনুমানের রইলো কিবা আর
হনুমান ॥ লেজাবধি মুড়া রইল, চাই কিবা আর!
[বিনতের কর্ণমর্দ্দন

(বিনতের গীত)

ই-কি তুমি কে তুমি কে ?
হনুমান ॥ পার কিনা পার চিনিতে ?
সকলে ॥ ইনি কে ইনি কে ?
হনুমান ॥ চেনা জনে চিনতে নারো একি বিপরীত এ!
আমি নই দশানন, চেনা জন হনুমান,
চল যাই এই ক্ষণ রামে আনিতে।
বিনত ॥ গেলে লঙ্কায় রাঙ্গা টুকটুক
এলে ফিরে কালো কুচ্‌ কুচ্‌।
জাম্বুবান ॥ পোড়া মুখ পাকা জম্বীর

অঙ্গদ ॥ কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর।
হনুমান ॥ কস্ ধরলো ভাই আমের কসির।
সীতা দিলেন রামের জন্য পাকা আম ফল
লোভে পড়ে আঁঠি গিলে হলেম বিকল।
গলে বাধলো কসি—ছুঁচো গিলে যেন মরি,
না পারি ওগরাতে না পারি তলাতে
ফাঁসি যেন বাধলো গলেতে
বাঁচলেম রাম নামেতে কেবল।
জয় রাম বল। জয় রাম বল।
অঙ্গদ ॥ তোমারে দেখিয়া তুষ্ট হইলাম অতি
লঙ্কার সংবাদ কিছু শুনাও সম্প্রতি।
হনুমান ॥ দেখিয়াছি আমি যাহা আপন নয়নে
নিবেদন করি তাহা করহ শ্রবণে।
জান তো তোমাদের আগে বিদায় হইয়া
রাম বলি উঠিলাম আকাশে লম্ফ দিয়া;
যবে আমি কত দূরে করিনু গমন,
জলস্তম্ভ আচম্বিতে দিল দরশন।
পথ আগুলিয়া বলে কোথা যাও কপি
বহুদিন খাই নাই আমি বাঁধাকপি।
করিনু তাহাদের আমি অনেক বিনয়
সুরসার শুনি তার মন খুশী নয়,—
বেসুরা বেয়াড়া কথা বারে বারে বলে
না ছাড়িতে চায় পথ আগুলিয়া পড়ে।
না ছাড়িব না ছাড়িব
ছায়া ধরে পাছাড়িব
কায়া ধরে দিব টান।
রসাতলের মায়াবিনী সুরসা নাম
রসি রসা নাগ ফাঁস অন্তর বিষ নিঃশ্বাস
আশি যোজন বদন বিকাশ করিলে ব্যাদান,
অনায়াসে সুন্দরবন সমেত বান্দরগণ তলায়ে যান।

তবে আমি ক্ষুদ্র হয়ে কহিলাম তারে
দেখি খোল মুখ যাহে খাইবে আমারে।
রাক্ষসী মেলিল শত যোজন আনন,
প্রবেশ করিনু তাহে মাছির মতন।
তবে তিনি মুদিলেন মুখ, কী যেন ভাবিয়া,
ক্ষুদ্র আমি বাহিরিনু কর্ণ ছিদ্র দিয়া।
কথো দূরে গিয়া তবে সমুদ্রের মাঝ
দেখিলাম স্বর্ণবর্ণ এক গিরিরাজ।
অঙ্গুলি মাত্রেতে পরশিয়া সে ভূধরে
পুনর্ব্বার চলিলাম আকাশ উপরে।
তার পর কথো দূরে যাইতে যাইতে
রাক্ষসী দেখিনু আধা জলে আচম্বিতে।
আমারে দেখিয়া সেটা আইল গিলিতে
সিংহিকা বলিয়া তারে পারিনু চিনিতে।
কাদা আর জল দিয়া গড়া তার দেহ
এমন সিংহিকা কভু দেখ নাই কেহ।
জটা ধরে দুই হাতে যেমন দেওয়া টান
সিংহিকা চীৎকার করে জলেতে মেশান।
লঙ্কার সিংহদ্বারের পেলাম উদ্দেশ
একশত যোজন সিন্ধুপারে শেষ।

জাম্বুবান ॥ কোন ভাবে লঙ্কাগত হলে হনুমান,
কি ভাবে বা লঙ্কা ছাড়ি আইলে স্বস্থান ?

হনুমান ॥ গড়ে প্রবেশিয়া দেখি দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা
মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সম্মুখে উগ্রচণ্ডা
দেখিয়া হনুর মুষ্টিযুদ্ধ চামুণ্ডার হাস
লঙ্কার দ্বার ছাড়ি গেলেন কৈলাস।
গড়ে প্রবেশিয়া দেখি সুবর্ণের গঠন
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত লঙ্কা অপূর্ব্ব রচন।
চারিদিকে লঙ্কাপুরী বেষ্টিত সাগর
দেবতারা খাটছে যেন চাকর নফর।

(গীত)

রবি জ্বালছেন ঘরে ঘরে ধূপ,
সোম বইছেন সোমভাণ্ড শিল্ আঁটা মুখ।
মঙ্গল বেকার বসে নিঃসম্বল,
হতবুদ্ধি চেয়ে আছেন বুধ,
মতিভ্রষ্ট বৃহস্পতি মাসকাবারী সুদ।
শুক্র ঘোটাচ্ছেন তক্র, শনি কাটছেন কয়লার খনি,
চেয়ে দেখবার সময় নেই এতটুক্।
অস্ত গেল ভানুমান বেলা অবসান
মধ্য গড়ে প্রবেশিলাম হনুমান,
দেখিলাম পুষ্পক রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ
লাফ দিয়া তদুপরি চড়ি পড়িলাম।
সেই রথে সারথি আপনি পবন
পিতাপুত্রে উভয়েতে হইল মিলন।

পুত্রে সম্ভাষিয়া পিতা গেলেন নিজস্থান
রাবণের ঘরে আমি ধীরে প্রবেশিলাম।
হনুমান স্বইচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরি
নেউল প্রমাণ হয়ে ঘরে ঘরে ফিরি।
চারিদিকে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ
আকাশেতে চন্দ্রে বেড়ি যেন তারাগণ।
নীলবর্ণ রাবণ সে পীত বস্ত্রধারী
নব জলধরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি।
রাবণের কোলে দেখি পরমা সুন্দরী,
ময় দানবের কন্যা পরমা সুন্দরী।

(গীত)

সোহাগে আগুলি ননীর পুতলী রত্ন বিভূষিতা
তারে দেখি ভাবি আমি এই বুঝি সীতা।
পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ
প্রাচীরে বসিয়া আমি ভাবি মনে মন।

রাবণে ভজিল সীতা বিধির একি লীলা
হেনকালে মন্দোদরী রাবণে জাগাইলা।
কুড়ি চক্ষু মেলি রাবণ বলে—মন্দোদরী
দুই জনে খেলি এস রাতে দাবাবড়ি।
রাবণে নিরখিয়া পাইলাম ডর
প্রাচীর ছেড়ে লাফ দিলাম অশোক বৃক্ষের 'পর।

(গীত)

চারিদিকে চাহিয়া করি নিরীক্ষণ
নানা বর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক কানন।
মেঘবর্ণ কত গাছ অতি মনোহর
রাঙ্গাবর্ণ কত বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।
ঠাঁই ঠাঁই দেখি কত স্বর্ণ নাট্যশালা
দেবকন্যা লইয়া রাবণ করে যেথা খেলা।
পর্ব্বত প্রমাণ হস্তে লোহার মুদ্গর
চেড়ী সব দেখি তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
কেহ কালো কেহ ধলো সকল গায় বলি
খেজুর কাঁটার মতো গায়ে লোমাবলী।
আউদর চুল কারো মাথা জুড়ি টাক
কাঁকলাস মূর্ত্তি কারো মুখ ভরা নাক।
হস্তে মুখে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সব রাবণের চেড়ী।
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডব ঝিকিমিকি
দেখিয়া আতঙ্ক হয়—দেহ মাংসের ঢিপি।
শিংশপার বৃক্ষ দেখি অতি উচ্চতর
লাফ দিয়া উঠিলাম তাহার উপর।

(গীত)

দেখিলাম শিংশপা মূলে জনকনন্দিনী
রামের বিরহে মন অত্যন্ত দুখিনী।

সোনার অঙ্গ দুঃখে দুঃখে হল কান্তিহীন
তাহে পুন ধূলি লাগি অত্যন্ত মলিন।
কোনো অঙ্গে নাহি তাঁর কিছু আভরণ
পরিধান একমাত্র মলিন বসন।
প্রভাতের শশী হেন পাণ্ডু কলেবর
নয়নেতে অশ্রুজল বহে নিরন্তর।
বামহস্ত উপরিতে কপোল রাখিয়া
লিখেন ধরণীতলে নখেতে করিয়া।
নিঃশ্বাস ছাড়েন দীর্ঘ ছাড়িয়া ছাড়িয়া
হা হা রাম হা লক্ষ্মণ বলিয়া বলিয়া।
উদ্বেগেতে ক্ষণকাল স্থির নহে মন
চেড়ীগণ ঘেরি করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
দুই পদ রাখিয়া ডালের উপর
রামের অঙ্গুরী দিলাম সীতার গোচর।
হৃদে বুলাইয়া সীতা শিরে করি বান্দে
রামের অঙ্গুরী পেয়ে সীতা দেবী কান্দে।
আমি বলি মম পৃষ্ঠে কর আরোহণ
তোমা লইয়া যাব যথা শ্রীরাম লক্ষণ।
বনমৃগ হই মাতা বল হই পক্ষী
কিসে আরোহিয়া যাবে বল মা জানকী।
জানকী বলেন তুমি বিঘত প্রমাণ
মনুষ্যের ভার কিসে লবে হনুমান?
শুনিয়া সীতার কথা মোর হাসি আসে
হলেম যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে।
হইল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ
তখনি সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ।
জানকী বলেন, বাছা তোমার আকার
দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার।
কেমনে তোমার পৃষ্ঠে আমি হবো স্থির
সাগরে পড়িলে খাবে হাঙ্গর কুম্ভীর।

তোমার দুর্জ্জয় রূপ দেখে লাগে ডর
আপনা সম্বর বাছা পবন কোঙর।
অশীতি যোজন অঙ্গ ছিলাম হনুমান
সীতার কথাতে হই বিঘত প্রমাণ।
হাত জুড়ি বলি শুন জনকনন্দিনী
না কর রোদন মাতা সম্বর আপনি।
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে।
মাথা হইতে সীতা খসাইয়া দিল মণি
চল মণি লয়ে যাই যথা রঘুমণি।
বিনত॥ দগ্ধ হল মুখটি তব বল কী কারণ
শুনিবারে কৌতুহলী সব বানরগণ।

(হনুমানের গীত)

রাখতে তোদের মুখ পোড়ালেম নিজের মুখ।
ওরে রে মুর্খ এতে কিবা দুঃখ
বোঝো না সূক্ষ্ম ওরে বানর মুখ।
পোড়া মুখোশটায় দোষ নাই ভাই
খুললেই দেখবে যা ছিলাম তাই।
চল এবে রামকার্যে যাই,
পোড়ামুখে কিছু থোড়া দেওয়া চাই।
তাই তাই তাই মিঠাই মিঠাই
তার পরে চাই রামরস একটুক্।

(সকলের নৃত্যগীত)

শ্রীরামের কাছে চল সানন্দ হইয়া
সীতা দেখে এসেছি দিব জানাইয়া।
বায়ুবেগে বায়ুপুত্র চলং বলবান
ত্রিভুবনে নাহি দেখি যাঁহার সমান।

জাম্বুবান ভল্লপতি মল্লযুদ্ধে স্থির।
নল চল কল বলে জ্ঞান সুগভীর।
মৈন্দ দ্বিবিদ দুই স্বর্বৈদ্য তনয়
যাহাদের ত্রিভুবনে নাই পরাজয়
অনল তনয় নীল মহাবলধর
যার সম নাহি হয় নয়নগোচর।
কেশরী শরভ গয় গবাক্ষাদি করি
বীরত্বে যাদের কেহ নহে বরাবরি,
যুবরাজ অঙ্গদ কি কত বাখানে
পিতামহ বরে আর সুধারস পানে,
অমরত্ব পাইলা যিনি সুধারস পানে
সংগ্রামে সাজিবা চল দেশে ফিরে যাইয়া।

বিনত ॥ বল জয় রাম, এনু সাগর ডিঙ্গাইয়া।

[সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ ততো জাম্বুবতো বাক্যগৃহ্নন্ত বনৌকসঃ।
অঙ্গদ প্রমুখা বীরা হনুমংশ্চ মহাকপিঃ ॥
প্রীতিমন্তস্ততঃ যচ্চৈ বায়ুপুত্রপুরঃসরাঃ।
মহেন্দ্রাগ্রাৎ সমুৎপত্য পুপ্লুতুঃ পলবগার্ষভা ॥
মেরুমন্দর সঙ্কাশা মত্তাইব মহাগত্যাঃ।
ছাদয়ন্ত ইবাকাশং মহাকায়া মহাবলাঃ ॥

তুড়িজুড়ি ॥ প্লবমানা যমাপ্লুত্য ততস্তে কাননৌকসঃ।
নন্দনোপমমাসেদুর্ব্বনং দ্রুমশতাযুতম্ ॥
যত্ত মধুবনংনাম সুগ্রীবস্যাভিরক্ষিতম্।
অধৃষ্যং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূত মনোহরম্ ॥

(বনপাল বনপালীগণের গীত)

মধুঋতু এল শ্রীবন মাঝে হেলে দোলে লতা মোহন সাজে ;
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর, পরাণ লভয়ে মৃত শরীর।

ঝুরু ঝুরু বহিছে বায় ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায়
মধুমালতীর ফুটেছে কলি চারিদিকে তার ঘুরিয়া অলি
গুনগুনাইছে নব রসিক পহরে পহরে কুহরে পিক।

(বানরগণের প্রবেশ)

বানরগণ ॥ এছরর ছররর
হোরি হো হো মধুরঙভর ছরর ছররর
চর্চ্চরি বজাতি গর্গরী ভরি ভরি রঙ ছিটাতি
ছররর ররর,
গায়ন্তি কেচিৎ বাজান্তি কেচিৎ নৃত্যন্তি কেচিৎ
বিচরন্তি কেচিৎ
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ প্লবন্তি কেচিৎ
প্রণপন্তি কেচিৎ
লাস্যং কুরু হাস্যং কুরু নৃত্যং কুরু বাদ্যং কুরু ছরর ছররর,
কেচিৎ কেন কিঞ্চিৎ পরস্পরং উপহসন্তি।
কচিৎ জড়াজড়ি কেচিৎ গলাগলি কর
কচিৎ লম্ফ কচিৎ ঝম্ফ মড় মড় মড় চড়ড় চড়
শাখাভঙ্গ কচিৎ।
কদাচিৎ রোদন কদাচিৎ কাঁদন
কদাচিৎ চিৎপাত কদাচিৎ কুপোকাৎ
কদাচিৎ লাঙ্গুল তাড়ন ছররর ছররর
ছিন ছত্র করণ।
অঙ্গ নচাত্র কশ্চিন্ন বভুব মত্তো
নচাত্র কশ্চিন্ন বভুব দৃপ্ত।

বিনত ॥ উদধি পারায়ে আসা গেছে ভাই, সেটা ঠিকতো ?
আর কারে ডর এ ছররর ছরা ছরর।

জাম্বুবান ॥ মৌমাছি তাড়ে বড় খালে পড় জলে পড়
এ ছররর ররর।

বিনত ॥ আরে বস্তে পড় বস্তে পড়—

সুষেণ ॥ শুয়ে পড় শুয়ে পড়।

বিনত ॥ উঠে পড় নেমে পড়
সুষেণ ॥ চুপ করে ভুঁয়ে পড়।
বিনত ॥ নাক ডাক গড় গড়—
সকলে ॥ এ ছররর ছররর।
জাম্বুবান ॥ দুত্তোর মাছি বড়
দুদ্দাড় ঝোপ ঝাড় ভেঙে পাড়
ধড় ধড় ধরড়ড়।
অঙ্গদ ॥ কৃতকার্য্য হয়ে এই বীর হনুমান
প্রত্যাগত হইলেন আমাদের স্থান।
জাম্বুবান ॥ কহিবেন কোন কথা পবন-নন্দন
কী বক্তব্য আছে তার শুন বীরগণ।
মহাবীর মহাবলী বীর হনুমান
বানরনিকরে কর উৎসাহ প্রদান।
হনুমান ॥ কপিগণ করহ শ্রবণ
তোমাদের শত্রু আমি করি নিবারণ—
যত ইচ্ছা মধুপান কর কপিগণ
কিছুই কাহারো নাই ভয়ের কারণ।
জয়, শ্রীরামের জয়, লক্ষ্মণের জয়,
আমি শ্রীরামের ভৃত্য পবন-তনয়
নাম মোর মুখপোড়া নয়,
হনুমানও নয় কিন্তু, লঙ্কাপোড়া—
এ নাম লঙ্কায় প্রচার করেছি আগাগোড়া।
একা আমি সব সৈন্য বান্ধব সহিতে
দুষ্টমতি দশাননে পারি যে বধিতে।
মোর মনে হয় এই এখনি ফিরে চলি
রাবণে বধিয়া লয়ে আসিগা মৈথিলী।
এক কর্ম্মে যেই ভৃত্য হইয়া প্রেরিত
দুই কর্ম্ম করে তারে স্বামী হয় প্রীত।
অতএব রাবণের দিব্য মধুবন
আপন বিক্রমে আমি করেছি ভঞ্জন।

বনপাল কত এল লাঠিসোটা লয়ে
তাহাদিগে পাঠাইনু আমি যমালয়ে।
ভাঙিলাম মধুবন গাছ ভেঙে নাশ,
বার্ত্তা কহে রাবণেরে চেড়ি পেয়ে ত্রাস
আসিয়াছে কোথাকার একটা বানর
অমৃতের বন ভাঙে বড় বড় ঘর।
যে সীতার প্রতি তুমি সঁপিয়াছ মন
হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ।
সীতা নাড়ে হাত বানরে নাড়ে মাথা
বুঝিতে নারিনু নর বানরের কথা

(সকলের গীত)

হাঃ হাঃ হিয়ার হিয়ার
সীতা নাড়ে হাত বানরে নাড়ে মাথা
বুঝিতে না পারে ভাই কেউ কারো কথা।
রাক্ষসে বুঝে রাক্ষসী, মানুষে বুঝে মানুষী,
বানরের কথা বানরী বুঝে।
থী চিয়ার হিয়ার হিয়ার
নরবানরে মাথামুণ্ড কিবে হয় কথা।

(সকলের গীত)

আরে একটি কথা
কী কথা ?
নড়ছে মাথা
তুলছে হাতা।
কটা হাত ? বিশটা হাত।
কটা মাথা ? দশটা মাথা।
রাবণ ছাতা। কোন রাবণ ? লঙ্কার রাবণ।
কী করলে ? আমায় ধরলে।
বললে,কি বলছি—।

হনুমান ॥ পরেতে আইল রাজপুত্র অক্ষ নাম
তাহারেও পাঠাইনু শমনের ধাম।
পরে আইল ইন্দ্রজিৎ রাবণনন্দন
মহাবলবান সেই যুদ্ধে বিচক্ষণ।
মারিলাম তার আমি সব সেনাগণ
সেই মোরে ব্রহ্ম অস্ত্রে করিল বন্ধন।
বন্ধন ছিঁড়িতে শক্তি আছিল আমার
রাবণেরে সম্ভাষিতে করিনু স্বীকার।
প্রথমেতে রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া আমারে
লেজে ধরি লয়ে গেল সভার ভিতরে।
দশানন বলিল, তোমার নাহি ডর,
সত্য করি কহ রে তুমি কাহার চর ?
আমি বলি, এনু আমি শ্রীরামের দূত
তোমারে দেখালাম কিছু অদ্ভুত।
বন্ধন মানিনু তোরে বুঝিবার তরে
তোর ব্রহ্ম অস্ত্র মোর কী করিতে পারে ?
মোর অগ্রে ধরিয়াছ ছত্র নবদণ্ড
লাঙ্গুলের বাড়িতে করিব খণ্ড খণ্ড।
ফুলা গালে মারিব বিশটা চাপড়ি
দশমুণ্ড ভাঙ্গিব মারিয়া থাপড়ি।

(সকলের নৃত্যগীত)

আরি রিরি রিরি রিরি থাপড়ি চাপড়ি রে থাপ্পড়ি চাপড়ি—
আঁকড়ি মাকড়িরে পাকড়ি পাকড়ি গুপ্—
হুপাহুপ্ হুপাহুপ্ ঝুপাঝুপ্ আম পাড়ি জাম পাড়ি
ভীমরুল কামড়ালি খুব্
তদুপরি লঙ্কাবাটা চিড়িবিড়ি তিড়িবিড়ি।
উর রিরি রিরি রিরি রিরি মৌমাছি কিরি কিরি
খাম্‌চা খাম্‌চি ধাম্‌চা ধামচি গামছা কাচ্চি
হুপা হুপ্ ধুপা ধুপ্ রামচান্দরি।

(হনুমানের গীত)

চোপ্ চোপ্ বাড়তেছে কোপ্ হোক অনুধাবন
এখানে বসিয়া আর কিবা প্রয়োজন।
যেখানেতে মধুপান করিছে রাবণ
সেইখাঁনে এইক্ষণে করিব গমন।
রাবণের সহ লঙ্কা সমূলে নাশিব
সীতারে উদ্ধার করে একাই আনিব।
রাক্ষসগণেরে লঙ্কাদগ্ধ ছলে
প্রায়তো নিঃশেষ করিয়াছি বলে।
এবে শুধু রয় বাকি সীতার উদ্ধার
সাধি সেই কাজ আমি বিলম্ব কি আর।
সীতার দুঃখ দেখিলাম আপন নয়নে
তবু ছেড়ে আইলাম অশোকের বনে।
কারণ এর শুধালে রাম কী দিব উত্তর—
কোন মুখে যাই আমি রাম বরাবর?
আমার বুদ্ধির দোষে প্রভুর আমার
কার্য্য ক্ষতি হইল হায় আমি পাপাচার।
কোন মুখে যাই এবে কিষ্কিন্ধ্যা নিবাস
সীতা না দেখিয়া রাম হবেন নিরাশ।
উত্তর পূব পশ্চিম হতে ফিরিলেক যারা
সীতারে আনিতে কেহ পারে নাই তারা।
দক্ষিণ দিক হতে হনু হবেন উপনীত
সীতারে না লয়ে এটা হয় না উচিত।
শুধু হাতে সাক্ষাতে চূড়ামণি ধরা
রামচন্দ্রে শুধু হবে কষ্টদান করা।
রাবণ বধি সীতা সতী আগে তো আনিগে
তার পরে রাম সনে সাক্ষাৎ করিগে।
কপিগণ এই আমি তোমা সবাকার
গোচরে কীর্ত্তন কৈনু আশয় আমার।

এক্ষণে করিতে যাহা সমুচিত হয়
তোমরা করহ তার উপায় নিশ্চয়।

জাম্বুবান ॥ হনুমন্ত, যেরূপ কহিতেছ তুমি
সুসঙ্গত তাহা নাহি বোধ করি আমি।
কপীশ সুগ্রীব নরেশ শ্রীরাম
চাহিলেন মাত্র সীতার সন্ধান।
তাহারে উদ্ধার করিবার কথা
কিছুই তো না কহিলেন শ্রীরাম সর্ব্বথা।
সুগ্রীবে সহায় করি সীতার উদ্ধার
সবার সমক্ষে রাম করেন অঙ্গীকার।
তবে তুমি বল পবন-নন্দন
কেমনে করিবে তার অন্য আচরণ ?

হনুমান ॥ রামাদেশ অমান্য করা কভু ভাল নয়
লক্ষ্মণ রাগত হলে কি হতে কি হয়।

বিনত ॥ হনুর মতে চললে কার্য্য বিফল হইবে
শ্রীরামেরও প্রীতিলাভ নহিবে নহিবে।

অঙ্গদ ॥ এবে চল যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ
অচিরে আমরা তথা যাই কপিগণ।
তাঁহাদের কাছে আদ্যোপান্ত সমাচার
জ্ঞাপন করি চূড়ামণি দেখাই সীতার।

(সকলের নৃত্যগীত)

হৃষ্ট মনে খেয়ে চল যত ফলমূল।
রামেরে করিবা চল আহ্লাদে আকুল ॥ (ধুয়া)
কেহ হাস, কেহ গাও, কেহ কেহ নাচ,
উঠে পড়ে কেহ ছোট, কেহ ওঠো গাছ।
কেহ রামনাম কর, কেহ ধর নাট,
কেহ পাকসাট মার, কেহ মালসাট।
কেহ খেল, কেহ দোল শাখায় শাখায়
হেলিতে দুলিতে চল ফুক্ দিয়া গায়।

কেহ লম্ফে কেহ ঝম্ফে কেহ চল দম্ভে
করতালি দিয়া কেহ চল মনোরঙ্গে।
বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে কেহ মারো লাফ
চক্ষু মুদি কেহ কর রামনাম জাপ।
সঙ্গীত করিয়া চল কেহ বা উল্লাসে
কেহ অট্ট অট্টহাস বীর ভাবাবেশে।
কেহ বা কেহ বা কর অজস্র রোদন
কাঁদি কাঁদি তার পাছে চল কত জন।
চল সবে কপি সৈন্য কিষ্কিন্ধ্যা নগরী
জয় রাম দিয়া সবে রাম বরাবরি।

সুগ্রীব ॥ করিছেন আগমন কেবা এঁরা পঞ্চজন ?

লক্ষ্মণ ॥ উজ্জ্বল বিশাল কায় সুমেরুর মতো
সহসা এ কাহারে করি দরশন ?

সুগ্রীব ॥ সঙ্গেতে আসিছে চারি অনুচর
মহাবল পরাক্রান্ত তেজে সুপ্রখর।

লক্ষ্মণ ॥ প্রত্যেকের অঙ্গে উত্তম বর্ম্ম আচ্ছাদন,
সচ্ছল গতিতে আসে কোন বীরগণ ?
আসিছে এদিকে যেন ভাবি অনুভাবে
আসিয়া এখানে বুঝি প্রমাদ ঘটাবে।

সুগ্রীব ॥ দেখ দেখ কপিগণ
কৈরে খুব নিরীক্ষণ—

মৈন্দ ॥ ভাবে বুঝা যায় যেন আসেন কোনো মহাজন !

সুগ্রীব ॥ নজর করিয়া সবে দেখ তাকাইয়া
আছ কেন খাড়া হয়ে এখানে ঘাবড়াইয়া ?

দ্বিবিদ ॥ তুফানে পইরা বুঝি ডিঙা হইল ইতর
নিশ্চয় হইবে এই চীনা সদাগর।

সুগ্রীব ॥ দেখই না কিছুদূর হয়ে অগ্রসর।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ ত্রায়স্ব মাম শরণাগতোঽহং।

—হর উর সর সরোজ পদ জোই
অহো ভাগ্য মৈঁ দেখত সোই।
(দোঁহা) জিন পায়ন কর পাদুকা ভরত বহে মন লাই
ওপদ আজু বিনো কি হোঁ ইন নয়নন অব আই।
রাম ॥ কে তুমি কী নাম তব দেহ পরিচয়
মোর পাশে শরণাগতের নাহি কোনো ভয়।

(বিভীষণের গীত)

ভূজ প্রলম্ব কঞ্চারুণ লোচন শ্যামলগাত্র প্রণত ভয়মোচন।
সিংহস্কন্ধ আয়ত উর গোহা আননন অমিত মদন ছবি মোহা।
সুরত্রাস রাক্ষস বংশে জনম আমার—
বিভীষণ নামে বাসিন্দা লঙ্কার।
সহজেতে পাপপ্রিয় তামসিক ঘোর
রাক্ষস দশানন জ্যেষ্ঠ হয় মোর।
দুর্ব্বাক্য বলিয়া মোরে তাড়াল রাবণ
তাহাতে আমার মন হইল উচাটন।
ত্যজি পত্নী পুত্র আদি প্রিয় পরিজন
চরণে শরণাগত হইনু এখন।
(দোঁহা) শ্রবণ সুযশ শুনি আয় উ প্রভু ভঞ্জন ভয়ভীর।
ত্রাহি ত্রাহি আরতি হরণ শরণ সুখদ রঘুবীর ॥
রাম ॥ আইসেন বিভীষণ আশ্রয়ের আশে
ত্যজি নিজ পরিজন আমাদের পাশে।
উপস্থিত বিষয়ে সবার অভিপ্রায়
জিজ্ঞাসি প্রকাশি সবে বলহ আমায়।
লক্ষ্মণ ॥ রাবণ অনুজ হয় এই বিভীষণ
শান্ত বাক্যে এরে তুমি কর জিজ্ঞাসন।
বিশেষে পরীক্ষা করি তাহার চরিত
পরেতে করহ তুমি যেমন উচিত।
সুগ্রীব ॥ কামরূপী রাক্ষসেরা দেখি ভীমাকার
প্রচ্ছন্ন হইয়া করে পর অপকার।

উলূক করয়ে যথা বায়সে সংহার
তেমনি বানরগণে করে বা আহার।
ছল করি আসিয়াছে কহে বিপরীত
সকলে ধরিয়া খাবে পেলে অতর্কিত।
আমার মতে উচিত এদের করিতে সংহার,
করহ যা ভাল বুঝ করিয়া বিচার।

লক্ষ্মণ ॥ সহজ-বিশ্বাসী ভাই ভুলো না মায়ায়
বিশ্বস্ত হইয়া কাছে রেখো না ইহায়।

বিভীষণ ॥ প্রণত পাল রঘুবংশমণি করুণাসিন্ধু খরারি।
গয়ে শরণ প্রভু রাখিহৈঁ সব অপরাধ বিসারি ॥

সুগ্রীব ॥ জাম্বুবান, কী বল বুদ্ধে বৃহস্পতি?

জাম্বুবান ॥ বৈরীরে নিকটে আনা নহে মম মতি।

অঙ্গদ ॥ হিতাহিত বুঝি কার্য্য করা আবশ্যক,
নচেৎ অনর্থপাত হয় ভয়ানক।

বিনত ॥ গুণ দেখি লোক বাছা উচিত যে হয়,
দোষ দেখি তারে ত্যাগ করাই নিশ্চয়।
ত্যাগ কর বিভীষণে যদি দোষ থাকে
কিম্বা গুণ দেখি কাছে রাখহ উহাকে।

সুষেণ ॥ সূক্ষ্মবুদ্ধি চর দিয়া পরীক্ষা করিয়া
স্থূল মর্ম্ম উহাদের লহ না ধরিয়া।

হনুমান ॥ প্রভু তুমি শাস্ত্রবিৎ সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান
এই বিভীষণ মম দিল প্রাণ দান।
ধরিয়া না হলে কাটিত দশানন
বিভীষণ হইতে হনু পাইল জীবন।
বিভীষণ ধার্ম্মিক রাবণ-সহোদর
মম লাগি রাবণেরে বুঝাল বিস্তর।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ
লেজ পোড়া দেখে যেন হাসে বন্ধুজন।
লেজ বাড়াইয়া দিনু পঞ্চাশ যোজন
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা দশানন।

বালীর লেজের টান পড়ে গেল মনে
শীঘ্র পোড়া শীঘ্র পোড়া ডাকে মনে মনে।

বিভীষণ॥ তিনলক্ষ রাক্ষসে লেজ চাপি ধরে
সবে মেলি ফেলে লেজ ভূমির উপরে।
ত্রিশ মোট কাপড় যে আনিল নিকটে
এত বস্ত্র আনে এক বেড় নাহি আঁটে।

হনুমান॥ ভাগ্যে ইহার কথা মতো লেজে দিল অগ্নি
নচেৎ আস্ত লঙ্কা দগ্ধ হইল কি অম্‌নি।

রাম॥ বিভীষণ থাকুক যদি আইসে রাবণ
হইলে শরণাগত করিব পালন।

বিভীষণ॥ রাবণের ভাই আমি নাম বিভীষণ
তোমার চরণ মাত্র আমার শরণ,
ইহা ভিন্ন অন্য দিকে যদি ধায় মন
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ।
হইব কলির রাজা, সহস্র তনয়
এই তিন দিব্য প্রভু কহিনু নিশ্চয়।

লক্ষ্মণ॥ বহুদিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন
এক পুত্র হেতু লোকে করে আরাধন—
সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ।
রাজা হইবারে কত তপ করি মরে
হেন দিব্য করে রাম তোমার গোচরে।

রাম॥ বুঝিবে না অল্পবুদ্ধি তুমি রে লক্ষ্মণ
বড় দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ।
অঙ্গদ সেনাপতি আন সাগরের জল
বিভীষণে দিই লঙ্কা রাজ্যের দখল।

সুগ্রীব॥ এতক্ষণে দূর হল আমার সংশয়
বুদ্ধিমান বিভীষণ মোর মনে লয়।
রাজ্যলাভ আশে হেথা কৈল আগমন
উচিত ইহার সাথে মিত্রতা স্থাপন।

হনুমান ॥ বিভীষণ নয় তো ভীষণ
মুখটা বিকট মনটা নরম,
ও সে দুষ্টু নয় শিষ্ট সৎ
মনে নাই খলকপট একদম।
ও তার অন্তর ভরা মরা মন্তরে
বাইরেটা হঠাৎ কেমন করে
হয়েছে গোমশা রকম মুখটা চাপা
ভুতুড়িঢাকা কাঁঠাল মতন।

(বিভীষণের দাড়ি-অভিষেক মন্ত্র)

বিভীষণের দাড়ি নোনা জলের ধারি—
রাম লক্ষ্মণের জটা, ঢোঁড়া সাপ কটা।
বানরগণের লেজ
গেরো সাত পেঁচ—
মারো জোরে ডঙ্কা দখল কর লঙ্কা।

(সকলের গীত)

ওরে ভাই নাই রে শঙ্কা আন রে লঙ্কা
মুড়ির সাথে চিবাইতে
সাধনের শক্তি সীতা ভক্তি মাতা ছিল পঞ্চবটীতে।
রাক্ষস চুরি করেছে মা কাঁদিছে
প্রহারিছে রাক্ষসীতে—
ভাই ভাই এক প্রাণ ধরে টান
পাথর শিলে দুই হাতেতে।
দিয়ে রে শক্তির দোহাই পথ কর ভাই
পারবে সীতা উদ্ধারিতে,
মুখে জয় রাম বলো ডঙ্কা মারো পাথর তোলো
হৃদয়ে থাকলে ভক্তি পাবে শক্তি
মুক্তি হবে আচম্বিতে।

রাম ॥ ধেনুতে গোরস যথা তপস্যা ব্রাহ্মণে
নারীতে চাপল্য যথা থাকয়ে গোপনে
সেইরূপ নিরন্তর জ্ঞাতিশত্রু ভয়ঙ্কর
রহিয়াছে মিত্রবর রেখ ইহা মনে।
জ্ঞাতির স্বভাব তব অবিদিত নাই—
জ্ঞাতির সম্পদে জ্ঞাতি হিংসয়ে সদাই।
জ্ঞাতির প্রধান যেই তারে সর্ব্বক্ষণে
জ্ঞাতি হতে রইতে হয় অতি সন্তর্পণে।
জ্ঞাতিরাই শত্রুর কাছে দেয় প্রকাশিয়া
ঘরে ছিদ্র তলে তলে সব অন্বেষিয়া।
অতএব সাবধান নিজ জ্ঞাতি জনে
ভয়ঙ্কর জীব বলি রেখ সবে মনে।

দধি ॥ জ্ঞাতিতে সৌহার্দ্দ্য যেন পদ্মপত্রে জল
কিছু স্থির নাহি তার সদা টলমল।

রাম ॥ করীস্নান করি সমাপন
ভক্তিমান রাক্ষসপ্রধান বিভীষণ
করী সম মাখি ধূলি
হইলেন ধূসরবরণ
রাক্ষসপ্রধান।

সুগ্রীব ॥ অভিষিক্ত হলেন রাজা বিভীষণ
কপিগণ ইঁহারে সবে কর সম্ভাষণ।

(রাম-লক্ষ্মণ সহ সকলের গীত)

অকপট মন কহ বিভীষণ
কিরূপে করিব লঙ্কায় গমন।
সম্মুখে বিশাল সাগর বিদ্যমান
কেমনে হই পার, নাহি জলযান—
বনবাসী আমি সাথী কপি সেনাগণ।

লক্ষ্মণ ॥ কিবা আছে তব অগোচর
সাগর পরিখা রাবণের গড়।

রক্ষক তাহে রাক্ষস আর অসংখ্য নিশাচর
সাগর উত্তীর্ণ হন কিসে রঘুবর ?

বিভীষণ ॥ বিভীষণের বাক্য ধর শুন জুড়ি হাত
সিন্ধুর শরণাপন্ন হোন রঘুনাথ।

লক্ষ্মণ ॥ সগরের পুত্রগণ সাগর করেছে খনন
তাঁদের বংশধর আমরা কখন
সাগরের কাছে পাতিব না হাত।

রাম ॥ কি ফল সমুদ্রেরে করি উপাসনা
অনায়াসে পুরাইব আপন কামনা।
সিন্ধুতীরে তিন নিশি ক্রমে হইল গত
চতুর্থ প্রভাতে সূর্য্য প্রভাতে উদিত।
তথাপি সমুদ্র নাহি হইল সদয়
অদ্য হয় তরিব, নয় মরিব, দেখা কি বা হয়।
কপিগণ সিন্ধুতীরে পাত কুশাসন
দেখিব বঙ্গসাগর দাম্ভিক কেমন।
লক্ষ্মণ আন ধনুঃশর শুষিব সাগর
বিনা ক্লেশে পার হবে বানরনিকর।
সাগর মোর শান্ত ভাব উপেক্ষা করিল
ক্ষমা আর সরলতা বুঝিতে নারিল।

(গীত)

অদ্যমে মরণং বাপি তরণং সাগরস্তবা
সমুদ্রে নাশ কোদণ্ডপাণি
অপেক্ষা আর কিবা
হয় কর সাগর-শোষণ, নয় কর সেতু-বন্ধন
বৃথা চিন্তনে কেন কাটাও দিবা।
কর পন্থা জলনিধি তরি
উদ্ধারিব সীতা সংহারিব অরি

দেখি পারি কিনা পারি
না পারিয়া হারি কিবা।

[বাণ গ্রহণ

রাম ॥ রে সাগর ! মোর শরে তোর কলেবর
ছিন্ন ভিন্ন হবে জল, শুকাবে সাগর।
দেখিবি এখনি তোর দেহের উপরে
চলি যাবে কপিগণ নাচি হর্ষভরে।
অতি বৃদ্ধি হয়েছে তোমার সাগর—
এখনি পতন হবে, অনুতাপ কর।

(সাগরবালাদের প্রবেশ)

সাগরবালা ॥ আর্য্য ক্রোধ কর পরিহার
নহিলে হবে যে বিশ্ব সমূলে সংহার।
অগ্নি সম তব বাণ তপ্ত করে সপ্ত সিন্ধুজল
অতল তলে জলচর হইল বিকল।
কেন প্রভু মহাধনু করিয়ে গ্রহণ
ব্রহ্ম-মন্ত্রে ব্রহ্মশর কৈলা আকর্ষণ ?
ক্ষণে ক্ষণে ত্রিভুবন হয় কম্পমান,
অমাময় দিক দশ না হয় সন্ধান।
চন্দ্র আদি গ্রহগণ কক্ষ ত্যাগ করি,
কাঁপিতে লাগিল সবে ভয়ে থরথরি।
শর-তেজে তপন হইল ম্রিয়মাণ,
গর্জ্জিতে লাগিল শর বজ্রের সমান।

(সাগরের প্রবেশ)

সাগর ॥ নহি নহি ভবদ্বিধা ক্রোধ বংশ ন যান্তি
উদয়সাগর ত্যজি মকর-ভবন
স্নিগ্ধ মরকত-দ্যুতি শ্যামলবরণ
রঘুনাথ নিলাম তব চরণে শরণ।

জান প্রভু ব্রহ্মসৃষ্ট এই ভূমণ্ডল
স্বভাবে নির্ভর করি আছে অবিরল।
গভীরতা দুস্তরতা স্বভাব আমার
তোমারে কেমনে আমি যেতে দিই পার ?
অন্তরে আমার আছে রাবণের ভয়,
পারের উপায় বলি, শুন মহাশয়।
এই যে দেখিছ বীর নল নাম ধর
সুশিল্পী এজন বিশ্বকর্ম্মার দোসর
তাহারি নন্দন ইনি বহু গুণধর
বাঁধুন আমার 'পরে সেতু মনোহর।
স্থলের সমান জল রবে স্থির হয়ে
হবে পার অনায়াসে কপিগণ লয়ে।
রাম ॥ প্রণিপাত জলনাথ, শুন জলনিধি !
ত্যজিব এ শর কোথা দেহ মোরে বিধি।
সাগর ॥ শুন শুন রামচন্দ্র আমার উত্তরে
দ্রুমকুল্য নামে স্থান খ্যাতি চরাচরে।
দস্যুগণ সেই স্থানে সদা করে বাস
জল নিতে আসে সদা আমার সকাশ।
পাপীস্পর্শ আর আমি না পারি সহিতে,
দগ্ধ কর সেই স্থান দস্যুর সহিতে।

(সকলের গীত)

সাত সাগরে বাতাস খেলে
কোন সাগরে ঢেউ তুলে—
সাগর সাগর বন্দি
তোমার সঙ্গে সন্ধি
সীতা আছেন অশোকমূলে
কাঁদছেন আজ—
হাসবেন কাল
সাগরকূলে।

১৫

সাগর ॥ বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল নামে যে বানর
তোমা হেতু মুনি স্থানে পাইয়াছে বর।
জহ্নু মুনি তাহারে পালিল শিশুকালে
দণ্ড কমণ্ডলু নল রোজই হারায় জলে।
নিত্য হারাইয়া আসে নিত্য গড়ে মুনি
একদিন ধ্যান ধরি দেখিল আপনি।
যেই কালে হইবেন রাম-অবতার
সাগর বান্ধিয়া নল করিবেক পার।
এতেক ভাবিয়া মুনি দিল বরদান
নলস্পর্শে সলিলেতে ভাসিবে পাষাণ।
সাগর বান্ধিতে পারে সেনাপতি নলে
নলস্পর্শে পাষাণ ভাসিবে মোর জলে।

রাম ॥ কারিগর তুমি নল আছ মম পাশ
সাগর বান্ধিতে পার না কর প্রকাশ।
আমি লঙ্কা জিনিব তোমার উপহাস
এত বুদ্ধি ধর শুনি সাগরের পাশ।

নল ॥ প্রভু আমি জ্ঞাতি-ভয়ে না করি প্রকাশ
হিংসুকেরা পাছে করে জীবনবিনাশ।

সুগ্রীব ॥ শুন শুন আমি কহি সর্ব্ব সেনাপতি
সাগর বান্ধিতে নলে দাও অনুমতি।

হনুমান ॥ রামকার্য্য সিদ্ধ হউক এই মাত্র চাই
সেতু বন্ধনের আগে অন্য কার্য্য নাই।

সুগ্রীব ॥ শুন হে বানরগণ, কার মুখ চাহ
পাথর পর্ব্বত বৃক্ষ কেন নাহি বহ ?
নল মাত্র ছুঁইবে হইবে সেতু পার
কে কত বান্ধিবে তাহা কর অঙ্গীকার।

(গীত)

গয় গবাক্ষ দ্বিবিদমৈন্দ গন্ধমাদন
পঞ্চবাণে বান্ধি দিব পঞ্চাশ যোজন।

নল নীল কুমুদ সুষেণ সেনাপতি
পনের যোজন বান্ধিব সরিৎপতি।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র মোরা সুষেণনন্দন
বান্ধিব যোজন দশ ভাই দুই জন।
সভা মধ্যে হনুমান করে অঙ্গীকার
আর যত বাকি থাকে সকল আমার।
কাঠবিড়াল আমি যদি অনুমতি পাই
কাটি কাটি কড়িকাঠে গজাল বিঁধাই।

বিনত ॥ শুন শুন রামচন্দ্র, বলি তোমা প্রতি—
আমি যে বড়াই করে নহে মম মতি।
জ্ঞাতি অগ্রে বড়াই করিলে মন্দ হয়
অতএব আমারে প্রভু দাও হে অভয়।

রাম ॥ নির্ভয়ে করগা তুমি সাগর বন্ধন
তোমার প্রসাদে আমি মারিব রাবণ।
তোমার প্রসাদে করি সীতার উদ্ধার
তোমার প্রসাদে হই সত্যব্রতে পার।

লক্ষ্মণ ॥ স্কন্ধাবারে চল এবে করি আবাহন
আনন্দে কাটাও রাত্রি লঙ্কাযাত্রিগণ।

(গীত)

সুগ্রীব ॥ সাগর বন্ধনে নাহি কর অবহেলা
জাঙ্গাল বাঁধিতে গাছ জঙ্গলে আছে মেলা।
পাথর পাথরোপরি করহ বিন্যাস,
দাও ধরি তদুপরি পার্ব্বতীর বাঁশ।
ঢালহ গাছ পাথর সাগরের কূলে
বড় বড় বাঁশ চড়ে উপাড়ি ডালে মূলে।
শেওড়া কেওড়া হরিতকী আমলা
বিভীতকী কণ্টকী নারঙ্গী কমলা।
বকুল শিমুল গাছ পিয়াল তমাল
খর্জ্জুর শ্রীফল আনো কাঁটাল রসাল।

যত যত গাছ আছে দীঘেল দীঘেল
শাল তাল তেঁতুল গুবাক নারিকেল—
পৃথিবীর আনো গাছ নাম লবো কত
ডাগর গাছেতে ঢাক সাগরজল যত।
অঙ্গদ চটপট যাও পর্ব্বত শিখরে,
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পাড় সাগরের নীরে।
বড় বড় গাছ আন মোটা মোটা গোড়া
হনুমান সারা বন কর নেড়ামুড়া।
কোটি কোটি পাথর গাছ করহ সঞ্চয়
স্বর্ণপর্ব্বত আনো খাঁটি স্বর্ণময়।
বান্ধা গেলে সাগর কটক হবে পার
দিনে দিনে রাবণের টুটিবে অহঙ্কার।

[সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ এ কূলে করিল রাম স্নানাদি তর্পণ
অভিষেক করি স্বর্গে গেল দেবগণ।
যত যত রাজা ছিল চন্দ্রসূর্য্য-কুলে
সাগর না বান্ধে কোন রাজা কোনকালে।
উত্তর কূল হতে সেতু ঠেকে অন্য পারে
লঙ্কাপুরী ঘেরে গিয়া কপি সারে সারে।
সুন্দরকাণ্ড শেষ হল শিলা ভাসলো জলে,
জয় রাম বলে পার হও কুতূহলে।

॥ লঙ্কাকাণ্ড ॥

(মায়ামুণ্ডের পালা)

ভল্লুকৈ প্লবৈদেশ্চ লঙ্কাং রোধয়তিস্মমঃ
রাবণস্য শ্বাসমিব শ্রীরামোনঃ স রক্ষত ॥

(প্রহস্তের প্রবেশ)

প্রহস্ত ॥ একটু থাটো ক'রে!
রাম নামটা অতজোরে
কইবেন না। এটা রাবণ রাজার সভা,
বুঝলেন ?

(গীত)

রাবণের দক্ষিণ হস্ত প্রহস্ত আমার নাম
এক হস্তে অস্ত্র অন্য হস্তে কলমদান।
পত্রনবিশ রাবণ রাজার
হস্তলিপি লিখা কাম।

মূল গায়েন ॥ বুঝিলাম বুঝিলাম এত হাতে কুর্ণিশ
অন্য হাতে কপালে টিস্ মারিলাম।
লঙ্কার পত্রনবিশ উনিশ বিশ
সমাচার কহি যান।

প্রহস্ত ॥ প্রভাতে উঠিয়া এবে রাজা দশানন
সভা করিবেন আসি লয়ে মন্ত্রিগণ।
শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পাঠাতে লিখন
পত্র লিখিবারে আজ্ঞা দিলেন দশানন।
পত্রনবিশ পত্র লিখি ছত্র প্রত্যেক
রাজ-আজ্ঞা অনুসারে বিচারি অনেক।

মূল গায়েন ॥ পত্রবাহক একজন ধীর বলবান
নির্ভয় চতুর স্থির সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান
প্রেরণ তো করা চাই রাম সন্নিধান।

প্রহস্ত ॥ এই কার্য্যে দক্ষ নিকুম্ভ নিশাচরে
পাঠাইয়া দেওয়া চাই রাম বরাবরে।

মূল গায়েন ॥ মোরা তারে পাঠাইয়া দিতেছি সত্বরে ;
যঃ পলায়তি স জীবতি, উঠহে সত্বরে।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ ॥ তুমি যাহ একবার রাম সন্নিধান
এ কর্ম্মেতে যোগ্য নাহি তোমা বিনে আন।
এই পত্র রাম আগে করিয়া অর্পণ
বাচিকে করিবে তারে এই বিজ্ঞাপন :
আমিই রাক্ষসপতি দশমুণ্ডধর
ত্রিভুবনবিজয়ী বিক্রমে ভয়ঙ্কর।
তুমি হও নর কপি-ভল্লুক আশ্রিত
পিতৃপরিত্যক্ত বন্ধুবান্ধব রহিত।
নিজ বলে জানকীরে আনিলাম হরি
এক্ষণে ফিরিয়া দিব তাহারে কী করি ?
কহিবে সকলে, ভয়ে ফিরি দিল সীতা,
মরণ হইতে দুঃখ আমি মানি তা।
বরঞ্চ ভাঙ্গিব, তবু না হইব নত,
সীতারে না দিব, হই হব হত।
ভাবিছ করিব ভয় দেখি সেনাগণ ?
স্বপ্নে ব্যাঘ্র দেখি কেবা হয় ভীত মন !
সসৈন্যে আমি যাইলে বনের ভিতর
কী করিবে নর আর ভল্লুক বানর ?
দিব্য করি কহিতেছি লঙ্কা-অধিপতি
সকটক সংহার করিব তোরে রঘুপতি।

না করিয়া ভয় রামে কোনহ বিষয়ে
কহিবে যুদ্ধের কথা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে।
কহিবে সকলে আমার ঐশ্বর্য্য পরাক্রম
যাহা শুনি ভয় পায় রাম ও লক্ষ্মণ।
ঘরপোড়া উপদ্রব যদি নাহি করে
তারে রোলো তোষিব স্বর্ণ অলঙ্কারে।
এই কথা ঘরপোড়ারে জানাবে নিশ্চয়
কলে কৌশলে বশ করা তারে অভিপ্রায়।

মূল গায়েন ॥ কহিলেন রাক্ষসরাজ যেমন যেমন
রামচন্দ্রে একে একে করিব নিবেদন।
ঘরপোড়ারে বড় ডরি, শুন মহাশয়।
কোনো কথায় হনুমান বশ হবার নয়।
বুদ্ধির সাগর সেটা বিষম গোঁয়ার
তার সাতে চাতুরীতে পেরে ওঠা ভার।
তোমার সেবক বলি না করিবে আস্থা
করিবে চড়ে চাপড়ে অবস্থার ব্যবস্থা।

তুড়িজুড়ি ॥ রামে মারলে পার আছে, রাবণে মারলে নাই,
হনুতে মারলে হতমান হনু মন্থ মান খোয়াই।

মূল গায়েন ॥ রাবণের আদেশ আমি বন্দিলাম মাথে
রাম দরশনে চলি এবে মনোরথে।

(শার্দ্দূলের প্রবেশ ও গীত)

কী কর হেথায়? দেখসে হোথায়—
সেতু বাঁধা জল একুল ওকুল।
বসে কী কর? হাতিয়ার ধর,
সাগরের কুলে বাধাও হুলুস্থুল ॥

মূল গায়েন ॥ কী বল হে তুমি?

তুড়িজুড়ি ॥ কী বকো হে?

রাবণ ॥ অপার সাগর কে বেঁধেছে ?
মূল গায়েন ॥ কে পারালো সাগর অকূল ?

(শার্দ্দূলের গীত)

আরে, কী কর হেথায়, বানর সেথায়,
সেতু যে বাঁধায় একূল ওকূল।
বসে কী কর লঙ্কেশ্বর, বাধিল সমর
ঘোর হুলুস্থুল।
তুড়িজুড়ি ॥ কী বল হে তুমি ?
মূল গায়েন ॥ কী বকো হে ?
তুড়িজুড়ি ॥ অপার সাগর কে বেঁধেছে ?
শার্দ্দূল ॥ দেখ না যেয়ে সাগরের কূল।
রাবণ ॥ নিশ্চয় তোমার দেখায় ভুল।
সকলে ॥ ভুল ভুল ভুল সাগর অকূল,
নেই তার একূল ওকূল।
রাবণ ॥ শার্দ্দূল তোমার দেখবার ভুল।
শার্দ্দূল ॥ এতে যদি রয় ভুল নাম মোর নয় শার্দ্দূল।
রামবাক্যে সাগর হন লহর প্রমাণ
তার পর নল বানর বাঁধে সেতুখান।
নল যদি ছোঁয় মিশে পাদপে পাথরে
ভাসে নল ছুঁইলে জলের 'পরে শিলে।
তিন যোজন করি বান্ধে একই দিবসে।
নবতি যোজন সে বান্ধিল এক মাসে।
নবতি যোজন বান্ধা গেল দশ আছে,
লঙ্কার প্রাচীর ঘর দেখি যেন কাছে।
হনুমান আসিয়া রামের অনুরোধে
একখানা পাথরেতে দশযোজন রোধে।
উত্তর কূল হতে সেতু ঠেকে দক্ষিণ কূলে
সাগর জলেতে যেন চুলগাছি দুলে।

লাফে লাফে পার হয় সর্ব্ব কপিগণ,
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে পার হইল বিস্তর,
তার সাথে পার হয় বিভীষণ সহোদর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ পার হলেন সন্ধ্যায়
সুগ্রীব অঙ্গদ পার হইল ত্বরায়,
তার পাছে পার হয় মন্ত্রী জাম্বুবান।

অনুচর ১ ॥ সর্ব্বশেষে পার হইলেন হনুমান।

প্রহস্ত ॥ যে কূলে আছেন সীতা সেই কূলে রাম।

অনুচর ২ ॥ উভয়ে ছিলেন দূরে হলেন একস্থান।

রাবণ ॥ বান্ধা পল সাগর, কটক হইল পার
এতদিনে বুঝি ছুটিল অহঙ্কার।
বসিয়া কি ভাব সবে, শুন মন্ত্রিগণ
ত্বরায় যাও করিবারে নগর রক্ষণ।
প্রহস্ত মাতুল তুমি যাও পূর্ব্বদ্বারে
সঙ্গে লয়ে বহু কোটি প্রবল যোদ্ধারে।
মহাপার্শ্ব মহোদয় তোরা দুইজন
বহু সৈন্য লইয়া কর দক্ষিণ গমন।
ইন্দ্রজিৎ বাছা তুমি লয়্যা সেনাচর
পশ্চিম দ্বারেতে নিজে করহ বিজয়।
উত্তর দ্বার চাপি রণ অহিরাবণ মহীরাবণ
মধ্য দুর্গ ঘের শীঘ্র বিরূপাক্ষ ভস্মলোচন
কটক চর্চ্চিতে যাও শুক শারণ দুইজন।

[রাবণের প্রস্থান

(রাক্ষসগণের প্রবেশ ও গীত)

অকম্পন প্রকম্পন সভাজন দুইজন
মহাপার্শ্ব মহোদয় দুই দুই পাত্রবর
বিরূপাক্ষ ভস্মলোচন মুখ্যপাত্র দুইজন

মহীরাবণ অহিরাবণ ইন্দ্রজিৎ কুমারগণ
ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য আকর।

(চোপদারের গীত)

চোপ্ ও চোপ্, পড়তেছে তোপ্—
রাবণ রাজা খেয়ে চুকলেন খাজা।
মোচড়াচ্ছেন গোঁফ, গোল করো না চোপ্,
ও চোপ্, গোল করো না কেউ
আসচেন রাবণ রাজা হয়ে তাজা
সঙ্গে মহীরাবণ আরো কেউ কেউ।

(রাবণের প্রবেশ ও গীত)

গুয়াপান লও শুকশারণ
লুকাইয়া যাও চর চার গণ
পর দৈন্য চর্চ্চার কারণ।
কত সৈন্য হল পার
কত রইল হতে পার
রীতিমত কর লিখন করে মাথা গণন।
শুনে রাগে কাঁপে অঙ্গ
নর বানরের প্রসঙ্গ
দঙ্গল বেঁধে আসার সঙ্গে
জঙ্গ বাঁধালে অকারণ।
সাগরে বান্ধিল সেতু
বুঝিতে নারিলাম হেতু
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করা নয় তো সাধারণ।
নর-বানরের একি লীলে
জলেতে ভাসাল শিলে
দেখিলেও প্রত্যয় যায় না মন।

ইন্দ্রজিৎ ॥ চরের প্রসাদে রাজা সর্ব্ব বার্ত্তা জানে
চরের প্রসাদে রাজা দেখে শোনে কানে।
রাজার আদেশ মোরা বন্দিলাম মাথে
পরচক্র জানি আইলাম হাতে হাতে।

রাবণ ॥ বিভীষণের বুঝি মন প্রথম হইতে—
সাবধানে চলা চাই যাও রে ত্বরিতে।

বিদ্যুৎজিহ্বা ॥ কপি বেশে সাজি যাও রামে ভাঁড়াইতে
রামনাম গায়ে লিখো মার এড়াইতে।

রাবণ ॥ শুকসারী সাজি যাও, শুন দুই জন
মুখে বল রাধা কৃষ্ণ ছিরি বৃন্দাবন।
চল সবে মন্ত্রাগারে করিব গমন।

(রাবুণে মার্চগীত)

লঙ্কাপুরের লঙ্কেশ্বর মৃত্যুরে নাহিক ডর
শত্রুর নাম লোপ একেবারে।
কি ছার নর-বানর ভয়ে কাঁপে চরাচর
অমরগণ খাটে যার দ্বারে।
স্বর্গমর্ত্ত্য ত্রিভুবন দেবতা গন্ধর্ব্বগণ
যক্ষ কি কিন্নর বিদ্যাধর—
কম্পিত যাহার ডরে সে কি ডরে বানরে নরে
দেখে পরে সবাই পায় ডর।
বাজাও রাবণের ডঙ্কা অতি জোর ঘোর ডঙ্কা
শঙ্কা করয়ে কিছুই নাই রে।
কারে ডর কিসের ডর
ধর ধর ধর ধরর ধর ॥

[সকলের প্রস্থান

(বানরী মার্চ্চগীত)

ধাঁই কিড়ি ধাঁই কিড়ি অবোধি বান্দিলা
ধাঁই কিড়ি যাণ তুড়তুড়ি খাম্বাদি গাড়িয়া।

কুশকাশ লতাপাশ নল বাঁশ ফাড়ি কিড়ি
ধারি চড়াইলা—
দড়াদড়ি রসারসি রসি পকাইলা।
খাসা ফাঁস কসি সাঁই কিড়ি কাড়ি থামাইলা
হুম্পা হুমা দৌড়াদৌড়ি ধীরি ধীরি পড়ক্ষি চড়িলা।
ধাঁই কিড়ি ফুসমন্তরে পঙ্খার ভাসাইলা
সাগরে পাড়ি দিলা,
চড়ক্ষি মউরপঙ্খী লঙ্কা আসি গেলা
হুম্প হুম্পা খিড়ি খিড়ি
দৌড়াদৌড়ি চৌড়াচৌড়ি
ধুপাধুপ্ হুপাহুপ্ নামিল নামিল ধুপ
রামচন্দ্র দেখা দিলা।

(জয়বাদ্য ও গীত)

জয় জয় রাম রাম
রামনামের গুণে পারে আলাম
গাছ প্রস্তর বাঁধলো আওড়
আমরা সে সাগর তরলাম।
সেতু বাঁধলাম শিলা ভাসালাম নর-বান্দর
লঙ্কার বন্দরে এসে ঠেকলাম।

(শুকসারণের প্রবেশ)

শুক ॥ শারণ, ভাই ফলবান বৃক্ষপূর্ণ তীরে
কপিগণ বসিয়াছে স্থাপিয়া শিবিরে।
সারণ ॥ চতুর্দ্দিকে দুর্লক্ষণ করি দরশন।
শুক ॥ কি জানি কি আছে আজ কপালে লিখন।
সারণ ॥ বহিছে প্রবল বায়ু ভূমিকম্প হয়
বহু জীব ক্ষয় হবে কহিনু নিশ্চয়।
শুক ॥ ইন্দ্র রাজার ঘোড়া চেঁচায় গাধার মতন,
করে বরুণ রাজার জলহস্তী শুণ্ড আস্ফালন।

সায়াহ্ন মেঘ ছিন্নভিন্ন তপ্ত কাঞ্চন রোদ
অগ্নিরাশি ঝরায় যেন বাতাসে অবিরোধ।

সুগ্রীব ॥ মৃগ আর পক্ষিগণ ডাকে দীন স্বরে
মিনতি জানায় আকশ যেন ক্ষীণ স্বরে।

রাম ॥ উড়িতেছে লঙ্কার পরে শ্যেন ও শকুন
সন্ধান করিছে যেন শোণিত পিশুন।

সুগ্রীব ॥ বিলম্বে কি প্রয়োজন চল ত্বরা করি
প্রবেশি কটকে শত্রু সৈন্য চর্চ্চ করি।

(লক্ষ্মণাদির প্রবেশ)

রাম ॥ কোথা গেলেন বিভীষণ দেখ মিত্রবর—

সুগ্রীব ॥ নিশ্চয় গেছেন তিনি আপনার ঘর।

লক্ষ্মণ ॥ পলায়ন করেছেন রাবণের ত্রাসে—
নরে রাক্ষসে কতক্ষণ রয় পাশে পাশে ?

(রামের গীত)

চাহিয়া লঙ্কার পানে সীতারে আজ পড়ে মনে
ভাই রে লক্ষ্মণ এই কি সেই লঙ্কাভবন,
পড়ে আছে গ্রহাক্রান্ত রোহিণী যেমন।

লক্ষ্মণ ॥ হের ভাই লঙ্কাপুরী সোনার পর্ব্বতোপরি
যেন অমর নগরী নামিল ত্রিকুটোপরি—
অপরূপ সুন্দর এ লঙ্কাপুরী।

রাম ॥ ত্রিলোকসুন্দরী সীতাকে পড়ায় মনে।

সুগ্রীব ॥ উঠিল যে কোলাহল তুমুল ভীষণ—
বিভীষণ আনেন কাদের করিয়া বন্ধন।

(শুকসারণ ও বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ রাবণের এরা হন মন্ত্রী দুইজন
এ দোঁহার নাম হয় শুক ও সারণ—
লঙ্কা হতে ছদ্মবেশে আইল হেথায়
উভয়েই গুপ্তচর রাম রঘুরায়।

শুক ॥ কটক চর্চ্চিতে রাবণে পাঠান এখানে
এমন দায় ঘটিবে আগে কে তা জানে ?

সারণ ॥ লুকাইয়া আসিয়া যে হলাম বিদিত
বুঝিয়া করহ প্রভু যে হয় উচিত।

বিভীষণ ॥ কটক চর্চ্চিয়া ভ্রম চর দুইজন
খড়্গাঘাতে মস্তক দুইটা করিব কর্ত্তন।
জানো না এখানে আমি আছি বিভীষণ।

রাম ॥ ক্ষান্ত হও চরহত্যা নহে রাজধর্ম্ম,
সেবকে মারিলে সিদ্ধ হবে কোনো কর্ম্ম।

লক্ষ্মণ ॥ গোপনে আইলে চর ভ্রমে সর্ব্বস্থানে
দুই চারি কথা বলি বলিও রাবণে।
হরিয়া আনিল সীতা রামের অগোচরে
সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

রাবণে বলিও শুক সারণ
সেতু বাঁধা গেল যে কারণ
কেন যাবে অগোচরে
আসি রামের বরাবরে
পেয়ে রাজপ্রসাদ চলে যাও লঙ্কাভবন।
ভেটিও রাবণে গিয়া কহিও সব বিবরণ।

হনুমান ॥ রাজা হয়ে চর মারে অপযশ এ সংসারে
কহ গিয়া তোর ˈঙ্কেশ্বরে—
দেখুক সে দশস্কন্ধ সাগরেতে সেতুবন্ধ
লঙ্কাপুরী ঘেরিল বানরে।
কপিগণ যে প্রচণ্ড মেঘ করে খণ্ড খণ্ড
মার্ত্তণ্ড ধরিতে পারে বলে—
সাগর না সহে টান রণে নাহি পরিত্রাণ
হনুমান বধিবে সকলে।

লক্ষ্মণ ॥ ত্রিভুবন জিনিয়া সুন্দরী ধরি নিয়া
সোনার মহলে নিয়া রাখে।
তা সবার প্রাণপতি গতি তাদের নাই তথি
প্রাণের ভয়ে ভজে রাবণটাকে।

হনুমান ॥ সীতার শাপানলে রামের কোপানলে
এবার তার নাহি নিস্তার—
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ এ কনক লঙ্কাখান
পুড়িয়া হইবে ছারখার।

রাম ॥ আমি সৈন্য চর্চ্চিবারে যাবে কেন অগোচরে
বলো ওরে রে দশানন
কাটি রাম দশমুণ্ড বিভীষণ দিবেন ছত্রদণ্ড
তোমার হইবে সবংশে পতন।

(লক্ষ্মণের পদকীর্ত্তন)

শূন্য ঘরে সীতা হরে আনিলি আমার
ভয়ে পলাইয়া এলি সাগরের পার ৮
সেই তো সাগর আমি পার হইলাম,
এখন রাবণ রাজা আর কোথা যান।

রাম ॥ শুনিয়াছ খর-দূষণের হল ছারখার
প্রভাতে হইবে রাবণেরও সে প্রকার।
যে সে করি আজি তারি পোহাউক রাতি
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি।

(নর-বানরী মার্চগীত)

শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম,
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।
সুকৃতকরণ দুষ্কৃতদলন অধমতারণ রাম
বিপক্ষহন্তা স্বপক্ষরক্ষাকর্ত্তা রাম
সুঠাম সুদৃশ্য জানিত বিশ্বমনুষ্য নন রাম

প্রকাণ্ড পুরুষ ধরে রাম ধনুষ
লক্ষ্মণ সাথী সুগ্রীব সঙাতি রাবণ-অরাতি রাম।

শুক ॥ বিভীষণ ধরেছিল কাটিবার মনে
প্রাণদান করিলেন রাম নিজগুণে।

সারণ ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজ
আনন্দে চারিজনে করুন বিরাজ।

[শুক ও সারণের প্রস্থান

(শার্দ্দূল ও রাবণের প্রবেশ)

রাবণ ॥ রাম সৈন্য চর্চ্চিতে পাঠালাম চর
এখনো কেন নাহি এল আমার গোচর।

শার্দ্দূল ॥ ছদ্মবেশ ধরা গেল বিভীষণের পাশে
কিম্বা শুক সারণ পলাইল ত্রাসে।

মূল গায়েন ॥ অভয় দাও তো লঙ্কেশ্বর
যে না জানে কিছুই কেনে পাঠালে হেন চর ?
কহিতে না জানে কথা সভার মধ্যিখানে
হেন চর আপনি রাম বিদ্যমানে
পাঠাও কি কারণে, বঙ্কেশ্বর !

(শুক সারণের প্রবেশ)

শুক ॥ রাজার আদেশ মোরা বান্ধি লয়ে মাথে,
সারণ ॥ গত মাত্র ঠেকিলাম বিভীষণের হাতে।
শুক ॥ তার বাক্যে বানর মোদের চুল ধরে,
সারণ ॥ চারিদিকে বেড়িয়া লাথি কিল মারে।
শুক ॥ ভায়ের সেবক বলি না করিল খুন
সারণ ॥ বানর ঠেকাইয়া কষ্ট দিল পুনঃ পুনঃ।
শুক ॥ দেখিলাম নয়নে কটক যেই মত
সারণ ॥ তাহাতে দুইজন হলাম বুদ্ধিহত।
শুক ॥ যা গুণ হয় দেখিলে মনুষ্য নহে রাম
সারণ ॥ কি কবো রামের রূপ অতীব সুঠাম।

শুক ॥ আকার প্রকার তার হেরি হয় জ্ঞান
ত্রিভুবনে বীর নাহি রামের সমান।
সারণ ॥ ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম, গুণেতে মদন,
বিপক্ষ নাশিতে রাম প্রলয়ের যম।
বিভীষণ ধরেছিল কাটিবারে মনে,
প্রাণদান করিলেন রাম নিজগুণে।
শুক ॥ না মারেন রাম তারে যার নম্র বাণী
যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি।
সারণ ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজ
দেখিলাম চারিজনে আনন্দে বিরাজ।
রাবণ ॥ পরসৈন্য চর্চ্চিতে পাঠাইলাম তোরে,
পরের বড়াই করিস আমার গোচরে।
শার্দ্দূল ॥ পূর্ব্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে
আজি কোপে এড়াইলি সেই সে কারণে।
রাবণ ॥ দূর হ' রে চর আর না কর বাখান,
আপনার দোষে পাছে হারাইস প্রাণ।
শুক ॥ দেখিনু সে যাহা কহিবারে ভয় করি
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম ধর্ম্ম অধিকারী।
সারণ ॥ শুক আর সারণ কহিল তব হিত
অপমান করিলে তার সমুচিত।
শুক ॥ আপনি সুবুদ্ধি রাজা বিচারে পণ্ডিত
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত।
সারণ ॥ বান্ধা গেল সাগর কটক হইল পার,
লঙ্কার ফাটকে আটক না মানিবে আর।
শুক ॥ আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ হয় কিনা হয়।
সারণ ॥ অতি উচ্চ স্বর্ণময় এইতো প্রাচীর
হেথা হইথে কুড়ি চক্ষু দেখ করি স্থির।
রাবণ ॥ চতুর্দ্দিকে জলস্থল ব্যাপিল বানরে,
শতেক যোজন সেতু দেখি যে সাগরে।

শার্দ্দূল ॥ উত্তর কূলের সেতু ঠেকেছে দক্ষিণে
পার হইল রাম সৈন্য যুঝিবারে মনে।

রাবণ ॥ কালো কালো কপিগণ পর্ব্বত আকার
ঘেরেছে লঙ্কারে যেন মহা অন্ধকার।

শুক ॥ বানর সহস্র কোটি যাহার সংহতি
ঐ দেখ নীলবর্ণ নীল সেনাপতি।

সারণ ॥ বানর সত্তর কোটি যার পাছে লাগে
সুগ্রীব ভূপতি দেখ শ্রীরামের আগে।

শুক ॥ বিশকোটি কপি সহ ঐ যে গবাক্ষ
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধূম্রাক্ষ।

সারণ ॥ সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে
রণে এলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে।

শুক ॥ হিঙ্গুলী পর্ব্বত প্রায় হিঙ্গুলবর্ণ লাঙ্গুল
পৃথিবী টলাতে পারে হিঙ্গুলীর এক আঙ্গুল।

সারণ ॥ পঞ্চাশৎ কোটি কপি সঙ্গে শরভঙ্গ
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে ঝাড়া দিলে অঙ্গ।

শুক ॥ ভল্লুক কটক দেখ মন্ত্রী জাম্বুবান
আশি কোটি বানরেতে দেখ হনুমান।

সারণ ॥ যুবরাজ অঙ্গদ সে বালীর কুমার
কুড়ি লক্ষ কপি তার নিজ পরিবার।

শুক ॥ দেখহ সুগ্রীব রাজা বানরাধিপতি
শ্রীরামের সাথে যে পাতালো সাঙাতি।

রাবণ ॥ বালীর বিক্রম আমি জানি ভাল মত
তার ভাই সুগ্রীব লঙ্কাতে উপগত।

শার্দ্দূল ॥ হোথা দেখ বিভীষণ শ্রীরাম গোচরে,
হের দেখ ভাই লক্ষ্মণ মাথায় ছাতা ধরে—
ঝটে বাণ মারো রাজা কাটহ সত্বরে।

শুক ॥ ঘুচুক মনের দুঃখ,

সারণ ॥ জুড়াই অন্তর।

রাবণ ॥ বিভীষণ মোর প্রতি অঙ্গুলি দেখান
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম করেন সন্ধান।
শার্দ্দূল ॥ গড়ুর পাইলে সর্প গিলে ততক্ষণে
অব্যাহতি নাহি দেখি শ্রীরামের বাণে।
রাবণ ॥ ধনুকের চাপ দেখি যমের তরাস।
শার্দ্দূল ॥ প্রাচীর ছেড়ে চল প্রভু হই এক পাশ।
রাবণ ॥ রণে প্রবেশিতে চাহি, কিন্তু কাঁপে প্রাণ,
বিদ্যুৎজিহ্বা নিশাচরে কর আহ্বান।

[শার্দ্দূল ও শুক-সারণের প্রস্থান

(রাবণের স্বগতোক্তি)

রামের শক্তির আজ পাইয়া প্রমাণ
অন্তরে হইল চিন্তা উড়িল পরাণ।

(বিদ্যুৎজিহ্বার প্রবেশ)

বিদ্যুৎজিহ্বা ॥ বিদ্যুৎজিহ্বা নিশাচর তব অনুগত
আজ্ঞাকর আজ্ঞাকারী নিকটে আগত।
রাবণ ॥ তোরে বলি বিদ্যুৎজিহ্বা মায়ার সাগর
তুমি লঙ্কার মধ্যে প্রধান কারিগর।
মৈথিলীরে আনিলাম বড় সুখ আশে
অদ্যাপি না হয় বশ হইবে কি শেষে?
এত দিনে সীতা না হইল অনুগতা
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরষিতা।
মিত্র কার্য্য কর মোর কুলাও আরতি
রামের ধনুক মুণ্ড গঠহ সম্প্রতি।
ধনুমুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস
স্বামী দেবরের তরে হইবে নিরাশ।
বিদ্যুৎজিহ্বা ॥ চরিতার্থ হইলাম রাজ আজ্ঞা পাই,
রামের ধনুকমুণ্ড গঠিবারে চাই।

নির্জ্জনেতে রামরূপ করি মনে ধ্যান
গুরুর চরণ বন্দি জুড়ি ব্রহ্মজ্ঞান।

রাবণ ॥ বসো গিয়ে সাবধানে ধ্যান নাহি টুটে
ব্রহ্মজ্ঞান তেজে যেন ধনুকমুণ্ড উঠে।
সত্বর চল বিদ্যুৎজিহ্বা যথা আজ্ঞা কর
জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর।

[উভয়ের প্রস্থান

(ত্রিজটা, বিকটা, দুর্ম্মুখী, অম্বুকী, চণ্ডোদরী, ভাণ্ডোদরী, অনামুখী, গজামুখী প্রভৃতি চেড়ীদের চেড়ীবনে প্রবেশ)

মূল গায়েন ॥ ততো রাক্ষসমাদায় বিদ্যুজিহ্বং মহাবলম্
নায়াবিনং মহামায়ং প্রবিশদ যত্র মৈথিলী ॥

তুড়িজুড়ি ॥ সশোকা থাকেন সীতা অশোককাননে
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে।
রাম জ্ঞান রাম ধ্যান রামপ্রাণা সীতা
রাম বিনা নাহি জানেন জনকদুহিতা।
অপহৃতা সীতা রন অশোককাননে
সীতারে বেড়িয়া রহে যত চেড়ীগণে।

দোহার ॥ একজটা হরিজটা বিকটা ত্রিজটা
দুর্ম্মুখী ক্ষুরমুখী নাগুকী চেড়ী কটা।
চণ্ডোদরী ভাণ্ডোদরী সহচরীগণ,
অষ্ট প্রহর ছড়ি হাতে রাখে অশোকবন।

(চেড়ীদের প্রবেশ)

তুড়িজুড়ি ॥ আসে একজটা কটা হরিজটা কড়িচোখ,
বিকটা মেজাজ চটা, ত্রিজটা খাসা লোক,
দুর্ম্মুখী চিটেগুড় বর্ণ, ক্ষুরমুখী মুড়োকর্ণ,
নাগুকী লম্বানাকী, চণ্ডোদরী ভাণ্ডোদরী
রোগা মোটা।

প্রথম ॥ একজটা বুড়ী মেঘনাসার খুড়ী

দ্বিতীয় ॥ হরিজটা বুড়ী মহীদাদার খুড়ী
তৃতীয় ॥ বিকটা নই বুড়ী চেড়ী কটার খুড়ী
চতুর্থ ॥ ত্রিজটা আমি তো বটি খুড়ীর খুড়ী তস্য খুড়ী
পঞ্চম ॥ দুর্ম্মুখী ক্ষুরমুখী শূর্পণখার খুড়শাশুড়ী
ষষ্ঠ ॥ নাশুকী মন অস্থকী আমি না বুড়ী না খুড়ী
সপ্তম ॥ চণ্ডোদরী মন্দোদরী মহোদরের দিদিশাউড়ী।
হরিজটা ॥ লো বিকটা সারারাত্রি ঘুমাতে না পারি—
বিকটা ॥ মশা লাগতেছে গায়ে কয়দিন ভারি।
একজটা ॥ নাক ডাকলে চিমটি কাটা চিরদিন অভ্যাস
বোধকরি ত্রিজটীটা করে উপহাস।
দুর্ম্মুখী ॥ আরে ত্রিজটা রাক্ষসী তুমি ঘুমাতে না পারো
শয্যায় বসিয়া কেন রাত্রে তুড়ি মারো ?
ক্ষুরমুখী ॥ শয্যায় বুড়ী ঘুম ভাঙ্গাও কেনে ?
ত্রিজটা ॥ সীতারে সবাই মিলে দুঃখ দাও কেনে ?
চণ্ডোদরী ॥ জানি তো ত্রিজটা রাত্রি জাগিতে না পারো—
ভাণ্ডোদরী ॥ কী স্বপ্ন দেখি বুড়ী উঠি তুড়ি মারো।
ত্রিজটা ॥ হইল সীতার বুঝি দুঃখ অবসান
স্বপ্ন শুনিবেক যে আইস মম স্থান।
কয় রাত দেখছি স্বপ্ন শুনিতে তরাস
হনুমান যেন বসে শয্যাটার পাশ।
কানে কানে বলে সীতা রামের কামিনী
সীতারে যে মারিবে মরিবে আপনি।
দেখি রক্তবস্ত্র পরিধান কালী হেন বুড়ী
রাবণেরে পাড়ে ভুঁয়ে দিয়ে গলে দড়ি।
দেখি কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি চুন,
লঙ্কা দাহ হয়, রাক্ষসেরা হয় খুন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি ধনুক বাণ হাতে
সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়ি দিব্য রথে।
বাজে ডিণ্ডিম ডিম্ ডিমা ডিম্ গা ঝিম্ ঝিম্ রাতে
টিম্ টিমাটিম্ টেমি বাজায় জোনাক পোকা ছাতে,

আবাজে হাত পা হিম্ লাগে দাঁতে দাঁতে !
দেখি যেন অন্ধকারে মন্দোদরী
উল্টো গাধায় রাবণ চড়ি
যায় মশান ঘাটে,
হনুমান মশাল ধরি সাতে সাতে হাঁটে !

চেড়ী ॥ হাউ মাউ খাঁউ, ঘুম ধরেছে যাঁউ—
অশোকতলে কে রে ?

(মায়ামুণ্ড ধনুক লয়ে মহোদরের প্রবেশ)

মহোদর ॥ আমি তো বটি মহোদর, জোর বেধেছে রে—

ত্রিজটা ॥ ভাণ্ডোদরী চণ্ডোদরী ঘোমটা তুলে দে রে !

মহোদর ॥ খিড়কী খুলে দে রে মুখটা দেখে নে রে
কথা শুনে নে রে ।
শুন বলি চেড়ীগণ যাহ একবার
সীতারে রামের মুণ্ড দেখাও একবার ।
রচিল বিদ্যুৎজিহ্ব ধরি বিশেষ ধ্যান
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে রামের ধনুক মুণ্ডখান ।

ত্রিজটা ॥ বিচিত্র বন্ধনে শ্রীরামের মুণ্ডধনু করেছে নির্ম্মাণ ।

প্রথম ॥ রতন কুণ্ডলে দেখি শোভে দুই কান ।

দ্বিতীয় ॥ মুকুতা জিনিয়া দুই দশনের জ্যোতি,

তৃতীয় ॥ বিম্বফল অবিকল ওষ্ঠাধর দ্যুতি ।

চতুর্থ ॥ চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া বান্ধিয়াছে চূড়া,

পঞ্চম ॥ অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা মুড়া ।

মহোদর ॥ শ্রীরামের মুণ্ড কিবা করিল নির্ম্মাণ
যে দেখিবে সে বলিবে রামের সমান ।
লয়ে যাও মুণ্ড আর রাম ধনুকখান
জানকীর অগ্রে গিয়া দাও তো যোগান ।
মিথ্যা সত্য করি পাত কথার পাতন
যে প্রকারে সীতার প্রতীত হয় মন ।

ত্রিজটা ॥ মোর বাক্য ধর নাহি বাড়াও জঞ্জাল
রামের অপেক্ষায় সীতা আছে এত কাল—
শ্রীরামের মুণ্ড দেখি মরিলে হতাশে
কী প্রকারে মুখ দেখাবে রাবণের পাশে।

মহোদর ॥ বিদ্যুৎজিহ্বা নিশাচর পাড়া আছে দ্বারে
চল প্রবেশিব গিয়া অশোকবনাগারে।

ত্রিজটা ॥ মোর বাক্য নাহি শুনি বাড়াও জঞ্জাল
তুমি যাও মহোদর, আমি যাবো কাল।

মহোদর ॥ হেন মনে করি তোরে কাটি এই দণ্ডে—

ত্রিজটা ॥ তোর মুণ্ড দেখিলে তবে মোর কোপ খণ্ডে।

মহোদর ॥ ক্ষণেক আইস তুমি জানকী যেখানে
রাবণ রাজা দেয় সাজা কথা যে না মানে।

চণ্ডোদরী ॥ রাবণ পাঠায় যেথা চলিব সেখানে।

ত্রিজটা ॥ মনে মনে ভাবো সবে রামনামের গুণ
মনে আছে ঘরপোড়ার লেজের আগুন।

ভাণ্ডোদরী ॥ বোধকরি জানকী গেলেন আসিয়া।

মহোদর ॥ যাহা বলিবার তাহা শিখ মন দিয়া।

চেড়ীগণ ॥ শুনিতেছি মহোদর

মহোদর ॥ বলি কানে কানে
এবমেবম্—(কর্ণে কর্ণে)

চেড়ী ॥ এইরূপ

মহোদর ॥ আর না এখানে।

(সীতার প্রবেশ ও গীত)

বিমাতা হইল বৈরী পাঠাইল বনে
হায় আমার প্রাণেশ্বর কোথায় এক্ষণে ?
কাননে চলি যাইতেন শ্রীরাম আমার
ফিরে চেয়ে দেখিতেন তিলে শতবার।
ননীর পুতলী সীতা আতসে মিলায়
চলে যেতে কুশাঙ্কুর ফুটে পাছে পায়।

মায়ামৃগ কেন বা ধরিতে গেলেন বনে
সেই হতে হারাইলাম স্বামী হেন ধনে।
অশোকবনে তোমার লাগি শোকাকুল মন
একবার দেখা দেহ কমললোচন।

(চেড়ীগণের প্রবেশ)

কোথা গেলি ভাণ্ডোদরী, আইনা সত্বর
জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর।
চণ্ডোদরী ॥ এই দেখ শ্রীরামের ধনুকের খণ্ড
ভাণ্ডোদরী ॥ এই দেখ জানকী রামের কাটামুণ্ড।
ক্ষুরমুখী ॥ কাটামুণ্ড দুর্ম্মুখী তবু যেন হাসে
দুর্ম্মুখী ॥ চক্ষের জলে ক্ষুরমুখী দেখ চক্ষু দুটি ভাসে।
নাশুকী ॥ আক্কসের সাথে নরে করতে এলো রণ,
বল দেখি প্রাণে প্রাণে বাঁচে কতক্ষণ ?
চণ্ডোদরী ॥ আজিকার রণকথা শুন দিয়া মন,—
বহিয়া পাথর গাছ যত কপিগণ
হইলেক সকলেতে নিদ্রায় অচেতন।
ভাণ্ডোদরী ॥ সেই সব বার্ত্তা রাজা পেয়ে চরমুখে
রাত্রি যোগে গেলেন, কেহ নাহি দেখে।
ত্রিজটা ॥ হনুমানটারে আগে লেজে ধরে টানি
খাঁড়াতে কাটিয়ে করিলেন দুইখানি।
হরিজটা ॥ জাগিয়া উঠিয়া রায় হইল আগুয়ান
অস্ত্রাঘাতে রাবণ রাজা মারিল গর্দ্দান।
প্রথম ॥ বানরের মধ্যে সুগ্রীবটা বলবান
প্রহারে জর্জ্জর অতি আছে মাত্র প্রাণ।
দ্বিতীয় ॥ গয় গবাক্ষ ছিল কপি একজোড়া
কাটা গেল দুই পা হয়ে গেল খোঁড়া।
তৃতীয় ॥ বানরের মধ্যে ছিল অঙ্গদ রায় যুবা
জলসই হল সেটা খেয়ে হাবুডুবা।

চতুর্থ ॥ পড়িল তোমার রাম লক্ষ্মণ কাতর
দেশে গেল নিয়া নল নীল বানর।
চণ্ডোদরী ॥ আসা মাত্র করলে শেষ রাবণ প্রচণ্ড—
ভাণ্ডোদরী ॥ এখনো রাবণে ভজো, নহে পাবে দণ্ড। [প্রস্থান

(সীতার খেদ)

(পদ) কুক্ষণে পোহাল প্রভু আজিকার রাতি
অভাগিনী হারাইলাম তোমা হেন পতি।
সহোদর ছাড়ে প্রভু আপদ যদি পড়ে
লক্ষ্মণ করে পলায়ন আপনার ঘরে।
বিদেশে আসিয়া প্রভু হারালে জীবন
লক্ষ্মণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ।
(গীত) সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে ফিরে গেলি
তবে কেন সাথে সাথে এতদূর এলি ?
হারে রে লক্ষ্মণ মোরে বিড়ম্বিলি
রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে ডালি দিলি ?
রাজ্যনাশ বনবাস কাটিল রাবণে
কেন বিধি বিড়ম্বিলি রাম হেন জনে ?
(পদ) সর্ব্বলোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা
আমারে বিধবা কৈল কেমন বিধাতা।
অকারণে আছয়ে রাবণ মোর আশে
গলায় ধনুর গুণ দিব, যাব প্রভুর পাশে।
যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিল দুইখান
সেই অস্ত্রে কাটা যাউক আমার পরাণ।
[খাণ্ডা লইয়া পরীক্ষা
মায়ায় রচিত খাণ্ডা নাহি দেখি ধার
মায়ামুণ্ড মায়াধনু নিতান্ত অসার ;
স্বপন দেখিনু আমি একি চমৎকার।
মায়া দেখাইয়া রাবণ করিল উপহাস
মহামায়া কোপে তার হবে সর্ব্বনাশ। [প্রস্থান

(মহোদর, রাবণ ও ত্রিজটার দ্রুত প্রবেশ)

মহোদর ॥ করিতে পরের মন্দ নিঃসন্ধ প্রমাদ
রাম জয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ।

রাবণ ॥ কটকের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী
মুণ্ড লইয়া পলাও ও ত্রিজটা বুড়ী।
মহোদর ডাকি আন পাত্রমিত্রগণে
শীঘ্র গিয়া চল বসি নিজ সিংহাসনে।

[প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ হরয়ো রাঘবাস্থার্থে সমরোপিতবিক্রমা
হর্ষবীর্য্য বলোর্দ্রেকান দর্শয়ন্ত পরাস্পরম।
যৌবনোৎসেকজানদর্পাণ বিবিধাংশ্চক্রুরধ্বনি
তৎ কেচিৎ দ্রুতং জগ্মুক্কৎ প্রেতুশ্চ তথাপরে।

দোহার ॥ কেচিৎ কিলকিলাং চক্রুর্ব্বানরা বারণোপমা
প্রস্ফেটসংশ্চ পুচ্ছানি সংনিজঘ্নুঃ পদান্যপি।

তুড়ি ॥ ভুজান বিক্ষিপ্যশৈলাংশ্চ ক্রমানন্যে বভঞ্জিতে
আরোহন্তশ্চ শৃঙ্গানিগিরিণাংগিরি গোচরাঃ।

জুড়ি ॥ বানরান্তরিতামস্তি সর্ব্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ
প্রহৃষ্টা প্রমুদিতা সর্ব্বে সুগ্রীবেণাভিপালিতঃ।

(তুড়িজুড়ির বাংলা গীত)

আরে সাজিছে বানর সৈন্য বাজিছে বাজনা
অন্তরীক্ষে অমরগণের পড়ে গেল থানা ॥ ধুয়া ॥

দোহার ॥ আইল গন্ধর্ব্ব আর কিন্নর চারণ
আইলেন বিধাতা মরালবাহন।
ঐরাবত আরোহণে আইল পুরন্দর
মকরবাহনে আইল জলের ঈশ্বর।
বসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী।

(নন্দী-ভৃঙ্গী জয়া-বিজয়ার প্রবেশ)

নন্দী ॥ বৃষভবাহনে আইলেন পশুপতি।
বিজয়া ॥ কেশরীবাহনে আইলেন পার্ব্বতী।

(গীত)

জয়া ॥ জয়া বিজয়া জয়তী তুমি পুরুষ প্রকৃতি
বিজয়া ॥ ওমা পুরুষ তুমি প্রকৃতি।
নন্দী ॥ আনন্দ বদনে নন্দী কয়
ভৃঙ্গী ॥ বল সিদ্ধেশ্বর শিবের জয়।

(হরপার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্বতী ॥ ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী
কেমনে আছহ স্থির বুঝিতে না পারি।
আপনার মাথা কাটে আপনকার তরে
দুঃখ নাহি হয় হেন সেবকের তরে ?
আর কোন সেবক লইবে তব ছায়া
রাবণ সেবকের প্রতি নাহি তব মায়া !
শিব ॥ বামাজাতি তোমার তিলেক নাহি শঙ্কা
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা।
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর
অমর হইতে বাকি আর কি দিব বর।
এখন মরণপথ চিন্তিল রাবণ
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন জন ?
পার্ব্বতী ॥ দ্বারে রাম রাবণের জীবন সংশয়
বল দেখি রাবণের কিসে রক্ষা হয় ?
শিব ॥ মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু অধিষ্ঠান
তার হাতে মলেই রাবণ পাবে পরিত্রাণ।
পার্ব্বতী ॥ রাবণ মরিয়া হবে নাহি লাভবান।
ভোলানাথ হে ! কিবা দিলে ক্ষমা তারে দান ?

শিব ॥ মিথ্যা অনুযোগ মোরে না কর পার্ব্বতী
রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি।
বামাজাতি তোমার তিলেক নাহি বুদ্ধি
চল যাই কৈলাসে খাই গিয়া সিদ্ধি।

[উভয়ের প্রস্থান

(নন্দী-ভৃঙ্গীর গীত)

নন্দী ॥ বাবার এ ভোজবাজি বোঝা সাধ্য কার ?
ভৃঙ্গী ॥ এই যে জগদ্‌ডিম্ব জলবিম্ব আছে অম্‌নি নাই আবার।
জয়া ॥ মাগো এই দশা কি তার—
বিজয় ॥ তুমি সদানন্দময়ী জননী যাহার।
সকলে ॥ এ সব একবার গড়ছে একবার ভাঙছে
ভাঙা গড়াই কার্য্য তার।
বাবার ভেল্কি বলে জগৎ চলে
ফোটে আলো জোটে অন্ধকার—
মা যদি হন সদয় কিছুই অসম্ভব নয়—
রাত্রিকালে চাঁদের উদয় মোর অমাবস্যায়
অন্ধের ঘোচে অন্ধকার।

[প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ কান্দেন অশোকবনে সীতা একা বসি,
তাহারে প্রবোধ দিতে ত্রিজটা রাক্ষসী
অশোকবনে অভিনয়ের করে আয়োজন,
স্বচক্ষে দেখে যেন সীতা রাম রাবণের রণ।
এই স্বপ্ন দিয়া গেল মোরে হনুমান
অবিলম্বে নাচ কর নটনটীগণ।
যদ্মাস্তবাদ্দশশিরা জনকাত্মজাং তাং।
মায়াশির কলয়তি ক্ষণমুন্ননাস্য ॥
মন্ত্রং ক্ষণঞ্চ বিধধে নগরস্যগুপ্তিং।
চক্রে ক্ষণং স দাতাং মম রামচন্দ্র ॥

(সীতা ও সরমার প্রবেশ)

সীতা ॥ আইস বইস কাছে সরমা বহিনী
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী।
বিষপানে মরি কিবা অনল প্রবেশে
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমার আসার আশে।
কহ দেখি রাবণ কী করিছে মন্ত্রণা
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিবেক সে হানা ?
জানাইয়া স্বরূপ আমারে কর রক্ষা—
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা।

সরমা ॥ সীতা তব বাক্যে হয়ে পেঁচা পক্ষী
রাবণসভাতে গিয়াছিলাম লক্ষি।
রাবণ বলিছে—মন্ত্রিগণ, কহ সার
কেমনে রামের সৈন্য করিব সংহার।
মন্ত্রী বলে—সীতা দিলে হবে অপমান
স্বয়ং যুদ্ধ করিয়ে রামের লহ প্রাণ।
হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী
রাবণের কাছে গেল হাঁটি গুড়িগুড়ি।
সকল হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ,
কহিতে লাগিল বুড়ী হয়ে আগুয়ান—
সীতা দিয়া রামের সহিত কর প্রীতি
নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি।
এত যদি বলে বুড়ী মনের সন্তাপে
শুনিয়া রাবণ রাজা মহাকোপে কাঁপে।
কুড়ি চক্ষু রাঙা করি চায় লঙ্কেশ্বর
নড়ি ধরি গুড়ি গুড়ি বুড়ী দিল রড়।
বুড়ী যদি পলাইল পেয়ে অপমান,
রাবণেরে বুঝায় তখন বুড়া মাল্যবান—
এতদিনে নাতি তব বিক্রম বাখানি
বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি।

যত রাজা হইল চন্দ্রসূর্য্যকুলে
কোন রাজা ভাসাইল পাষাণ সলিলে ?
সাগর হইল পার হইয়া মানব
হেন রাম ঘটাইল একি অসম্ভব।
এতদিনে বুঝিয়াছি রামের বিক্রম
সুজনের বন্ধু রাম দুর্জ্জনের যম।
কুড়ি চক্ষু রাঙা করি চাহিল রাবণ
মাল্যবান স্তব্ধ হন হয়ে ভীতমন।

সীতা ॥ কাহাদিগে রাখিল রক্ষ লঙ্কার রক্ষণে ?

সরমা ॥ মহোদরে রাবণ রাখিল দক্ষিণে,
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিৎ প্রধান,
পূর্ব্বদ্বার প্রহস্তেরে করিল প্রদান।
রহিল উত্তর দ্বারে আপনি রাবণ,
ভীমলোচন বিরূপাক্ষ পুর রক্ষার কারণ
সতর্ক, সশঙ্কমনা সব পুরজন।

[সীতার অশ্রুমার্জ্জন

পোহাইতে আছে তখন অল্প রজনী
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি।
পাইয়া সুগ্রীব রামের অনুমতি
চারিদ্বারে রাখিল বানর সেনাপতি।
নল বীর পূর্ব্বদ্বারে দক্ষিণে অঙ্গদ
হনুমান পশ্চিমে উত্তরে কুমদ।
ঔষধ পথ্যেতে আছেন সুষেণ বিচক্ষণ
মন্ত্রণা করিতে থাকেন মন্ত্রী জাম্বুবন।
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণ
চারি দ্বারে সুগ্রীব বেড়ায় ঘনে ঘন।
যেই দ্বারে সুগ্রীব দেখিল হীন বল
দ্বনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল।

সীতা ॥ কারু যুক্তি না শোনে রাবণ যুদ্ধ করে সার
বিনা যুদ্ধে দেখি মম নাহিক উদ্ধার।

সরমা ॥ বহু কষ্ট গেল সীতা অল্প মাত্র আছে—
দেখিয়া রামের মুখ সুখ হবে পাছে।
ক্রন্দন সম্বর সীতা ত্যজ অভিমান
দিন দুই চারি বাদে যাবে প্রভু স্থান।

[উভয়ের প্রস্থান

তুড়িজুড়ি ॥ পণ্ড হল মায়ামুণ্ডের কৌশল করণ
সীতারাম জয়তি কহ বন্ধুগণ ॥

(রাম-লক্ষ্মণ বিভীষণাদির প্রবেশ)

রাম ॥ কুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে
সেই মতো উচ্চ একি শোভা পায় আগে ?
বিভীষণ ॥ গড়ের বাহিরে তিরিশ যোজন
সুচেল গিরি হতে হয় লঙ্কা দরশন।
রাম ॥ গিরি উপরে থাকি লঙ্কা নিরখিব।
লক্ষ্মণ ॥ আজিকার রজনী এথাই গোঁয়াইব।
সুগ্রীব ॥ প্রভাতে যাইয়া বেড়ি রাবণ-নগর
যুদ্ধ লাগি আয়োজন করিব সত্বর।
হনুমান ॥ পর্ব্বত উপরে রাম করেন দেয়ান
দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।

(তুড়িজুড়ির গীত)

দেখ দেখ রঘুমণি রাবণের পুরীখানি
বিশ্বকর্ম্মা গড়িয়াছে যারে,
জাম্বুনদ মণিময় দেখিয়া আনন্দ হয়
ইচ্ছা হয় প্রবেশিবারে।
দেখ দেখ বাহিরিতে গড়খাত চারিভিতে
অত্যন্ত গভীর যার বারি,
সেই জল উপরিতে প্রাচীর বন্দি চারিভিতে
সুবর্ণের মুরচা সারি সারি।

চারিদিকে চারি দ্বার লৌহের কপাট তার
গুরুভার অর্গলেতে বদ্ধ,
রক্ষা করে নিশাচরে নানা অস্ত্র শস্ত্র করে
পুত্তলিকা প্রায় আজি স্তব্ধ।

দেখ চারি দ্বার আগে পরিখা উপরি ভাগে
জোড়া জোড়া সাঁকো মনোহর,
হয়ে দিব্য যন্ত্র আছে শত্রুলোক গেলে কাছে
ডুবে সেতু জলের ভিতর।

লৌহের প্রাচীর 'পরে দেখ আর কথো দূরে
শিলায় প্রাচীর পূর্ব্বরীত,
তেমনি পিত্তল কাঁসা তাম্র রৌপ্য স্বর্ণনাসা
পঞ্চ প্রস্থে পাঁচখান ভিত।

সাতখণ্ড এই মতে রাক্ষস নিবাস তাতে
গৃহ সব স্বর্ণমণিময়,
মধ্যে রাবণের বাটী দেখ তার পরিপাটি
ফিরাইয়া নেত্র পদ্মদ্বয়।

ওই দেখ সভাস্থল করিতেছে ঝলমল
ঐ দেখ রাজ অন্তঃপুরী,
ওই তো অশোকবন রাখিয়াছে দশানন
যেথা তব সীতা করি চুরি।

ওই দেখ ভাণ্ডাগার সেনাশালা পরিষ্কার
গোশালায় না হয় গণন,
দেখ প্রতি দ্বারে দ্বারে দিব্য নহবত ঘরে
গীতশালা নাট্যশালাগণ।
রাজপথে গতাগতি করিতেছে সেনা তথি
দেখ দেখ শ্রীরঘুনন্দন।

রাম॥ মিত্রবর হেনমত সুন্দর নগরী
নাহি দেখি নাহি শুনি ভুবন ভিতরি।

লক্ষ্মণ ॥ এ হেন ঐশ্বর্য্য পাই রাজা দশানন
কেন হল কদর্য্য কর্ম্মেতে লুব্ধ মন !

রাম ॥ বুঝিনু ইহার কেশে ধরেছে শমন

(পত্রবাহক বেশে মূল গায়েনের প্রবেশ)

মূল গায়েন ॥ দেবী সেনা নাম মাত্রেন যস্যা
ভাতিং প্রাপ্তা মূর্চ্ছিতং জগাম।
তাম পেতাং রাক্ষসেন্দ্রস্য সেনাং
যুদ্ধেঽস্যস্তি রাম সেনা মুদেহস্ত।
রাম আমি নই দশানন অনুচর
আনিয়াছি পত্র বিভীষণ গোচর।

বিভীষণ ॥ অগ্রেতে পড়হ শুনি হস্তের লিখন
বাকি যা আছে পরে করিব শ্রবণ।

মূল গায়েন ॥ স্বস্তি ত্রিভুবন জেতা দেবাসুর ভয়ত্রাতা
রামচন্দ্র অযোধ্যার পতি।
ছাড়ি নিজ সিংহাসনে বনেতে আইলে কোনে
কী ভিক্ষাতে লঙ্কাতে আগমন সম্প্রতি ?
রাবণটা ভারি বুদ্ধিহীন দরিদ্র দুর্ব্বল দীন
নিজ হিতাহিত নাহি জানে—
তার ভাণ্ডারে নাই কড়ি আছে শুধু কলসী দড়ি
এত ক্লেশ ভোগ করি কেন এলে এস্থানে ?
মোর গৃহিণী মন্দোদরী মনুষ্যোদর নিশাচরী
পাক্ করি সীতারে খেতে চায়,
হয়ে তার গৃহস্বামী কী করে ঠেকাই আমি
নিরাশ করি অতেব তোমায়।
অতএব সিন্ধুজলে বসি থাক কিবা ফলে
ফিরি যাও আপন আস্তানায়।
গেঁয়ো যোগী গাঁয়েতে যাও দেখ যদি ভিখ না পাও
যেও তবে শমনের তোষাখানায়।
রাবণের দোষ ইথে নাই ॥

বিভীষণ ॥ আমার সাক্ষাতে ভাট রামে কুচ্ছ কয়
মশানে কাটগে মাথা আর রাখা নয়।

মূল গায়েন ॥ কাট মাথা বিভীষণ তাতে দুঃখ নাই
রামায়ণ গান হবে না সেই ভয়ে ডরাই।

জাম্বুবান ॥ দেখিতেছি তোহে আমি বুদ্ধিতে প্রখর,
কহ কেন আসিয়াছ কটক ভিতর ?

বিনত ॥ কহ ভট্ট পত্র লেকে তুম কেঁউ আয়া
যো সব ভেদ বুঝায়া কাহাকি সো নেহি
তায়া সোমঝায়া বুঝায়া,
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধী ভুল গিয়া
মোহে ভুলায়া।

মূল গায়েন ॥ ভূপ মেঁয় তোহারি ভট্ট লঙ্কাপুর যায়কে
রাক্ষসকে সমাজ মাঝ
আয়া রামনাম গায়কে,
এক যে হাজার বাত মেঁয় কহা বলায়কে—
ইয়াদ যো রহা ওহি দিয়া জানায়কে।
পুছ্‌তো দেওয়ানজী বক্‌শিশ ফরমায়কে।

(গীত)

মেঁয় গোলাম মেঁয় গোলাম গোলাম মেঁয় তেরা
তু দেওয়ান তু দেওয়ান দেওয়ান তু মেরা।
এক রোটিতে লংগটি দুয়ারে তেরে পাঁওয়া
ভকতি ভাও দে অরোগ নাম তেরা গাঁওয়া।
তু দেওয়ান মেহেরবান শরণ তোর চরণয়াঁ।

রাম ॥ পঞ্চদিক উভেয়র সৈন্য সমাবেশ
পরস্পর কেহ কার নাহি করে দ্বেষ।
কী কারণে রণ নাহি দেয় দশানন
জান যদি ভট্টরাজ করহে জ্ঞাপন।

মূল গায়েন ॥ যাহা জানি বলি প্রভু কর অবগতি
বানর সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি।

তেঁহ বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও একজনা।

বিনত ॥ ওহে ভট্টরাজ তুমি বলিয়াছ সার
তুমিই না হয় গিয়া আন সমাচার।

মূল গায়েন ॥ রাম রাম! রামের মারে ইহকালে লাভ
পরকালে সদ্গতি—
রাবণের মারে ইহকালে আর পরকালে নটখটি।

জাম্বুবান ॥ এস দাদা হনুমান পবননন্দন
লঙ্কায় জানিয়া আইস কী করে রাবণ।

হনুমান ॥ রামকার্য্যে একবার পোড়ায়েছি মুখ
আমারে পাঠালে আর কী হয় কৌতুক।
তার চেয়ে কোমর বেঁধে যান জাম্বুবান
একবার গিয়াছিল বীর হনুমান।

বিনত ॥ যেই যাইবেক হনু লঙ্কার ভিতর
হনুমানে দেখিয়া হাসিবে লঙ্কেশ্বর।

হনুমান ॥ মনেতে করিবে এই আইসে বার বার
ইহা বিনা বানর সৈন্যের বীর নাহি আর।

সুগ্রীব ॥ হনুমান হইতে অঙ্গদ বীর বড়
তাহারে পাঠাও যে বলিবে অতি দৃঢ়।

অঙ্গদ ॥ আজ্ঞা কর নারায়ণ এসেছি নিকটে
তব আজ্ঞা শির ধরি জুড়ি করপুটে।

(গীত)

মোর কথা শুন রে অঙ্গদ বলে মহাবলী
রাবণ রাজারে দুটা কথা এস বলি।
বানর কটকে নাহি তোমার দোসর
বিক্রমে বিশাল তুমি বাপের দোসর।
লঙ্কা মধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবণে
যাইয়া,শরণ লউক সীতার চরণে।

নতুবা সবংশে তারে শ্রীরাম লক্ষণ
খণ্ড খণ্ড করিবেক, রাখে কোন জন !

বিভীষণ ॥ কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্কেশ্বরে
নিজ দুরাচার কর্ম্ম যেন মনে করে।
সভা মধ্যে বলিলাম হিত যে বচন
তে কারণে হইলাম লাথির ভাজন।
মূঢ় বিভীষণ নাহি বুঝে কোন কাজ
ভাল মন্ত্রী লয়ে তিনি রহুন মহারাজ।
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পণ
কহিও এসব কথা বালীর নন্দন।

অঙ্গদ ॥ আমারে পাঠানো প্রভু যুক্তি নাহি হয়
বালীর পুত্র আমি যে আমাতে কি প্রত্যয় ?

সুগ্রীব ॥ শ্রীরাম বলেন সত্য হেতু বালী বধি
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে নিরবধি।

অঙ্গদ ॥ অঙ্গদ বলেন—প্রভু একা কোন কথা
নখে ছিঁড়ি আনিব রাবণার দশ মাথা।

রাম ॥ বানর বিক্রম সেটা জানে ভালে ভালে
বিক্রম জানিবে তব সংগ্রামের কালে।
আপাতত যাও তুমি দৌত্য কামে খালি
রাবণ রাজারে কিছু দিইয়া আইস গালি।

সুগ্রীব ॥ বার বার বন্দিয়া শ্রীরামের চরণ—
রাবণে ভর্ৎসিতে যাও বালীর নন্দন।

(তুড়িজুড়ির গীত)

আরে রাবণে ভর্ৎসিতে যায় বালীর নন্দন
কর জয় রাম ধ্বনি যত কপিগণ।
আনন্দে দেখুন চেয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ
লঙ্কাপুরে খাও এসে ত্বরিত গমন।

(দোহার ও বাদ্যকরের গীত)

বল জয় রাম রাম জয় বল
এক দুই তিন
অঙ্গদ পাঁড়ে চল লঙ্গট সিং।
দাও প্যেঁচ ঝেড়ে তাড়ে মেণ্ডার শিং
লাফাক রাবণ ত্রিং ভৃং টিটিং টিটিং
গঙ্গাফড়িং।
তালপাতার সেপাই বেটা
ঢাল তলোয়ার হাতে বিশটা
ভেজে খায় দশ বিশটা চিংড়ি কিড়িং।

[সকলের প্রস্থান

(তুড়িজুড়ির গীত)

যার ভয়ে ত্রিভুবন হয়ত কম্পিত
পিতা বলে প্রণাম করে যারে ইন্দ্রজিৎ,
হস্তিপৃষ্ঠে প্রণাম জানায় অকম্পন
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিয়া ধূম্রলোচন।
প্রণাম করে নতশিরে কুমার ত্রিশিরা
রথের চাকাতে যার মণি মুক্তা হীরা।
দোহার ॥ প্রণমে নিষট ষট যেন যমদূত
কুম্ভ নিকুম্ভ দুই কুম্ভকর্ণ-সুত।
বজ্রদণ্ড নোয়ায় মাথা যখন তখন
আইলেন সভায় এবে সেই সে রাবণ।
আইল সামন্ত সৈন্য বীর নানাবর্ণ
সবেমাত্র না আইল বীর কুম্ভকর্ণ।
রাবণ ॥ নিদ্রা যান কুম্ভকর্ণ হয়ে অচেতন
লঙ্কাতে অনর্থ এত না জানে কারণ।
শিশু রাম পশু কপি না জানে আমায়
তেঁই সে আমার সনে যুঝিবারে চায়।

বাটা ভরি পান দিব আড়নে আড়ন
যেই জন মারিবেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।

মহোদর ॥ বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পালে পালে।

কুম্ভ ॥ নিকুম্ভ কুম্ভ দুই ভাই বানরভাজা পেলে খাই
জ্যেঠামশাই পাঠান তো যাই দিতে কিছু গালে।

নিকুম্ভ ॥ আশু গিয়া বানরের গলে দিব ফাঁস
ঘাড়ের রক্ত খাইব কামড়ে খাব মাস।

রাবণ ॥ আজ যদি কুম্ভকর্ণ উঠেন জাগিয়া
খাইবেন লক্ষ লক্ষ বানরের কালিয়া।

বজ্রদণ্ড ॥ মনুষ্য দুইটার মাংস বড়ই সুস্বাদ
পেলে মহারাজ রেঁধে করাই আস্বাদ,
শরীরের ঘুচে যায় তবে অবসাদ।

মহোদর ॥ মহোদরের উদরের দেখিয়া দুর্গতি
মনুষ্য দুটা করুণা করে আইল রক্ষপতি।
হুকুম কর মহারাজ আনন্দিত মনে
এখনি যাইয়া আনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।

রাবণ ॥ বানরে না করি ভয় সেগুলা বনপশু—
সাবধান, না ঘরপোড়াটা এসে যায় আশু।
সেই বেটা প্রধান হয় কটকের সার
সে আসিলে পুনরায় রক্ষা নাই আর।
লঙ্কাদগ্ধ করে গেল রাত্রে এসে পড়ে—
সেই ভয় করি পুন আইসে বাহুড়ে।
সেই আসি দেখি গেল অশোকবনে সীতা
সেই করলে রামের সনে সুগ্রীবের মিতা।
সেই ভুলালে বিভীষণে নানা কথা কয়ে,
সেই সাগর বেঁধে দিল গাছ পাথর বয়ে।
যত দেখ নটখট সব চক্র তারি,
সেটা মরিলে তবে তো আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

জন্মে যে না দুঃখ পাই ঘরপোড়া তাই দিলে
তবে দুঃখ যায় তার চামড়া খুলে নিলে।
সেই বেটা করিল স্বর্ণলঙ্কা ছারখার,
রাম-লক্ষ্মণ থাকুক, আগে ঘরপোড়াকে মার।

(তুড়িজুড়ির গীত)

আরে রাম-লক্ষ্মণ থাকুক আগে
সামাল আগে ঘরপোড়াকে,
বিভীষণ ঘরভাঙাকে তত না ডরাই—
দেখো যেন কোনো ফাঁকে
ঘরপোড়া এসে পড়ে নাই।
সেটাকে ফেলতে পাকে
থাক সবাই তাকে তাকে
এধারে এসে যেন হঠাৎ পড়ে নাই—
হাতে পড়ে কোনমতে যেন নাহি ভাগে।

(নিকষা ও দ্বার-প্রহরীর প্রবেশ)

নিকষা ॥ কী যুক্তি করিতেছিস দশানন সভাতে বসে
ও ধারে যে অঙ্গদবীর উত্তরিল এসে ॥ ধুয়া ॥
রক্ষী ॥ প্রকাণ্ড শরীর মন্দ মন্দ গতি
পূর্ব্বাচল হইতে যেন নামিল দিনপতি।
নিকষা ॥ আকাশে দেউটি যেন দুটি চক্ষু জলে
মস্তক ঠেকেছে বীরের গগনমণ্ডলে।
রক্ষী ॥ রাক্ষসের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা
অঙ্গদের অঙ্গ দেখি ভঙ্গ দিল তারা।
নিকষা ॥ বড় বড় বীর ছিল রক্ষক ভক্ষক
মূষিক দেখিয়া যেন পালাল তক্ষক।
রক্ষী ॥ চার দুয়ারের দুয়ারী উঠে দিল রড়
লাথির চোটে দ্বার ভাঙ্গি অঙ্গদ ঢোকে গড়।

রাবণ ॥ বালীর পুত্র অঙ্গদ বালীর সমতুল
দুর্গতি করিবে আসি বাঁধিয়া লাঙ্গুল।
ইন্দ্রজিৎ ॥ পর্ব্বত উপরে পিতা তৃণ যদি থাকে
ছাগলের সাধ্য কি যে ভক্ষণ করে তাকে।
রাবণ ॥ বানরে ঘিরিয়া ফেল যত সেনাপতি—
রাক্ষসগণ ॥ আমরা থাকিতে তব কে করে দুর্গতি।
নিকষা ॥ দুপ্ দাপ্ ধুপধাপ হইতে লাগিল (সোপানের শব্দ]
ভাঙিল বা ধাপ !
রাবণ ॥ হুড়মুড় দাপে বাড়িসুদ্ধ কাঁপে।
ইন্দ্রজিৎ ॥ হাস্যরব উঠে যেন শিবার বিলাপে !
রাবণ ॥ তুমি গিয়া আগড় টানো জানালায়
ছাদে গিয়া তাড়া মারো বানরটায়।
তুমি গিয়া জল ঢালো চালে
তোমরা গিয়া ভর রাখো কড়ি থামালে।
সভাসদগণ রাবণ সাজি
এসো বসি চুপ—
বেটা যেন নাহি চিনে কেটা লঙ্কার ভূপ।
নিকষা ॥ সবে মাত্র ইন্দ্রজিৎ থাকুন নিজ সাজে—
পুত্র হয়ে পিতার মূর্ত্তি ধরবে কোন লাজে।

[নেপথ্যে গমন

(সাজওয়ালার গীত)

সাজ সাজ সাজ রাবণ পুতুল অঙ্গদ বলয় বাঁধ
চুনকালিতে চুনে হলুদে গোপ তুলে দে চোখ খুলে দে
চাপদাড়িতে খাসা বাব্‌রীতে রাজা সেজে নে মজা করে নে
রাবুণে চেহারার কাটছাট
ধরে ফেল দেখে আর্শিপাট
মুকুট মুণ্ড দশ দশটা
হাতা করি শুণ্ড বিশ বিশটা
কড়িচক্ষু যুগল যুগল।

(রাবণগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

[স্থর—তাজা বেতাজা নও হে হও]
পোশাগে সেজে নাও হে নাও
বেশটা বেছে নাও হে নাও,
খোশমেজাজে সাজ ফেরাও
মুখেতে মুখট লটকে নাও,
ঘুমত ঘুমত রপাট যাও।
সাজতে সাজে লাজ কিবা
পোশাকে মশয় দোষ কিবা
সাজ ফেরাও সাজ ফেরাও।
চিন্ তাতারে আইলে চিন্ সিঙ্গাপুর মাঞ্চুরিন—
স্থমাত্রা জাভা পুলি পোলাও ড্যাব ড্যাব্যা করে নাওগে নাও।
সাজলে সাজে তাজে বেতাজ রাবণে রাজে রক্ষরাজ
সভাতে সাজে রাত্রি দিন
মাজেন্দ্রান মান্দারিন
মান্দলেও আন্দামান।
এসকে এসকে সাজবে গোজবে,
রাবণরাজার সভায় বসবে,
অঙ্গদ বানর দেখলে ঠকবে
ঠেকবে ঠকবে জিতবে না!
তাজা বেতাজা বাজাও বাবা মজলিশেতে ভোল ফেরাও।

(ইন্দ্রজিৎ ও অঙ্গদের প্রবেশ)

ইন্দ্রজিৎ ॥ বসেছেন রাবণরাজা বাহির দেওয়ালে
লম্ফ দিয়া বানর গিয়া বৈস মধ্যিখানে।
অঙ্গদ ॥ বসেছে দেখিয়ে রাবণ উচ্চ সিংহাসনে
আমি কি বসিব গিয়া নিম্নে ধরাসনে?
কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিন্থ সভাতে
পুরন্দর বার দিল দেখ ঐরাবতে।

রাবণগণ ॥ উইঢিপি প্রায় একি মেটে মেটে দেহ,
ইন্দ্রজিৎ বল বাপ—এটা আইল কেহ ?
ইন্দ্রজিৎ ॥ কিষ্কিন্ধ্যার মর্কট এটা বালীর আত্মজ,
দেহটা এর এতটুকু লেজ বিশগজ।
বড় বড় বীর দেখি রাজসভার মাঝে
অঙ্গদ কম্পিত অঙ্গ চুপ হয়ে আছে।
অঙ্গদ ॥ দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত বিংশতি লোচন
একটা নয় অনেক গুলা দেখি যে রাবণ।
রাবণে রাবণে দেখি ধূলা পরিমাণ
কোনটা রাজা কোনটা প্রজা ভেবে হয়রান।
রাম রাজার দূত কথা না কই যার তার সনে
বসে ভাবি কথা কই কোন রাবণের সনে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ কর রাবণের বেটা
কপালে দেখছি তোর যজ্ঞশেষ-ফোঁটা।
তুই কেন ইন্দ্রজিৎ রলি আপন সাজে
পুত্র হয়ে পিতার মূর্ত্তি ধর নি বুঝি লাজে!
ইন্দ্রজিৎ ॥ শুন রে বানরবেটা আমি মেঘনাদ
আকারে ইঙ্গিতে মোরে কও রে সংবাদ।
অঙ্গদ ॥ অঙ্গদ আমি, সত্য করে কও রে ইন্দ্রজিৎ
এর মধ্যে কোন রাবণটা হয় তোর পিতা ?
কোন রাবণটা দিক্ বিজয় কৈল তিন লোক,
কার ভগ্নী খাঁদানাকে ঝুলায় নালোক ?
কোন রাবণ চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে,
কোন রাবণ বান্ধা ছিল অর্জ্জুনের ঘোড়াশালে ?
কোন রাবণ যম জিনিতে গেছল দক্ষিণ,
কোন রাবণ মান্ধাতার সামনে দাঁতে লইল তৃণ ?
কোন রাবণ ধনুক ভাঙতে গেছল মিথিলা,
কোন রাবণ কৈলাস উঠাতে গিয়াছিলা ?
কোন রাবণ জব্দ হইল জামদগ্নির তেজে,
মোর বাপ তোর কোন বাপকে বেঁধেছিল লেজে ?

সব রাবণ চুলায় যাক সেই রাবণটা কোথা—
ভণ্ড যোগী সাজে যেই করি তিলকফোঁটা,
নারীচুরি বিদ্যাতে যে লইল দীক্ষা
দণ্ডকারণ্যে যেটা মাগিয়া খায় ভিক্ষা ?
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে রক্ত বস্ত্র পরে
ডম্বরু বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে।
সন্ন্যাসীর বেশ যার মুখে যার ছাই—
ই সবারে কাজ নাই, সেই রাবণে চাই। (মায়াভঙ্গ)

রাবণ ॥ রাবণ আমি শোন রে বানর দিস নাকো গালি
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে আলি ?
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে
বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে ?
কী নাম কাহার বেটা কোন দেশে রহিস্—
ভয় কি মারিব নাই সত্য করে কহিস্।

অঙ্গদ ॥ অঙ্গদ রায় তোরে না ডরায় ওরে রাক্ষস পাপী
বালীর পুত্র তোর ভয়ে তো থরথরাতে কাঁপি।
পাঠায়েছেন রাম-লক্ষ্মণ তোরে ভয় কি
আমি কে জানিস্ শোন পরিচয় দি।
যারে জিনতে গিয়েছিলি কিষ্কিন্ধ্যায় সেবার
সেই বালী পিতা মোর বীর অবতার।
পড়ে কিনা পড়ে মনে হইল অনেক দিন
হাত বুলায়ে দেখ আছে গলায় লেজের চিন্।
অরুণ নয়, বরুণ নয়, রামের সঙ্গে বাদ
বংশে কেহ না থাকিবে বলি না করিহ সাধ।

রাবণ ॥ এনেছে রাবণ সীতা বল গা রামটাকে
করুক এসে রাম তপস্যা যাহা প্রাণে থাকে।
সুমেরু পর্ব্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে,
সীতা সে রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে,
কুবেরের ধন যদি হরে লয় কাকে,
খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে,

খদ্যোত উদয়ে যদি চন্দ্র হয় পাত,
রাবণ জিতে সীতা নিতে নারিবে রঘুনাথ।

ইন্দ্রজিৎ ॥ বল গিয়া বানরা রে তোর রঘুনাথে
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দেয় আপনার হাতে।
যেখানে পর্ব্বত ছিল সেইখানে থোবে
উপাড়িল যত বৃক্ষ পুনরায় রোবে।

রাবণ ॥ বিভীষণ এসে মোর পায়ে ধরুক কেঁদে
ঘরপোড়াকে এনে দিবে হাতে গলে বেঁধে।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে রাম খত দিক নাকে
সব দোষ মার্জ্জনা করে কৃপা করব তাকে।

অঙ্গদ ॥ মনের কথা বলি রাজা আমরা তো তাই চাই,
লড়ালড়িতে কাজ নাই দেশে চলে যাই।
রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে নয়
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়।
যা বলিলে তা করিতে মুস্কিল কী আছে—
যেখানে পর্ব্বত ছিল থোব তারি কাছে।
বিভীষণকে বেঁধে এনে তোর কাছে দিব—
বুঝে পড়ে শাস্তি কর কথা না কহিব।

রাবণ ॥ দ্বিতীয় প্রহর যখন হইল নিশাভাগে
দুয়ারে প্রহরী মোর কেহ নাহি জাগে।
লঙ্কা দগ্ধ করে গেল হনু রাত্রে এসে
তার শাস্তি করে লবো তবে দিব ছেড়ে।

অঙ্গদ ॥ ঘরপোড়াকে এনে দিতে কইলেন মহাশয়
কালি তারে দূর করেছে খুড়া মহাশয়।

রাবণ ॥ তোমার কথা শুনে মোর হল দেলখোশ
সুগ্রীব তারে দূর করিল দেখে কোন দোষ ?

অঙ্গদ ॥ সাগর টপকে হনু যখন আসতেছিল হেথা
বলে ছিলেন খুড়া তারে গোটা চারি কথা—
যাও হনুমান পবনকুমার
পালন করিবে আজ্ঞা আমার

কুম্ভকর্ণের মাথাটা আনিবে নখে কাড়ি
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়ি
অশোকবন হইতে সীতা আনিবে মাথায় করে
বাম হস্তে আনিবে রাবণের জটায় ধরে।

ইন্দ্রজিৎ ॥ পাঠায়েছিলেন তারে চারি কার্য্য তরে ?

রাবণ ॥ চারি কার্য্যের এক কার্য্য কিছুই না করে।

অঙ্গদ ॥ কোপেতে সুগ্রীব রাজা কাটিতেছিল তায়
মোরা সব কপি ধরে রেখেছি তার পায়।
অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিল না মার বানর।
না মারিল সুগ্রীব শুনিয়া রামের কথা
দূর করি দিল তারে মুড়াইয়া মাথা
কোন দেশে পলাইল আছে কিবা নাই
তার তত্ত্ব করে মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই।

রাবণ ॥ অঙ্গদ কহিলি বড় সুখের খবর
রাজ আভরণ লয়ে সর্ব্বাঙ্গেতে পর।

মহোদর ॥ কাজ কি আর তোমার খুড়ার তাঁবেদারি
ছিরি ফিরে যাবে হও রাবণের সহকারী।

অঙ্গদ ॥ অঙ্গদ নাম ধরি আমি শ্রীরাম কিঙ্কর
বালীর সুত আমি, পিতৃব্যের চর।

রাবণ ॥ আজ হতে ছেড়ে দাও রামে আমি বলছি
লঙ্কার রাজদ্বারে হও প্রধান এল্‌চি।

(মহোদরের গীত)

মনমরা কেন হইস্‌ এত
যেমন পিতৃহীন বালকের মতো,
রাবণ রাজার সভায় এসে ভাবচো বসে
রামের ভয়ে হয়ে ভীত।
ফণীর ঘরে ভেকেরে ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত !

রামের ভয়ে ওরে মূর্খ কেন পাও মিছে দুঃখ ?
রাবণের পায়ে হও নত—
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি
হবে তোর তেমনি মত।
রাবণের সেবন কর আভরণ পর মনের মত।

রাবণ ॥ ভাণ্ডার ভাঙিয়া ধন বানরটাকে দে—

মহোদর ॥ এমন দিল্‌দরাজ মনিব আর কোথা পাবে ?

অঙ্গদ ॥ না হে হে নাহে, ভেবে দেখলাম কাজ নাই ঐশ্বর্য্যে,
হয় হস্তী রথ অশ্ব মহিষ গোধন
নয়ন মুদিলে সব হবে অকারণ !
স্বপ্নগত লোক দেখ বিধি পায় হাতে
আঁখি কচালিয়া কাঁদে উঠিয়া প্রভাতে।
রাবণ তোমার ঐশ্বর্য্য দেখি সে প্রকার
সময় থাকিতে পথ দেখ আপনার।
স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর কথা
কেবা যাবে তোর সনে হয়ে অনুমৃতা।
রামকে জানিলি না আনিলি সীতা হরে
এখন তোর লঙ্কাপুরী বাঁচাস কেমন করে ?

রাবণ ॥ নির্ম্মাইয়া দিবে লঙ্কা পুনঃ গেলে পোড়া,
এই শর্ত্তে বাঁধা যাক্ সন্ধিপত্রের গোড়া।

শূর্পণখা ॥ শূর্পণখার নাককান দিতে হবে জোড়া।

নিকষা ॥ অক্ষয়কুমারে যে মেরেছে ঘরপোড়া
তাহার স্ত্রী বিধবা হয়ে আছে মোর ঘরে—

শূর্পণখা ॥ তার স্বামীরে পুনরায় এনে দিক ঘরে।

অঙ্গদ ॥ মরা ছেলে স্বামী রেখেছে কোথা তোমার বউড়ি
দেখি যদি আনতে পারি যমে দিয়ে কৌড়ি !

নিকষা ॥ তাজা মরা থাকে কখন রাক্ষসীর ঘরে ?
তখনি খেয়েছে বৌটা আম্‌সিপোড়া করে !

অঙ্গদ ॥ এবে কোথা পাই বল কুমার অক্ষয়ে
চুলোচুলি খুঁজে দেখ বৌটাকে লয়ে।

শূর্পণখা ॥ সর্ব্বশাস্ত্র পড়ে বৌটা হল হস্তিমূর্খ
স্বামী খেয়ে এখন ভোগে চিরকাল দুঃখ।
নিকষা ॥ বুদ্ধিমতী হয়ে জ্ঞান হারালো হতভাগী
শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধি তাগী।
শূর্পণখা ॥ আপন সোয়ামী খেলি ডান হাতে করে।
খোক্কুশী ॥ খেয়েছি, বেশ করেছি, ভাগ দেবো নাকি তোরে?
রাবণ ॥ আপ্ত ছিদ্র পরকে জানাস্ সবারে দিস খোঁটা
চলে যা রে সভা ছেড়ে ধরে দাঁতে কুটা।
খোক্কুশী ॥ তার আগে বড়াই কর কে না তোরে জানে
দাঁতে কুটা করে এলি পরশুরামের স্থানে।
রাবণ ॥ জন্ম মোর ব্রহ্মবংশে ত্রিভুবনে খ্যাতি
বিশ্বশ্রবার পুত্র আমি পৌলস্তের নাতি।
অঙ্গদ ॥ বিশ্বশ্রবা মহাতপা বিশ্বে যার যশ
তার পুত্র কেমনে হলো একটা রাক্ষস?
রাবণ ॥ তোর কথা শুনে মোর অঙ্গ উঠে জ্বলে
জ্বলন্ত অনলে দূত ঘৃত দিলি ঢেলে।
সভার মাঝে বসে বসে গালি দিস দূত
খাঁচায় বানর বেটায় ধর তো মোর পুত।
অঙ্গদ ॥ আর কেবা ধরিবে আপনি আইস নয়
দেখ রে দশানন তোর কী দশা আজি হয়।
গেলি রে রাবণ তুই গেলি এত দিনে,
উপায় না দেখি তোর রামনাম বিনে।
যদি জিতে বাসনা থাকে গলবস্ত্র হয়ে
কান্ধে দোলা করে সীতা সেথা দিবি বয়ে।
তবে যদি সীতানাথ করেন তোরে রোষ
শ্রীচরণে ধরে মোরা মেগে লব দোষ।
মহোদর ॥ সিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভারি ভুরি
রাবণে ঘাঁটালি আয় ভাঙি জারিজুরি।
রাবণ ॥ দূতেরে কাটিতে নাহি রাজ ব্যবহার,
তে কারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার।

বহুক্ষণ সহ্য গেছে বানরী পরিহাস
মহোদয় কর এবার অঙ্গদটারে গ্রাস।

মহোদর ॥ কুপিল এবার রাবণ রাজা বানর তোর বোলে
কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ দেখ খাণ্ডা তোলে।

অঙ্গদ ॥ কী দেখিস রাবণ পাকল করি আঁখি ?
মাকড়সার ডিম্ব নয়, নই আমি পাখি।
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া
হের হস্ত দেখ মোর বজ্র দিয়া মোড়া।
তোর কাছে আমি তোরে নাহি করি শঙ্কা
উপাড়ি লইতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা।
মহোদর বানর খেতে মেলাস মুখখান
একই চাপড়ে তোর লইব পরাণ।

ইন্দ্রজিৎ ॥ তিষ্ঠ রে অঙ্গদ তুই গর্জ্জালি বিস্তর
এক বার্ত্তা জিজ্ঞাসিব, অবগত কর।
যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী,
অক্ষয়কুমারে যে মারিল বলে ধরি,
ভাঙিল অশোকবন অতি সুশোভন,
তার মত বীর আছে কত কত জন ?

অঙ্গদ ॥ তার ছোট বীর নাই বানরকটকে
নির্ব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে ;
সে মারলে দুঃখশোক নাহিক বানরে
তেই না পাঠাইয়াছিলাম লঙ্কার ভিতরে।
বীর মধ্যে তারে না গণে কপিগণ
ঘরের সেবক সেটা পবননন্দন।
হনুমানে বান্ধিয়া বেড়েছে অহঙ্কার
পড়িলে আমার হাতে রক্ষা নাই আর।
আর কেহ নয় আমি বালীর তনয়,
তোর ক্রোধে ইন্দ্রজিৎ মোর কিবা ভয় ?
রাম সুগ্রীবের যুক্তি ভাল আমি জানি
রাবণে আর কুম্ভকর্ণে বধিবেন তিনি।

ইন্দ্রজিৎ অতিকায় বধিবে লক্ষ্মণ
আর যত রাক্ষস বধিবে কপিগণ।
কোন বেটা ধরিবি আয় ত্বরা করি
এক চড়ে তাহারে পাঠাই যমপুরী।

(রাবণের গীত)

ধর বানরে ধর ধর সাপুটে
দশ বিশ পঁচিশ ত্রিশ জন জুটে—
দেখো যেন একলাফে প্রাচীরে না উঠে ॥ ধুয়া ॥
লেজুড়ে ধরিয়া ভুঁয়ে মারহ আছাড়
ভাঙ্গুক মাথার খুলি চূর্ণ হোক হাড়।
মহোদর উদরে ভর না ওটারে
এই দেখ দূত বেটা পড়ে বুঝি ঘাড়ে।

অঙ্গদ ॥ দূত নই, আমি হই শ্রীরামের মুটে
রাবণের মুকুটখান এই নিলাম লুটে।

[অঙ্গদের প্রস্থান

সকলে ॥ ধর রে বানরে ধর পালালো যে ছুটে—

রাবণ ॥ থাকতে কাছে এতগুলা রক্ষ সেনাপতি
বানরে করিল মোর আজিকে দুর্গতি।
নিষ্কর্মা রাক্ষস কটা আছিস কোন কাজে ?
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে !

মহোদর ॥ অপরাধ লয়ো নাকো লঙ্কা-অধিকারী,
আপনি হারিলে মোরা কী করিতে পারি ?
তব সনে যুদ্ধ করে বালীর নন্দন,
মোরা বলি পাছে লয় সবার জীবন !

ইন্দ্রজিৎ ॥ আমি তো সেঁটে ধরেছিলাম লেজটা ডাগর
পিছলিয়া পলাইল গালে মেরে চড়।

মহোদর ॥ পাত্র মিত্র সবারে করিল অধোবদন—

রাবণ ॥ বড় দাগা দিয়া গেল বালীর নন্দন।

(রাবণের গীত)

লঙ্কার মুকুট দিবে শত্রুর বিদ্যমান
বানরগণ অঙ্গদের করিবে বাখান।
মুকুট দেখিয়া কত হাসিবে বিভীষণ,
তুষ্ট হয়ে রাম তারে দিবে আলিঙ্গন।

(নিকষার গীত)

হায় কি দশা, কি তামাসা, বসি বাসার মধ্যিখানে
নিকষার ভাষা না তুললি কানে।
হল মাথা খালি, পলো চুন আর কালি,
হায় দশাননে!
সীতারে ফেরাতে কইলেম হিত
এখন যে হল হিতে বিপরীত!
সইলেম গঞ্জনা, হইলেম লাঞ্ছিত,
বানরে কল্‌লেন দশার দশা।

(রাবণের গীত)

লাজে মুখ দেখাতে নারি, এ কী দায় ঘটিল হায়!
কী করি উপায় ইহারি—
কেন হল এ দুর্ম্মতি, হরিলাম সীতাসতী
দেশ জুড়ে অখ্যাতি হল কলঙ্ক ভারি।
জলে প্রাণ বিপক্ষ-বাক্যে, শেল সম লাগে বক্ষে,
মরি ঐ মন-দুঃখে কুড়ি চক্ষে বহিছে বারি।

মহোদর॥ এবে সভা ভঙ্গ কর, প্রহারে অঙ্গ জর জর,
দেখি বড় অঙ্গদের অহঙ্কার।
চল যত সেনাপতি যুদ্ধ বিনা সম্প্রতি
অন্য কোনো যুক্তি নাহি আর।

॥ নাগবন্ধনী পালা ॥

(বানরগণের প্রবেশ ও গীত)

আরে ঝাকড়া মাকড়া জাম্বুবান
মুখটা পুড়া বুড়া হনুমান
ত্রিশিরা মনসা গদা খান
গাইটা বাঁশ হাইতে যান
আইতে যাইতে জয় রাম জয় জয় রাম।
আরে দুরন্ত কপিগণ চলন্ত দিবার রণ
সমর অন্ত হনুমন্ত কঁড় খান
জাম্বুবন্ত আম্বু খান।
ডাব খান রামচন্দর গাব্ খান লখমন
বিভীষণ রসম্ খান এক জাম দুই জাম।
সুগ্রীব খান কাঁকড়া বড়া
কাঁচা পাকা বম্বাই আম।

(রাক্ষসদলের প্রবেশ ও গীত)

আরে ঘোড়ামুখ বরা'-মুখ,
কেটোমুখ কাছিমমুখ,
উটমুখ কুক্কুটমুখ বেড়ালমুখ শেয়ালমুখ,
গোরুমুখ গোবাঘামুখ,
শুকমুখ তোতামুখ ভোঁতামুখ,
ঢুক ঢুক্ রণে ঢুক চিত্তির মুখ!
কৃশোদর হ্রস্ব গ্রীবা বৃহৎ শ্রবণ
বিপরীত আস্য বিকট হাস্য ত্রিলোচন বিলোচন
কন্ধকাটা মুণ্ডে হাঁটা মুণ্ডিত মাথা রণে ইচ্ছুক।

(উভয়দলের বাক্‌যুদ্ধ)

১ম রাক্ষস ॥ ওরে কপি মন্দমতি ছাড়ি কোলাহল
শুন তোরা মো সবার বচন সকল।

তো সবার বাঁচিবার আশা থাকে মনে
এইক্ষণে পলায়ন করহ ভবনে।

২য় রাক্ষস ॥ যদি না পলাবে তবে নিশ্চয় মরিবে
আপনার জনের আর দেখা না পাইবে।

৩য় রাক্ষস ॥ আমাদের ভূপালের সেনা দেখি হেন,
আছ দাঁড়াইয়া এখানেতে কেন?

৪র্থ রাক্ষস ॥ ইন্দ্রজিতের লড়ায়েতে কে তিষ্ঠাতে পারে?
আন রামে ডেকে এবে বাঁচাক সবারে।

হনুমান ॥ ওরে দুষ্টমন দশানন কিঙ্কর সংহতি
বুঝি মুখ মাঝে তোরা লাজে না দাও বসতি।

জাম্বুবান ॥ মোরা এই পুরে চারিধার জুড়ে তিন দিন আছি ঘেরি
এত কাছাকাছি থানা করে আছি অরিকে তো নাহি হেরি।

হনুমান ॥ আরে, মো সবার আগে বৃথা আগে ভাগে না কর গরব
ঘরপোড়া আমি লঙ্কার স্বামীর বীরত্ব জানি সব।

জাম্বুবান ॥ মোরে নাহি জান তেঁই হেন গর্ব্ব কর মনে মনে
হইবে খর্ব্ব রাক্ষসের গর্ব্ব রণে গেলে জাম্বুবান এ।

হনুমান ॥ কহিতেছি হিত হও একভিত এখনো পলাও,
রাবণের দোষে কেন রণে এসে পরাণ হারাও?

জাম্বুবান ॥ তোরা যুঝিবারে দশাননটারে করগা প্রেরণ
মোরা তারে চাহি নির্দ্দোষীরে নাহি দিব রণ।

১ম রাক্ষস ॥ আরে, ইন্দ্রজিতেরে বুড়া না কর গণন
বুঝিলাম ধরিয়াছে ঝুটিতে শমন।

২য় রাক্ষস ॥ ওরে, মার মার শত্রু আর না রাখ ভূমিতে—
বানরের গালাগাল না পারি সহিতে।

(যুদ্ধারম্ভ-বাদ্য)

রাক্ষসগণ ॥ বাজে বাজে মৃদঙ্গমাদল আর কোটি কোটি কাহনা কলকল
বাজে বড় বড় কাড়ানা কড় কড় দামামা দগড় দগড় দম্ভল।
ঢেম্ ঢেম্ ঢেম্ ঢাক ঢোল
খাসা খাসা খঞ্জরী খোল।

টিকারা টঙ টঙ টঙ
ডিণ্ডিম ডঙ ডঙ ডঙ
ভেঁও ভেঁও ভেঁও হেঁও সেঁও খেঁও আবোল তাবোল
বাজে জঙ্গ তবোল।

[উভয় দলের প্রস্থান

(রাম-লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ পাইল যে মেঘনাদ বাপের আরতি
লেখাজোখা নাই সঙ্গে কত সেনাপতি।
লক্ষ্মণ ॥ কনক-রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ
বায়ুগতি অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
রাম ॥ পার্ব্বতী ঘোড়ামুখে হীরার মিস্বকী
ক্ষণে রথখান দেখি ক্ষণে হয় লুকি !
লক্ষ্মণ। মনোহর রথখান করিল সাজন—
রাম ॥ চল ভাই মোরা করি সংগ্রামে গমন।

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান

(কাকভুশুণ্ডির প্রবেশ)

কাকভুশুণ্ডি ॥ কাকভুশুণ্ডি নামটি আমার
এক চোখ গেছে
আর একটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার—
চন্দ্রটা সূর্য্যটা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালটা
আর এই যুদ্ধক্ষেত্রটার এস্‌পার ওস্‌পার।
বিভীষণ ॥ ব্রুহি, কীদৃশ ব্যাপার ?
কাকভুশুণ্ডি ॥ ভয়ানক ব্যাপার—
ইন্দ্রজিৎ রণেতে নামিল এবার।
পিতারে করি প্রদক্ষিণ রথেতে গিয়া চড়ে
বিংশতি যোজন সৈন্য আড়ে যোড়ে গড়ে।
প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্ব্বকার দ্বার—

বিভীষণ ॥ কটকের ধূলায় যে দেখিনে কিছু আর ।

কাকভূশুণ্ডি ॥ মেঘনাদ চাপিল গিয়া প্রথম পূর্ব্বদ্বার—
রাক্ষসে বানরে হইল মিশামিশি,
কৌতুক দেখিছে হোথা দেবগণ বসি ।

(তুড়িজুড়ির গীত)

উভয় কটক যুঝে রক্তে রক্ত গঙ্গা—
কি রাক্ষসে কি বানরে সব দেখি রাঙ্গা ।
রাক্ষসে বানরে মিলিলেক জঙ্গে
ছুই দল মহাবল লড়ে একসঙ্গে ।
হুঙ্কার ছাড়ে ইন্দ্রজিৎ মেঘ গড় গড়,
খরতর শর বর্ষে যেমন বাদর ।
বান্দরগণের মনে লেগে গেল শঙ্কা
কেহ দেখে সরষে ফুল দেহ দেখে লঙ্কা ।

কাকভূশুণ্ডি ॥ চলিলা দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্রজিৎ
পূর্ব্বদ্বারে সময় করিয়া যথোচিত ।
অঙ্গদেরে দেখে তথা ইন্দ্রজিৎ হাসে
গালাগালি করে তারে যত মনে আসে ;
চল চল এবে যাই রাম-লক্ষ্মণের পাশে ।

[উভয়ের প্রস্থান

(ইন্দ্রজিৎ ও অঙ্গদের প্রবেশ)

ইন্দ্রজিৎ ॥ বাপের মুকুট লুটি পলাইলি ডরে
ভিরকুটি ভাঙ্গিব আজি, কে তোরে রক্ষা করে ?
যার শরে মরে তোর পিতা বালী রাজ
ধিক্ তোরে অধম করিস তার কাজ,
ধিক্ রে বানরা তোরে শত ধিক আজ ।
আমি অন্য জন নহি, বীর মেঘনাদ—
দেশেতে জীবন্ত যাবি না করিহ সাধ ।

অঙ্গদ ॥ প্রভাত মেঘে ইন্দ্রজিতা গর্জ্জিস অকারণ
বাগাড়ম্বর রাখ আজ তোতে মোতে রণ,
পদাঘাতে তোর আজ লইব জীবন।
মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর
সে কোপ পড়িল চারি রাক্ষসের 'পর।
রাবণটা নারীচোর, ছেলেটার রণ লুকোচুরি
মুকুটি মারিয়া তোর ভাঙিব জারিজুরি।
চোর পুত্র তুই চোর কর চোরা রণ—
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন।

(যুদ্ধবাদ্য : নৃত্যগীত)

ইন্দ্রজিৎ ॥ মারবো নয় ধরবে এবার তোরে চোর
ওরে মুকুটচোর—
করে অন্ধকার ঘুরঘুট্টি করে বেড়াস ভিরকুট্টি
ছেড়ে চোরা বাণ চোর!
তোরে আজ বাঁধবো ভরে নেবো জীয়ন্তে লেজে ধরে—

অঙ্গদ ॥ দেখা যাক্ কে কারে ধরে, গোঁড়া টিকি বাঁধবো তোর
ওরে ফক্‌রে ফোসা লঙ্কার খোসাখেগো চোর।
আওরে আও আওরে তূর্ণ, লাথিতে রথটা করিব চূর্ণ
রথচক্রে তোরে বাঁধিব অগ্রে সমর-বাসনা করিব পূর্ণ।

ইন্দ্রজিৎ ॥ আও আও হুঁদিখাও, তুণ্ড মুণ্ড ছিণ্ডি আও—
জীভ লোলাও দাঁত মেলাও আরে রে বানরা!

অঙ্গদ ॥ আরে মেঘনাদ, পেটহাঁদা ঘূর্ণতি ঘূর্ণ।

[উভয়ের প্রস্থান

(ইন্দ্রজিতের পুনঃপ্রবেশ)

ইন্দ্রজিৎ ॥ কুপিয়া অঙ্গদবীর রথে মারে লাথি
লাথি মারি চূর্ণ করে রথ ও সারথি।
পিতা রাক্ষস কটক সঁপিল হাতে হাতে
রাখিতে নারিলাম ঠাট ফিরি কোনো মতে।

অগ্নিকেতু ভস্মকেতু বিক্রমে বিশাল
বজ্রদণ্ড পড়ে বীর লঙ্কার কোটাল।
পড়ে ষট নিষট রাক্ষস যমদূত,
দুর্জ্জয় রাক্ষস পড়ে সমরে অদ্ভুত।
পনস রাক্ষস পড়ে আর বিদ্যুৎমালি
বানরের চাপড়ের শব্দে কানে লাগে তালি।
কটকের ভালোমন্দ মোরে সব লাগে,
কোন লাজে দাণ্ডাইব গিয়া পিতার আগে!
দেখাদেখি যুদ্ধ করি, জিঁনিবারে নারি,
গা-ঢাকা হইলে যুদ্ধ জয় করতে পারি।
মহাযুদ্ধ করি এবে মায়াতে করি ভর
মেঘের আড়ে থেকে মারি নর ও বানর।

[প্রস্থান

(বিভীষণ ও কাকের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ মহাযুদ্ধ করে বেটা মায়াতে করি ভর
মেঘের আড়ে থেকে মারে নর ও বানর।
কাক ॥ মেঘনাদ বাণ করে বরিষণ—
বিষেতে জর্জ্জর করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বিভীষণ ॥ নানা বর্ণে বাণ এড়ে জানে নানা ছলা—
কাক ॥ রাম-লক্ষ্মণের কাটি পাড়িল মেঘলা।
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান রক্ত পড়ে স্রোতে
দুই ভ্রাতার রক্ত ধারে বসুমতী তিতে।
বিভীষণ ॥ ভাই লক্ষ্মণ, সখে রাম, হলেম নৈরাশ
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিৎ করে উপহাস।
কাক ॥ দেখাদেখি যুদ্ধ হলে জিনিবারে পারে
অদেখা শত্রুর সনে যুদ্ধে রাম হারে।
বিভীষণ ॥ এত বাণ মারি বেটা ক্ষমা নাহি জানে
নাগপাশ বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে।

কাক ॥ নাগপাশ বাণ এ যে বড়ই দারুণ
যার নামে যম ইন্দ্র কাঁপয়ে বরুণ।
বিভীষণ ॥ ব্রহ্মা অস্ত্র নাগপাশের দুর্জ্জয় প্রতাপ
এক বাণ সাথে আনে চৌরাশী লক্ষ সাপ।
কাক ॥ সাপ হয়ে বাণ আকাশে ধরে ফণা
সাপের মুখে জলে আগুনের কণা।
বিভীষণ ॥ বিষেতে দারুণ অগ্নি জলে ধিকি ধিকি
থাকুক অন্যের কাজ কাঁপয়ে বাসুকী।
কাক ॥ ছুটি চলে বাণ গোটা দুর্জ্জয় প্রতাপ
অগ্নির নির্ম্মাণ যেন অজগর সাপ।
বিভীষণ ॥ বায়ু বেগে চলে বাণ মেঘের গর্জ্জনে
কাক ॥ হাতে পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।

[ইন্দ্রজিতের নাগপাশ ত্যাগ

(নাগনাগিনীর নৃত্যগীত)

ইস্ বিষ্ আশীবিষ বিষধরী বিষ হলাহলি বিষ্
কালনাগিনীর লালি বিষ, সূচিকা ভরণী জালাময়ী বিষ,
তরল তরল লালা গরল—
অজয় বিষ বিষয় বিষ প্রলয় বিষ প্রণয় বিষ।
বিষ চৈনিক বিষ জৈবিক বিষ চিন্তামণি বিষ মায়াখনি
পিপিলী বিষ বৃশ্চিকী বিষ অন্ন বিষ স্বর্ণ বিষ,
আকাশী বিষ বাতাসী বিষ বাষ্পীয় বিষ জলীয় বিষ
উনিশ বিশ উদ্ভিদ বিষ।
প্রীতি বিষ বিষ বিষ ধ্বংসাবিষ হিংসা বিষ
বিশ্বনাশা আশা বিষ
বিষস্য বিষমৌষধম্ পুটপাক বিষ
সাতপাক জাত সাপ বিষ বিষহরি বিষ।

[ইন্দ্রজিতের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ ততঃ প্রাসাদশিখরং শৈলশৃঙ্গমিবোন্নতম্
চক্রাম রাক্ষসেন্দ্রস্য বালিপুত্রঃ প্রতাপবান।
যার ভয়ে দেবঋষি হয়তো কম্পিত
মেঘরথে যারে বন্দে কুমার ইন্দ্রজিৎ,
হস্তী'পরে প্রণাম ধরেন যারে অকম্পন,
অশ্বপৃষ্ঠে মস্তক নামায় ধূম্রলোচন,
চৌদোল হতে পায়ে লোটে কুমার ত্রিশিরা,
খড়মে জড়ালো যার বেসোমার হীরা,
প্রণমে নিবট বট বিকট যেন যমদূত,
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের দুটা সুত,
বজ্রদন্ত শক্তিমন্ত নিরন্তর প্রণমে যারে
যত ব্রহ্ম রাক্ষসগণ করে যার যশ কীর্ত্তন,
সভার মধ্যে যার আসন সবার উপরে
আজ সেই রাবণ, দেখ সভাজন—
স্বগণে হল উপনীত।

১ম রাক্ষস ॥ রাবণ রাজা থাকেন অন্দরে
মন্দোদরী রাণীর সাতে খেলেন পাশাপাষ্টি,
ষড়যন্ত্রী রাক্ষসমন্ত্রী বসেন সদরে রাজত্ব করেন ফন্দী ধরে
শুয়ে বসে নাকে তেল দিয়ে মাসোহারা খান প্রতি মাসটি।

২য় রাক্ষস ॥ এই তো দেখে আসছি এতকাল,
হঠাৎ এ নিয়ম উলটালো আজ
না হতে সকাল কেমন করে ?

(গীত)

দুগ্ধ খান সুখে নিদ্রা করেন সেবন
নিত্য সুখী চিত্তে সেবে সেবাদাসীগণ।
রাত পোহাতে বর দিতে উদয় নৃপচাঁদ
এ যে অদ্ভুত কথা অদ্ভুত ফাঁদ।

চোপদার ॥ কথাটা চুপি চুপি কই কানে কানে
খবরদার কইবে না যে স্থানে সে স্থানে।

অতি গোপনীয় এই কহিনু বৃত্তান্ত
না কহিবে কোনো স্থানে হয়ে যেন ভ্রান্ত।

খবরদার ॥ রামো রামো, আমি জানলেম, তুমি জানলে,
কথাটা তলিয়ে রইলো পাতালে,
যেখানকার সেখানে!

১ম রাক্ষস ॥ শুনি না কথাটার মানে।

২য় রাক্ষস ॥ আরে, তোমরা এখানে গোল বাধালে পাড়াসুদ্ধ—
ওদিকে রাজায় রাজায় বুঝি লেগে যায় সেখানে যুদ্ধ।
তারি প্রথম লক্ষণ দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন
হতেছে সভাতলে দ্বার করে রুদ্ধ,
বোধকরি বাধছে ল্যেঠা একটা ক্ষুদ্র মুদ্র!

১ম রাক্ষস ॥ আরে, শোনো না কই ঘটনাটা—
কিষ্কিন্ধ্যার ফৌজ হতে এসে গেছে দূত একটা।

২য় রাক্ষস ॥ দেখতে যেন যমদূত

৩য় রাক্ষস ॥ কিমাকার কিম্ভূত।

১ম রাক্ষস ॥ আরে চুপ চুপ, শোনো দুপাদুপ ধুপাধুপ
ছাতের পরে হুপাহুপ,
ভাঙ্গে বুঝি গম্বুজসুদ্ধ সেটা।

(মাল্যবান ও মালাবতীর প্রবেশ ও পদকীর্ত্তন)

মাল্যবান ॥ রাবণের মাতামহ জ্ঞানবৃদ্ধ মাল্যবান,

মালাবতী ॥ রাবণের মাতামহী মালাবতী তারি নাম।
চতুর্দ্দশ বিদ্যা করি শেষ অবগত
গিন্নিপনাতে কে আমার মত?

মাল্যবান ॥ আশী হাজার বৎসর করি সুখভোগ

মালাবতী ॥ শেষ বয়সে এবার বুঝি পেতে হয় শোক।

মাল্যবান ॥ কর্ম্মভোগ আছে যাহা কে খণ্ডাতে পারে—

মালাবতী ॥ সীতা লয়ে মত্ত রাজা আগুন লাগালো ঘরে

মাল্যবান ॥ রাবণ রাজা বর পেয়ে ব্রহ্মার নিকটে
স্বরাস্থর যক্ষের অবধ্য হইল বটে,
পরন্তু বানর নর গোলাঙ্গুলগণ,
স্বতন্ত্রজাতীয় তা তো না জানে রাবণ।
তারাই লঙ্কায় আসি করে সিংহনাদ
সিংহলেতে এবার বুঝি পড়িল প্রমাদ।

মালাবতী ॥ বানর তাড়াতে রাবণ পাঠালে শুনছি মেঘনাদ

মাল্যবান ॥ এ যে চারিদিকে ঘিরে উৎপাত বিবাদ।

[উভয়ের নৃত্য

তুড়িজুড়ি ॥ ঘোর ঘনঘটা কঠোর গর্জ্জন
তপ্ত বায়ু আর রক্ত বরিষণ,
ভালো না লক্ষণ, অতি অলক্ষণ।

দোহার ॥ দিঙ্ মণ্ডলে ধূলিজাল
ভূমণ্ডলে সন্ধ্যাকাল সদা সর্ব্বক্ষণ,
ভালো না লক্ষণ অশুভ বিলক্ষণ।

তুড়িজুড়ি ॥ চেঁচায় শকুনি শৃগাল
কিবা সকাল কি বিকাল,
মহা কালিকারা মাখি রক্তধারা
খাঁড়া হাতে করিছে নর্ত্তন,
বড় দুর্লক্ষণ বড় দুর্লক্ষণ।

দোহার ॥ হয় হস্তী দিনরাত করিতেছে অশ্রুপাত
হ্রেষাধ্বনি বৃংহিতনাদ করেছে বর্জ্জন—
শ্মশানে গর্জ্জন করে সারমেয়গণ,
শিয়রে শমন এবার শিয়রে শমন।

তুড়িজুড়ি ॥ লঙ্কার উদ্যানে করিয়া বিস্তার
গো গর্দ্দভ ফিরিতেছে করিয়া চীৎকার।
লাঙুদন্ত বেঁধে শূকর শার্দ্দূল উদরে
রক্তনখী ঘুঁঘু পক্ষী চরে ঘরে ঘরে।
কালপেঁচা খাঁচার পাখী করিছে ভক্ষণ
পতঙ্গের ভারে ফটিক পিদিম ভাঙে ঝনঝন।

মুখ দেখিতে চূর্ণ হয় মুকুর দর্পণ,
দুর্নিমিত্ত এসব দুর্গতি ঘটন অশুভ দর্শন।
লঙ্কারে ঘিরে যত শত্রুগণ
নিকষা পুত্রের আশা দিক বিসর্জ্জন,
কাল সমরে তরে কি না তরে দশানন।

(গীত)

হায় দশানন করলি কিরে, হীরে ফেলে বাঁধলি জিরে,
আঁচলে গিরে, খুইয়ে টাকা জাহাজ ডুবিয়ে,
জিলিপি ফেলে খাওয়া চিবিয়ে চিঁড়ে।
আহা, মন্দোদরী মনোহরী সার চন্দন পাট
তার বরাবরি সীতা সুন্দরী শিমূলের কাঠ।
পাটশাড়ী রেখে যবে সবে চটে মার্কা দিলিরে,
হায় দশানন করলি কিরে আগিনেতে মন ভুলল না,
চরকা হাতে ভুলে রইলি রে।

মাল্যবান॥ মিছে থাকি আর আশার আশ্বাসে—
মালাবতী॥ চল দুর্ভাগিনী নিকষার পাশে।

[প্রস্থান

(নিকুম্ভিলা-স্তুতি)

নারী সিংহিকা করি কুম্ভ বিদারিকা অরি বিঘাতিকা নিকুম্ভিলা
মায়াশীলা ধুন্দমারিকা অঘটন-ঘটন-কারিকা।
মহামারীকা কুম্ভীর রক্তা নিকুম্ভিলা কুম্ভোদরী গম্ভীরা
মেঘনাদ-প্রতিপালিকা।

(ত্রিজটার প্রবেশ)

ত্রিজটা॥ কান্দেন অশোকবনে একা সীতা সতী
তাহারে প্রবোধ দেও তুমি রে ত্রিজটী।
অশোকবনে হোক রামায়ণ গানের আয়োজন
সচক্ষে দেখেন সীতা রাম-লক্ষ্মণের রণ।

স্বপ্নে হুকুম দিয়ে গেল রাতে হনুমন
অভিনয় ক্ষেত্রে নামো যত দেবতাগণ,
রাম-রাবণের কও যুদ্ধ-বিবরণ।

(আতাইপক্ষীর প্রবেশ)

আতাই ॥ আমি লঙ্কার পুরলক্ষ্মী সীতার দুঃখে বড় দুঃখী
সাজি আতাই পক্ষী খাই দাই আসি যাই।
লঙ্কার খবর কুড়াই পোহাই নানা ঝক্কি,
রাবণ রাজার স্বর্ণ লঙ্কার পুরলক্ষ্মী আতাই পক্ষী!
বসেছিলাম লঙ্কার সোনার চালে,
দেখলেম ইন্দ্রজিৎ ঘোর নিশাকালে
রাবণের সাতে প্রাচীরে উঠলো,
পায়ে পায়ে রাতকালে কোটর ছাড়লো
কালো দুটো যেন গলা ফুলো পায়রামুখী!

॥ রাবণ ও ইন্দ্রজিতের নাট্য ॥

(মূল গায়েনের গীত)

মহাঞ্চ শব্দো অভবাৎ বলৌ ঘস্তাভিবর্ত্ততঃ
সাগরস্যের ভিন্নস্য যথাস্যাৎ সলিলশ্বনঃ।
তুড়িজুড়ি ॥ বানরের শব্দ নিশা তৃতীয় প্রহর
পুনঃ প্রাণ পেল নাকি যতেক বানর?
যে বন্ধন নাগপাশ যমে দেয় ত্রাস
সে পাশ যদি ব্যর্থ হল, লঙ্কার বিনাশ।
দাণ্ডায়েছে রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হাতে
এতেই বুঝি মুক্ত হল নাগবন্ধনটাতে।
গ্রহণ হতে মুক্ত যথা হয় পূর্ণচন্দ্র
নাগপাশ মুক্ত তথা শোভেন রামচন্দ্র।

দোহার ॥ মারিলে না মরে রাম নয় যে সে বৈরী
পুনরায় যুদ্ধে যেতে কেবা আছ তৈরী ?
দৈবের নির্ব্বন্ধ খসিল নাগের পাক
বুঝিলাম দেবগণ ঘটাল বিপাক।
ইন্দ্রজিৎ এ সকল দেবতার ফন্দী
এতদিনে গোড়াইল যা বলিল নন্দী।

তুড়িজুড়ি ॥ কুবের জিনিয়া আসি কৈলাস শিখরে
নন্দী দাঁড়াইয়াছিল শিবের দুয়ারে।
বিকৃত বানরমুখ নন্দীরে দেখিয়া
হাস্য করি চলে গেলাম টিট্‌কারি দিয়া।
নন্দী কোপ করি মোরে দিল অভিশাপ—
কপিমুখ দেখে তুই কৈলি উপহাস
কপির হাতে হবি তুই সবংশে বিনাশ।
ফলিল নন্দীর শাপ এতদিন পরে
বুঝি পরাজয় করে বনের বানরে।

দোহার ॥ বিস্তর করিলাম তপ হইতে অমর
মরিব না কহিল না ব্রহ্মা হেন বর।
যক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্বে নাহি ভয়
এই বর দিল ব্রহ্মা হইয়া সদয়।
সবারে জিনিব রণে মাগি নিলাম বর
সবে মাত্র বাকি ছিল নর ও বানর।
ভেবেছিলাম ভক্ষ্যমধ্যে এরা দুইজন
কে জানে বানর নর দুর্জ্জয় এমন।
কাটা মুণ্ড জোড়া যাবে স্কন্ধেতে আসিয়ে
তাও ব্রহ্মা বর দিলেন অনুকূল হয়ে।
ব্রহ্মার বচন সত্য কভু নহে আন
দেব দানব গন্ধর্ব্ব সবারে জিনিলাম।

রাবণ ॥ জগৎজয়ী পাইলাম শেষে অপমান।

ইন্দ্রজিৎ ॥ ইন্দরকে জিতে ইন্দুর মারিতে এসে ঠেকিলাম।

রাবণ ॥ সর্ব্বাঙ্গ পুড়িছে আমার এই অপমানে
রাবণ আমি হারিব কি কপিদের রণে ?
এসো ধূম্রাক্ষ তুমি সাজ প্রধান সেনাপতি—
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি।
[ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের বিশ্রাম

ধূম্রাক্ষ ॥ রাজ ব্যবহারে মোর বাড়িল সম্মান
যুঝিবারে লইলাম আমি গুয়া পান। [নৃত্য

(তুড়িজুড়ির গীত)

লঙ্কার ধূম্রাক্ষ বীর যুদ্ধে দক্ষ সুস্থির
ধুমধামে যাই লড়িতে—
করি কামানের ধূমাতে অস্থির,
ধুম ধাম্ ঢুম দাম্ গাছ ভাঙ পাথর ভাঙ
বন্দুক কামান চলুক তীর।
মুদ্গর মুষল হান দাণ্ডা খাণ্ডা হান
মস্তকের খুলিখান ফাটা চৌচির ;
ভঙ্গ দিল বানরগণ হয়ে অস্থির
মস্তকটা হল ফাঁক লেগে রামের তীর।

(গবাক্ষের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

ধূম্রাক্ষ রে বড় সে ধুমধাম গবাক্ষের আগে,
চক্ষু থাকতে অন্ধ. দেখচো না রাক্ষস ভাগে।
রামের সাথে কাজ কি দেখি বিক্রম তোমার,
ধূম্রাক্ষ গবাক্ষের সাথ লও একবার।

ধূম্রাক্ষ ॥ ওরে গবাক্ষ, ধূম্রাক্ষ আজ তোরে যদি পায়
অন্যের কি কাজ আর তোরি রক্ত খায়।

মূল গায়েন ॥ লোচনাভ্যাং ভস্মকর্ব্বাং হ্রেষাভ্যাং অশ্ববৎ বধিরংকুর্ব্বৎ
দর্পণং যং দদর্শৎ মুখাভ্যাম পশ্যৎ।

ভস্মান্তাং শরীরাং যাং দৃষ্ট্বাং রঘুপতি অহসৎ
হৃষ্টং ভ্যাং লোচনাভ্যাং প্রহর্ষৎ।

ভস্মাক্ষ ॥ উদ্যানচর মর্কট বানর বনচরদের নাহি মারি
ল্যেজ হাতে ধর, পিছু বাগে সর, দাঁড়া সব সারি সারি।
বল্ রাম দুই তিন, তা ধিন্ ধিন্ ধিন্
আসি দেখা দিন ভস্মলোচনে রণে জিনে নিন্।
নয়তো নিন থাকতে দিন কিচিকিন্ধার পথ চিনে
বাড়ি যান তাড়াতাড়ি।

(ভগ্নদূত বানরগণের প্রবেশ)

বানরগণ ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ হও এক পাশ—
যাবৎ রাক্ষস দুষ্ট না হয় বিনাশ।
দেখহ ভস্মাক্ষ বীর উপনীত আসি
যাহাকে দেখিবে সেই হবে ভস্মরাশি।

ভস্মাক্ষ ॥ যে স্থানেতে সুগ্রীব রাম বিভীষণ
সেই স্থানে গিয়া ঠুলি খুলিব এখন।
লঙ্কা অবরোধ কার্য্যে শ্রীরামই মূল
তাহার নিধনে হবে কটক নির্ম্মূল।

(তুড়িজুড়ির গীত)

হল কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ লম্বকর্ণের মুস্কিল
মহোদরের উদরে এবার পাথরে পাঁচকিল।
শয্যা হইতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি
ভক্ষণের দ্রব্য যাই থরে থরে আনি।
হরিণ মহিষ বরা যত পারো ধরো
বোঝা বইতে লম্বকর্ণ চাপাও যত পারো।
তেরো শত পশু চাই এক এক গ্রাসে
চাপাও দাদা মহোদর যত মনে আসে।

(লম্বকর্ণের নৃত্য)

মূল গায়েন ॥ অবিশ্রান্তং বহেৎ ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি
সসন্তোষং সদানিত্য ত্রীণি শিক্ষেৎ গর্দ্দভাৎ ।

তুড়িজুড়ি ॥ দিনরাত মোট মাট বইতে নন কাৎ
কি গ্রীষ্মে কি শীতে
এ হাট সে হাট এ বাট সে বাট এ ঘাট সে ঘাট
ধোপার পাট্ তেপান্তর মাঠ ।

দোহার ॥ অল্পেতে খুশি, খেয়ে ভুষি খাটি প্রাণান্ত,
খেয়ে মার আদ্যন্ত আমার আছে প্রশান্ত ।
শিখে নেন তিন গুণ বেগুনী বর্ণের গর্দ্দভাৎ
লম্বকর্ণ নাম গান কুম্ভকর্ণের গান্ধার বাট নিতি নিতি ।
ভেঁজে সার্গম অবিশ্রান্তং ভ্রান্ত লোকে তবু বলে
গাধা গাধা গাধা দেখিয়ে দাঁত, কি উৎপাত !
রুখে মেরে চাট ছাড়ো তার পরং
কুম্ভকর্ণ এসে গেল বসে দেখ রং ।

(সকলের গীত)

আরে রে রে রে রে জেগেছে রে অকালে,
কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গে রক্তবর্ণ চোখ মেলেছে রে !
এরে ঠেকাবে কে রে, এরে ঠেকাবে কে রে ?
আরে নাকের নিঃশ্বাসে তেড়ে বয় ঝড়
আরে উড়ে যায় লম্বকর্ণ ওখর ওখর যেন উলুখড় !
বাতাস প্রখর ফোলায় উদর—
মহোদরের ধড় যায় উড়ে,
বাদাম তুলে ধর ধর ধর ধরসে, আরে !

(কুম্ভকর্ণের প্রবেশ)

কুম্ভকর্ণ ॥ সাগর শুষিব আজি খাইব আগুনি
শূলে খান খান করি কাটিব মেদিনী ।

চন্দ্র সূর্য্য উপাড়িয়া চিবাইব দাঁতে
লঙ্কাখানা উপাড়িয়া ফেলাব খরস্রোতে।
ঘুম ভাঙালি কে—করিব তার দণ্ড
ত্রিভুবন আজ করিব লণ্ডভণ্ড।
অকালে জাগালি মোরে ছোট নহে কাজ,
লম্বকর্ণ কান ধরে শিক্ষা দিব আজ।

(লম্বকর্ণের গীত)

বেচারী গরীবি অতি ক্ষুদ্রজীবী রোষ করিলা
মনিবি ওরে কী দোষ পাইলা, লম্বাকান মুচাড়িয়া দিলা?
সকলে ॥ আরে ছোড়িবি রে ছোড়িবি, বেচারী গরীবি।
কুম্ভকর্ণ ॥ কী মাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিলি অকালে—
মহোদর তোরে আজ ভরে দিব গালে।
ক্ষুধা বড় লাগিয়াছে আয় তোরে খাই
ভাঙ্গালি ঘুম লঙ্ঘিলি হুকুম আর কথা নাই।
বাঁচিবি না পলালে, উঠছে কেবল হাই—
কাঁচা ঘুমে আই ঢাই সক্কালে।
ত্রিজটা ॥ অনন্ত বাসুকী যেন তুলিলেন হাই
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই।

(মহোদরের গীত)

হুজুর যেমনি নয়ন মেলিয়া চান,
অমনি ভাবনা কী খান কী খান!
পেটে কিছু চান, উদরে হাত বোলান।
ভাবিয়া না পান
জল খান না, ফল খান না, শুধু হাওয়া খান।
ঘূর্ণিত লোচনে চান রাগ ভরে—
চাই খান মহোদরে, নয় ভাই লম্বোদরে, নয় কুম্ভোদরে
নয় লম্বকর্ণে ধরে দুটো কান।

(কুম্ভকর্ণের গীত)

পালে পালে শূকর, বখরা বখরি,
কুড়ি কুড়ি মেড়া মেড়ী, কুঁকড়া কুঁকড়ি,
সাতশ হাঁড়া মদ্য, অখাদ্য কুখাদ্য যথাসাধ্য
ঝুড়ি ঝুড়ি রাখবে ত্রিজটা বুড়ী।

(ত্রিজটার গীত)

ছোট হুজুর একবার জাগেন, ছয় মাস ঘুমান,
কোনো কিছুরই রাখ না সন্ধান।
দেখেন আধখান,
পোড়া লঙ্কা পড়ে আছে—
এই দিয়ে আজ পেটটা ভরান যান।
পাঁচ মাস গত নিদ্রা একমাস আছে,
বাকি লঙ্কা পোড়া হলে খেয়ো তাহা পাছে।

কুম্ভকর্ণ॥ ব্রহ্মার বরে নিদ্রা যাই, কিছু নাহি জানি,
ছাই ভস্ম লস্য কেন নাকে দিলি আনি?

ত্রিজটা॥ জাগাইতে অকালে কহিল রাবণ—
মুগুরের ঘায় তোমার না হয় চেতন,
বাজাই কর্ণের কাছে তিনি লক্ষ শাঁখ
দ্বিগুণ বাড়িল তায় নাকডাকার জাঁক।
মহোদর মনে মনে এক যুক্তি করি
দণ্ডিণী ঠেকায়ে দিল তোমার উপরি;
সর্ব্বাঙ্গ দলিল তারা চন্দনে আর কর্দ্দমে
নিদ্রা আরো জমে তার সম্বাহনে মর্দ্দনে।
জাগাইতে না পারিনু এসব প্রবন্ধে
আপনি উঠিলে জাগি লঙ্কা ভস্মের গন্ধে।

কুম্ভকর্ণ॥ বহুদিন অনাহারে পেটটা আছে পড়ি
তেষ্টায় ফাটছে ছাতি মুখে উঠছে খড়ি।

মহোদর॥ করি কি, রাবণ রাজার খেতে দিতে মানা,
নর বানর খাবেন গিয়া যুদ্ধে দিয়া হানা।

কুম্ভকর্ণ ॥ নর বানরের সঙ্গে যুদ্ধ কী কারণ—
বড় যে আশ্চর্য্য কথা, ওরে ভৃত্যগণ !

(শূর্পণখার প্রবেশ)

শূর্পণখা ॥ ব্রহ্মার বরে নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন
কিরূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ ?
তিন সহোদরের আমি ভগ্নী মাত্র একা
জননীর আদরের কন্যা শূর্পণখা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ভাই কী কব তোমাকে—
রামের ভাই লক্ষ্মণের পড়লেম প্রেমপাকে।
কুঁড়ে বান্ধি ছিল বেটা পঞ্চবটী বনে
আমি তথা গিয়াছিলাম পুষ্প অন্বেষণে।
কী বলি আর লজ্জার কথা ভেয়ের স্বমুখে—
ত্রিজটা ॥ নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ, মরচি মনোদুখে!
ভগ্নীর পরিতাপ সহিতে না পারি
রাজা গিয়া হরিলেন শ্রীরামের নারী।
মহোদর ॥ সেই হতে লেগেছে যুদ্ধ নর বানরের সাতে
তুমি ছাড়া নাইকো ত্রাণ জাগাতে হল তাতে।

(মহোদরের গীত)

বড়ই দুষ্কর রণ করছে নর ও বানর
বেঁধেছে অলজ্ঘ্য সাগর ঘেরেছে নগর।
বীর নাই আর লঙ্কাতে,
ভাণ্ডার শূন্য রসদ জোগাতে,
কপর্দ্দক নাই বরাদ্দ অর্দ্ধ চামচিকা
জন প্রতি অতি কষ্টে ভরিছে উদর।

(কুম্ভকর্ণের গীত)

বলিতে না পারি একি দৈবের ঘটনা—
বিভীষণ কিবা দেন ইহার মন্ত্রণা ?

মহোদর ॥ যন্ত্রণার কথা আর কী কবো! গোচর—
ভায়ের সনে দ্বন্দ্ব করে হলেন ভায়ের নোকর

কুম্ভকর্ণ ॥ বুদ্ধিহীন বিভীষণ হলেন কিসের তরে ?
মনুষ্যের হিতচিন্তে জ্ঞাতিহিংসা করে—
খবরটা যে বড়ই আশ্চর্য্যকর !

লম্বকর্ণ ॥ বহুদিন নিদ্রাগত ছিলেন অচেতন—
দেখিতে করয়ে সাধ পুরনারীগণ.
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী
তারপর রণস্থলে খাও পেট পুরি ।

কুম্ভকর্ণ ॥ লম্বকর্ণ, কী কহিস গর্দ্দভের দোসর
সম্মুখে বিপক্ষ সব যমের দোসর ।
চারি দ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ,
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন ।

(কুম্ভোদরী, লম্বোদরী, ঘণ্টাকর্ণীর প্রবেশ ও গীত)

কুম্ভোদরী ॥ কুম্ভোদরী সাতশ ভাঁড় নামায়েছি তাড়ি,
লম্বোদরী ॥ লম্বোদরী অম্বল রেঁধেছি দিয়ে মহিষের নাড়ি ।
ঘণ্টাকর্ণী ॥ নয় সে তেলোহাঁড়ি
ঘণ্টাকর্ণী ঘণ্ট রেঁধেছি হাতীদাঁত মাড়ি
বহুদিন অনাহার ক্ষুধার বাড়াবাড়ি
চল যাই, খেয়ে নিই দুমুঠো যা পারি ।

[প্রস্থান

(তুড়িজুড়ির গীত)

রণে নেমেছেন কুম্ভকর্ণ রক্ষরাজের ভাই
এ বাজারে ইহার তুল্য জাঁদরেল চোর নাই ।
পেটের ঘের দেখেছো, ভাই—
পুচ্ছ জড়ায়ে তাংড়ে পাবে নাই ।
পাহাড় পর্ব্বত করে তুচ্ছ
লঙ্কার প্রাচীর এত উচ্চ

তারেও করেছে তুচ্ছ।
উচ্চতাতে ওর হেঁটে পৌছে নাই,
নাই তো নয় সমুদ্রের আওড়, ভাই—
কর্ণ তো নয় মেটে বর্ণ জলার মুখ, ভাই।
নাক তো নয় পাঞ্চজন্য শাঁখ
মুখ তো তিমিঙ্গিল হাঁক দিল রে, ভাই।
আসে সমরে গুমর করে
আঁকড়ে কোমর ধরে, কে ওরে?
দেখে বড় লাগে ডর
চল পালাই ঘর।
এটা আস্ত নিশাচর জোড়া এর নাই,
লড়ায়ে এর সাতে সাহসে আগাতে সাধ্যে যে কুলায় নাই।

দোহার ॥ আরে গড়ের বাহির হৈছেন কুম্ভকর্ণ বীর
এর রণে বানরগণের পরাজয় সুস্থির।
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ বারান একেশ্বর,
জাগিল অকালে যেন মহাকালের চর!
আকাশের চন্দ্র লড়ে বায়ু মন্দগতি
মেঘে রক্ত বরিষ, কাঁপে বসুমতী।
সাগর উথলে যেন পাহাড় পর্ব্বত টলে
এর সনে রণ করা কভু নাহি চলে।
কালো কালো সাপ ওর হাত পায়ের শির
ভড়ং করে রণে গেলে মরণলেখ স্থির।

(কুম্ভকর্ণ ও রাক্ষসগণের গীত)

হুমকি দেয় কুম্ভকরণ
কে দিবি আয় সম্মুখ রণ,
চলে আয় রে, বানরগণ!
আয় না রণে, কেউ না আগায়
ডম্ গুড়িয়ে কে কোথা পালায়,
রণযাত্রায় দিয়ে খতম।

ওহে ও মাজুকর্ত্তা
বিভীষণ কোথায় ?
কোথায় তোমার রাম কোথা লক্ষ্মণ
খেতে বেগুনভর্তা
এসে গেছেন ছোটকর্ত্তা
একবার দেওয়াও দরশন।

বিনত॥ পশ্চিম দ্বারে রাম-লক্ষ্মণ, এখানে নাই,
এইমাত্র ছিলেন অঙ্গদ, এখন নাই।

কুম্ভকর্ণ॥ তুমি কে হে, জানাও না তাই।

বিনত॥ আমি বঙ্গজ।

দধি॥ রাজার জামাই। আমরা ওর দেশবাসী, করিনে লড়াই।

(গীত)

শুধু খাই দাই, আর কাঁসি বাজাই, আমসি খাই
আমসত্ত্ব খাই, অন্য কাম নাই।
রণস্থলে শুধু অন্নপূর্ণার হাঁড়ি চড়াই,
মনের মতো পণ যদি পাই
তো লঙ্কার রাজার ঘরকন্না জমাই,
করি রাবণের আনুগত্য, আপত্ত কিছুই নাই।
রাজার খুলি প্যাঁজ আর পয়জারের
লাভালাভ তুলো করি ভাই—
পের্‌নাম, মনে রেখো ভাই।

কুম্ভকর্ণ॥ কুম্ভকর্ণ অবতার রক্ত খায় ভারে ভার
কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভ ব্রহ্মরক্ত তপ্ত তপ্ত।
শক্ত শক্ত দুম্বার হাড় আছে জুস তার
কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভ করে পার।
দম্ভে আসে কুম্ভকর্ণ লম্বকর্ণের মলে কর্ণ,
ব্রহ্মার বরে ছয়মাস করে ঘুম থাকে যার।
নাক ডাকে যেন শূন্য কুম্ভ
ঘুম ভেঙে করে পার মদ্যকুম্ভ।

কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভ দেদার
বলে যার হারে শুম্ভ নিশুম্ভ।

[প্রস্থান

(রাবণ, ইন্দ্রজিৎ ও ভগ্নপাইকের প্রবেশ)

মূল গায়েন ॥ সপ্রবিশ্য সভাং রাজা দীনঃ পরম দুঃখিতঃ।
নিষসাদাসনে মুখ্যে সিংহ ক্রুদ্ধ ইব শ্বসন্ ॥

রাবণ ॥ বানরেতে রাম জয় শব্দ করে মুখে
বজ্রাঘাত কি পড়িল আবার এই বুকে !

ভগ্নপাইক ॥ কহে ভগ্নপাইক, শুনেন লঙ্কেশ্বর—
অতিকায় পড়িল আজি সংগ্রাম ভিতর।
বড় বড় বীরগণ সঙ্গে যত ছিল
সংগ্রামে পড়িল সব, কেহ না ফিরিল।

রাবণ ॥ কোথা গেল কুম্ভকর্ণ করিয়া নিরাশ ?
কোথা গেল বীরপুত্র করিয়া উদাস ?
পিতৃশ্রাদ্ধ পুত্রে করে জানে সর্ব্বজনে—
পুত্রশ্রাদ্ধ পিতা হয়ে করিব কেমনে ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ লঙ্কা-অধিপতি তুমি ত্রিভুবনের রাজা,
ইন্দ্র আদি দেবতা তোমার করে পূজা।
কিসের সংগ্রাম নর বানরের সনে ?
এখনি বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
আমি বিদ্যমানে কেন পাঠাও অন্যজন ?
আজ্ঞা কর, মেরে আসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
অনুগ্রহ করিয়া মোরে দেহ পদধূলি
রামসৈন্য মারিবারে এই আমি চলি।

রাবণ ॥ লঙ্কা অধিনাথ তুমি পুত্র মেঘনাদ
মারিয়া ঘুচাও নর-বানর প্রমাদ।
বাপের দুলাল তুমি, পুত্র মেঘনাদ !
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পর রাজার প্রসাদ।

[প্রস্থান

(ইন্দ্র, চন্দ্র ও মাতলির প্রবেশ)

ইন্দ্র ॥ আমারে জিনিয়া ওটার নাম ইন্দ্রজিৎ।
চন্দ্র ॥ লঙ্কাতে তোমারে বেঁধে সংসারে বিদিত।
ইন্দ্র ॥ বড় নিদারুণ বেটা বিখ্যাত ভুবন—
চন্দ্র ॥ চারিধারে একেবারে করিতেছে রণ।
ইন্দ্র ॥ গগন ছাইয়া বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে
চন্দ্র ॥ চল দেখি লুকাইয়া মেঘের আড়ালে।
মাতলি ॥ পড়িল বানর-সৈন্য ইন্দ্রজিতের রণে
বিন্ধিল জর্জ্জর করি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
রক্ষা পেল বিভীষণ ও পবন-নন্দন
ব্রহ্মার বরে অমর তারা দুই জন।
হাতে লয়ে দেউটি ফিরিছে দুই বীর
হতাহত দেখি বেড়ায় সমুদ্রের তীর।

[প্রস্থান

(বিভীষণ ও হনুমানের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ চারিধারে পড়িয়াছে বানরের থানা
আজি রণে জীয়ন্ত নাহি এক জনা।
হনুমান ॥ পশ্চিম দ্বারে লক্ষ্মণ মাথায় দিয়া হাত
মায়া সীতা দেখি মূৰ্চ্ছিত শ্রীরামের সাথ।
বিভীষণ ॥ শব্দ নাহি স্তব্ধ অঙ্গ অঙ্গদ মূর্চ্ছিত
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি নাহিক সম্বিৎ।
হনুমান ॥ সুগ্রীব ভগ্নগ্রীব দক্ষিণ দুয়ারে
বাণেতে অবশ অঙ্গ নাহি নাড়ে চাড়ে।

(জাম্বুবানের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ বাণে বাণে জর্জ্জর মন্ত্রী জাম্বুবান
জাম্বুবান ॥ না পারি মেলিতে চক্ষু, বুকে পাই টান।
বিভীষণ ॥ জাম্বুবান বলে তুমি হও মহাবলী।
উঠিয়া মন্ত্রণা কর, আর কারে বলি?

জাম্বুবান ॥ বিভীষণ, বল বুদ্ধি আর নাই ঘটে,
হনুমানে ডেকে দেহ আমার নিকটে।

বিভীষণ ॥ জাম্বুবান, চেয়ে দেখ মেলিয়া নয়ন,
সম্ভাষিতে আসিয়াছে পবন-নন্দন।

হনুমান ॥ হনুমান জাম্বুবানের বন্দিল চরণ

জাম্বুবান ॥ পড়েছেন কপিগণ শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
চন্দ্রের কাছ হতে সুধা কর আনয়ন।
অন্তরীক্ষে চলে যাও পবনে করি ভর
মেঘের পারে লুকায়ে আছে দেখ শশধর।
তাহার নিকট আছে সুধার ভাণ্ডার
আনিবারে যদি পারো তবেই নিস্তার।
তোমরা যাও আমি যাই কর্ম্মেতে যে যার।

[সকলের প্রস্থান

(রাক্ষসদের রণবাদ্য ও গীত)

ডেরা জণ্ডা তোলো স্কন্ধাবার ও পটবাস
উড়াও ঝাণ্ডা সোনার দাণ্ডা উঠাও লঙ্কার বসবাস।
ছত্রিশকোটি বাহিনী রথ রথী সেনানী
দিতে যায় রণ সেনাপতি দশানন।
ভয়ে মন্দ তেজ আজ রবির কিরণ
ভয়ে ভয়ে মন্দ মন্দ বহিছে পবন।
সশঙ্কিত সচকিত স্বর্গ মর্ত্ত্য ঊর্দ্ধ অধঃ আশপাশ
আলো অন্ধকার আক্রান্ত আকাশ।
ধর খাণ্ডা ধর, মারো ডঙ্কা মারো
শেল শূল কুণ্ডশাল জগৎত্রাস।
কত আর লড়বো, হয় মারবো নয় মরবো,
হয় গর্ব্বে জয় পর্ব্ব, নয় সর্ব্ব কর্ম্মনাশ।

কালনেমি ॥ ধনুক ধরিতে জানো যত নিশাচর
রাবণের সাতে যাও করিতে সমর।
আমি একা রক্ষা করি লঙ্কার বাড়ীঘর

সাথে মোর রহ সহোদর—
লম্বোদর ভাণ্ডোদর রাখতে ভাণ্ডারের খবর।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান ॥ বৃদ্ধ হনু দ্বিজবর
জীর্ণ করে না কিছু উদর।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাতিকগ্রস্ত,
পূজি সর্ব্বমঙ্গলা
বগলে কুশাসন পরণে ছালা,
গলে রুদ্রাক্ষমালা মস্ত।
লয়ে দূর্ব্বা আর ধান
গেলেম রাজার সন্নিধান,
আশীর্ব্বাদ করে দান পাতিলাম হস্ত।
রাজা কইলেন, যাও মন্দোদরীর সদনে—
আমি এখন চলেছি রণে, আছি কিছু ব্যস্ত।
রণে যাচ্ছেন রাজা শুনে হলেম আমি ত্রস্ত,
হয়ে শশব্যস্ত কইলেম স্বস্ত্যয়ন করা চাই মস্ত;
না হলে মহারাজ হবেন আজ বিপদ্‌গ্রস্ত।
লঙ্কাপতি তাঁর গুপ্তকথা
কয়ে আমারে পাঠালেন হেথা
কয়ে কানে কানে সমস্ত।
অন্তঃপুরে এলাম তাই
মৃত্যুশরটির পূজা করা চাই
নৈবেদ্য সামগ্রী আন একপ্রস্থ।

(হনুমানের গীত)

শর বলে শর মৃত্যুশর, শর মধ্যে মহেশ্বর,
বাঁচাতে আজ লঙ্কেশ্বর পূজি বাসরে।
বল কোথায় শর, পূজার পর যান যুদ্ধে লঙ্কেশ্বর,
মৃত্যুশরের পর শক্ত দিলে যদি মৃত্যু সরে,

সাধন করলে মৃত্যুশরে যদ্যপি কুবুদ্ধি একটু সরে,
রাগ পাসরে রামের পরে কনকপুরেশ্বর।
তবে রক্ষা নচেৎ রাজঘোটকের রাজযোটক
ছন্দ ভঙ্গ ত্রোটক ছিল ছত্র রাজা পশবেন ঘর।

নিকষা ॥ দিলে তত্ত্ব নাই হানি, না দিলে যায় পতির পরাণী
দেখ রাণী ভাবিয়ে অন্তর—
যা করেন ভগবান স্তম্ভ মধ্যে আছে বাণ
পূজা করে এসো দ্বিজবর।

হনুমান ॥ অগ্রসর হও, ফলমূল আনহ সত্বর।

(বাণ লইয়া)

বাণ বাণ বাণ শর শর শর
শরের মধ্যে শর মৃত্যুশর
বাণের মধ্যে বাণ মৃত্যুবাণ তোলো স্ফটিক স্তম্ভখান—
ভেদ কর বাণ ব্রহ্ম কটা আগুন ছটা
আগলে থাক বগলে বাণ এ বগল সে বগল
রাখেন বাণ যুদ্ধে যাবার পথ আগলান মৃত্যুশর।
বাণটি কিছু খর্ব্বাকৃতি ওজন হবে মণদেড়েক
যাও তেড়ে যোজন দেড়েক দুই হাত ছিদ্র দিয়া।
আছে পথ দেখ দেখ পতাকাসুদ্ধ যায় রথ
মৃত্যুশর রাবণ রাজারে ধর ধর।

[প্রস্থান

(নিকষার গীত)

আরে দুরন্ত হনুমন্ত প্রাচীরে বসে দেখাও দন্ত—
রাবণের মৃত্যুবাণ হরে, ওরে কী হল রে, কী হল রে !
ভুলালে রমণী মুনির সজ্জায়
ঘরপোড়া এসে শর লয়ে যায়
ঘটালে বিপদ, অতুল সম্পদ হয় বুঁঝি অন্ত।

শূর্পণখা ॥ জিনি আমি কিন্নর নর ওটা তো হনু—জাতিতে বানর
কাতি করে শর লইতে কতখন ?

কর লোভ দেখিয়ে বুদ্ধি হত—টোপ দিয়ে মাছ ধরার মতো
কতকগুলা ফল আন সত্বর,
সৃষ্টি জগদম্বার ওটা ভক্ত রম্ভার তাই এক ভার
আন ততক্ষণ।

মন্দোদরী॥ দেখাও এলে বর্ত্তমান গোটা কত পাকা আম
ডাকি এনে তামাসা দেখ বসে অনন্তর।
বাণের কথা যাবে ভুলে খাবে মত্ত তুই হাতা তুলে—
মৃত্যুবাণ মাটিতে পড়বে নিয়ে যাবো ঘর
বানরটা থাকবে যেতে অন্যমন।

(হনুমানের গীত)

মিথ্যে ফলের আয়োজন
ও ফল কেবা করে ভোজন ?
তোদের ফল ভালো আজি নয়—
গণিলেন হনুমান।
এক দুই তিন ঘরে যাও নারীগণ,
চেপে যাও বাণকথা
শুনলে মাথা রাখবে না রাবণ।

[প্রস্থান

নিকষা॥ এমনিতেই মাথা হয়েছে ভক্ষণ।
মন্দোদরী॥ কোথা গেলি রে, আয় বাবা মহীরাবণ!
তুই ছাড়া কেহ নাই আপনজন।

(মহীরাবণের প্রবেশ)

মহীরাবণ॥ টনক নড়েছে কপালে, জনক না জননী
স্মরণ করছে কে জানি, মহীরাবণে সকালে—
হঠাৎ কে সাক্ষাতে ডেকে পাঠালে ?
মহীতলে অহীর মাতা অঙ্ক কর খড়ি পাতা
দেখ ত্রিভুবন গড়ি অকালে।

(অহীর মা ও রাশিবুড়ীর নৃত্য)

রাশিবুড়ী ॥ আমি রাশিবুড়ী চক্রাকারে যাই আসি—
বাঁধি বৃষ কর্কট সিংহ বৃশ্চিক
মকরাদি জুড়ি জুড়ি।
মারি তুড়ি ত্রিভুবন ঘুরি
অহীর মার চক্রারে হুড়হুড়ি
মহীরাজার দপ্তরে গণনা জুড়ি।
আউ নাই ধর সবুরের ভুরি
সাত তারা অদারত জহরৎ জোহরা জোহেন মিরিখ মস্তরী
মেটে ঘট খট খট মেড়ার শিং নটপট বিছাও কর্কট—
লড়াই দিয়েছে জুড়ি ধনুকে তুলা রাশি রাশি
এক নিশ্বাসে যাচ্ছে উড়ি।

অহীর মা ॥ না কর বিলম্ব আর উঠহ সত্বরে
টলমল করে লঙ্কা কটকের পদভরে।
বীরশূন্য হইল লঙ্কা মজিল কনকপুরী।

রাশিবুড়ী ॥ রাবণের মাতা নিকষা নামে বুড়ী
কান্দিছে তোমারে ডেকে ফুকুরি ফুকুরি।
পূর্ব্ব কথা আজ তাহার হইল স্মরণ
বিপত্তে স্মরণ করে বুড়ী এক মন।
এক মনে চিন্তে এরাত দুপর
টনক নড়িল তাই কপাল উপর।

মহীরাবণ ॥ অসময়ে স্মরণ করে, জানো কি কারণ ?

অহীরাবণ ॥ দেখছি গণিয়া এবে স্থির কর মন।
ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে বীর নাহি আর—
কী মন্ত্রণা করেন রাবণ, দেখি একবার।
সিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর
সোনার কপাটে খিল অতি ভয়ঙ্কর।
পাঁচদিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে
মন্দোদরী কাঁদছে পড়ি মাটিতে এলোচুলে।

রাবণ মরিবে কবে ভাবে কপিগণ
যুক্তি করে রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ।
বিভীষণের উপদেশ হনুমান লয়
ছদ্মবেশে অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশয়।
রাবণের মৃত্যুবাণ নিল ছল করে
বাণ লয়ে নিজমূর্তি হনুমান ধরে।
সে বাণ পুনঃ চুরি করাতে চান ঠাকুরমা
সে কারণে লঙ্কাপুরে যাও, দেরী না।

(মহীরাবণের নৃত্যগীত)

মহী কৈল রাবণের চরণবন্দন
মৃত্যুবাণ হরিতে কৈল মায়ার বন্ধন।
ঊর্দ্ধপথে সুড়ঙ্গ নিম্নপথে সুড়ঙ্গ
যাত্রাসিদ্ধি মন্ত্র পড়ি ধরিল ভুজঙ্গ।
মায়ার কঙ্কন, মহীপতি রাবণের
মহাবল মহাপরাক্রম
মায়াসিদ্ধ যুদ্ধে বিচক্ষণ নন্দন।
মায়ার সংগ্রামে মোর অপরূপ দীক্ষা।
মায়া পাতি ডাকিনী ছাওয়াল যেন হরে
অহীপতি মহী সেই মতো চুরি করে
জাগা ঘরের প্রাচীর করে লঙ্ঘন।

[প্রস্থান

(জাম্বুবান, হনুমান, বিভীষণ, অঙ্গদ ও বিনতের প্রবেশ)

হনুমান ॥ বাণ দিয়া রঘুনাথে দিলাম প্রণাম
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম।
বিভীষণ ॥ ইন্দ্রজিৎ পড়ে, বীর নাহি আর—
বলি দেখি রাবণ কী করে এবার ?
পক্ষীরূপে এল্যাম লঙ্কাপুরে ঘুরে
দেখিনু রাবণ কাঁদে অন্তঃপুরে।

মহীরাবণে দেখে এলাম অশোকবনের কাছ
তাহার আগমনে চিন্তিত হলাম আজ।
পাতালপুরেতে থাকে বাপের আদেশে
কী বলিয়া হঠাৎ পুরে উপস্থিত এসে ?
কত মায়া করে কেহ নাহি জানে সন্ধি
মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছে বন্দী।
যাহা মনে করে তাহা করিবারে পারে
ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে।

হনুমান ॥ বুঝিয়া সুযুক্তি কর মন্ত্রী জাম্বুবান
মহী না মায়াতে হরে হাতের মৃত্যুবাণ।

জাম্বুবান ॥ বিভীষণ যা কহেন শুনে কাঁপে প্রাণ
বিপত্তে নাহিক বন্ধু তোমার সমান।

বিভীষণ ॥ বিভীষণের বচন করে অবগতি
কিরূপে নিস্তার পাবো আজিকার রাতি।

জাম্বুবান ॥ আজি বড় সঙ্কট, কাটলে হয় রাত।
প্রাণটা যাক্, মৃত্যুবাণটা না হয় বেহাত।

বিভীষণ ॥ যাবৎ এ কালনিশি প্রভাত না হয়
তাবৎ আমার মনে না হয় প্রত্যয়।

অঙ্গদ ॥ আসিয়াছে মহী তায় কী এত বিতর্ক—
আজি নিশি জাগা যাক্ হইয়া সতর্ক।
লেজের কুণ্ডল গড় করিয়া নির্ম্মাণ।
রামেরে বসায়ে রাখো হাতে মৃত্যুবাণ।
থাকিব সকল কপি গড় আগুলিয়া
আকাশ করুন আচ্ছাদন বিষ্ণু চক্র দিয়া।
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল মায়ার নিদান
পাতালে রহুক গিয়া হয়ে সাবধান।

হনুমান ॥ সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি
লেজে গড় বান্ধি আমি তাহে থাকি দ্বারী।

জাম্বুবান ॥ হনুমান বীর বড় কহিল প্রমাণ
তবু একটা কথা বলি, মন্ত্রী জাম্বুবান।

দেখাদেখি আসি যদি রণে দেয় হানা
তবে তো উহার সঙ্গে খাটে বীরপনা।
অলক্ষিতে চোর আসি যদি চুরি করে
দেখিতে না পেলে হনু কী করিতে পারে ?

হনুমান ॥ অলক্ষিতে আসিবেক চুরিবিদ্যা জানে
বিভীষণ কোটাল রাখবেন সাবধানে।

জাম্বুবান ॥ বিভীষণ ভাই তব অতুল বিক্রম
আজিকার রাত্রি তুমি কর পরিশ্রম।

বিনত ॥ রহিবে সকল কপি গড় আগুলিয়া
কার সাধ্য যাইবেক বানরে ভাণ্ডাইয়া ?

[প্রস্থান

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ ॥ কোনমতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে
কালনেমি হনুমানে ঠেকাও আজ রাতে।
যেমতে বানরা বেটা ঔষধ না পায়
শীঘ্র কালনেমি মামা করহ উপায়।

মহোদর ॥ চিরদিন করেন রাজা ভরসা তোমার

রাবণ ॥ আজি ভাগিনার কিছু কর উপকার।

কালনেমি ॥ প্রাণ যাবে সূর্য্য তেজে রাত্রি পোহাইলে
ভালো হয় অবিলম্বে সূর্য্য উঠাইলে।

মহোদর ॥ মাত্র আড়াই প্রহর রাত হয়েছে এখন

রাবণ ॥ এখনি ডাক দাও সূর্য্যে, দেরী কী কারণ ?

মহোদর ॥ আসি উপস্থিত হও যত দেবগণ
রাজকার্য্য পড়িয়াছে ডাকেন রাবণ।

(দেবগণের প্রবেশ ও গীত)

আইলাম আইলাম ব্রহ্মা ছাড়ি হাঁসে
আইলাম ঈশান বাজায়ে বিষাণ বৃষ রাখি কৈলাসে।
ইন্দ্র যম কুবেরাদি বরুণ পবন
দেবগণ নরপূজ্য চন্দ্রসূর্য্য দুইজন।

মহোদর ॥ রাবণ বলেন শুন বলি যত দেবগণ
ময়দানবের শেলে পড়েছে লক্ষ্মণ।

কালনেমি ॥ রাজার বচন শুন বলি হে ভাস্কর
উদয় করহ গিয়া গিরির উপর।
তোমার উদয় হইলে মরিবে লক্ষ্মণ
লক্ষ্মণ-মরণে রাম ত্যেজিবে জীবন।

রাবণ ॥ তোমার উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক নাই
তুমি উদয় হও, চন্দ্র বুতাগ রোশনাই।

সূর্য্য ॥ আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর
সকলেই জানে মোরে বলি দিবাকর।
আড়াই প্রহর নিশি হইল গগনে
এখন উদয় বল হইব কেমনে?

রাবণ ॥ হউক যতই রাত্রি ক্ষতি কি তোমার
মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার?
রাবণকে জানে সবে তপনের ত্রাস
শীঘ্র গিয়া মধ্য নিশায় হওগা প্রকাশ।

মহোদর ॥ বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর

কালনেমি ॥ পেটে পেটে বুদ্ধি তব শুন মহোদর।

রাবণ ॥ অতঃপর যাই আমি রাণীর গোচর
দেবগণ যে যার কর্ম্মে রহিবে তৎপর

(ভগ্নদূতের প্রবেশ)

ভগ্নদূত ॥ চারিদ্বারে পড়িয়াছে বানরের হানা
আজি রণে জীয়ন্ত নাহি একজনা।
সুগ্রীব বানরে আর নাহি তব ডর,
অঙ্গদ বানর গিয়াছে যমঘর।
পড়িল সকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম
পড়িল লক্ষ্মণ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কহিব কতেক যত মরে মর্কটগণ,
রক্ষা পাইল বিভীষণ পবন-নন্দন।

রাবণ ॥ দুইজনে অমর ব্রহ্মার পেয়ে বর
না মরিল সে কারণে দুইটা নষ্টের জড়।
ভগ্নদূত ॥ চিন্তিয়া গণিয়া দোঁহে যুক্তি কৈল সার,
রাম-লক্ষ্মণ জীয়াইতে কৈল প্রতিকার।
হাতে দেউটি ফিরিছে দুই বীরে
হতাহত দেখি বেড়ায় রণস্থলে ফিরে।
রাবণ ॥ কালনেমি হনু বুঝি ঘটালে জঞ্জাল—
আজ যদি বাঁচায় সবে, কী হইবে কাল!
কালনেমি ॥ দেবতাদের সম্মুখে মন্ত্রণা না কর।
মহোদর ॥ কিঞ্চিৎমাত্র উহাদের বিশ্বাস না কর।
রাবণ ॥ কী করিছ দেবগণ, নিজ কাজে যাও,
মহোদর, অন্দরের পথ প্রদর্শাও।

[সকলের প্রস্থান

(চেড়ীগণের প্রবেশ)

চেড়ীগণ ॥ ফুটালে গুড়ুম কটার তোপ্—
যেন সবকটা মিলে একটা তোপ্!
আরে চোপ্ চোপ্
কোথায় কি পলো অন্ধকারে
দেখ মেলে চোখ।
বোধ করি বায়ুপুত্রের বেড়েছে প্রকোপ।
মহোদর তাই ঘুমের ঘোরে
কামান দেগে মোচড়াচ্ছে গোঁপ্।
ত্রিজটা ॥ স্বপন দেখলেম বলি শোন্ চোপ্।
শূন্যে শূন্যে গন্ধমাদন হাড়ে গন্ধকালি,
রূপে আলো করে যেন পড়িছে বিজুলি,
কালনেমি মামা আসে হাতে ফলজল
হনুমানে ডেকে বলে, ফলার খাবি চল।
হাতে ফলজলের ডালা ধীরে ধীরে নাড়ে
লাফ দিয়া হনুমান চড়ে মামার ঘাড়ে।

বুকে হাঁটু দিয়া হনু মারে এক লাথি
ভেঙে চুরমার মামার দশহাত ছাতি।
লেজে জড়াইয়া তারে ঘুরায়ে আকাশে
লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে।

১ম চেড়ী ॥ গন্ধমাদন লঙ্কাপথ আঠার বৎসর
এত দূরে টেনে ফেলে রাবণ গোচর।

ত্রিজটা ॥ বসেছে রাবণ রাজা মহোদরের সনে
অন্ধকারে কালনেমি পড়ে মধ্যখানে।
কী পড়িল বলে রাজা চমকিয়া ওঠে
মহোদর নেড়ে বলে কালনেমি তো বটে
মামার দশা দেখে রাজার উড়ে গেল প্রাণ
সর্ব্বমায়া চূর্ণ কৈল বীর হনুমান।

[নেপথ্যে শব্দ

২য় চেড়ী ॥ আর এক তোপ পড়িল কিসের ওটা ?

ত্রিজটা ॥ শোন বলি তবে স্বপ্ন গোটা—
চৌষট্টী যোজন গন্ধমাদনখান
একটানে উপাড়িল বীর হনুমান
পর্ব্বত লইয়া উঠে পবনমণ্ডলে
মাথায় পর্ব্বত হনুমান রন তলে।

(গীত)

চলিল দক্ষিণ মুখেতে
রামনাম গেয়ে মনের সুখেতে।
পর্ব্বত লইয়া বীর চট্‌পট্ যায়
পর্ব্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায়।
না দেখে চন্দ্রের তেজ দিবা না প্রকাশে
দক্ষিণেতে এড়াইল পর্ব্বত কৈলাসে।
রাজ্যপাট ছেড়ে ভরত নন্দীগ্রামে বৈসে
শত্রুঘ্নে বলেন ভাই আকাশে যায় ঐ কে ?

হনুর তনু ছায়ে দেশ অন্ধকার
সভাসহ ভরতের লাগে চমৎকার।
ভরত বলেন এত রাত্রে কার আগুসার,
রামের পাদুকা লঙ্ঘে এতে সাধ্য কার?
শত্রুঘ্ন বলেন ভাই পক্ষী হেন দেখি—
খাইতে যজ্ঞের ধূম আইল কোন পাখি।
পক্ষী বলে ভরত পূরিল সন্ধান
আশী লক্ষ মণ বাঁটুল লোহার নির্ম্মাণ।
জয় রাম বলিয়া বাঁটুল দিল ছাড়ি—
হনুর বাজিল যেন লক্ষ বজ্রের বাড়ি।
পড়িল হনু ভাঙ্গিয়া লেজের থোপ্
বাঁটুলের শব্দ ওটা প'ল যেন তোপ্!

৩য় চেড়ী॥ ঘন ঘন পড়ে যে তোপ বদাম্ বদাম্
ত্রিজটা॥ লঙ্কায় পৌছিলে সিদ্ধকাম হনুমান।

(মহোদরের গীত, সঙ্গে চেড়ীগণ)

হুড়ুম হুড়ুম অগুনতি তোপ
হয় বেঁচেছে, নয় টেঁসেছে, একটা বড় নোক্!
পড়তেছে তারই সম্মানে তোপের পরে তোপ,
গড় গড়র গুম্ তোপ, গুড়ুম গাড়ুম তোপ।
শোন পেতে কান লড়ায়ে কামান দিতেছে জানান করে রোখ্
মহোদর উঠে দাঁড়ান মুচড়ায়ে গোঁপ্।
চোপ ও চোপ্ হনুমান ঝোপে ঝাপে পাততেছে ওৎ—
রাম করতেছে রাবণ রাজার বংশ লোপ
ঝোপ বুঝে মারা যাবে কোপ্
অভিনয়ে যবনিকা পতন হোক।
রাতারাতি জ্বালিয়ে অশোকবনে লালবাতি
যে যার ঘরে গিয়ে ঢোক্।

মূল গায়েন॥ জয় রাম বলা হোক্, সীতারাম বলা হোক্।

তুড়িজুড়ি ॥ চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব
দেবীর বরে রাবণ সৈতে রাক্ষস মলো সব।
নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ
নৃত্যগীতে বিভাবরী হইল প্রভাত।

(সীতা ও সরমার প্রবেশ)

সীতা ॥ আইস আইস বইস কাছে সরমা বহিনী—
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী।
জানাইয়া স্বরূপ আমারে কর রক্ষা
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা।

সরমা ॥ সর্ব্বথা কুশলে আছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
পোহাইতে রজনী আছে অল্পক্ষণ।
বহু কষ্ট গেল সীতা অল্প মাত্র আছে
দেখিয়া রামের মুখ সুখ হবে পাছে।

(সীতার গীত)

জন্মাবধি দুঃখ মোর, কী কহিব আর
তবু দুঃখ দেন রাম দয়ার অবতার।
ঋষিকুলে জন্মিলাম পড়িনু সূর্য্যকুলে
অগ্নিসাক্ষী দিলাম তবু রাম রইলেন ভুলে।
ক্লেশ অবসান করো শুনগো তারিণী,
দয়া কর দয়াময়ী পতিত-উদ্ধারিণী,
কত দুঃখ দিলে মাতা ভেবে দেখ মনে—
সশোকা চিরকাল অশোক-কাননে।
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে কাঁদাও
আর দুঃখ সহে না মা, দয়া করি চাও ॥

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ স্নান করি পর মাতা বিচিত্র বসন
সোনার দোলায় চল রাম সম্ভাষণ।

হনুর তনু ছায়ে দেশ অন্ধকার
সভাসহ ভরতের লাগে চমৎকার।
ভরত বলেন এত রাত্রে কার আগুসার,
রামের পাদুকা লঙ্ঘে এতে সাধ্য কার ?
শত্রুঘ্ন বলেন ভাই পক্ষী হেন দেখি—
খাইতে যজ্ঞের ধূম আইল কোন পাখি।
পক্ষী বলে ভরত পুরিল সন্ধান
আশী লক্ষ মণ বাঁটুল লোহার নির্ম্মাণ।
জয় রাম বলিয়া বাঁটুল দিল ছাড়ি—
হনুর বাজিল যেন লক্ষ বজ্রের বাড়ি।
পড়িল হনু ভাঙ্গিয়া লেজের থোপ্
বাঁটুলের শব্দ ওটা প'ল যেন তোপ্ !

৩য় চেড়ী ॥ ঘন ঘন পড়ে যে তোপ বদাম্ বদাম্
ত্রিজটা ॥ লঙ্কায় পৌছিলে সিদ্ধকাম হনুমান।

(মহোদরের গীত, সঙ্গে চেড়ীগণ)

দুদুম দুদুম অগুনতি তোপ
হয় বেঁচেছে, নয় টেঁসেছে, একটা বড় নোক্ !
পড়তেছে তারই সম্মানে তোপের পরে তোপ,
গড় গড়র গুম্ তোপ, গুড়ুম গাড়ুম তোপ।
শোন পেতে কান লড়ায়ে কামান দিতেছে জানান করে রোখ্
মহোদর উঠে দাঁড়ান মুচড়ায়ে গোঁপ্।
চোপ ও চোপ্ হনুমান ঝোপে ঝাপে পাততেছে ওৎ—
রাম করতেছে রাবণ রাজার বংশ লোপ
ঝোপ বুঝে মারা যাবে কোপ্
অভিনয়ে যবনিকা পতন হোক।
রাতারাতি জ্বালিয়ে অশোকবনে লালবাতি
যে যার ঘরে গিয়ে ঢোক্।

মূল গায়েন ॥ জয় রাম বলা হোক্, সীতারাম বলা হোক্।

তুড়িজুড়ি ॥ চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব
দেবীর বরে রাবণ সৈতে রাক্ষস মলো সব।
নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈল রঘুনাথ
নৃত্যগীতে বিভাবরী হইল প্রভাত।

(সীতা ও সরমার প্রবেশ)

সীতা ॥ আইস আইস বইস কাছে সরমা বহিনী—
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী।
জানাইয়া স্বরূপ আমারে কর রক্ষা
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা।

সরমা ॥ সর্ব্বথা কুশলে আছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
পোহাইতে রজনী আছে অল্পক্ষণ।
বহু কষ্ট গেল সীতা অল্প মাত্র আছে
দেখিয়া রামের মুখ সুখ হবে পাছে।

(সীতার গীত)

জন্মাবধি দুঃখ মোর, কী কহিব আর
তবু দুঃখ দেন রাম দয়ার অবতার।
ঋষিকুলে জন্মিলাম পড়িনু সূর্য্যকুলে
অগ্নিসাক্ষী দিলাম তবু রাম রইলেন ভুলে।
ক্লেশ অবসান করো শুনগো তারিণী,
দয়া কর দয়াময়ী পতিত-উদ্ধারিণী,
কত দুঃখ দিলে মাতা ভেবে দেখ মনে—
সশোকা চিরকাল অশোক-কাননে।
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে কাঁদাও
আর দুঃখ সহে না মা, দয়া করি চাও॥

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ স্নান করি পর মাতা বিচিত্র বসন
সোনার দোলায় চল রাম সম্ভাষণ।

ত্রিজটা ॥ মরিল রাবণ তব দুঃখ হইল শেষ
রাম সম্ভাষণে চল করিয়া সুবেশ।

সীতা ॥ ত্রিজটা লো কিবা স্নান কিবা সাজ কিবা মোর বেশ
অশোকবনে হল মোর দুঃখের একশেষ।

সরমা ॥ ক্রন্দন সম্বর সীতা ত্যজ অভিমান
বেশভূষা করি চল শ্রীরামের স্থান।

[প্রস্থান

(লক্ষ্মণ, হনুমান ও বানরগণের প্রবেশ)

বানরগণ ॥ বানরের সহকারে করি সেতুবন্ধ
মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশস্কন্ধ।
রামসীতা দুজনার দেখিব চরণ
আশাপূর্ণ করা চাই, ভাই রে লক্ষ্মণ।

॥ সং ॥

(বুড়ন ও দুর্ম্মুখের প্রবেশ)

দুর্ম্মুখ ॥ বলি বুড়ন, হন্ হন্ কোথায় যান?

বুড়ন ॥ হয়ে এলাম নন্দীগ্রাম, কালিকে স্বগ্রাম,
শুনি দুর্ম্মুখ কোন মুখে যান?

দুর্ম্মুখ ॥ আজি হেথা থাকি কালি অযোধ্যায় প্রয়াণ।

বুড়ন ॥ এসো আলাপে উভয় মন উভয়েতে তুষি।

দুর্ম্মুখ ॥ মনটা আজ তোমার দেখি আছে খুশিখুশি।

বুড়ন ॥ উদর পুরে খাওয়ালেন ভরদ্বাজ ঋষি।

দুর্ম্মুখ ॥ ভরদ্বাজ তো বানর ভুঞ্জান অতিথি আচারে

বুড়ন ॥ না হে, দিব্য আওয়াস দিব্য বাস দিল সবাকারে।
রামের প্রসাদে দরিদ্র নয় মুনি,
ভুঞ্জাইল সত্তরি অক্ষৌহিনী গুণি গুণি।

দুর্ম্মুখ ॥ তার মধ্যে তুমি কেন, কও তাই শুনি?

বুড়ন ॥ যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান
সর্ব্ব অগ্রে বুড়ন মণ্ডল হল আগোয়ান।
সংসার আনিতে মুনি পারেন ধেয়ানে
দেবকন্যাগণ মুনি আনিল সে স্থানে।
আর বার ভরদ্বাজ জুড়িলেন ধ্যান—
রন্ধনে দ্রৌপদী আসি হন অধিষ্ঠান।
আমার ঐ যে গো তিনি, করবো না আর নাম।
স্বর্ণ থালে সোণার ডাবর স্বর্ণ ঝারি পিঁড়ি,
সোনার বাটায় সোনা মোড়া মিঠা পান বিড়ি,
আশী রকম মিষ্টান্ন ও পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
করেন পরিবেশন দেবকন্যাগণ।
স্বর্ণ থালে পরিবেশ সবে বসে খাই
কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পাই।

(বুড়নের গীত)

আহা অন্নের কি কব কথা—
স্মরণে বুকে জাগছে ব্যথা!
কোমল মধুর
হাতে হৈয়ঙ্গ ধান লেগেছে প্রচুর।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্ব্বিধ
মনোরঞ্জন পোড়া ব্যঞ্জন নানাবিধ।
মিষ্টান্নের বর্ণনা না যায় করা
দৃষ্টিমাত্র মনোহরা নিখুঁত নিখুঁতি মণ্ডা রসকরা।
লবণ টিকুলি সরুচাকলি গুড়পিঠা মিঠাপুলি
ক্ষীর ক্ষীরা ক্ষীরের নাড়ু অমৃতি মুগসাউলি।
রুটি লুটি খুরমা কটুলী।
কলাবড়া, তালবড়া, ছানাবড়া,
ছানাভাজা, খাজা গজা জেলাবী, পাঁপড়া।
স্বগন্ধি দধি অন্ন পায়স পিষ্টক
ভোজন করিনু সুখে সহিত কটক।

আকণ্ঠ পুরিয়া খাই যত ধরে পেটে
নড়িতে চড়িতে নারি পেট পড়ে ফেটে।
উলটিয়া ডাবরে করি আচমন
স্বর্ণ খাটে শুয়ে করি তাম্বুল ভক্ষণ।
বিশ্রামের পর উঠি চলেছি এক্ষণ
রাম-লক্ষ্মণ যথা।

দুর্মুখ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ছিলেন ভরদ্বাজপুরে
পথে দেখা পাবে চলহ সত্বরে।
কিন্তু একটা কথা বলি, শুন হে বুড়ন—
সীতারে ধরে নিয়েছিল রাক্ষস দশানন,
এই অপযশ ভাই সর্ব্বলোকে ঘোষে,
রামের সম্মুখে কেহ ভয়ে নাহি দোষে।
দোষ না বুঝিয়া রাম সীতারে ঘরে নিল
নির্ম্মল কুলেতে বুঝি এবারে কালি দিল।
তুমি বুড়ন হলে অযোধ্যার সমাজের চূড়া
বুঝে স্থবে রামের ভোজে খেয়ো মাছের মুড়া।

(গুহকের দলের গীত)

শ্রীরাম আইল দেশে, পড়ে গেল সাড়া—
ধা গুড় গুড় বাদ্য বাজে, নাচে চণ্ডালপাড়া।
নাচে রে চণ্ডাল সব আনন্দ হইয়ে
দেখিয়ে আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে।
উভ করি ঝুঁটি বান্ধে, টেনে পরে গড়া,
হাতে বাজু পায়ে খাড়ু শিমূলফুল পরা,
বাজায় চামুচি নাচে উফড়া ধাফড়া।
পদ্মের মৃণাল লয় আর উৎপল
পান ফল শালুক ফল মৎস্য ওড়া ওড়া।
গুহের ফৌজ চলে বাজারে দগড়া
মিতা সম্ভাষণে চলে জোয়ান ছেলে বুড়া।

মহানন্দে আসতেছে চণ্ডালগণ সব
রাজবাড়ীতে আজ ভোজের উৎসব।

বুড়ন ॥ তুমি বোসো ভাই, আমি তবে আসি,
রাজবাড়ীর কথা কইতে ভয় বাসি।

দুর্ম্মুখ ॥ কহিতে নিষেধ আছে কহিবার নয়,
প্রকাশ না কর কথা দণ্ড চারি ছয়।

বুড়ন ॥ এ কথা কি শেখাতে হয় বুড়ন মণ্ডলে ?
ডুবে ডুবে এসো জল খাবে তলে তলে।

দুর্ম্মুখ ॥ শাস্ত্রে কয়েছে রাজাদের জাত নাই,
গরীবের ঘরে যত জাতের বালাই !

বুড়ন ॥ এই বয়সে দেখলাম কারখানা কতই

দুর্ম্মুখ ॥ দেখা যাবে আরো বা কি যদি বেঁচে রই।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র ॥ বলি দুর্ম্মুখ, সামলাতে শেখনি এখনো মুখ,
দূর হও, দেখায়ো না মুখ, খাবে চাবুক।
বুড়ন রাজবাড়ীতে তোমার রইল নিমন্ত্রণ,
রাম দরশনে কর সফল জীবন।
মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণুপ্রীতি ফলে,
সেই বিষ্ণু আসিয়াছে কি তপের বলে।
রাম রূপে শ্রীহরি আইল অযোধ্যাবাস
কী করিব প্রার্থনা হেথায় স্বর্গবাস।

বুড়ন ॥ সুখে গেল বিভাবরী হইল প্রভাত
চল হে সকল লোক রামের সাক্ষাৎ।
চল সবে সেবি গিয়া রামের চরণ
জুড়াইবে নয়ন সুতৃপ্ত হবে মন।
মাতঙ্গ ছত্রিশকোটি আইল দণ্ডাল
বানর ছত্রিশকোটি বিক্রমে বিশাল।
জয় জয় নাদে সুমন্ত্র যোগান রথ
রথোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদ।

ধরিলেন ভরত ঘোড়ার কড়িয়ালি
চামর ঢুলায় শ্রীলক্ষ্মণ বলশালী।
শত্রুঘ্ন রামের গাত্রে করেন ব্যজন
বিরাজিত চারি অংশে রথে নারায়ণ।
দুই দিকে সর্ব্বলোক রাম পানে চাহ
শ্রীরামের যতগুণ শত মুখে কহ।
বহু পুণ্যে পাই প্রভু রাম হেন রাজা
জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা।

(রাম রাজার প্রবেশ ও বুড়নের গীত)

দেবতার ভূষণেতে হইয়া ভূষিত
রাম রাজা হইলেন জগতে পূজিত।
কোটি কোটি দ্বিজ যায় শ্রীরামের স্থান
যাহার যে অভিলাষ তাহা পান দান।
ভূমিদান স্বর্ণদান করেন শ্রীরাম
বিমুখ না হয় কেহ সবে পূর্ণকাম।
পূর্ণ চৈত্র মাস পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণ্ডছত্র।
স্বর্ণপদ্ম মালা গলে সূর্য্য হেন জ্বলে
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে।
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লজ্জিত
অপূর্ব্ব ভূষণে তারে করেন সজ্জিত।
ছত্রিশ কোটি সেনা পান শ্রীরামের দান
অভিমানে নীরবে রহিল হনুমান।
শ্রীরামের দানেতে সকলে হয় সুখী
হনুমান কেবল মুদ্রিত দুটি আঁখি।
বাহির করেন সীতা আপনার হার
কি কবো তাহার মূল্য ভুবনের সার।
হনুর গলায় পড়িল সে হার
হনুমান প্রণমিল চরণে সীতার।

(হনুমানের নৃত্যগীত)

হনুমান ॥ সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে,
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে ?
ছিন্ন ভিন্ন করি হার চিবাইয়া দাঁতে
রামনাম লিখা নাই কী কাজ ইহাতে !

লক্ষ্মণ ॥ শুন শুন হে পবনকুমার
রামনাম চিহ্ন নাই দেহেতে তোমার ?
তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ
কলেবর ত্যাগ কর পবন-নন্দন ?

হনুমান ॥ রামনামহীন যদি হয় শরীর আমার
নখে চিরি তবে এরে করিনু বিদার।
রামনামহীন যদি দেহ আর মন
পরিত্যাগ করাই ভালো নাহি প্রয়োজন।

(হনুমানের গীত)

অগ্নিময় রামনাম বক্ষে জ্বলে
রক্ষে কবজ রামনাম রক্ষে কবজ বক্ষতলে।
দুখে রাম, সুখে রাম, বাহিরে রাম, রাম অন্তস্তলে—
আদিতে রাম, অন্তে রাম, রাম মধ্যস্থলে।
রামের দাসানুদাস হনুমান বলে
প্রভাত হল রামনাম কর সকলে।

॥ উত্তরাকাণ্ড ॥

মূল গায়েন ॥ উত্তরাকাণ্ডের কথা শুন সর্ব্বজন।
শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্মপরায়ণ।
চারিদিকে সুভিক্ষ রাজ্যে নাই দুর্ভিক্ষ
কি অকাল মরণ।

(রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

রাম ॥ মন দিয়া ভরত শুনহ বচন
করহ রাজ্যের চর্চ্চা লয়ে বহু ধন।
অন্তঃপুরে রবো আমি সহিত সীতার
যুদ্ধ করে অবসাদ হইয়াছে আমার।

ভরত ॥ পিতৃসত্য পালিতে যবে গেলে বন
সেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি অযুদ্ধার প্রজা
এই বারে রাজ্যভার লউন লক্ষ্মণ।

রাম ॥ মন দিয়া শুন লক্ষ্মণ বচন আমার
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার।

লক্ষ্মণ ॥ চৌদ্দ বৎসর অনিদ্রায় কাটায়েছি বনে
বিশ্রাম চাই আমি এবে শয়ন-ভবনে ;
রাজ্যভার দাও প্রভু ভাই শত্রুহনে।

রাম ॥ অন্তঃপুরে রবো আমি করিয়াছি মনে
সদা সাবধানেতে পালিবে প্রজাগণে।

শত্রুঘ্ন ॥ সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাকো মনোরথে
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে।

রাম ॥ তিন ভাই মিলি কর প্রজার পালন,
কিছুদিন বিশ্রাম করিব আছে মন।

ভরত ॥ সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর,
ত্রিভুবন ভিতরেতে কারে করি ডর ?

(মূল গায়েনের গীত)

তিন ভাই শ্রীরামে করিল প্রণিপাত
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ।
তুড়িজুড়ি ॥ আরে! অন্তঃপুরে গেলেন রাম হরষিত মন,
সীতা করিলেন রামের চরণ বন্দন।
রাম ॥ রামপ্রিয়া শুন সীতা আমার বচন
লঙ্কাপুরে যেমন সোনার অশোকবন—
তাহার অধিক পুরী রচিব অযোধ্যায়
তোমাতে আমাতে রহিব দুজনায়।
তুড়িজুড়ি ॥ রঘুনাথের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিল ত্বরিত।
ব্রহ্মা বলে বিশ্বকর্ম্মা কর অবধান
রামের অশোকবন করহ নির্ম্মাণ।
দোহার ॥ আরে! ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত
অযোধ্যা নগরে আসি হইল উপনীত।
বসি আছে রঘুনাথ হরষিত মন
হেন কালে বিশ্বকর্ম্মা বন্দিল চরণ।

(বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ)

বিশ্বকর্ম্মা ॥ ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিল তব স্থান
স্বর্ণের অশোকবন করিতে নির্ম্মাণ।
রাম ॥ ভাল, ভাল! বিশ্বকর্ম্মা, লহ হে আরতি—
নির্ম্মাতে অশোকবন ধরহে যুকতি।

(তুড়িজুড়ির গীত)

স্বর্ণের অশোকবন কর হে কর রচন
দেখিতে সুন্দর কর সর্ব্ব ফুলবন।
সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফল ফুল ধরে
ময়ূর ময়ূরী নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে।

সুললিত পক্ষনাদ শুনিতে মধুর
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দে প্রচুর।

দোহার॥ বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে
রাজহংস তথা আসি যেন কেলি করে।
সরোবরের চারি পাশে সুবর্ণের গাছ
জলজন্তু কেলি করে নানা বর্ণের মাছ।
মণি মাণিক্যে বান্ধ যত গাছের গুঁড়ি
স্থানে স্থানে বসিবার স্বর্ণময় পিঁড়ি।
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে
এমন উদ্যান রচ পুরীর ভিতরে।

মূল গায়েন॥ আরে! বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল স্বর্ণাশোকবন
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন।
অশোকবন দেখে রাম হইলেন সুখী
প্রবেশ করেন তথা লইয়া জানকী।

তুড়িজুড়ি॥ আরে! শত শত বিদ্যাধরী,
সীতার তারা সহচরী
শত শত দাসী, সুন্দরী রূপসী
নানা মতে সেবা করে রঘুনাথে তুষি।

(সহচরীদের নৃত্যগীত)

চন্দ্রানন রামচন্দ্র সীতা চন্দ্রমুখী
দেখিয়া দোঁহার রূপ জুড়াইল আঁখি।
প্রথম যৌবনা সীতা লক্ষ্মী অবতরী
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দরী—
কাঁচা সোনা সমরূপ আলো করে সীতা
এত রূপ দিয়া ধাতা সৃজিলেন সীতা।
পূর্ণ অবতার রাম সীতা মনোহরা
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা।

(সকলের গীত)

আনন্দে আছেন রাম সীতা দেবী সঙ্গে
ষড়ঋতু বঞ্চেন রাম নানা রসরঙ্গে।
নিদাঘ কালেতে চৈত্র বৈশাখ সে মাসে
পুষ্পকুঞ্জে রহেন রাম সরসীর পাশে।
তুড়িজুড়ি ॥ আরে ! বিকশিত পুষ্প শোভে চারু সরোবরে
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে।
রৌদ্রে পৃথিবী জুড়ে রহিল প্রবল
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল।
বরিষা দেখিয়া রাম পরম কৌতুকী
জলজন্তু কলরব চাতক চাতকী।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে
অশোকবনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে।
দোহার ॥ আরে ! সীতার সঙ্গেতে রাম বঞ্চিয়া উল্লাস
বরিষা হইল গত শরৎ প্রকাশ।
আসিয়া শরৎ ঋতু প্রকাশ হইল
নির্ম্মল চন্দ্রমা হেরি কুমুদ ফুটিল।

(সহচরীদের নৃত্যগীত)

ফুটিল কেতকী দেখি অতি সুশোভন
ছাড়িয়া বরিষা ডাক শরৎ গর্জ্জন।
মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীরে
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিল রঘুবীর।
কার্ত্তিকে হেমন্ত ঋতু বরিষে সঘনে
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে।
সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর সুন্দর
নারিকেল সমুদয় ফলে বহুতর।
পরম হরিষ রাম সুখের বিশেষ
এইরূপে রামসীতার হেমন্ত হইল শেষ।

শিশির উদয়ে প্রবল হইল শীত,
শীত কাল পেয়ে রাম পাইলেন প্রীত।

তুড়িজুড়ি ॥ আরে! দিনে দিনে ক্ষীণ নির্ম্মল শশধর
রজনী প্রভাত হইল অতি ভয়ঙ্কর।
দেখি কোটি সূর্য্যতেজ ধরেন রঘুবীর
দূরে গেল শীত রাম বঞ্চিলা শিশির।

দোহার ॥ উদয় বসন্ত ঋতু সর্ব্বঋতু সার
কৌতুক সাগরে রাম করেন বিহার

(সহচরীদের গীত)

ফুটিল অশোক ও মাধবী নাগেশ্বর
প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর।
ঋতুরাজ আইল দেখি সবার উল্লাস।
রাম বলেন, সীতা, কী তব অভিলাষ?

রাম ॥ কোন দ্রব্য পাইলে সীতা হও তুমি সুখী
প্রকাশিয়া বল তাহা মোরে চন্দ্রমুখী।

সীতা ॥ এক অভিলাষ মোর জাগিতেছে মনে
একদিন আজ্ঞা পাইলে যাই তপোবনে।
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিকন্যা সনে।
মুনিপত্নীগণ সঙ্গে স্নান করি নীরে
হংস খেদাড়িয়া মোরা উঠিতাম তীরে।
বসি মুনি ঋষি তথা করে পিণ্ডদান,
হংসে খেদাড়িয়া পিণ্ড মোরা খাইতাম।
সত্য করিয়াছিলাম মুনিপত্নী সনে
দেশে গেলে পুনরায় আসিব তপোবনে।
এই সত্য পালিবারে মাগি যে মেলানি
দেখি গিয়া পুনরায় তপোবনখানি।

রাম ॥ তোমার কথায় মোর বিস্ময় লাগে মনে
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবনে। [সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ আরে ! সীতারে আশ্বাস দিয়া রাম রঘুবর
বিশ্রামান্তে চলিলেন সভার ভিতর।

(তুড়িজুড়ির গীত)

প্রাতঃকালে আইলেন পাত্রমিত্রগণ
আইলেন ভরত লক্ষ্মণ শত্রুহন্।
বাহির দেয়ালে রাম আসিছেন শুনি
কানাকানি করে সবে মনে ভয় গুণি।
সহস্রবৃন্দের বাহির আইল যখন
পাত্রমিত্র কানাকানি করিছে তখন।

(বুড়োবুড়ীদের প্রবেশ)

১ম ॥ রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশমাস
২য় ॥ হেন সীতা লইয়া রাম করেন বিলাস।
৩য় ॥ সভামধ্যে সীতানিন্দা না কর আপুনি
৪র্থ ॥ কি জানি কি করে বসেন রঘুনাথ শুনি।

(দ্বারবানের প্রবেশ ও গীত)

আরে ! ক্যাবাত করতা বুড্ডাবুড্ডি
নিকালো হিঁয়াসে, তোড়েঙ্গে হাড্‌ডি।
বক্‌বক্ না কর চাকরবাকর
বাতচিৎ বন্ধ কর ঝুটমুট রদ্দি।
কাঁহা রে চৌবে গোল কাঁহে করতা
রাজাকে নিন্দা ধরমনাশ করতা।
ছোড় দেও ছোড় দেও শুন মেরা বাৎ
বদনামি কামসে রহু তফাত।
যো হোগা সো হোগা, যানে দেও দ্বারবান
রাম রাম বদনাম ছোড়ো জী।
প্রতিবেশী ॥ শুন কই দ্বারবান, যেখানে নাম সেখানে বদনাম,
প্রমাণ তার ভূতো বোম্বাই আম।

খাইতে মিষ্ট নামেতে অনাছিষ্টি
নামের পাছে আছেই বদনাম
বলে গেছেন স্বয়ং হনুমান।

(চোপদারের প্রবেশ)

চোপদার ॥ চুপ স্তেন চুপ স্তেন রামচন্দ্র এস্তেছেন
পদশব্দ হতেছেন শ্রবণগোচর।
সঙ্গে এসতেছেন মন্ত্রিবর সুমন্ত্র গুণধর
মহারাজ হইয়েছেন চলচ্চিত্ত,
তাইতে পাত্রমিত্র হিতাহিত ভাবতেছেন।

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র ॥ মহারাজ ! বুঝিতে না পারি যে কারণ
আচম্বিতে কেন আজি করেন রোদন ?
নিঃশ্বাস বহয়ে উষ্ণ দীর্ঘ ঘনে ঘন
তব পানে চাহি আজি ব্যাকুল জীবন।

রাম ॥ আমি রাজা হইতে কে আছে কেমন
রাজ ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ।

সুমন্ত্র ॥ রঘুবংশে আমি আছি পাত্রের প্রধান
সর্ব্বলোকে চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ।
কহি প্রভু রঘুনাথ কর অবধান
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাই অসম্মান।

সুভদ্র ॥ আমি ভদ্র মহাপাত্র দ্বিতীয় সভাতে
প্রভুবর সম্মুখে কথা কহি জোড়হাতে।
ধর্ম্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ্
নানা সুখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ।
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে।
এখন যেতেছে পাত্র দিনের অন্তর
নির্দ্ধন হতেছে রাজ্য শুন রঘুবর।

রাম ॥ রাজা হয়ে করিলাম কোন অবিচার
যাহাতে নির্দ্ধন হল প্রজার সংসার ?
সুভদ্র ॥ রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে নানা সুখে,
রাজা পাপ করিলে প্রজারা থাকে দুখে।
পাত্র হয়ে অধিক কহিতে না পারি—
দুর্ম্মুখ ॥ অভয় দেন তো সত্য কথা কহিবারে পারি।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কহে ত্রাসে
কহিব একাতে কথা চলুন একপাশে।
রাম ॥ পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত
নগরের সমাচার শুনাও কিঞ্চিৎ।
সুভদ্র ॥ মম এক নিবেদন শুন প্রভু রাম
দুর্ম্মুখের কথায় কভু নাহি দেহ কান।

(তুড়িজুড়ির গীত)

পাগলে কি না বলে, রামছাগলে কি না খায়
রামঃ, কান দিতে নাই লোকের কথায়।
দোহার ॥ শহরে বাজারে লোক কয় কত কথা
শুনতে গেলে কাজ চলে না তাহা যথা তথা।
দুর্ম্মুখ ॥ অভয় দেন রঘুনাথ দুটা কথা কই
অন্য কথা নাই শহরে সীতার কথা বই।
দেবাসুরের যুদ্ধ মতো হইল বটে রণ—
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ।
যিনি ছিলেন দশমাস রাক্ষসের বাসে
তিনিই গৃহিণী হইলেন তব গৃহবাসে।
দোষ না বুঝিয়া সীতায় করিলে গ্রহণ
এই অপযশ তব ঘোষে সর্ব্বজন।
তুড়িজুড়ি ॥ কেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত করিলি দুর্ম্মুখ
রামের মনে দুঃখ দিয়ে কী পাইলি সুখ ?
সীতানিন্দা রঘুনাথের শুনাইলি কানে,
অন্তঃপুরে আছেন সীতা এ কথা না জানে।

অকলঙ্ক কুলে কালি দিলি কোন প্রাণে ?

রাম ॥ আমার নিকট আছ যত পাত্রগণ
বল কি না যথার্থ দুর্ম্মুখ-বচন।

সুমন্ত্র ॥ দুর্ম্মুখ কহিল নিষ্ঠুর সঠিক বচন।

ভরত ॥ সভা ভঙ্গ কর এবে ভাই রে লক্ষ্মণ।

[প্রস্থান

দোহার ॥ সভাভঙ্গ কর এবে ভাই রে লক্ষ্মণ—
শুনিলাম একি কথা বড় অলক্ষণ।
অকীর্ত্তি করিল বড় বিশ্ব নিন্দুকজন—
দুর্ম্মুখ মুখপোড়ার নাইক মরণ।
রাজার অপযশ গায় প্রজার সম্মুখে
ঝাঁটা মারো ঝাঁটা মারো দুর্ম্মুখের মুখে।

(গীত)

কিসের এত রোষ ? দুর্ম্মুখ কী করেছে দোষ ?
যা কও তোমরা হাটেবাজারে বসে মনের খোশে,
সে কথাটা পেটে না রেখে
প্রকাশ করেছে দুর্ম্মুখ সভায় ও সে।
করেছে কী দোষ নন্দ ঘোষ ?
মুখে রাশ দাওগা আপনার কসে।

[সকলের প্রস্থান

(তুড়িজুড়ির গীত)

অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে বয় পানি
পাত্রমিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি।

দোহার ॥ আরে ! নিদাঘ সময় অতি রবি ঘোরতর
সরোবরে স্নান হেতু যান রঘুবর।
একেশ্বর যান কেহ নাহিক সহিত
সরসীর কূলে গিয়া হন উপনীত।
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরসীর পাড়
রজকের পাট ছিল এক ধারে তার।

উত্তর ঘাটে রাম বসেন হাত দিয়া গালে,
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনেন হেন কালে।

(দুই রজকের প্রবেশ)

শ্বশুর ॥ সর্ব্বগুণধর তুমি ধোপাতে কুলীন
জামাতা ॥ আপুনি শ্বশুর মোর কুলেতে কুলীন।
শ্বশুর ॥ নিজ গোত্র প্রধান আছিল তব পিতা
ধনী মানী দেখে তোকে দিলাম দুহিতা।
কোন দোষ করে কন্যা ? মার কোন ছলে ?
আমার বাটীতে আসে একা রাত্রি কালে।
পিতৃগৃহে যুবতী কন্যা বড় ভয় পাই
একেশ্বরী রহিলে কন্যা শোভা নাহি হয়।
জামাতা ॥ যে বাক্য শুধালে তুমি কহিতে না পারি
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী।
রামা ধোপা হই আমি নই রামচন্দ্র
জ্ঞাতিবন্ধু খোঁটা দিবে পাইলে কথার গন্ধ।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে
পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে ;
বৌটারে ঘরে নিতে কয়ো না আমারে।

(দুই রজকের গীত)

আরে ! কুণ্ডামুণ্ডা পুখরী ধোবির বেটি কাপড় কাছে
ধোবির বেটি ডুবি মরি গেলা—
আনো রে জামতা বেটা সরু সুতার জাল রে
বহুটারে ছাঁকি উঠাইলেবা।
জামাতা ॥ যাক্, ল্যেঠা চুকে গেল, বৌটা ডুবে মলো !
শ্বশুর ॥ জামাই বাবাজী ছাদ্দ খেয়ে
ছোট শালিডারে
ঘরে নিয়ে তোলে।

জামাতা ॥ শতেক টঙ্ক চাই কুলীনবিদায়—
শ্বশুর ॥ উদ্ধার কর বাবাজী, কন্যাদায় !
জামাতা ॥ স্বর্ণালঙ্কার গা-ভরা গড়তে দাওগা সেঁকরায় ।

[প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন
গৃহে ফিরিলেন রাম বিরস বদন ।

(তুড়িজুড়ির গীত)

মনোদুঃখে রামের নয়নে অশ্রু ঝরে
দুঃখ ঘটায় বিধাতা সুখের সায়রে ।
সীতানিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে,
সীতাদেবী না জানেন আছেন অন্দরে ।
জায়ে জায়ে এক ঠাঁই বসিয়াছে ঘরে
সখীগণ করে যতন গল্পগাছা করে ।
সীতার মাথায় কেহ দিতেছে চিরুণী
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী ।

(সখীগণ ও সীতার প্রবেশ)

সখী ॥ একটি কথা ।
সীতা ॥ কী কথা ?
সখী ॥ রাবণের ছিল কয়টি মাথা ?
সীতা ॥ দশটা মাথা ।
সখী ॥ কয়টা হাত ?
সীতা ॥ এক কুড়ি হাত ।
সখী ॥ পা কয় জুড়ি ?
সীতা ॥ পা এক জুড়ি, তায় গাধার ক্ষুরি ।
সখী । তার হাঁকডাক ছিল কেমন ?
সীতা ॥ বোকা ছাগল যেমন !
সখী ॥ এমন ? লিখে দেখাও দেখি রাবণ কেমন !

উর্ম্মিলা ॥ তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে ভোগালে দুর্গতি—

মাণ্ডবী ॥ ভূমিতে লিখহ তারে, মুণ্ডে মারি লাথি।

সীতা ॥ সে ছার রাবণে দেখি নাই কোন ছলে,
ছায়া মাত্র দেখিযাছি একবার সাগরজলে
যবে সে ধরে নিল বলে।

(সখীদের গীত)

জলেতে যার দেখলে ছায়া লিখে দেখাও রামজায়া
দেখি মায়াবী সে কেমন রাবণ।
সেজে সন্ন্যাসী দণ্ডক অরণ্যে আসি
করে গেল সর্ব্বনাশীভাণ্ডায়ে রাম লক্ষ্মণ।
লেখ কেমন সে সোনার হরিণ
দেখাও তা, দেখিনি কোনদিন।

সীতা ॥ ছায়া তো দেখেছি জলে,
চল এবে শয়নঘরে—
ভূমিতলে লিখে দেখাবো
রাবণের কায়া।

[প্রস্থান

(তুড়িজুড়ির গীত)

আরে! রাবণ লিখিতে সীতার মনে হইল সাধ
বিধির নির্ব্বন্ধ হেতু পড়িল প্রমাদ।
হস্তে খড়ি ধরেন সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ
কম্পিত হস্তে লিখেন সীতা কুড়ি হস্ত দশ স্কন্ধ।

দোহার ॥ পঞ্চমাস গর্ভবতী আলস্য সর্ব্বক্ষণ
চিত্রলিখি ভূমে সীতা করিল শয়ন।
হা রে, নেতের অঞ্চল পাতি নিদ্রা যান সীতা
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটালো বিধাতা।
অন্তপুরে আইলেন রাম আজি অন্যমন
সীতার পাশে দেখিলেন লিখন রাবণ।

তুড়িজুড়ি ॥ দেখেন চিত্রিত রাবণের কোলে
শায়িত স্বর্ণ সীতা,
হল রাক্ষসের হাতে পুনঃ যেন অপহৃতা।

দোহার ॥ হা রে! সীতারে দেখিয়া রাম চলেন বাহির
মনোদুঃখে বহে চক্ষে তপ্ত অশ্রুনীর।

(রাম-লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম ॥ সীতার পাশে দেখে এলাম লিখন রাবণ
সত্য অপযশ মোরে করে সর্ব্বজন।
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ ?
সীতাত্যাগী হবো আমি, সংসারে নাই সাধ।
সত্য হেতু মম পিতা আমা পুত্র বর্জ্জে,
সত্য কার্য্য করি যদি লোকে নাহি গর্জ্জে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

আহা, পড়িয়া রামের হস্তে জন্ম গেল দুঃখে,
তবু উচ্চবাচ্য না করেন সীতা মুখে।
কী কহিব সীতার গুণ, ওহে রঘুমণি!
চিতা হইতে ব্রহ্মা তারে উঠালো আপনি।
অগ্নিপরীক্ষায় সীতা হইলেন পার,
তবু নিন্দুকের হাতে নাহিক নিস্তর।

দোহার ॥ হায় হায়, শুনি নাই কোথাও হেন ব্যবহার!
পাঁচ ভূতে আসি কিলায় থাকিতে সুখে,
সুজনের টেঁকা দায়, দুর্জ্জনে নিন্দা রটায় শত মুখে।

লক্ষ্মণ ॥ দেশে আনিলেন সীতা করিয়া আশ্বাস—

রাম ॥ সহিতে না পারি ভাই লোকের উপহাস।
যুক্তি করিয়াছি আমি সীতা পরিত্যাগে

লক্ষ্মণ ॥ হেন কর্ম্ম করা তোমারে নাহি লাগে।

রাম ॥ ভাই লক্ষ্মণ, তুমি আর না কর উত্তর
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর।

অপযশ কত সবো নারীর কারণ
অকীর্ত্তি হইলে বর্জ্জি ভাই তিনজন।
আমার বচন শুন, ভাই রে লক্ষ্মণ!
সীতা লয়ে রাখ ভাই মুনির তপোপন।

(তুড়িজুড়ির গীত)

শীঘ্র যাহ রে—আমার কর হিত,
রথে চড়ি লয়ে যাহ সুমন্ত্র সহিত।
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সুজন
আর কোনো জন যেন না করে গমন।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ ঃ দোহারের গীত)

এ কেমন নিষ্ঠুর বচন বলেন রঘুনাথ
অকস্মাৎ শিরে কেন করেন বজ্রাঘাত ?
কী দোষেতে সীতারে করিলে বনবাস
অকারণে বিসর্জ্জন, একি সর্ব্বনাশ !
হারে ! কেমনে বঞ্চিবে বনে হয়ে রাজরাণী,
তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী ?
বিনা দোষে সীতারে দিও না মনস্তাপ
রঘুবংশ ধ্বংস হবে সীতা দিলে শাপ।
দেশের বাহির না করিহ সতী স্ত্রী
সীতা ছাড়া হইবে রাজলক্ষ্মী হতশ্রী।
রাম ॥ বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে
দেশের বাহিরে সীতা এড় নিয়া দূরে।
কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি
নানা রত্নে তুষিবে সে মুনির রমণী।
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ—
রামের আজ্ঞায় দেবী চল তপোবন।
এ কথা কহিলে তার পড়িবেক মনে
সীতা যাবে আপনি বাল্মীকি তপোবনে।

লক্ষ্মণ ॥ যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বর্জ্জন
ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন।

রাম ॥ বৃথায় লক্ষ্মণ ভাই না কর বিষাদ,
সীতা গৃহে থাকিলে না যাবে অপবাদ।
দিলাম আমার দিব্য তাহ পরিহার,
সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার ?

[সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণের লাগে ভয়
সুমন্ত্রের নিয়া তবে কথাবার্ত্তা কয়।
রথ সহ সুমন্ত্ররে রাখিয়া দুয়ারে
প্রবেশেন লক্ষ্মণ সীতার আগারে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

শ্রীরামের বচন শুনিতে
লক্ষ্মণ নয়ন জলে তিতে
ভাবেন মনে একা মহাবনে
কেমনে বর্জ্জন করিবেন সীতে।
অধোমুখে কান্দে লক্ষ্মণ চক্ষে বহে পানি,
উত্তর না করেন লক্ষ্মণ রামবাক্য মানি।

দোহার ॥ সীতার মন্দিরে যান
এক পা আগান দুই পা পিছান।
নয়ন জলে ভেসে যান
উদাস দৃষ্টি ফিরে ফিরে চান।
সুখ না পান চিতে
লক্ষ্মণ দেখেন অলক্ষণ চারি ভিতে
পথেতে চলিতে।

(সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

সীতা ॥ আইস আইস দেবর আজি বড় শুভদিন,
এবে যে দেবর হয়েছ পর, নাহিক সেদিন !

চৌদ্দ বর্ষ একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে,
রাজ্য স্ত্রী পাইয়া আর সেদিন নাই মনে!
কহিয়াছি কত মন্দ কথা অবিনয়
তে কারণে হইয়াছ দেবর নির্দ্দয়।
বৈসহ এ স্থানে লক্ষ্মণ এই ভূমিতলে, (চিত্রমার্জ্জন)
বার্ত্তা কহ হে দেবর, আছত কুশলে?
তোমারে না দেখি মম সদা পোড়ে মন,
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদন?

লক্ষ্মণ ॥ রাজার মহিষী তুমি থাক অন্তঃপুরে
সেবক যে আজ্ঞা বিনা আসিতে না পারে।

সীতা ॥ ভাগ্যফলে পাইলাম তোমার দর্শন,
অকস্মাৎ এলে কিবা আজ্ঞা করিয়া বহন?

লক্ষ্মণ ॥ করি নিবেদন মাতা কর অবধান
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান।
কালি তুমি কহিয়াছ রাম বিদ্যমানে
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনি-পত্নী স্থানে।
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ,
মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন।

তুড়িজুড়ি ॥ তমসার অপর তীরে বাল্মীকির তপোবন
আনন্দে বিচরে সেথা শান্ত মৃগ পক্ষিগণ।
সন্ধ্যার বাতাস বয় ছায়া বনে সুশীতল
কলস্বনে বয় সেথা তমসার পুণ্যজল।
নিত্য হোম গন্ধ বয় সে স্থানে পবন
আনন্দে বসেন সেথা যত মুনি-পত্নীগণ।

লক্ষ্মণ ॥ মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে
রথে চল উঠি গিয়া সুমন্ত্র সহিতে।

সীতা ॥ দেবর, তোমার বাক্যে বাড়িল উল্লাস,
স্বরূপ কহিছ তুমি কিংবা পরিহাস?

লক্ষ্মণ ॥ পরিহাস করিতে তোমারে কেবা পারে?
কহিলাম যাহা রাম বলিলেন আমারে।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ : সখীদের গীত)

আজ্ঞা দিলেন রামধন
ঠাকুরাণী চল তপোবন
মণি রত্ন লহ ধন যেবা লয় চিতে।
সখীগণ মোরা তোমার সহিতে
বন ভ্রমিতে করিয়াছি মন।
চল লয়ে সবে নানা রত্নধন
বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ চন্দন।
সুমন্ত্র করিয়া রথের সাজন
অপেক্ষা করিছে দ্বারে বহুক্ষণ।

লক্ষ্মণ ॥ রামের এরূপ আজ্ঞা শুন সখীজন
একাকিনী সীতাদেবী যাবেন তপোবন।
রামের আছয়ে আজ্ঞা যেতে গুপ্তবেশে
বাল-বৃদ্ধ-যুবা কেহ না জানিবে দেশে।

সখীগণ ॥ এ কেমন কথা, একা যাবেন সীতা,
আমরা হেথা রইবো ঘরে,
শুনে যে প্রাণ কেমন করে!
মনে হয় সেই আর এক বনবাস
কোথা রাম হবেন রাজা,
না-হয়ে হল সর্ব্বনাশা!
শুনহ ঠাকুর লক্ষ্মণ, অনুমতি কর মোদেরও
সাতে সাতে যাবার তরে তথা।

সীতা ॥ মায়া সম্বরিয়া সবে থাকো নিজ ঘরে
মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে।

[লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান
নেপথ্যে রথের ঘর্ঘর

(সখীদের গীত)

রহিলাম ঘরে মোরা তোমার আসার আশে,
তোমা বিনা মন কিনা লাগে কর্ম্মে কাজে।

সীতার সুখেতে মোরা সুখী সখীজন
সীতা বিনা অন্ধকার দেখি এ ভবন।
মনে হয় কেন যেন যায় ছাড়ি রাজলক্ষ্মী,
গৃহের চূড়া দুঃখে ঝিমায় বেজোড় কপোত পক্ষী!
দিবা দুই প্রহরে যেন দেখি অন্ধকার
কি'জানি কী অদৃষ্টে আছয়ে আবার।
হের দেখ রথ গেল যমুনার পার
পথের ধূলায় কিছু না ভায় নয়নেতে আর।

মূল গায়েন॥ ভরত শত্রুঘ্ন রহেন রামের নিকট
সীতা লয়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট।
এ কূলে রহিল রথ ও কূলে তপোবন
পার হইয়া সীতাদেবী করেন গমন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়
পথ চলিতে সীতা দেবী পায়ে ব্যথা পায়,
লক্ষ্মণ বসালো নিয়ে বৃক্ষের ছায়ায়।

(সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

সীতা॥ শাশুড়ীরে না কহিলাম আসিবার কালে
না জানি কি মনোদুঃখ ঘটিবে কপালে।
নানা অলক্ষণ লক্ষণ দেখিলাম পথে
ভালো করি নাই আসি রামের নিকট হতে।
না যাবো, অযোধ্যায় ফিরে চল ঐ রথে।
অধোমুখে কান্দ লক্ষ্মণ চক্ষে বহে পানি—
উত্তর না করো কেন মোর বাক্য শুনি?
নিরুত্তর আছ কেন বিরস বদন?
দেশে ফিরে যাবো রথ আনহ লক্ষ্মণ।
আপুনি বিদায় লবো শাশুড়ী-চরণে
রামচন্দ্রে সাথে লয়ে যাব তপোবনে।

লক্ষ্মণ॥ কী বলিব মা জানকী, হয়ো না হতাশ—
শ্রীরামের আজ্ঞায় তোমার বনবাস।

সীতা ॥ এতদূরে আসি তবে বলিলে, লক্ষ্মণ—
কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোবন ?
লক্ষ্মণ ॥ ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা,
তাঁহার আজ্ঞার পর কী আর জিজ্ঞাসা ?
সীতা ॥ নাহি দিবেন দেশে আনি থাকিবার স্থান
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান?
দেশে থাকিলে এই কথা করিতাম জিজ্ঞাসা,
যমুনায় ত্যজিব প্রাণ, আর কিবা আশা !

(বাল্মীকি ও মুনিপত্নীর প্রবেশ)

বাল্মীকি ॥ যমুনায় না ত্যজ প্রাণ আমার সম্মুখে,
ঘুচিবে সকল দুঃখ বনে রহ সুখে।
সীতা ॥ আমা হইতে প্রভু লজ্জা পাইলেন সভায়,
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলেন আমায়।
মুনিপত্নী ॥ রাম হেন স্বামী হউক জন্ম জন্মান্তরে
স্বামীর চরণে স্থির করহ অন্তরে।
বাল্মীকি ॥ জনকের কন্যা তুমি, রামের গৃহিণী,
দশরথের বহুয়ারী মেদিনী-নন্দিনী,
লোক অপবাদে রাম পাইয়া তরাস
বিনা অপরাধে তোমায় দিল বনবাস।
লক্ষ্মণ ॥ ত্রিভুবনে সাধ্য নাই সীতার সমান
অযোধ্যাকাণ্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ।
সীতারে ঘরেতে লও যতনে ব্রাহ্মণী
সীতারে জানিবে সবে সতী-শিরোমণি।

(মুনিকন্যাদের গীত)

শুভদিনে লক্ষ্মী আজি আইল মোদের ঘরে
তোমা দরশনে সুখ পাইনু অন্তরে।
কী করিবে কর্ম্মদোষে তোমার বর্জ্জন
তোমারে আগমনে আলো হল তপোবন।

রামের লাগিয়া তুমি না কর ক্রন্দন
অযোধ্যায় পুন ফিরে করিবে গমন।
চল এবে তপোবনে মুনিদের ঘরে—
লক্ষ্মণ ॥ লক্ষ্মণ বিদায় মাগে মাগো জোড়করে।

[সকলের প্রস্থান

মূল গায়েন ॥ রামের আজ্ঞায় সীতায় রাখি তপোবনে
কান্দিয়া লক্ষ্মণ ফিরে অযোধ্যা-ভবনে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডনে।

(তুড়িজুড়ির গীত)

পূর্ব্বাপর কাহিনী করহ স্মরণ
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম গেলেন বন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা রাবণ হরিল
বান্ধিয়া সাগর রাম লঙ্কায় হানা দিল।
রাবণ বধিয়া সীতার হইল উদ্ধার
রাম রাজা হইলেন সত্যে হয়ে পার।
এগারো হাজার বর্ষ প্রজার পালন
সাত হাজার বর্ষ মধ্যে সীতার বর্জ্জন।
দোহার ॥ আরে ! তপোবনে সীতারে করিয়া বর্জ্জন
অযোধ্যায় রাম অগ্রে গেলেন লক্ষ্মণ।
কান্দিতে কান্দিতে বীর রামে নোয়ায় মাথা
রামচন্দ্র লক্ষ্মণে শুধান সীতার কথা।

(রামের গীত)

কোথা থুয়ে আইলে জনকসুতারে, লক্ষ্মণ ?
চঞ্চল হইল যেন আমার পাপিষ্ঠ মন।
বর্জ্জিলাম সীতায় কেন লোকের কথায়
রামপ্রিয়া বিনা এবে রামের প্রাণ যায়।
রাজ্যধন সিংহাসন বিফল আমার
সীতার বিহনে মম সব অন্ধকার।

(তুড়িজুড়ির গীত)

আহা, কোন বনে রহিলেন সীতা সে রূপসী,
কী বলিবেন শুনিলে জনক রাজঋষি ?
সিংহ ব্যাঘ্র দেখি সীতা পাইলে তরাস
কার মুখ দেখে আর পাইবে আশ্বাস ?
কহ কহ ভাই লক্ষ্মণ, সমাচার কী ?
কোন বনে রেখে এলে রামের জানকী ?

লক্ষ্মণ ॥ লোকের কথায় তাঁরে করিলে বর্জ্জন
আপনি বনে দিয়া কেন করহ ক্রন্দন ?
ক্রন্দন সম্বর প্রভু, ক্ষমা দেহ মনে,
সীতা থুয়ে আইলাম বাল্মীকির বনে।

(দোহারের গীত)

দিয়ে কাননে বিদায় রাম-প্রমদায়
শূন্য বনে আগত লক্ষ্মণ অযোধ্যায়।
ওহে দনুজ নিবারি অনুজ তোমারি
সীতারে করে এল বনচারী
বিনা শাপে হায় হায়—

(রামের গীত)

ওরে ভাই, কী দিয়ে নিভাই সীতার বিরহানল
কী করিলাম হায় নিশি না পোহায়
অনিবার চক্ষে বহে জল।
নাই সংসার স্বীকার বিশ্ব অন্ধকার
দুঃখ অন্ধকূপ—
আলো দশযোজন করিত এমন
ছিল জানকীর রূপ।
সীতা বিনা অন্ধকার সকলি নিরখি
দুর্ব্বল হইলে লোকে ছাড়ে রাজলক্ষ্মী ;
সীতার বর্জ্জন বিসর্জ্জন হল মঙ্গল সকল।

লক্ষ্মণ ॥ যদি রঘুনাথ কর অনুমতি দান
রাত্রির মধ্যেতে সীতা আনি তব স্থান।
রাম ॥ লোকলজ্জায় সীতায় থুয়েছি বাহিরে—
লক্ষ্মণ ॥ বড় লজ্জা হবে পুন ঘরেতে আনিলে!
রাম ॥ সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে
লক্ষ্মণ ॥ কেমনে সীতার শোক পাসরিবে চিতে?

(রামের গীত)

আমার বচন শুনহ লক্ষ্মণ
রাত্রেতে সোনার সীতা করহ গঠন।
জানকী আনিলে নিন্দা করিবেক লোক
স্বর্ণসীতা দেখিয়া পাসরিব শোক।

(তুড়িজুড়ির গীত)

সীতা সীতা বলিয়া ক্রন্দন করেন রাম
সোনার সীতা হল উদিতা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে
সবে মাত্র ভিন্ন এই বাক্য নাহি সরে।

(দোহারের গীত)

সোনার সীতার গায় বস্ত্র আভরণ
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন।
সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর
সীতা নয় রঘুনাথে কে দিবে উত্তর?
উত্তর না পেয়ে রাম ভাবে বড় দুখ
একদৃষ্টে চাহেন সোনার সীতার মুখ।
সোনার সীতা দেখিয়া বঞ্চিল সাত রাতি
সাত হাজার বৎসর যেন দুঃখে গেল কাটি।
সাত রাত্রি বঞ্চি রাম আইল বাহির
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর।

(তুড়িজুড়ির গীত)

হা রে শূন্য মনে সিংহাসনে বসেন রামধন
সম্মুখে সোনার সীতা রাখেন সর্ব্বক্ষণ।
পাত্রমিত্র বন্ধুগণ বুঝায় সকলে,
বিবাহ করহ রাম, মাতৃগণ বলে।
যার যত কন্যা আছে স্থানে স্থান
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান---
সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে
অন্য কন্যা মনোনীতা হইবে কেমনে!
কন্যাগণ মনে যুক্তি করে নিরন্তর
মোরে বিভা করিবেন রাম রঘুবর।

॥ রামাশ্বমেধ বা লবকুশি পালা ॥

মূল গায়েন ॥ অখিল ভুবনে হয় জয় রাম ধ্বনি
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি।
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম করে এই জ্ঞানে
স্বর্ণসীতা বিভা হল যে শাস্ত্রের বিধানে।
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি
নৃত্যগীত মঙ্গল করে যতেক রমণী।

(তুড়িজুড়ির গীত)

আরে! বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি
কারো যজ্ঞ না হইল এমন পরিপাটি।
তুরঙ্গ নগর হইতে আইল তুরঙ্গ
শত শত তুরঙ্গী আইল তার সঙ্গ।
হেমঙ্গ তৈলঙ্গ আর কলিঙ্গ গান্ধার
নানা জাতি আইল তুরঙ্গ সারে সারে।

তুরঙ্গ সওয়ার আইল সঙ্গে কত ঠাট
অযোধ্যায় বসে গেল চতুরঙ্গ হাট।

(দোহারের গীত)

স্বর্ণপুচ্ছ যজ্ঞ-অশ্ব কর্ণ পরিপাটি
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি।
গলে লোমাবলী যেন মুকুতার ঝারা,
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আগুনের পারা।
যজ্ঞক্ষেত্রে রাম অশ্ব করিল মোচন
জয়পত্র ঘোড়ার কপালে লিখন।

(ঘোড়ার নৃত্য : তুড়িজুড়ির গীত)

রাম ছাড়িলেন ঘোড়া, যায় দেশে দেশে—
বাতাসে উড়িল ঘোড়া চক্ষের নিমেষে।
পূর্ব্বদেশে গেল ঘোড়া বহুদূর পথ
নদনদী এড়াইল উঠিল পর্ব্বত।
লঙ্ঘিয়া উত্তরে ঘোড়া বিরূপাক্ষ গিরি
ঘোড়া গড় হইয়া যায় পশ্চিম মুখে ফিরি।
তড় বড় যায় ঘোড়া পশ্চিমের দেশে
ছয় মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমেষে।
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এই ক্ষণে
দৈবে যজ্ঞ-অশ্ব যায় দক্ষিণের বনে।

(দোহারের গীত)

আরে! সেই বনে লব-কুশ জানকী-নন্দন
বাল্মীকি মুনির আজ্ঞায় রাখে তপোবন।
পবন বেগে তুরঙ্গ সেথা উপস্থিত হইল,
অশ্ববরে দেখি বড় আনন্দিত হইল ;
বাঁধিবারে আগাইল ভাই দুই জন।

(লব-কুশের প্রবেশ)

লব ॥ কার ঘোড়া কোথা হইতে আইল কেবা জানে
কুশ ॥ এমন ঘোড়া দেখা নাহি যায় কোনখানে।
লব ॥ আপনি কে ? কী জন্য বনে ? বিস্ময় জন্মিল মনে।
কুশ ॥ দেখিতেছি লক্ষণে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ধরণে।
ঘোড়া ॥ রামাশ্বমেধের হয় মম পরিচয়
কপালেতে রয়েছে লিখন।
পড়ে দেখ জয়পত্র কপালের মাঝে অত্র
গাঁই গোত্র পড়ে নিও ভাই।
থাকে যদি জমা যোত্র কুশ কাশ শুষ্ক পত্র
সদ্য আনি জোগান দ্যাও তাই।
সওয়ারি বা সহিস কেহ সাথে নাই আর—
লব ॥ আমাদেরও তাই, লেখাপড়ার ধারি না ধার।
গীদ্ গাই কাঁসি বাজাই খাই দাই
ধনুকে গুণ চড়াই কোনো কাজ নাই আর।
বনবাসিনী মায়ের সন্তান
লব-কুশ জানি দুজনার নাম
কুশ বড় লব ছোট
গোটা রামায়ণ পাঠ মুখে মুখে!

(ঘোড়ার গীত)

লেখাপড়া করে যেই
গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।
কথাটা কি দুজনার
একেবারে জানা নেই ?
দেখে শুনে লাগে অবাক
কেমনে হয় অন্ন পাক ?
কাঁসি-বাদন নাচন-কোঁদন
আর ধেই ধেই, এছাড়া কি কাজ নেই ?

লব-কুশ ॥ লিখিব পড়িব মরিব দুখে
ঘোড়া পাকড়িব চড়িব সুখে।
রথের ঘোড়া, কাঠের ঘোড়া,
জল পী পী, মাটির ঘোড়া,
আয় না কাছে দে না ধরা।
অশ্বমেধের পাগলা ঘোড়া
পড়েছ ধরা যাবা কোন মুখে ?

ঘোড়া ॥ যেই ঘোড়া অশ্বমেধে পেট দান করে
নিশ্চয় বৈকুণ্ঠবাসী সেই হয় পরে—
রয় সুখে।

লব-কুশ ॥ পরের কথা পরে হবে, এখন ঘরে যাই চল।

ঘোড়া ॥ অশ্বমেধের ঘোড়া আমি
যাত্রাভঙ্গ নাহি কর,
জয়পত্রে লেখা পড়।
যজ্ঞেশ্বরের অশ্ব আমি
আমারে না ধর, বাধিবে সমর।

(লব-কুশের গীত)

লব ॥ হোঃ ঘোড়াটা লাফায় বড়,
কুশ ॥ আমি লেজ মলি, তুমি দড়াটা ধর।
লব ॥ এ যে দুষ্টু ঘোড়া কামড়াতে চায়,
কুশ ॥ কান দুটা ওর মুচড়ে ধর।

(ঘোড়ার নৃত্যগীত)

অশ্বমেধের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবার জোড়া
কুচ নেই ভোঁ, আছে চিকণ-চাকণ চামোড়া।
এক ভাগ আছে ঠিক, তিন ভাগ খোঁড়া
উল্টোরথ টানতে পারি ল্যাজে দিলে মোড়া।

(কুশের গীত)

ঘোড়া নিয়ে হল বড় দায়—
ডানে চালাইতে ঘোড়া বামে যেতে চায়।
ভাবলেম নেবো ঘর মনোহর অশ্ববর
কাজ দিবে বিস্তর তিন পায় মোট ধহায়।
এখন যে চলতে এলে মাথা চালে
অনিচ্ছাতে ঘাড় ঝাঁকায়।
লব ॥ কশাঘাৎ কর রে কুশ
নইলে বাগ মানানো দায়।
ঘোড়া নয় এটা বোকা ছাগল
বেঁধেছে জয়-পতাকা মাথায়।
কুশ ॥ ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি ডাকে
কোড়া খেলে জোড়া লাত কশায়।
লব ॥ খাওয়াও ওটায় তিন্তিড়ি
লাফাতে দাও তিড়ি বিড়ি।
ছিরি বার হবে গেলে মশায়
সিধে হবে কশায় কশায়।

(ঘোড়ার নৃত্যগীত)

দানা না পেলাম পানি না পেলাম
দাহানা চিবায়ে দাঁত পড়ালাম।
কিন্তু ফললো না ফল আসাই বিফল,
বেগার খেটে এবার গেলাম।
মন কেবলি মরলো ছুটে
বোঝা বইলো দেহ মুটে,
খেয়ে গালাগাল হলেম নাকাল
ছেলে ঠেকাতে এলে গেলাম।

(লব-কুশের গীত)

দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া হামে চলি যাও রে
সমরে চলিনু আজ, হামে না ফেরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে
ঝাঁপ দিবে প্রাণ আজি সমর-তরঙ্গে।
ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা
নাচিবে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা।
উড়িল ছকড়া ঘোড়া এরে না থামাও রে।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান ॥ দুই কানে দাও মোড়া যতই চাবকাও রে
ঘোটক আটক রাখা কারু সাধ্য নয় হে।
সর্ব্বসুলক্ষণ-যুক্ত যজ্ঞের অশ্ব
মুনি মন্ত্রে অভিষেক করিলেন তস্য,
পাছে আসছে রামসৈন্য ভুবন বিজয় রে।

লব-কুশ ॥ লব-কুশ দুই ভাই রক্ষা করি তপোবন
চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়াছেন তপোধন।
দেখিয়া বিচিত্র ঘোড়া বাঁধিয়াছি বলে
বান্ধিয়া রাখিব নিয়া বনতরুতলে।

হনুমান ॥ অবোধ বালক তোরা ঘোড়া ছেড়ে দে রে—
কী তোদের নাম, কোথায় বা ধাম,
আমি হনুমান ধেড়ে।
ক্ষুদ্র দেখে যুদ্ধ ইচ্ছা না করি আমি বুড়া,
নয়তো একটা চপেটাঘাতে
মাথা করতাম গুঁড়া,
ঘোড়া নিতাম কেড়ে!

লব ॥ বানর আসি চাহিতেছ মোদের পরিচয়?

কুশ ॥ দুটি ভাই যমের দূত, আর কেহ নয়!

হনুমান ॥ পবন-নন্দন আমি সকলেই জানে
এনেছি তলব চিঠি তোমাদের নামে—
ঘোড়া ধরলে যাইতে হবে শমনের ধামে।
তবু যদি যুদ্ধ কর না বুঝিয়ে মর্ম্ম
সেটা কেবল মৃত্যুকালে প্রলাপের ধর্ম্ম।

(লব-কুশের গীত)

কাঁচা কাঁচা কথা কস্‌নে ভেবে কাঁচা ছেলে—
ঘোড়া দে না বললে যেন ঘোড়ায় চড়ে এলে।
কোথাকার পুন্‌কে কপি নাম হনুমন
চটক ফটক লাগালো আসি ঘোটকের কারণ।

হনুমান ॥ ভালোমন্দ যা বললে শুনে হলেম তুষ্ট
বালকের বচন শুনিতে বড় মিষ্ট।

(হনুমানের গীত)

শুন শুন ওরে অবোধ,
বালকের প্রতি করলে ক্রোধ
অপযশ আমারি ঘোষণা।
তোরা শিশু হয়ে শুধালি মোরে
পরিচয় দিলাম তোরে।
তোরা কেন করিস প্রবঞ্চনা,
করতে কথা কাটাকাটি
হবে শেষে চটাচটি
এ কথাটি সে কথাটি করো না।
তোদের অঙ্গ অবয়ব
রামেরি মতো দেখচি সব
কোলে নিতে করছি বাসনা।

কুশ ॥ প্রাণের বিষয় সন্দ পাতাতে চাও সম্বন্ধ
তুষ্ট কর মিষ্ট আলাপনে—

কাল পূর্ণ হলে পরে ঔষধে কে রক্ষা করে
বাঁচা বাঁচি হবে না বচনে।
লব ॥ শুন শুন কুশি ভাই কি অপরূপ শুনতে পাই
পশুর মুখে মানুষের বাণী,
ধনুগুণে বন্দী করে লও এটারে স্কন্ধে করে
নাচ দেখাবে দুদিনে পোষ মানি।

(উভয়ের গীত)

গাটি সাদা মুখটি কালো
এ একতরো দেখতে ভালো।
মুনি মশায়ে তামাসা দেখাবো
এনে তপোবনে।
এটা যদি ভাই পোষ মানে
মাকড়ি গড়ায়ে পরাবো কানে,
কাপড় পরালে বানরে মানাবে ভালো।
হনুমান ॥ কারে নিচ্ছ স্কন্ধোপরে প্রকাশ পাইবে পরে
এখন তো সামান্য অনুমান—
দুই ভাই হইয়ে মত্ত করছ কত পুরুষত্ব,
এর পরে দেখাবো মজাখান—
নাম যদি হয় হনুমান।
বড় আয়েসে যাচ্ছ চলে ভর দিচ্ছি না বালক বলে
ভার দিই তো নিকলে যাবে প্রাণ।
বেন্ধেছ বৃহৎ অঙ্গ ঐ রসে করিছ ব্যঙ্গ
হেতু বিনে কি কপি বান্ধা যান?
মিছা তোদের আস্ফালন হনুমন আপনি বন্ধন লন
নৈলে কি তোদের ধরে টান।
কুশ ॥ করেছিলেম এইটে মন
বুঝি শয়েক দেড়শ মণ
ওজন হবে, দুজনে তোলা ভার!

লব ॥ শঙ্কা ছিল চাগিয়ে তোলা
কিছুই নাই ভার যেন সোলা,
এইটে দেখি ভারি চমৎকার!

কুশ ॥ বল বুদ্ধি কিছুই নাই
হনুটোর কেবল তনুটো ভাই
যে কেতে থোও সেই কেতেই পড়ে॥

লব ॥ প্রাণের ডরে করে উপ্
চুপ বললেই অম্‌নি চুপ
কুড়িয়ে লেজুড় জড়সড় করে।

(জাম্বুবানের প্রবেশ ও গীত)

ওরে কুশি লব করিস কি গৌরব
বান্ধা না দিলে পারিতে না বাঁধতে।
ভববন্ধন বারণ কারণ
হনুমান জাম্বুবান বান্ধা গেছি
ছিরি রামের চরণ পান্তে।

লব ॥ রামরাজার এ ভারি যশ
বানর ভল্লুক এমন বশ।

কুশ ॥ এইটা বড় চমৎকার লাগছে মনে।

লব ॥ ভালুকটারে যদি পাই
নাকে দড়া দিয়া নাচাই।

কুশ ॥ আমিও তাই করতেছি মনে মনে।

জাম্বুবান ॥ সম্প্রতি সুবুদ্ধি দিয়ে
বারেক দুটি আঁখি মুদিয়ে
বিবেচনা করিয়ে দেখ লব—
পশু সনে সাধ সংগ্রামে
ভয় না আছে তাহাতে প্রাণে
সাধুর এ কথা সত্য বটে সব।

মনেতে করহ চিন্তে
জাম্বুবানে রণে জিনতে
চাই করতলে মস্ত তিনটে নখ।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ ॥ কে তোরা বালক জীবন হারাতে
বিপদ সাগরে যেও না পা বাড়াতে,
পাবে শেষে মনস্তাপ।
ভয় করি পাছে বধ হয়ে যাও বিভীষণের হাতে।
সময় দিলাম ছেড়ে সংগ্রাম ঘরে পালাতে। (যুদ্ধবাদ্য)

লব-কুশ ॥ ধর রে ধর পলারে পলা
চেপে ধর ল্যাজ ঠেসে ধর গলা।
রণে জিনতে কাহার শকতি
মা আমাদের জানকী সতী।
ও ভাই চরণে করছি নতি
কথাটা আগে উচিত ছিল বলা।

হনুমান ॥ চল মার কাছে খাবো ছোলা।

লব ॥ দ্বারের বাহিরে মাতা দেখগো আসিয়া
দুর্জ্জয় কয়টা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।

কুশ ॥ দ্বারে না সান্ধায় তেঁই থুইল বাহির
হনুমান জাম্বুবান দুর্জ্জয় শরীর।
হস্ত পদ বান্ধা হনুমান জাম্বুবান
বাহিরে আসিয়া মাতা দেখ বিদ্যমান।

(সীতার প্রবেশ)

সীতা ॥ আরে লব, আরে কুশ, করিলি কুকর্ম—
তোরা বিদ্যা শিখে নাশিলি জাতি ধর্ম।

জাম্বুবান ॥ মোদের জন্ম ভূতি বিফল
বনের পশু খাই বনফল
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাইকো জ্ঞানোদয়।

হনুমান ॥ গাছে গাছে করি ভ্রমণ
জানি না শৌচ আচমন
ছুলে মোদের স্নান করতে হয়।
বিভীষণ ॥ এরা স্কন্ধে করে নিলে তারে
ছুঁয়েছে রাক্ষস আমারে।
ঘোড়া ॥ এখন এদের ধরে পঞ্চগব্য খাওয়ালে হয়।
সীতা ॥ হনুমান পুত্র আমায় করেছে উদ্ধার,
বিভীষণ স্বামী হন সখী সরমার।
জাম্বুবান শ্রদ্ধাবান সদাপ্রভুর প্রতি,
যজ্ঞের অশ্ব ইনি সর্ব্বত্র এঁর গতি।
ইহাদের বাঁধিলি তোরা অবোধ বালক
শুনিলে এ সব কথা কী কহিবে লোক ?
লব-কুশ অতি শীঘ্র ঘুচাও বন্ধন
হনুমান জাম্বুবানে করহ মোচন।
এককথা হনুমান করহ পালন
কারো ঠাঁই না কহিও এসব বচন।
তোমার রামের পুত্র এরা দুই ভাই
না চিনে করিল যুদ্ধ দোষ দেহ নাই।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি ॥ এতদিন ভালো ছিলে করে গীত নাট
ধনুবিদ্যা শিখাইয়া পাড়িনু প্রমাদ।
ধনুবিদ্যা তোমাদের করাইয়া শিক্ষা
সাক্ষাতে পাইলাম আমি তাহার পরীক্ষা।
গীত-বাদ্য রামায়ণ শিখিলে দুইজন
রাম-যজ্ঞে গিয়ে দোঁহে গাবে রামায়ণ।
দুই ভাই কর মোর কবিত্ব প্রচার
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার।
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
সাবধানে গাহিবে তোমরা রামায়ণ।

পরিচয় চাহিলে রাম সভার ভিতর
বাল্মীকির শিষ্য হেন করিও উত্তর।

লব ॥ অযোধ্যার রাজা রাম
অশ্ব তার বেন্ধে নিলাম।
উষ্মা করে রণে এলেন ধনুকে দিয়ে চাড়া
চার ভাই সসৈন্যে রণে পড়েছেন তাঁরা।

কুশ ॥ ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছে যুদ্ধের সাজন
এই দেখ আনিয়াছি রামের আভরণ।

বাল্মীকি ॥ আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে
শিশু হয়ে শ্রীরামেরে জিনে দুই জনে।

সীতা ॥ রঘুনাথ বিনা মম নাহিক জীবন
যমুনাতে এই তনু দিব বিসর্জ্জন।

লব ॥ পিতৃবধ করিয়া পাইলাম বড় লাজ
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাহি কাজ।

কুশ ॥ এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার।

সীতা ॥ যমুনার জলে আগে করিব প্রবেশ
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিহ অবশেষ।

বাল্মীকি ॥ শুন শুন মা জানকী, প্রাণ ত্যজ নাই,
বাঁচিবে এখনি রাঘবেরা চারি ভাই।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন
উঠিবেক, পড়িয়াছে আর যত জন।
ক্ষমা দেহ জানকী তোমারে বলি আমি
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে যাও তুমি।

সীতা ॥ আগে তো প্রভুর আমি দেখিব চরণ
তবে তো আশ্রমে ফিরে করিব গমন।

বাল্মীকি ॥ তপোবনে-কুণ্ডে আছে মৃতজীবী জল
সেই জল ছিটাইয়া বাঁচাবো সকল।
আমি হেথা রহিলে না হইত এমন
শ্রীরামে এক্ষণে সীতা কর সম্ভাষণ।

(রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

রাম ॥ বাঁচিলাম মুনিবর তোমার প্রসাদে
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে।

বাল্মীকি ॥ অশ্ব লয়ে রঘুনাথ যাও নিজ দেশে
যজ্ঞ পূর্ণ কর গিয়া অশেষ বিশেষে ;
লব-কুশের রামায়ণ গাহাইও শেষে।
লব-কুশ যুক্তি শুন তোমরা দুইজন
মিষ্টস্বরে উভয়ে গাহিবে রামায়ণ।
যখন গাহিবে গীত মায়ের বর্জ্জন
না বলিও শ্রীরামেরে কোনো কুবচন।

রাম ॥ ভাইগণ অযোধ্যায় চলহ ত্বরিত
শিশুমুখে মিষ্ট গান শুনিতে উচিত।





অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় শিল্প-জগতের সর্বাধিক বিস্ময়কর নাম। কিন্তু কেবল মাত্র শিল্পী—এইটিই তাঁর সমগ্র পরিচয় নয়। বাংলা সাহিত্যের দরবারেও তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন চিহ্নিত হয়ে আছে। যেমন শিল্প কলায় তেমনি সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। অবশ্য শিশুদের জন্য রচনাতেই তাঁর ঝোঁক ছিল সব চেয়ে বেশী। তাঁর 'রাজকাহিনী' 'বুড়ো আংলা' 'শকুন্তলা' প্রভৃতি বই বাংলা দেশের শিশুরা চিরদিনের মতো আপন করে নিয়েছে। স্মৃতি-কথা হিসেবে 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' দুটি অনবদ্য রচনা। কিন্তু তাঁর শিল্পীমন নানা রকম রচনার স্বপ্ন দেখত। তার মধ্যে যাত্রাগানের পালাও অন্যতম। শোনা যায় তাঁর খুল্লতাত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও ইচ্ছা ছিল যাত্রার পালা লিখবেন—কিন্তু তাঁর সহস্রবিধ কর্মের একান্ত অনবসরে বোধ করি তা হয়ে ওঠে নি। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাকে সার্থক করেছিলেন। 'যাত্রাগানে রামায়ণ' তারই ফল। পাণ্ডুলিপিটি দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত ছিল। লেখকের দৌহিত্র স্বর্গগত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় এতদিন পরে বইখানা প্রকাশ করা সম্ভব হল। আশা করছি বাংলাদেশের পাঠকগণ এই বিশিষ্ট লেখকের নূতন ধরনের সাহিত্য রচনাটি পেয়ে খুশীই হবেন।